চিত্তরঞ্জিনী

নাম

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

(দ্বৈমাসিক রহস্য।)

হেমন্ত।

শ্রীবাটী

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে

শ্রী রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত।

শাখা সাহিত্য সভার

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১। পত্রী সূচনা	১	৫। সমালোচনা	১০
২। শীত চর্য্যা	৩	৬। যমুনা স্তম্ভ	১১
৩। রাধামোহন বাবু	৫	৭। ঐ চিত্র	১৩
৪। বারাণসী	৭	৮। বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন?	১৫

কলিকাতা।

৪৭ নং পাথুরিয়া ঘাটা সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীনিধিরাম পাইন দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৮

// চিত্ত রঞ্জিনী।

সচিত্র ঋতু পত্রিকা।

১ম বর্ষ] দ্বৈমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৩৯। হেমন্ত কাল। [১ম সংখ্যা

পত্রী সূচনা।

অনেক সৌভাগ্যের কথা, আজি আমরা বঙ্গদেশে সচিত্র সাময়িক-পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আরও সৌভাগ্যের কথা যে, এই সকল চিত্র আমাদের জাতীয় হস্তে খোদিত হইতেছে, পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থা সহৃদয় মাত্রেই জানেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বিবিধার্থ সংগ্রহ নামে একখানিমাত্র সচিত্র-পত্র প্রকাশ আরম্ভ হয়, এবং কতিপয় বৎসর গতে তাহার নাম রহস্য-সন্দর্ভ হইয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদত্ত হইত, প্রকাশক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তৎসমুদয় চিত্রই ইংলণ্ড হইতে আনীত এবং তজ্জন্য তিনি "ভারতবর্ষীয় কথক" নামক প্রস্তাবে বিজাতীয় কথকের বিকৃত আদর্শ খোদিত হওয়ায় আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করেন যে "ভারতের কি দুর্ভাগ্য যে, আমাদের লিখিত অভিপ্রায় বিলাতে বিকৃত ভাবে খোদিত হইয়া কি অদ্ভুত আদর্শ প্রদান করিতেছে" আমাদের বেস মনে পড়ে যে, সেই হিন্দু কথকের প্রতিমূর্ত্তি ঠিক একটী মাচার উপরে বেদীয়া সাপ খেলান মত দেখাইতেছে, এবং কথক একখানি মোটা বনাতের কাপড় মাথায় দিয়া প্রায় ঘোমটা দিয়া বসিয়াছে" কি বিপরীত! কিন্তু এক্ষণে আমরা মহোল্লাস চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বঙ্গের আর সে অবস্থা নাই, কলিকাতা চিত্র বিদ্যালয় (স্কুল অব্ আর্টস) স্থাপিত হওয়ায় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালির চিত্রানুরাগ জন্মিয়াছে। এবং কয়েক বৎসর হইতে "আর্ট ষ্টুডিও" শুদ্ধ বাঙ্গালির দ্বারা স্থাপিত হইয়া অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র, পৌরানিক দেবাদির প্রতিমূর্ত্তি, সুরঞ্জিত বর্ণমালা প্রভৃতি বাঙ্গালির গৌরবজনক চিত্র সকল প্রচারিত হইতেছে। আমরা সে দিন আর্টষ্টুডিও গিয়া শুনিলাম যে উৎসাহ অভাবে আজি পর্য্যন্ত তাঁহারা মনোমত চিত্র সকল খোদিত বা চিত্রিত করিতে পারিতেছেন না। বঙ্গদেশে এত রাজা মহারাজা! ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা মাত্রেরই এই জাতীয় উন্নতি ও মঙ্গল কার্য্যে সহানুভূতি করা কর্ত্তব্য। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে রাজশ্রী ডাক্তার শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়কে এই মুখ্য হিতকর কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। সত্যবটে তিনি রাশি রাশি অর্থব্যয় করতঃ সঙ্গীত শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। দশাবতার, ছয় রাগ, অষ্টরস, প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আত্মীয় সমাজে বিতরণ করিয়া স্বীয় জীবনের সার্থকতা করিতেছেন, কিন্তু যে সকল সাধারণ হিতকর কার্য্য, যাহা তাঁহার ন্যায় উচ্চ মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্যে সহজে ধারণা করিতে সক্ষম নহে, সে বিষয়ে তিনি উৎসাহ না দিলে আর কে দিবে? আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ও সানুনয়ে নিবেদন যে, ভারতের চিত্র সম্বন্ধে বহুল প্রচারের একটী সদুপায় রাজা মহোদয় করুন। তাহা হইলে বাঙ্গালী প্রকাশ্যে মুখ দেখাইতে পারিবে, নতুবা উৎসাহভাবে আর্টষ্টুডিওর অবস্থা মলিন হইলে আমাদের জাতীয় আর কোন্ বিষয়ে ভরসা থাকিবে?

আমরা শুনিয়া আরও ক্ষুব্ধ হইলাম যে, আর্টষ্টুডিও কয়েক খানি বাঙ্গালি লোকের ছবি ব্যতীত অধিকাংশ ইংরেজ বা অন্য জাতির কার্য্য করিতেছেন! অথচ ইহা আমাদের একটী জাতীয় জীবনের মূল। চিত্র সম্বন্ধে রীতিমত গুণগ্রাহী না হইলে আনুসঙ্গীক অপর উন্নতি কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠা বড় কঠিন ব্যাপার। সামাজিক উন্নতির চরম ফল, স্বভাব চিত্র ও চিত্র দ্বারা সত্য সদ্‌গুণের পুরস্কার, ইহাতে কাহারও তর্ক বিতর্ক নাই।

উৎকৃষ্ট চিত্র দ্বারা অতীত গৌরব বা ইতিহাসের অতীত ইতিহাস পরিস্ফুট হয়। মনে কর বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের শ্রীক্ষেত্র যাত্রার চিত্র; ইহাতে রাজার নাম, স্বভাব, ইতিবৃত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে ভীরুতা, সুজনতা এক পটে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত, গৃহে গৃহে সেই আলেখ্য লম্বিত, দর্শক মাত্রেই লক্ষণসেনের কাপুরুষতা ঘোষণা করিবে! সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি মাত্র ভীরুতায় ঘৃণা স্বদেশের প্রতি মমতা দৃঢ় হইবে। কোন্ ইতিহাস, কোন্ কাব্য নাটক, কোন্ নভেল পুরাবৃত্ত, পুস্তক মধ্যে নিদ্রিত থাকিয়া এরূপ শিক্ষা দিবে? তাই বলি চিত্র জীবন্ত উপদেশ, সজীব দৃষ্টান্ত; চক্ষুষ্মাণ দেখিতে পায়। গ্রন্থাদি শাস্ত্র অনুশীলন চাই, অধ্যয়ণ চাই, উপদেশ চাই, ধারণা চাই; আর চিত্র আপনাপনি দর্শন। ঘরে ঝুলাইয়া রাখিলেই অন্ধ ব্যতীত দৃষ্টিকরিবে, মানুষ হইলেই অবস্থা আলোচনা করিবে, তাহার ফল নিশ্চিত। যিনি মনোবিজ্ঞান আলোচনা করেন তিনিই বলুন! আমরাত চিত্র বিদ্যার একরূপ গোঁড়া, নহিলে এই উৎসাহহীন উদ্যমহীন জড়প্রায় বঙ্গসমাজে কেন অতীত গৌরব লইয়া সচিত্রপত্র প্রচার করিতে বসিব? আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্র সম্বন্ধে অনুরাগ আকর্ষণ করতঃ (সচিত্র পত্রে) এদেশের একটী প্রধান অভাব বিমোচন করা; বিনা অর্থে এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা হইবার উপায় নাই, আমাদের যতদূর সাধ্য, বাঙ্গালির দ্বারা যতদুর হইতে পারে; তদ্রূপ চিত্র সকল সন্নিবেশিত হইবে। গ্রাহক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত চিত্রাদিও বাড়িবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-চিত্তে ইহাও প্রচার করিতে সাহসী যে আমাদের এই সভা হইতে বঙ্গীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী, বড় বড় খ্যাতাপন্ন, রায়বাহাদুর, জমীদার ও গুণ গ্রাহী মাত্রেরই নামে সচিত্র ঋতু পত্রিকা প্রেরিত হইবে, বৎসরে দুই টাকায় যাঁহাদের কষ্ট না হইবে অথচ এরূপ একটী জাতীয় উন্নতির মূল বিষয়ে উৎসাহদান তাঁহাদের দেশ হিতৈষিতা প্রকাশ পাইবে। অধিকন্তু সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে অনেকে একটী ব্যবসায়রূপে করিয়া বইসেন; আমাদের অনুরোধ অন্ততঃ কিছু দিন দেখিয়া তাঁহারা মূল্যাদি প্রদান করিবেন। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হই, তবে দেশীয় ক্ষমতাপন্ন মাত্রেরই নিকট তখন জোর করিয়া বৎসর দুই টাকা গ্রহণ করিব বঙ্গভাষার প্রতি অনেকে বীতরাগ, ভাল বিষয় প্রকাশ হয় না বলিয়াই এরূপ হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিলে সুশিক্ষিত পড়িবে, বিশেষতঃ কাব্য নাটকে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, বাঙ্গালির এখন কাব্য নাটক বিলাস সুখের সময় নহে, সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির পর সুখাভিলাষ সঙ্গত, এই জন্য আমরা সুকঠিন গণিত বিজ্ঞানাদিতেও বড় কিছু বলিব না। এ সকলের জন্য উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি লিখিতেছেন, শিল্প-চিত্র, দেশীয় জীবন চরিত ইতিবৃত্ত ঘটিতগ্রন্থাদি এবং ভারবর্ষের পৌরাণিক শাস্ত্র সমূহের অনুবাদ মাত্র সমালোচনা করিব। সংক্ষেপতঃ (সামাজিক বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাই এই চিত্তরঞ্জিনী বা সচিত্র ঋতুপত্রিকার অন্যতর উদ্দেশ্য।)

শীতচর্য্যা।

নানা মুনির নানামত, ইহা কেবল ভারতে নহে; পৃথিবীর তাবন্ত দেশেই এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তবে ইউরোপ প্রভৃতি বর্ত্তমান উন্নত দেশ সমূহে কোন মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রভুত আন্দোলন দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইয়া থাকে। এক সময় ভারতের অবস্থাও ঐরূপ ছিল। তখনকার প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সুমার্জ্জিত বুদ্ধিতে অনেক দুরূহ বিষয় মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে দেশের অবনত অবস্থার উদ্ভুত অনেক গুলি তর্ক আজ পর্য্যন্ত অবিচারিত হইয়া রহিয়াছে।

ঋতু সম্বন্ধেও ভারতে কএকটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস (দুই দুই মাসে এক এক ঋতু ধরিয়া) ক্রমশঃ গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়টী ঋতু গণনা হইয়া থাকে। বাভট গ্রন্থে জৈষ্ঠ্যাদি দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত পরিগণিত হইয়াছে। আবার শুশ্রুতোক্ত আয়ুর্ব্বেদ মতে বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম, প্রারট্, বর্ষা, শরৎ, শিশির ও বসন্ত এই ছয়টী ঋতু কথিত হইয়া থাকে, কেহ কেহ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ শীত, ফাল্গুণ চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, ও আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা; এই তিনটী ঋতু গণনা করেন। স্মৃতি শাস্ত্রে কার্ত্তিকাদি সন্মাসে শীত ও বৈশাখাদি সন্মাসে গ্রীষ্ম এই দুইটী মাত্র ঋতু উক্ত হইয়াছে।*

সমস্ত মহানুভব ব্যক্তি মাত্রেই কহিয়া থাকেন যে, সতত দেশ কাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। অবশ্যই কালের গতিকে ঋতু প্রকাশেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ সকল শাস্ত্র সমকালীন নহে। সুতরাং পরস্পর মতের অনৈক্য ঘটিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

যখন কতকগুলি মতের পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন লক্ষণানুসারে ঋতু নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে সময়ে যে ঋতুর স্বভাব প্রকাশ পায় সেই সময় তদুচিত আচরণ বিধেয়। তবে কখন কখন ঋতু বিপর্য্যস্ত হইয়াও এক ঋতুতে ভিন্ন ঋতুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সে সময়ে কেবল গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতু ঋতুবিপর্য্যয় বশতঃ সংক্রামক পীড়া ও কখন কখন মহামারী পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে জ্যৈষ্ঠ্যাদি দ্বাদশ মাসে ক্রমশঃ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির ও বসন্তের লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং তদনুসারে ঋতু ব্যবহারও কর্ত্তব্য।

আদান ও বিসর্গ ভেদে বৎসর দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে মাঘাদি আষাঢ়ান্ত ছয় মাসকে আদান কাল বা উত্তরায়ণ কহে, এই কালে সূর্য্য প্রতিদিন মানবগণের বল হরণ করেন। বায়ু সূর্য্যের অবস্থান জনিত পৃথিবীর স্নিগ্ধ গুণ খর্ব্ব হয় এবং ক্রমশঃ (আদানান্তর্গত শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুতে) তিক্ত কষায় কটুরস প্রবল হয়; সেই জন্য আদান কালকে অগ্নি গুণ প্রধান কহে। শ্রাবণাদি পৌষান্ত এই ছয় মাস অথবা বর্ষা শরৎ হেমন্ত এই তিনটী ঋতুকে বিসর্গ বা দক্ষিণায়ণ কহে। এইকালে মানবগণের বল বৃদ্ধি হয় এবং শীত, মেঘ বৃষ্টি ও বায়ু জন্য পৃথিবীর স্নিগ্ধ গুণের আধিক্য হয়; এজন্য ক্রমশঃ অম্ল, লবণ, মধুর এই তিনটী রস বলবান হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্র মতে হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতুকে শীতকাল কহা গিয়া থাকে; তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্ত, এই কালে উত্তর দিগাগত বায়ু উত্তরোত্তর শীতল হইতে থাকে। দিক সকল ধুলা ও ধুমে আচ্ছন্ন হয়। বায়স, গণ্ডার, মহিষ,

* দেশ ভেদে ঋতু বিভেদ আছে, উত্তর পশ্চিম মথুরা বৃন্দাবনে শীত গ্রীষ্মই প্রবল, হেমন্ত বসন্ত সামান্য; কোন কোন সময়ে অল্প বর্ষা হয় মাত্র।

মেষ, হস্তী প্রভৃতি জীবগণ বলীয়ান হইয়া উঠে, লোধ প্রিয়ঙ্গু পুন্নাগাদি (১) বৃক্ষ সকল কুসুমিত ও জলাশয়ের জল নির্ম্মল দেখায়, প্রভাতে শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্রে শিশির বিন্দু সকল হীরকখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ধান্য ক্ষেত্র হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করে। শীতে জীবগণ জড়ীভুত হয়। এমন কি দিনমানের কলেবর পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতরাং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নিশা আহ্লাদে স্বীয় নিবিড়া কায়া বিস্তার করে, দেখিয়া শুনিয়া সূর্য্য আপন কিরণ সম্বরণ পুর্ব্বক অগ্নি কোণ আশ্রয় করেন। এবং কমলিনী কান্তের দুরাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ম্রিয়মাণা হন্।

হেমন্ত কালে বহিঃস্থ শীত জন্য লোমকূপ সকল রুদ্ধ হওয়ায় জঠরাগ্নি প্রবল হইয়া উঠে, এবং তজ্জনিত বায়ু প্রদীপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রসাদি সপ্তধাতুকে ক্ষীণ করে (২)। অতএব ধাতুর হিতজনক মধুর অম্ল লবণ রস সেবন ও প্রদীপ্ত অগ্নি নিবারণ জন্য উপযুক্ত দ্রব্য ভোজন কর্ত্তব্য। এই কালে রাত্রের দীর্ঘত্ব হেতু ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইয়া মানবগণ প্রভাতেই বুভুক্ষিত হয় সুতরাং দিন চর্য্যোক্ত বিধি অনুসারে দন্তধাবনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে (৩) বায়ু নাশক তৈল সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ মস্তকে মর্দ্দনান্তে বাহুযুদ্ধ-কুশল ব্যক্তির সহিত, অর্দ্ধকাল (৪) পরিমিত ব্যায়াম এবং পায়ে পায়ে আকর্ষণ করিবে। অনন্তর লোধ, কৃষ্ণতিলাদি দ্বারা শরীরের তৈল উঠাইয়া বিধিমত স্নান পুর্ব্বক মৃগনাভিযুক্ত কুস্কুম দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া অগুরু কাষ্ঠের ধুম গ্রহণ করিবে। মধুর অম্ল লবণ-রস বিশিষ্ট দ্রব্য, হৃষ্টপুষ্ট পশু মাংস, গুড়কৃত বা রসী নামক পাঁচুই মদ্য * পেষিত গোধুম, মাষকলাই, ইক্ষু অথবা দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুতিকৃত নানা প্রকার খাদ্য (মিষ্টান্নাদি নুতন অন্ন, বসা, তৈল সুপথ্য। শৌচ কার্য্যে ঈষৎ উষ্ণ জল, শয়ন কালে আচ্ছাদানার্থ কার্পাসজ লোমজ বা কীটজ প্রভৃতি পাতলা অথচ উষ্ণগুণযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার্য্য। বিধি পুর্ব্বক সূর্য্য কিরণ ও অগ্নি সন্তাপ গ্রহণ করিবে। গমন কালে সর্ব্বদা উপানৎ ব্যবহার করা উচিত। এই কালে অঙ্গার অগ্নি দ্বারা উত্তপ্তিকৃত মৃত্তিকার গৃহে বাস করিলে শীত জনিত ক্লেশ অনুভুত হয় না।

শুশ্রুত বলেন এই কালে গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে আমাজীর্ণ হয়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসকে ডাক্তারগণ 'ম্যালেরিয়া সিজন' কহেন, বিশেষতঃ কার্ত্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের প্রথম এই ঋতু পরিবর্ত্তন কালে প্রায়ই অত্যন্ত জ্বর পীড়ার প্রাবল্য দেখা যায়। অতএব যদিও প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে গুরুপাক দ্রব্য আহারের বিধি আছে তথাপি দেশকাল পাত্র বিবেচনায় বর্ত্তমান কালে হেমন্ত ঋতু প্রথম ভাগে লঘুপাক দ্রব্যই ভোজন বিহিত।

মাঘ ও ফাল্গুণ এই দুই মাস শিশির কাল, শিশিরে হেমন্ত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শীত ও রুক্ষগুণ প্রবল হয়, এই জন্য হেমন্তোক্ত নিয়ম সকল সমধিক অনুশীলন করিবে।

পল্লিগ্রামের গৃহস্ত বউ ঝিদের মুখে এই সময়ের একটী প্রবাদ্ সকলেই শুনিয়াছেন। "কার্ত্তিকের আট অঘ্রাণের সাত" ইত্যাদির দ্বিতীয় চরণ কবিতা গৃহী মাত্রেই জানেন।

(১) গেঁদা ফুল, চন্দ্রমল্লিকা, আকন্দ, শীমুল, অগস্ত্য, কুন্দ হেমন্তের প্রথমে প্রস্ফুটিত হয়, সেফালিকা পাড়াগাঁয়ে শীত বস্ত্রাদি রঞ্জিত করে, শীতের পূর্ব্ব হইতেই শীতবস্ত্র ক্রমে ব্যবহার করা উচিত।

(২) উপযুক্ত আহার না করিলেই সপ্তধাতুকে ক্ষয় করে সপ্তধাতু যথা রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র।

(৩) দিন চর্য্যায় উক্ত হইয়াছে যে প্রাতে অজীর্ণ বোধ হইলে দন্তধাবন বা তৈল মর্দ্দনাদি করিবে না।

(৪) কটী, কুক্ষি ও গণ্ডে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইলে, তাহাকে এক মাত্র কাল বলা যায়। ইহার অর্দ্ধেককে অর্দ্ধেক কাল কহে।

* আমরা বহুকালের পরীক্ষিত শাস্ত্র বিধি মাত্রেরই পক্ষপাতী নহি তবে "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে" সর্ব্বথা প্রমাণ্য।

আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে সকলেই কিছু মাংসাশী নহেন, প্রত্যুতঃ মৎস্য মাংস ব্যতীত যে এ সময়ে আবশ্যকীয় তাপ বৃদ্ধি হয় না তাহা নহে; হরিৎ চা এ সময়ের উপযোগী পানীয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি গোল আলু প্রভৃতি সংযোগে এক রূপ নিরামিষ পলান্ন প্রস্তুত করেন তাহাও মন্দ নহে।

কিন্তু আজি কালি অনেকের কাছে পুরাতন মত মাত্রই অমান্য, অনেকে বলেন উহা মানিলে অসু-বিধা কত! কিন্তু তাঁহারা আপনাদের পরিণাম চিন্তা করেন না। উপর্য্যুপরি অনিয়মে পীড়া হইতে পীড়ান্তরে আক্রান্ত হন। পরিশেষে চির-রোগের অথবা অকাল মৃত্যুর হস্তে পড়িয়া পরিবার-গণের চিরশোকের কারণ হইয়া উঠেন।

অনেকে বাহাদুরী করিয়া হেমন্ত শীতকালে শীতকর সাণ্টী প্রভৃতি বস্ত্র ও দুঃসহ নিদাঘ সময়ে বনাতের কোট্ পেণ্টুলেন ব্যবহার করেন, এবং এই রূপ অবতার বিশেষ সজ্জিত হইয়া সভ্যতার পরিচয়ার্থ কার্য্য স্থানে অবিরত ৫।৬ ঘটিকা কাল মানসিক পরিশ্রম করেন। অবিরত টানাপাখা চলিতেছে, খশ্ খশ্ টাটী ঘড়ি ঘড়ি জল-সিক্ত হই-তেছে, তাঁহারা তাহাতেই ভুলিয়া যান। কিন্তু যাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন হয়ত তিনি উচ্চ বংশীয় হইলে, অপেক্ষাকৃত শীতল জীন্ সাটীনের কোট পেণ্টুলেন ও উপরে একটী গরদের পাত্লা ছোট কোট কিম্বা কাল পাত্লা রেশমী কোট পরিয়া দণ্ডে দণ্ডে তুহিন বারি সেবন করিতেছেন। কিন্তু সম্মুখে কেরাণী বাবু শীতকালের পরিচ্ছদ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমরা কল্পনা করিয়া এই উপমা দিতেছি না—রাজধানীতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

উন্নতিশীল ও অধ্যয়নশীলগণ এই হেমন্তের সুদীর্ঘ রাত্রে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারেন। কিন্তু বহিঃস্থ হিম কোন রূপে শরীরে না লাগে। গৃহের বাতায়ন আদি রুদ্ধ থাকিলেও কর্ণাদি আবরণ করত রাত্রে পাঠ করা বিহিত। ক্রমশঃ।

রাধামোহন বাবু।

(কাটোয়া সমীপ জগদানন্দপুর)

" ব্রজবাসী গুণরাশি, শান্ত দান্ত ধীর।
যাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রস্তর মন্দির॥ "
৺ ধর্ম্মদাস বন্দ্যো—

ভূমিকার আড়ম্বর করিতে চাইনা। ব্রজবাসী রাধামোহন বাবু যে এক জন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ইহা বর্দ্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুরসিদাবাদ, যশোহর প্রভৃতি কয়েকটী জেলার সকলেই জানেন। এই রাধামোহন বাবুই বহুদূরবর্ত্তী কাশীধাম প্রভৃতি স্থান হইতে জলপথে প্রস্তর আনাইয়া লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতঃ যে পাথরের দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সদৃশ প্রস্তরের মন্দির আজি পর্য্যন্তও এই কয়টী জেলায় নির্ম্মিত হয় নাই।

আমরা রাধামোহন বাবুর চরিত কথার উপলক্ষে তৎপিতা পিতামহ ঘটিত কতিপয় প্রয়োজনীয় ইতি

স্বতন্ত্র অঙ্কে প্রকাশ করিব। তাহাতে জানা যাইবে, যে লোকে কি প্রকারে আপন অবস্থা উন্নত করিতে পারে।

আমরা বহু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া মধ্য-কার আদি পুরুষ গোপালকৃষ্ণ-ঘোষকেই প্রথম মূল স্থির করিলাম, তাঁহার প্রথম পক্ষের তিন পুত্র; ১ম বাসুদেব ২য় গোবিন্দ ৩য় মাধু ঘোষ। কথিত আছে তাঁহারা তিন জনেই কৌমার অবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর সময়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ সংসার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরী হন।

১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৩১ শকে সন্ন্যাসী হন। তাহা-হইলে গোপাল কৃষ্ণ ঘোষের প্রথম পক্ষের তিন পুত্র মহাপ্রভুর সমসাময়িক। প্রায় চারিশত বর্ষ গত হইল এই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ঘোষ গোষ্ঠী বঙ্গ ভূমিতে বিচরণ করিতেন। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ কোন্ সময়ে কোথা হইতে বঙ্গে আসিয়া বাসস্থান অবধারণ করেন, ইহার আলোচনা প্রস্তুত বিষয়ের উদ্দেশ্য নহে।

জেলা মুর্শিদাবাদ কাঁদি সব্‌ডিভিজন রসোড়া নামক গ্রামেই ইহাঁদের বঙ্গের আদি বাসস্থান, অন-ন্তর কোন কারণে নিকটবর্ত্তী কুলাই গ্রামে বসতি করেন, এতাবৎ সুদীর্ঘ কাল ইহাঁরা এই স্থানেই অবস্থিতি করেন, এমন কি তজ্জন্য ইহাঁদের জাতীয়-তার পরিচয় দিতে হইলে সুদ্ধ 'কুলুয়ের ঘোষ' বলিলেই যথেষ্ট হয়।

এদিকে প্রথম পক্ষের পুত্রত্রয় সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে গোপাল কৃষ্ণের প্রথমা পত্নীর আর সন্তানাদি না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বাধ্য হন। এই বিবাহে ক্রমান্বয়ে গোপালের বাইশ সন্ততি হয়, তন্মধ্যে কন্যা উনিশটী ও পুত্র তিনটী মাত্র। প্রথম জলধারী দ্বিতীয় কংশারি তৃতীয় মীনধারী। ক্রমে এই তিন পুত্র ও উনিশ কন্যার বিবাহ কার্য্য তৎকালীয় কুলীনের সজাতি ঘরে করণ করাতে গোপালের কুলমর্য্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। এমন কি সকলে সম্মান করিয়া তাঁহাকে "বাইশ বল্লভী" ঘর বলিয়া আদর করিতে লাগিল।

গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র মীনধারীর পরিবারগণ যশোহর কাশীপুর ও জগদানন্দপুরে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, গড়ভাঙ্গার বৈদ্যনাথ সিংহের কন্যা সিদ্ধেশ্বরীকে জগদানন্দপুর নিবাসী কৃষ্ণদুলাল বিবাহ করেন।

রাধামোহন বাবুর জন্ম সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিতেছি, সকলে বলে কৃষ্ণদুলাল ঘোষ বহু দিন অপুত্রক থাকায় তদীয় একমাত্র ভগ্নী ঈশু (ঈশ্বরী) কোন সময় দেওঘর বা বৈদ্যনাথ দর্শনে যাত্রা করেন, তথায় কয়দিন প্রায়োপবেশন করিয়া এক রাত্রে প্রত্যাদেশ পান যে, "বর্ত্তমান পক্ষে তোমার ভ্রাতার সন্তান হইবে না, তবে গড়ভাঙ্গা গ্রামের বৈদ্যনাথ সিংহের একটী কন্যা আছে; আমার আদেশে তাহাকে বিবাহ করিলেই তদ্গর্ভে একটী মাত্র পুত্র ও এক কন্যা জন্মিবে।"

অনন্তর ঈশুভগ্নী তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতাকে কর্ম্মস্থান হইতে আনাইলেন, এবং স্বয়ং লোক পাঠাইয়া যশোহর জেলায় গড়ভাঙ্গা গ্রামের বৈদ্যনাথ সিংহের কন্যার সহিত কৃষ্ণদুলা-লের বিবাহ দেওয়াইলেন, সেই কন্যা সুন্দরী ও সুল-ক্ষণা ছিলেন, শুনিতে পাই এই বিবাহ কৃষ্ণ দুলালের পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ক্রমে হয়, তথাপি আশ্চর্য্য দৈবাদেশে কয়েক বৎসর মধ্যে আমাদের রাধামোহন ও কন্যা রূপ মঞ্জরী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণদুলালের অবস্থা অতি হীন ছিল। বাস গৃহ সামান্য পর্ণকুটীর মাত্র তাহাতেই সপরি-বারে অতি কষ্টে থাকিতেন। তিনি বাল্যকালে নিকটবর্ত্তী করজ গ্রামে এক মৌলবীর কাছে পারশী অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তাহাতে গৃহে আসিতে বেলা অপরাহ্ণ হইত, এজন্য কিছু তণ্ডুল বস্ত্রে বাঁধিয়া

লইয়া পাঠান্তে পদব্রজে আগমন কালে প্রান্তরস্থ পুষ্করিণীতে আনীত চাউল জলসিক্ত করতঃ আহার করিতেন কোন দিন বা চলিতে চলিতে চাল ভিজা খাইতে খাইতে বাটী আসিতেন। প্রতি দিন প্রায় সন্ধ্যা সময়ে স্নানাহার হইত। অহো! কে জানে সেই কৃষ্ণদুলালের পরিবারগণই এখন ঘোষ চৌধুরী বা রামনগরের রাজা বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবেন!!

এই চাল ভিজা খাওয়ার অন্যতর প্রমাণ কৃষ্ণদুলালের সংকল্পিত রাধামোহন বাবুর স্থাপিত বর্ত্তমান প্রস্তর মন্দিরস্থ রাধাগোবিন্দজীউর অন্যান্য ভোগের সহিত প্রতিদিন চাউল ভিজাও থাকে, সুতরাং তৎপ্রসাদ ভোজী মাত্রেই ইহার সাক্ষী হইতে পারিবেন।

কৃষ্ণদুলাল তৎকালীয় গুরুমহাশয়ের পাঠ শালায় বাঙ্গালা লেখা পড়াও শিখিতেন, পল্লী পাঠশালার অবস্থা, তখন কিরূপ ছিল অনেকে বিদিত আছেন, সেখানে কাগজে (কয়টী পাঠ) কিতাবদী লেখা পড়া হইলেই পর্য্যাপ্ত হইত। কৃষ্ণদুলাল ক্রমে এসকল শিখিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু বাল্যকাল হইতে পারশীতেই তাঁহার অনুরাগ বেসি ছিল। তৎকালে মুন্সী মৌলবীর বড় আদর, কোন রকমে পারশী লিখিতে পড়িতে পারিলে আর কোন ভাবনা থাকিত না।

এই সময়ে ইংরেজাধিকার সবে হইয়াছে মাত্র, দেশের সর্ব্বত্র মুসলমান শাসনই প্রচলিত; মধ্যে মধ্যে এক জন কাজী, কাজীর বিচার করিতেন। তখন যে একটু পারশী জানিত সেই মুন্সী বা বিদ্বান্ বলিয়া সমাদৃত হইত, সুতরাং অর্থাকাংক্ষী প্রায়ই পারশী শিখিতেন।

ক্রমশঃ।

বারাণসী

ভারতের শেষ লক্ষ্য তুমি পুণ্য ভূমি,
বারাণসি! পাপী তাপী জরার আশ্রয়;
পেতে শান্তি তব ক্রোড়ে দিক্ দেশ ভ্রমি,
ক্লান্ত জীব মৃত্যু মুখে আসি পায় লয়।

২

কে জানে বয়েস তব কত কাল ধরি,
উন্নত আসনে বসি মহিষীর প্রায়;
শাসিতেছ আর্য্য-ধর্ম্ম একায়ত্ত করি,
মন্দির মুকুটে পরি সুবর্ণ মাথায়।

৩

এত যে প্রাচীনা তবু লাবণ্যের রেখা,
রহিয়াছে গাত্র পটে আজিও উজ্জ্বল;
না জানি ছিল যে কালে যৌবনের দেখা,
দেখিয়া ভারত হতো কেমন বিহ্বল।

৪

সমান বয়সি তব সহচরীগণ,
হীনশ্রী বিভগ্ন কত আজি এ ভূতলে;
তোমার অনন্ত সুখ মহিমা তপন,
অদ্যাপি মধ্যাহ্ণ পথে খেলে কুতূহলে।

৫

তোমার পশ্চাতে কত নগর নগরী,
জন্মিয়া বিলুপ্ত হলো অবনী ভিতরে;
তুমি যেই সেই আছ দেব কল্প পুরী,
পরিপূর্ণ ধনরত্ন বিপণি আলয়ে।

৬

রুদ্ররূপী হিমশির নিঃসৃতা তটিনী,
দ্রুতভোয়া ভাগীরথী বহে পদতলে ;
ভারতের দুষ্করম দুঃখ সংবাহিনী,
ভাবিয়া আজিও যারে পুজিছে সকলে।

৭

কত শত পরকাল সুখে অভিলাষি,
তোমার শরীর প্রান্তে পেয়েছিল স্থান ;
প্রকাশি কত যে তোমা কৃতজ্ঞতা রাশি,
গাঁথিয়াছে ঘাট ছলে মুক্তির সোপান।

৮

সহস্র নিরুদ্ধ মত আসি এক স্থানে,
অভিন্ন দৃষ্টিতে তব তুঙ্গ তটতলে ;
নির্ব্বিরোধে নিজ নিজ ইষ্ট ভাবি মনে,
ভাসিছে পায়ের তব রঙ্গ ধৌত জলে,

৯

ফলতঃ গভীর তব পবিত্র দর্শন,
কহ কহ কথা আর্য্য সন্ততি হৃদয়ে ;
শঙ্কর গৌতম ব্যাস মানস কর্ষণ,
করিল তোমার জ্ঞান লাঙ্গল সহায়ে।

১০

ভারতের পুরাবৃত্তে অভিজ্ঞান তুমি,
পুণ্যপুরি! কত জাতি মন্থিল তোমারে ;
বীরভক্তি শান্ত আদি বহুরস ভুমি,
বহুরূপ চিহ্ন শেষ পরেছ আকারে।

১১

যেখানে যে আর্য্যসুত কৃতী পুণ্যবান,
জন্মিয়াছে ইচ্ছিয়াছে তব অঙ্কে বাস ;
ভুষিয়াছে বক্ষঃ তব সুপুত্র সমান,
মন্দির মালায় গাঁথি বিচিত্র বিন্যাস।

১২

তুমিও জননী সমা হে পুণ্য নগরী,
তাহাদের ভস্ম শেষ লেপিয়া শরীরে,
বসিয়াছ যোগে যেন যোগ বেশ পরি,
সন্তান কৈবল্য হেতু ভাগীরথী তীরে।

১৩

ভারতের গর্ব্ব যত আর্য্য-কুল মণি,
একে একে আজি সব হয়েছে নির্ব্বাণ ;
আঁধার তোমার কণ্ঠ আজিগো পাবনি!
দেখাইছ রূপ যেন শোকে ম্রিয়মাণ।

১৪

উন্নতি পতন শীল সময় সাগরে,
উঠে পড়ে জীব যেন তরঙ্গ নিচয় ;
কিন্তু যায় যাহা তাহা আসে পুন পরে,
স্বভাবের স্বভাব এ দেখি বিশ্বময়।

১৫

আশ্চর্য্য শাসন তব এত মত ভেদ,
কাহারো প্রভেদ দৃষ্টি দেখিলা তোমাতে ;
করি আশা কত শত তব মুলচ্ছেদ,
আক্রমিল না হইল কৃত কার্য্য তাতে।

১৬

দুরাত্মা আরঙ্গজীব ক্রুর ধর্ম্মদ্বেষী,
করিতে সংহার তব ধর্ম্ম যে সময়,
বামেতে কোরাণ ধরি দক্ষিণেতে অসি,
আসিল বিকট বেশে চাপিয়া হৃদয়।

১৭

অনাথা সে কালে তুমি বৃদ্ধ জরাতুরা,
ব্যভিচারে পুত্রগণ তব ক্ষীণ বল ,
সম্মুখে থাকিতে কেহ না পারিল তারা,
লইল শরণ সবে শেষ অসিতল।

১৮

ফেলিল মন্দির যত চূর্ণ চূর্ণ করি,
স্থাপিল মস্জিদ তথা সদা পাপমতি,
আজি হতে আর্য্য ধর্ম্ম গেল মনে করি,
করিল কুৎসিত রীতি কত তোমা প্রতি।

১৯

অবোধ বর্ব্বর জাতি ইহা না বুঝিল,
বলে কি উন্মূলে কভু যার মন মূলে,
বিনাশ চেষ্টায় শিরে যত আঘাতিল,
ধর্ম্মমূল মনে তত যতনে বসিল॥

২০

এত ঝড় বহিল না টলিল আসন,
অব্যয় ভাবেতে সেই মান্ধাতা হইতে,
রাখিয়াছ পদানত যত আর্য্যগণ,
জটিল কৌশল তব কে পারে বুঝিতে।

২১

শঙ্করের শিক্ষা শাক্যসিংহের বিপ্লব,
গৌতমের ন্যায় রণ সাংখ্যের দর্শন ;
যাহার প্রাচীর চারি অরি পরাভব,
কেমনে বর্ব্বর বুদ্ধি করিবে প্রবেশ ? (লঙ্ঘন ?)

২২

একেশ্বর অনীশ্বর ত্রিশ কোটীশ্বর,
যে গৃহের মূল শির শরীর গাঁথনী
পুরাণ প্রসঙ্গ যার বাহিরের স্তর !
কোথায় প্রবেশ যাতে ন্যায়ের বাঁদুনী।

২৩

দেখে বাহ্য দর্শী তোমা তাচ্ছল্য অন্তরে,
প্রবেশ না করে নিম্নে নিগূঢ় পত্তনে ;
দেখিয়া আপাদ শির রচিত পাথরে,
ভাবেনা পাথর ছাড়ি উচ্চ ভাব মনে,

২৪

অঙ্কুরিল ধর্ম্ম বীজ যত এ জগতে,
এদেহ পাষাণ তলে নিহিত সে মূল ;
চাপিল সে স্থান আজি পুত্তল পর্ব্বতে,
দৃষ্টিরোধি আঁধারিল শত ভ্রান্তি মূল।

২৫

আছে কি কোথাও হেন ধর্ম্ম বর্ত্তমান,
নাই যার পাণ্ডুলিপি তব দেহাগারে ?
নিবারিতে ধর্ম্ম তৃষ্ণা তোমার সন্তান,
কেন তবে তোমা ছাড়ি যায় পরদ্বারে ?

২৬

কই সে চিন্তক দল যারা তব তীরে,
আশ্রিয়া করিল কত বিপ্লব ধরায় !
প্রসবিল এ শরীর কত ধর্ম্ম বীর,
অহো আজি ! সে সব যে স্বপনের প্রায়।

২৭

জন্মিবে কি কেহ আর এ জীর্ণ শরীরে ?
গভীর সমর্থ কোন চিন্তক বিশাল ?
ঘুচাইতে জ্ঞান বলে তব ওই শিরে ?
সুদীর্ঘ কালের যত সঞ্চিত জঞ্জাল ?

২৮

আছে কি সে আশা পুন উঠিবে জাগিয়া ?
ত্যজিয়া এ মহা ঘোর অজ্ঞান শয়ন !
উঠিবে কি এ শ্মশান প্রাণে সঞ্চারিয়া !
মর্দ্দিতে চৌদিক পাদ শব্দিয়া ভুবন ?

২৯

পুন কি তাতার, চীন, তিব্বত মিলিবে ?
কাবুল কান্ধার নিয়া আসিবে পুজিতে ?
ইউরোপ, আমেরিকা, মস্তকে নমিবে ?
ফিরি কোন পদ চিহ্ন আসিবে খুঁজিতে ?

৩০

ভুত বর্ত্তমান দুই তরঙ্গ মাঝারে,
আছে যে সুনীচ দেশ আজি তুমি তায়,
পড়িয়া আশ্রয় শূন্য কালের পাথারে
খেলিতেছ প্রাণ পণে হাবু ডুবু হায় !

৩১

থাক ভাস কাল স্রোতে আশারে ধরিয়া,
ভাসে যথা অনুপায় নরের জীবন,
আসে যদি কেহ কভু আবার ফিরিয়া
তুলি ঘুচাইবে এই দুঃখের পতন॥

সমালোচনা

ভারত সুহৃদ—মাসিক পত্র, ঢাকা নাগ্নার হইতে বাবু অম্বিকাচরণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত—আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, যে দ্বিতীয় খণ্ড ভারত-সুহৃদের চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কথা বলা নিরর্থক। বঙ্গের যে প্রদেশ হইতে বান্ধব নামক উৎকৃষ্টতর মাসিকপত্র প্রচারিত হইয়া সাহিত্য জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। এক্ষণে সেই প্রদেশেই ভারত সুহৃদের জন্ম, বলা বাহুল্য মাত্র যে, ভারত সুহৃদ প্রকৃত সুহৃদই বটেন, তাঁহার অবলম্বিত উপায়ে যদি সাময়িক পত্র গুলি যথা নিয়মে প্রচারিত হয়, তবে পাঁচ বর্ষের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে অবস্থান্তর ঘটে। এই কয়েক সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা গ্রথিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই মাতৃভাষানুরাগী মাত্রেই তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। সুহৃদকে আমাদের দুইটী প্রধান অনুরোধ আছে, প্রথমটী এই যে, আজি কালি এদেশে অনেক গুলি সাময়িক পত্র চলিতেছে; তাঁহাদের অবলম্বিত বিষয় গুলি প্রায় একবিধ, সকলেই দুই একটী ইতিবৃত্ত, ২।১টী বিজ্ঞান ২।১টী দর্শন বা ২।১টী উপন্যাস, কবিতা প্রচার করিয়া থাকেন। অবশ্য সে সকল বিষয় কোন কার্য্যের নহে তাহা বলিতেছি না। তবে নয় বৎসর মাত্র বঙ্গদর্শনের জন্ম, তদনুকরণে প্রায় সকল পত্র বাহির হয়, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক বা উপ-ন্যাস 'যোজনাশক্তি কাহারই দেখিতে পাইনা। তাই বলিয়াই কেহ যে উপন্যাস বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিবেন না তাহা বলিতেছি না। লিখিতে ইচ্ছা হয় পুস্তকাকারে লিখুন। সাময়িক পত্রে তাহার দোষ গুণ আলোচিত হউক। কিন্তু সকলেই নিজ নিজ পত্রিকায় দুই এক ফর্ম্মা কেন নিরর্থক গল্প দিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করেন। আমাদের সে বিশ্রাম আমোদের সময় এখনও আইসে নাই, এখন সামাজিক উন্নতি চাই। আমরা ভারত সুহৃদকে সৌহার্দ্য ভাবে অনুরোধ করি যে তিনিও সামাজিক বিষয়ে অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখুন। সামাজিক গ্রন্থ আলোচনা করুন; এমন কি এজন্য দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আপাততঃ কিছু দিন প্রকাশ না হয় ক্ষতিকি? তবে অতীত গৌরবাত্মক "ভারতভাগ্য" বা 'কারা-রুদ্ধ শিবজীর' ন্যায় কবিতা সম্পুর্ণ অনুমোদনীয় ও প্রকাশ যোগ্য, তদ্‌বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।

আদিসার সংগ্রহ—প্রথমখণ্ড বঙ্গানুবাদ ইহা বিখ্যাতনামা অশ্বঋষির চিকিৎসা বিষয়ক মূল গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-চন্দ্র কবিরাজ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। এই অনুবাদ সম্পুর্ণ না হইলে যদিও এ সম্বন্ধে বিশেস সমালোচনা করিতে পারা যায় না তথাপি ইহা নিশ্চিত বলা যায়, যে ইহা আমাদের অতীত গৌরবের অন্যতমদৃষ্টান্ত, কারণ ভারত-বর্ষের ইতিহাস অভাবে যদিও এ সকল বিষয়ে ঠিক্ সময় নির্ণয় করা সুকঠিন, তথাপি ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলা যায় যে বাভট্ আয়ুর্ব্বেদ, চরক, নিদান, সুশ্রুত ভিন্ন 'আদিসারসংগ্রহ"নামে যে একটী প্রাচীন চিকিৎসা বিষয়ক মত আছে ইহা চিন্তা করাও স্বদেশ প্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়োল্লাসকর।

অতএব অনুরোধ করি যে কবিরাজ মহাশয় স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ অশ্বঋষির মতানুযায়ী চিকিৎসা দেশ বিদেশে সুপ্রচারিত করুণ। এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, মূল গ্রন্থ হইতে যতদূর সাধ্য সরল ভাবে লিখিত হইতেছে, মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আরও একটু যত্ন লওয়া উচিত, কারণ একাদিক্রমে কোন কথা বিনা পরিচ্ছেদে বলিলে পাঠক গণের বড় বৈরক্তির কারণ হয়। একে ত বাঙ্গালা ভাষার নানা দোষ

দিয়া অনেক মাহাত্মা আদৌ পড়িতেই সম্মত নহেন, তাহাতে গ্রন্থ খুলিয়া একাকার পুংক্তি পরম্পরা দেখিলে সহজেই ভীত হইয়া পড়েন। ইহার পত্র সন্নিবেশ পুঁথির আকারে না হইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী পরিচ্ছেদে বিনিবেশিত হওয়া উচিত।

উপসংহার কালে কবিরাজ মহাশয়কে আর একটী কথা বলি, বোধ হয় তিনি জানেন যে বাঙ্গলা ভাষা উদ্ধৃত নব্যদলের প্রায় অরুচিকর। তবে প্রাচীন পরিপোষকগণ ধীরতা সহ মূল শ্লোকের সহিত টীকা থাকিলেই সাগ্রহে পড়িয়া থাকেন, কেন না কবিতার সহিত বিষয়ের প্রাচীনত্ব সকলের ধারনা আছে, এবং তাহাতে অনুবাদের ত্রুটী হইলেও মূল বিষয়ের জন্য গ্রন্থের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষে আধুনিক সমালোচনা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে হইল, যদিও অভিনব গ্রন্থের সমালোচনা পড়িয়া অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আজি কালি গ্রন্থাদি লইয়া থাকেন সত্য, তথাপি প্রকৃত সৎগ্রন্থের রীতিমত সমালোচনা প্রচার হওয়া উচিত নতুবা গ্রন্থকার বা গ্রন্থের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া ভাল মন্দ বলিয়া ফেলা কখনই উচিত নহে।

যমুনা (সচিত্র)

বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর প্রায় ছয়ক্রোশ দক্ষিণ বপশ্চিমে কুত নামকগ্রামে উপরের চিত্রিত যমুনা স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। এই কুতব গ্রামের পূর্ব্ব নাম হস্তিনা, কৌরব দিগের ইহাই রাজধানী কথিত হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, যেমন কুতব গ্রাম হস্তিনার নামান্তর, তেমনি কুতব মিনর ও যমুনাস্তম্ভের দ্বিতীয় নাম মাত্র।

যৎকালে অনঙ্গ পালের দৌহিত্র আজমীরাধিপতি শোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠান সময়ে ১১১৩ শকে (১১৯১ খৃীঃ) চিতোর রাজ সমর সিংহ পৃথ্বী রাজের সহিত মিলিত হইয়া কুতব-উদ্দীন সেনাপতি মহম্মদ ঘোরিকে পরাজয় ও দল বল সহ বন্দী করিয়া অবশেষে কৃপা পূর্ব্বক মুক্তি প্রদান করেন, মুসলমানেরা অপমানিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার ১১১৫ শকে ভারতে আগমন করিরাছিল, তখন হিন্দুরাজাগণ পরস্পর গৃহ বিচ্ছেদে হীনবল ও একতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন ; পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় তৎপর সুতরাং সর্ব্বশেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন, অনন্তর মহম্মদ ঘোরি হস্তিনার নাম স্বীয় প্রভুর নামে "কুতব" রাখিয়া পৃথ্বীরাজ কৃত যমুনা স্তম্ভেরও কুতবমিনর নাম রাখিয়া দিল, বাস্তবিক যমুনা স্তম্ভ কেবল মাত্র স্তম্ভ বা মিনার নহে।

দিল্লী অঞ্চলে লোক সাধারণ জনবাদেও অদ্যাপিও শুনিতে পাওয়া যায় যে, এক মাত্র কন্যা বৎসল পৃথীরাজ তৎকালীয় ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী যমুনা দর্শন নিমিত্ত এই স্তম্ভ উচ্চতম রূপে নির্ম্মাণ করান, আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে নিরপেক্ষভাবে সাক্ষী দেওয়া যায় যে, যমুনা স্তম্ভের ন্যায় উচ্চতম নির্ম্মাণ ভারতবর্ষে অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই। এই স্তম্ভ সম্পূর্ণ হিন্দুদিগের গৃহাদির ভাবে নির্ম্মিত, ইহার উপরের চূড়া রথাকৃতি, মুসলমানের গোঁয়ারা মসজিদের ন্যায় নহে, এবং ইহার প্রবেশ দ্বার উত্তর দিকে, তাহাতেও হিন্দুভাব, কলিকাতার অট্টালিকার সহিত তুলনা

করিলে ইহা বিংশতিতল উচ্চ ও পল্লিগ্রামের প্রায় ত্রিশতল উচ্চ, ইহা ক্রমশঃ যেরূপ সরু হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে হটাৎ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় কিন্তু আশ্চর্য্য প্রাচীন শিল্পীগণ ইহার মধ্য দিয়া চক্রাকারে সোপান শ্রেণী গ্রথিত করিয়াছে। এবং ইহা আরও আশ্চর্য্য যে প্রায় সহস্র বর্ষাধিক এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইলেও অদ্যাপি প্রায় নূতন ভাবে রহিয়াছে সত্য বটে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উপরের চূড়াটী আজি কয়েক বৎসর হইতে নীচে নামাইয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, এবং সর্ব্ব নিম্নতলের কার্ণিসের উপর প্রথম বারাণ্ডার নিচে মুসলমানেরা হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রস্তর সকল উঠাইয়া সেই স্থানে আরবী অক্ষরের কোরাণ কথা গ্রথিত করিয়াছে, তদব্যতীত ইহা সেই বহুকাল হইতে এক ভাবেই আছে।

এই স্তম্ভের উৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধে মধ্যে মধ্যে দর্শকদিগের বিশ্রামজন্য পাঁচটী বারাণ্ডা আছে, আমরা একবার বিনা বিশ্রামে একাদিক্রমে বাহিয়া দশ মিনিটে উপরে উঠিয়াছিলাম। আর একবার দুই তিন স্থানে ৪।৫ মিনিট বসিয়া প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা লাগে, ইহার কারণ, প্রথমবার কৌতূহল ও সাগ্রহে খুব তেজে উঠিয়াছি, তাহার পর গতি মন্দ হইয়া পড়ে, ইহাতে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে—প্রায় চারি শত সিঁড়ি আছে; তিন শত বিরাশি সংখ্যা সিঁড়ি, ইহা আগাগোড়া লোহিত পাষাণ নির্ম্মিত; সিঁড়ি গুলি পুরাতন; নির্ম্মাণ জন্য কিছু উচ্চ মোটামুটী কথায় ইহার উচ্চতা অনুভব করাইতে হইলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে কলিকাতা ময়দানে যে অক্‌ট্যার-লনী মনুমেণ্ট আছে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা কিছু কম উচ্চ মাত্র, সার্দ্ধ গুণ অপেক্ষা বেশি হইবে সন্দেহ নাই। যমুনা স্তম্ভ সম্বন্ধে একথাও বলিতে পারা যায় যে এই নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন; মেট্‌কাফ হিবার সাহেব ও অনেক মুসলমান লেখকগণও একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, এবং সাইয়দ আমোদ নামা এক জন মুসলমান প্রধান কর্ণেল কণিংহাম্‌কে এক পত্রে কুতবমিনার হিন্দুদের ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। অদ্যাপিও ইহার তলদেশ খুঁজিয়া দেখিলে হিন্দুদের দেব-দেবী ও হিন্দু পূজার উপকরণ তৈজশাদির শঙ্ক ঘণ্টার প্রতিরূপ খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আর নিসংশয় প্রমান কি হইতে পারে ?

যাহা হউক যমুনা স্তম্ভ যে হিন্দু রাজা পৃথ্বিরাজের নির্ম্মিত ইহা একরূপ প্রতিপন্ন হইল কিন্তু সাধারণ লোকে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে যাহা বলে একবার তদবিষয় অনুসরণ করা উচিত। যৎকালে পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সম্রাট তখন অবশ্য হিন্দুদিগের অবরোধ প্রথা থাকিতে পারে। বিশেষতঃ এক্ষণে এই স্তম্ভ যথায় স্থাপিত তখন ইহার চতুর্দ্দিকে শৌধমালা রাজপ্রাসাদময় ছিল, যমুনাস্তম্ভ যতদূর উচ্চ এবং ইহাতে উঠিতে যেরূপ ক্লেশ হয় তাহা ভুক্ত ভোগী ভ্রমণ কারি মাত্রেই জানেন। ইহার সোপান পরম্পরা ক্রমশঃ অপ্রসস্থ স্থানে গঠিত, তাহাতে কোন যানারোহণ করিয়া উপরে উঠা সম্ভবে না; এমন কি এক কালে দুই ব্যক্তি উঠিতে পারে না। এবং দুই ব্যক্তি উঠা নামা করিতেও পারে না; তবে জিজ্ঞাস্য এই যে একে হিন্দুমহিলা তাহাতে রাজকন্যা স্বাভাবিক কোমলাঙ্গিনী—তিনি কিরূপে প্রতিদিন এত উচ্চে উঠা নামা করিতেন? যদি সপ্তাহে বা মাসান্তে উঠিয়া থাকেন জানি না, আমরা বোধ করি পূর্ব্বে ইহার অৰ্দ্ধেক স্থল উচ্চ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ছিল এবং তাহাতেই রাজ কন্যা অবস্থিতি করিতেন, কোন সময়ে তথা হইতে উপরে উঠা তাদৃশ কঠিন হইতনা। তাহাতে আবার রাজপুত মহিলা দুর্গাবাই ও তারাবাই যাহাদের মধ্যে রণক্ষেত্রেও গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের ইহা অসম্ভব নহে। এসম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি বলিলাম ইহার অতিরিক্ত আবার পাই লিখিব, ফলতঃ যমুনা স্তম্ভ কুতব মিনার বলিয়া জগতে প্রচার হইতেছে ইহা ঠিক নহে।

যমুনা স্তম্ভ।

বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন?
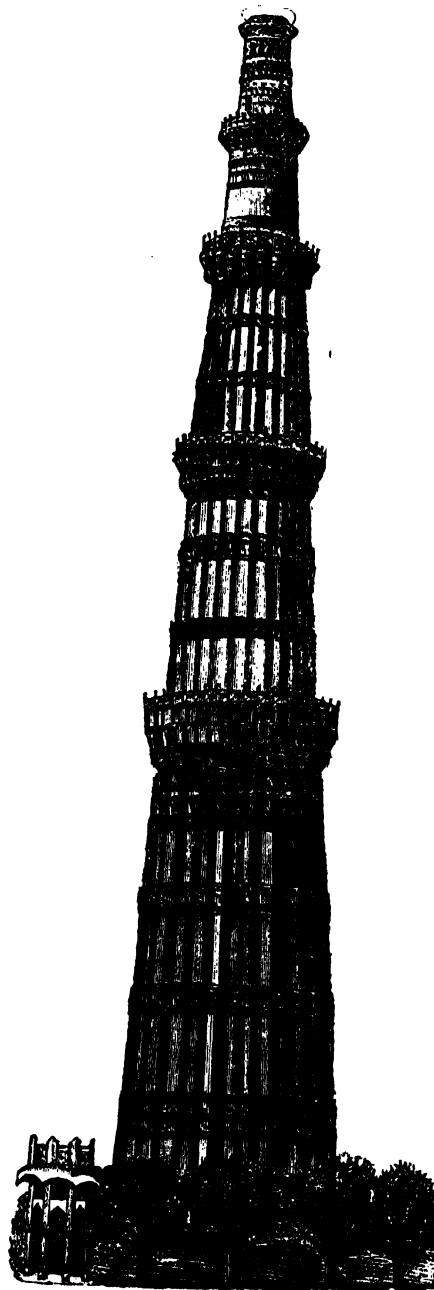
"বাঙ্গালী দুর্ব্বল কেন?" এ প্রশ্ন করিলে নানা রূপ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন, জল বায়ু দোষে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, কেহ বলেন, আহার দোষে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, কেহ বলেন জনন ও বাল্য বিবাহ দোষে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, কেহ বলেন, ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা দোষে বাঙ্গালী দুর্ব্বল। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য সৃষ্টির প্রকার ভেদ মাত্র। সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার হস্তী বৃহৎ বলবান, শশক মূষিক ক্ষুদ্র দুর্ব্বল; অশ্বত্থ বট গগণস্পর্শী দুর্ব্বা ধূলা ধূসরিত পদ দলিত। ইংরেজ, পাঠান, শিখ্ দুরন্ত বলবান্, বাঙ্গালী দুর্ব্বল নিরীহ ভাল মানুষ। মণিহারীর দোকানে হীরকও থাকে, ফকীর কাঁটীও পাওয়া যায়, মুদীর দোকানে গোবিন্দভোগ চাউল থাকে হাতী ভোগও পাওয়া যায়, বাঙ্গালীও সৃষ্টির একটী প্রকার মাত্র। বাঙ্গালী দুর্ব্বলরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, চিরকাল দুর্ব্বল থাকিবে, যদি ইহাই সত্য হয়, তবে সৃষ্টি কর্ত্তার কার্য্যের উপর আমাদের হাত নাই, আবার অন্যে বলিয়া থাকেন—বাঙ্গালী দুর্ব্বল কেন? এ প্রশ্নের প্রথম যে কয়টী উত্তর লিখিত হইল উহার একটী কারণও বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের কারণ নহে। সম্ভবতঃ সমষ্টি দোষ সংযম হইয়াছে এবং তাহা নিরাকরণ অসম্ভব নহে।

প্রথম জল বায়ু—বঙ্গদেশের জল স্বাস্থ্যকর, বায়ু সজল, ভুমি সমতল, নিম্ন উর্ব্বরা বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি আছে? যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা অল্প পরিশ্রমে তথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, খাদ্যের জন্য অধিবাসীদিগকে তাদৃক পরিশ্রম করিতে হয় না আহারের সংস্থান থাকিলে কে শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়? শ্রমসাধ্য কার্য্যই মনুষ্যকে কর্ম্মঠ করে, পার্ব্বত্য অনুর্ব্বর প্রদেশে তাদৃশ শস্য জন্মে না, অধিবাসীর আহার সংস্থান হেতু নিবিড় বনে পশু হনন ব্যতীত খাদ্য মাংশাদি আহরণ ঘটে না। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে সর্ব্বদাই ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দীতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, প্রাণের ভয় করিলে অনাহারে মরিতে হয়, হয় অনাহারে মর, নয় সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ কর, এরূপ উভয় সঙ্কট স্থলে কাজেই মনুষ্যের আত্ম মহত্বে প্রবৃত্তি জন্মে। সাহস আপনিই আশ্রয় করে, বল রক্তে মিলিত হয়। যে হিংস্র জন্তুসঙ্কুল নিবিড় বনে তুমি দশজন লোক সমভিব্যাহার ব্যতীত প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না, হয়ত তাহার ভিতর গিয়া দেখ, সপ্তমবর্ষীয় ক্ষুদ্র বন্য সাঁওতাল শিশু একক বনফল কুড়াইতেছে! সে শিশু বড় হইলে সে কেন না সাহসী, কেন না কর্ম্মঠ হইবে? দুঃসাধ্য কার্য্যে সাহস বৃদ্ধি হয়। গোষ্পদ তুল্য ক্ষুদ্র নদী পার কালে তুমি ভগবানকে ডাকিতে থাক, কিন্তু মেঘনা বা রূপনারায়ণ নদের মোহনায় ক্ষুদ্র বালক জেলেডিঙ্গি লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে!! দেখ, অসভ্য আদিম অধিবাসীর কথাই বলিলাম। যে ইংরেজ সভ্যতায় পৃথিবীর ভূষণ, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর। ইংলণ্ড বঙ্গ-ভূমির ন্যায় উর্ব্বর নহে। বহু-পরিশ্রমেও আজীবনোপযুক্ত শস্য জন্মে না। কঠোরতার উপর কঠোরতা না করিলে দিন পাত হয় না। তদভিন্ন বড় বেশি দিনের কথা নয়, এই যে দেব পরিচ্ছদধারী ইংরেজ পশু চর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণরেখায় অঙ্কিত, করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে খাদ্য পশু সন্ধানে ভ্রমণ করিত, সেই মৃগয়াবৃত্তি ইংরাজ এখনও ভুলিতে পারে নাই, তবে বিশেষের মধ্যে এই, তখন উদর পোষন হেতু, এখন আমোদ কারণ, মৃগয়ার ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে গৃহের পত্তন দৃঢ়, সে গৃহ দৃঢ়তম হয়, সেইরূপ যে সমাজ আদি হইতে

কঠোরতায় সৃষ্টি সে যে প্রবল সমাজ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইংরেজ সমাজ মৃগয়াসমাজ হইতে গঠিত, যদিও প্রতি মনুষ্য সমাজই আদিম কালে মৃগয়ার উপর নির্ভর করিয়া ছিল, গ্রীক মৃগয়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে মনে কর, বঙ্গ উর্ব্বর ভূমি এবং ইংলণ্ড অনুর্ব্বর ভূমি, উভয় সমাজই আদিম কালে মৃগয়ার উপর নির্ভর ছিল ক্রমে উভয় সমাজ কৃষিকার্য্য শিখিল, বঙ্গ উর্ব্বর ভূমি অল্প পরিশ্রমে এত শস্য উৎপাদিত করিল যে তাহার আয়াস ও বিপদলব্ধ মৃগয়ায় আবশ্যক রহিল না। সহজ উপায় থাকিলে কে কঠিনতায় যায়? বঙ্গ সমাজ মৃগয়া ছাড়িয়া চাসে মন দিয়া সুখে দিনপাত করিতে লাগিল। ক্রমে মৃগয়া বৃত্তি ভুলিয়া গেল, নির্ভাবনা হইলেই মনুষ্যকে অলস করে, এইরূপে অলস সুখির উচ্চাভিলাষ নাই এবং যাহার উচ্চাভিলাষ নাই তাহার কখন মহত্ব জন্মে না। ক্রমে বঙ্গভূমি আলস্যে জর্জ্জরিত হইয়া দিন কাটাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। অলসামোদী নানারূপ উপধর্ম্মকে সংশারের সার ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রহিল।

ও দিকে দেখ ইংরাজ কৃষি শিখিল বটে কিন্তু বসুমতী তাহাকে বিড়ম্বনা করিল, উচ্চাভিলাষে দেশ ত্যাগ করিল, ঘোর পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপাদন করে তাহাতে আজীবনোপযুক্ত সংস্থান হয় না, কি করে, ইংরাজ হতাশ্বাস হইয়া কখন কৃষি কখন মৃগয়া করে, এইরূপে সমাজে কৃষি মৃগয়া উভয় মিলিত হইয়া, গঠিত হইতে লাগিল, সুতরাং ইংরেজ সমাজ প্রবল হইল, যাহার আহার সংস্থান আছে সেই নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান ধারনা ও ধর্ম্ম চিন্তা করিতে পারে। মনেকর যদি আপিশ হইতে আসিয়া তোমাকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হয়, তাহা হইলে কি তুমি রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সমাজে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পার? ইংরেজের সময় অল্প অথচ ধর্ম্মালোচনা চাই; সমাজোপযোগী খৃষ্টধর্ম্ম ইংরেজ আশ্রয় করিল। ছয় দিন কায কর, এক দিন খানিক ধর্ম্মলোচনা বা বিলাস কর। কার্য্যান্তে বিরাম বড় সুখপ্রদ, যে সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হয়, সেই শীতল ছায়ার সুখানুভব করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর চব্বিশ ঘণ্টাই বিরাম, ইংরেজের বিরাম করিবার সময় নাই; এরূপ স্থলে ইংরেজ বাঙ্গালী অপেক্ষা কর্ম্মঠ, শক্ত, বলবান হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অতএব বঙ্গ-ভূমির উর্ব্বরতা বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যের একটী কারণ, তবে কি বঙ্গ-ভূমিকে উষর করিলে বাঙ্গালী সবল হইবে? যে বঙ্গ-ভূমি শস্য শালিনী বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর লোক ইহাকে স্বর্গের ন্যায় কামনা করে, আমরা কি সেই শস্য শালিনী-শক্তিকে দেব প্রসাদ না ভাবিয়া অভিশম্পাৎ গননা করিব, হৃদয় দ্বিধা হও! কল্পনা বিলোপ পাও! কালি শুষ্ক হইয়া যাও! কলম ভস্ম হও! দীপ নির্ব্বাণ হও! মাতঃ বঙ্গভূমি, ভয়নাই, ভয় নাই। তুমি আরও শস্যশালিনী হও, বাঙ্গালীর বলবান হইবার উপায় আছে।

ক্রমশঃ।

দানাপুর, প্রবাসী। } শ্রীজানকীনাথ সরকার

নাম

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

(দ্বৈমাসিক রহস্য।)

শিশির।

শ্রীবাটী

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে

শ্রী রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত।

শাখা সাহিত্য সভায়

শ্রীমাখমলাল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১। বেদরহস্য

২। স্নান প্রথা

৩। ঋতু বিপর্য্যায়

৪। রাধামোহন বাবু

৫। পরানুবর্ত্তন।

৬। গুহামন্দির।

৭। মহিলা।

কলিকাতা,

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল, আষাঢ়।

OPINION OF THE PRESS ON THE PUBLICATIONS OF THE "CHITTARANJINI SAHITYA SABHA".

"We have received some vernacular publications issued by the *Chittaranjini Sahitya Sabha.* The object which this society has in view is to issue chief vernacular publications. The society has our hearty sympathy as it must command the sympathy of all who are interested in the education of their country men. Charles knight and Robert Chambers, have done no small service to their country by the series of cheap books which they issued. We have one suggestion to make to the founders of the society, and that is they will make the series as popular as possible by making the language as easy as practicable. May we ask them to avoid as much as possible those big sanskrit words which only the learned can understand. If the books are written in an easy style upon subjects of real interest, we do not see why they should not be popular and be largely read. We repeat the undertaking has our hearty sympathy."

THE BENGALEE,

August 27, 1881.

"In Akal unnati the author Raj Rajendra Chandra Sets forth his opinion—which is not altogether unfounded that Bengali society is not yet fitted by education and culture to work out successfully schemes of social progress."

PIONEER,

August 20, 1881.

"This is a biography of Babu Ramdas Banergi—popularly known as *Ramdas Babu of Metiri.* The extraordinary physical feats of this gentleman, who was endowed with a giant's strength, have become proverbial, surely, Bengalis may well be proud of such a man ; and the writer of the pamphlet has done well in presenting the note-worthy incidents in Ramdas Babu's life. Should the writter give us biographical notices of the lives of Bengalis gifted with extraordinary bodily powers, his labors will be quite welcome. We cannot estimate too highly the importance of such publications. The physical improvement of the Bengalis is a question of vital importance and those who contribute their efforts towards the attainment of this great object, are justly entitled to the thanks of those who have their country's good at heart."

ORIENTAL MISCELLANY,

Septamber 1881.

CHITTORANJINI.

This is the name of a bimonthly journal in Bengali, with illustrations, issued under the auspices of the society for the encouragement of Vernacular literature. * * * * * *
The conductors of the *Chittoranjini* if they receive due encouragement from the native public, as their undertaking undoubtedly deserves, we have no reason to despair of its success. The specimen before us, whether we take the illustration or the letter press, is certainly very creditable to them and the mater is varied and interesting."

THE ORIENTAL MISCELLANY,

March 1882.

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

১ম বর্ষ। } দ্বৈমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৩৯। শিশির কাল। { ২য় সংখ্যা।

বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রায় অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে আগেকার লোক বড় সুখে সচ্ছন্দে ছিল, তখন খাবার অসংস্থান প্রায় লোকের ছিলনা, অভাব যেমন হউক দশ বিঘা জমি ও ভদ্রাসন বাটী ব্যক্তি মাত্রেই অধিকারি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত, পল্লীগ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে তাস, পাসা, রাত্রিতে গান বাজনা, খোসগল্প, ঘোঁট, পাড়ায় পাড়ায় হইত। কার্ত্তিক মাঘ ও বৈশাখ মাসে শ্রীভাগবৎ, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল অভাব ছিলনা। শ্রাদ্ধ ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন বার মাসে তের পার্ব্বণ, তদ্ভিন্ন বারইয়ারির বড় ধুম ছিল। এসকলের আর কোন নগরে বা কোন পল্লীতে তাদৃশ নাই। অনেকেই তজ্জন্য আক্ষেপ করেন। বৃদ্ধেরা বিশেষতঃ তজ্জন্য বিষম ক্ষুণ্ণ। পরের বাটীতে ফলারে আমোদ আছে বটে কিন্তু কৃপণের বাটীতে ফলার-এক একখান লুচি ছিঁড়িতেছে কি কৃপণের মাংস ছিঁড়িতেছে-তাহা যে খাওয়ায় সেই টের পায়। আর তুমি যখন ভায়ারত ফলার নাকি ? সাজিয়া আইস তখন তুমি ও কতক টের পাও, আসল কথা তাঁহারা বলেন বাঙ্গালির আর পুর্ব্বমত সুখ নাই। কেননা আর তত ফলার জোটেনা। তাস পাসা খেলিবার আড্ডার চালে খড় নাই। ঢোল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সারাইবার শক্তি নাই। ব্রত শ্রাদ্ধ মানেনা, বারোইয়ারিতে টাকা দেয় না। আসল কথা বৃথা কাযে সময় ও পয়সা নষ্ট না করিতে বাঙ্গালি শিখিতেছে। আত্ম অপেক্ষা মহৎ ব্যক্তিকে না দেখিলে উচ্চাভিলাষ জন্মে না ; ইংরেজের ধন গৌরব মহত্ব যত্নে বিদ্যাশিক্ষা কৌশল পরিচ্ছদ বিলাস প্রভৃতি বাঙ্গালি সমাজের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, উচ্চ বিলাস লালসার দিন দিন বৃদ্ধির সহিত নানা প্রকার খরচেরও বৃদ্ধি হইয়াছে, পুর্ব্বাস্থায় পাঁচ টাকায় সংসার চলিত, এখন তাহার পঁচিশ টাকায় চলে না। কাজেই বাঙ্গালির আর পুর্ব্বকালের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দতা নাই। কিন্তু আমরা যে সুখ সচ্ছন্দতার উল্লেখ করিয়াছি সে প্রকৃত সুখ সাচ্ছন্দ নহে। উহা অলসের সুখ সচ্ছন্দতা। যদি মনুষ্য হইয়া মনুষ্য সমাজে গণনীয় না হইলে, যদি তোমার ক্ষমতা, তোমার বল, তোমার পরাক্রম ; তোমার বুদ্ধিকৌশল জগত না দেখিল, তবে তুমি মনুষ্য কিসের ? বনে যাও ; বন ফল খাও, বন্য জন্তুর সহিত মিলিত হও। যদি মানব নাম রক্ষা করিতে চাও, উচ্চাভিলাষী হও, উচ্চাভিলাষ ও তল্লাভ যত্নই মহৎ হইবার উপায়। মনুষ্য আপনাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তিরই অনুকরণ করিতে শিখে, ইংরেজ বাঙ্গালি অপেক্ষা মহৎ ; বাঙ্গালি তাই

ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে। এই অনুকরণ প্রিয়তা বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য সুত্রপাত, দিন দিন অভাব অনুভব করিতেছে। অভাব বা আবশ্যকই উন্নতির মূল। গাত্রাচ্ছাদন আবশ্যক বা অভাব হইয়াছিল বলিয়াই বস্ত্রের সৃষ্টি, রৌদ্র বৃষ্টি ও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা হেতু গৃহের সৃষ্টি। এইরূপ নৌযান, বাস্পীয়-রথ, তাড়িতবার্ত্তাবহ সাংশারিক যে কিছু সুবিধা সমস্তই অভাব বা আবশ্যক হেতু হইয়াছে। যদি ইহাতে না বুঝিতে পার তবে তোমার আবশ্যক হয় বলিয়াই দোকানী তোমার জন্য চাল ডাল বস্ত্র রাখে, তোমার ক্ষুধা পায় তাই তোমার গৃহিণী তোমার জন্য ভাত রাঁধেন, যদি তোমার ক্ষুধা না হইত তবে কি তোমার উননে হাঁড়ি চড়িত? তাই বলিলাম অভাব আবশ্যকেই মনুষ্য সমাজের উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গালির দিন দিন অভাব বাড়িতেছে; তবে বাঙ্গালির উন্নতি কেননা হইবে? পুর্ব্বকালে অভাব ছিলনা উন্নতির আশা ছিল না। এতদ্দারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাঙ্গালির দিন দিন অভাব বৃদ্ধি বাঙ্গালির পক্ষে শুভদায়ক, দেশ শস্যসালিনী হেতু অল্পায়াসে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য জন্মান কারণে যাঁহারা বলেন বাঙ্গালিকে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল করিয়াছে ইহা এক প্রকার দেখান গেল যে সে দোষ বা কারণে বাঙ্গালির যে দিন দিন অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্দারা দৃঢ় হইবার উপক্রম হইতেছে। যদি ইংরেজ এ দেশে না আসিত যদি এ দেশের শস্য ভিন্নদেশে রপ্তানি হেতু দ্রব্যাদি ক্রমে দুর্ম্মূল্য না হইত, তবে বাঙ্গালরি অকর্ম্মণ্য দোষ শান্তির উপায় ছিল না বটে। কিন্তু প্রাগুক্ত দুই কারণে বাঙ্গালরি ভরসা দূরবর্ত্তী নহে। তদ্ভিন্ন সমাজোন্নতি কিছু দুই দশ দিনে বা বৎসরের কায নহে। শত২ বৎসরে তবে একটী সমাজ প্রকৃত উন্নত হইয়া দাঁড়ায়, যে বাঙ্গালি পঞ্চাশৎ বৎসরপুর্ব্বে সমুদ্র গমন অসম্ভব বোধ করিত, কাশীধাম বা জগন্নাথক্ষেত্র গমনকালীন উইল করিয়া যাইত, বিদ্যালাভ হেতুই হউক আর অর্থাভিলাষেই হউক সেই ভীরু বাঙ্গালি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নির্ভয়ে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেছে। কেবল ভারতে কেন? অসীম সাগর পার হইয়া বিলাত যাইতেছে কে বলিতে পারে যে এই অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল বাঙ্গালি আর পঞ্চাশৎ বৎসর পরে স্বয়ং জাহাজ বাঁধিয়া পণ্যসহিত স্বয়ং বিলাত না যাইবে? রেণু প্রমাণ ক্ষুদ্র অশ্বথ বীজের মধ্যে যে গগণভেদী বৃক্ষ থাকে, না দেখিলে কে বিশ্বাস করে? ক্ষুদ্র পরমাণু সংযোগে এই অসীম জড় জগত; না জানিলে কে বিশ্বাস করে! কে বলিতে পারে যে এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি প্রাণের ভিতর সেকেন্দর, নেপোলিয়ান বা হানিবল না আছে?

আহার দোষে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী এমন কি কদর্য্য বস্তু আহার করে যে তজ্জন্য ইহারা এত দুর্ব্বল? ভেতো বাঙ্গালি ভাত খায়, ভাত অসার পদার্থ নহে। পৃথিবীর অনেক জাতির খাদ্য ভাত। শীখ, রজপুত, মাড়ওয়ারি অনেকে ভাত খাইয়া থাকে। তবে তাহাদের ভাতে এবং বাঙ্গালীর ভাতে বিশেষ আছে, কেননা শুদ্ধ আতপতণ্ডুলের ভাত ও পান্তাভাতে অনেক অন্তর। একথায় অনেকে বিশেষতঃ বাঙ্গালি সাহেবেরা রাগ করিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে ফৈজুখানসামার ভেকচিতে পান্তাভাত থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া গিন্নি মহলের হাঁড়ি খুঁজেন বোধ হয় এককোণে সাতদিনের পচা ভাত বাহির হইয়া পড়িবে। অসম্ভব নহে যে অনেকের তিনবেলা মুর্গীর ঠ্যাং ভিন্ন আহার হয় না কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে তাঁহাদের জনম রক্তের তিনভাগ পান্তাভাত জনিত। বাঙ্গালি ভিন্ন অতি অল্প জাতিই আছে যাহারা কেবল ভাতের উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করে; যদিও ভাত অসার বস্তু নহে কিন্তু বাঙ্গালিরা উহাকে নিজ দোষে অসার করিয়া তুলে। আতপ এবং উষণা চাউলে অনেক অন্তর, এদেশের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিধবাগণ আতপাহার করেন তাঁহাদের শরীর লাবণ্য ও নীরোগীতা এবং উষণা ভোজীদিগের শরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অনেক বুঝিতে পারা যায়। একে

উষণ। চালের ছয়আনা রকম সারাংশ বাহির হইয়া যায়, তাহার উপর আবার উহাকে পান্তা বা বাসি করিলে উহাতে যে কি পদার্থ থাকে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যদিও অনেক পুরুষে এরূপ ভাত আহার না করেন বটে কিন্তু স্ত্রীলোকেরাই প্রায়ই ঐ রূপ আহার করিয়া থাকে, কেবল পিতা সবল হইলেই সুসন্তান হয়না; মাতার স্বাস্থ্যও পুত্র অধিকার করিয়া থাকে, তবে কথা এই যদি কেবল ভাতের দোষেই বাঙ্গালি দুর্ব্বল, তবে এ দেশীয় নীচলোক বা নদে জেলার গোরো গোয়ালারাত দুর্ব্বল নহে। তাহাদের শরীর গঠন, শারীরিক সামর্থ্য হাইল্যাণ্ডীয় বা শীখগণ অপেক্ষা ন্যূন বোধ হয়না, মেটীরীর রামদাস বাবুর তুল্য বলবান কোন্ হাইলাণ্ডর বা শীখ ছিল? তথচ ইহাদের সেই ভাতের শরীর, ভাতে বল হইতে পারে কিন্তু বিক্রম হয় না; যে বিক্রমে হাইলাণ্ডর বা শীখ রণরক্তে সাঁতার দেয়, গোরো গোয়ালা সে রক্ত দেখিলে হয়ত মূর্চ্ছা যায়, বল কিছুই নহে, সাহস, বুদ্ধি বিক্রমেই মনুষ্যকে প্রধান করে, ইংরেজ অপেক্ষা কাবুলী বলবান অথচ ইংরেজের ভয়ে কম্পবান, সিংহ অপেক্ষা হস্তী বলবান কিন্তু সিংহের ভয়ে হস্তী সদা শশব্যস্থ, তবে বলে সাহস বা বিক্রম হয় না, সাহস ও বিক্রম শিক্ষাগুণে হইয়া থাকে। বাঙ্গালি সেই সাহস ও বিক্রম হন তাই এত দুর্ব্বল বলিয়া জগৎ প্রচারিত; বাঙ্গালির এ দোষ খণ্ডনের উপায় কি পরে বলিতেছি। ক্রমশঃ।

বেদরহস্য।

'বেদস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

ব্যাখ্যা বিভিন্ন শ্রুতিও বিভিন্ন.
অর্থে, মতে, পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন।
কাল প্রভাবে কব হে কি সর্ব্বে
বেদের তত্বান্ধ গুহার গর্ত্তে॥

প্রস্তাবনা।

বেদ যতদিন মুদ্রা যন্ত্রের আয়ত্তাধীনে না আসিয়াছিল, যতকাল ইহার কলেবরস্থ গ্রথিত শব্দমালা সাধারণের চক্ষুতলে পতিত না হইয়াছিল, এবং যে পর্য্যন্ত ইহার টীকা টিপ্পনী, অভিধান ও ভাষ্য প্রভৃতির কোন তত্ত্ব কিম্বা জ্ঞান কোনও বিষয়ী লোকের বুদ্ধির গোচর না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বেদরূপ অক্ষরদ্বয়কে শব্দে মাত্র শ্রবণ করিয়া আমরা কত সময় যে কত কিছু মনেতে ভাবনা করিয়াছি, তাহা আজি পাঠক বর্গকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। বেদ অনাদিঅনন্ত, সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে বিনির্গত, সুতরাং ঈশ্বরের সমকালীক নিত্য ঈশ্বরেরই মন বলিয়া সমস্ত সত্যের সারভুত ইত্যাদিরূপ কত কথাই যে বেদ শব্দের বিশেষণরূপে শ্রবণ করিতাম তাহার কোন সংখ্যা ছিলনা। বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা (আমরা তখন মকতব ও স্কুলে পড়ি সংস্কৃতের অথবা তদ্ভাষার অন্তর্গত শাস্ত্র নামধারী গ্রন্থ নিকরের সহিত তখনও আমাদের স্পষ্টরূপে সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে নাই) কথায় কথায় শ্রুতি আওড়াইতেন। এবং দিদীমায়ের যত কাহিনী ও উপন্যাস কথা তাহাকে অনুঃস্বার বিসর্গান্ত শব্দে আচ্ছাদিত করিয়া বেদমন্ত্র বলিয়া জেঠা ও খুড়া মাহাশয়কে শ্রবণ করাইতেন।

কোনরূপ কার্য্যাকার্য্যে বিধি ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণাৎ সেইসেই বিষয় আপনাপন সংস্কার ও অভিরুচি মূলাত্মক মত সকলকে সংস্কৃত পদে অবগুণ্ঠিত করিয়া বেদানুমোদিত বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বেদরাজ্যে স্বকীয় বিস্তৃত অধিকার সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিতেন। ধর্ম্ম ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে কেহ

কোনরূপ জিজ্ঞাসু হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের যত উদ্ভট্টী ও অলীক কল্পনা তাহা সমুদায়ই শ্রুতির সারাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ সংক্ষেপে কহিতে গেলে ইহা বলিলেই চূড়ান্ত হইবে যে, ভট্টাচার্য্য এবং বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয়দিগের কুক্ষিই তখন আমাদিগের বেদ ভাণ্ডারছিল। তাঁহারা যাহা বলিতেন আমরা সেকালে সে সমস্তই ব্রহ্মার চারি মুখের কথা বলিয়া কুড়াইয়া লইতাম।

সে কালের দৈনিক জীবনের কথা আর কিকহিব, প্রতিদিন সন্ধ্যাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর চারি বেদের চারিটী আরম্ভ শ্লোক আবৃত করিয়া সমগ্র বেদ পাঠ করা হইল, এইটি মনে মনে চিন্তা করিতাম, সন্ধ্যার প্রধান মন্ত্র গায়ত্রীকে বেদের মাতা বলিয়া জপ করিতাম। এবং কখন বা বেদেররূপ চিন্তা করিতে গিয়া আচার্য্য মহাশয়দিগেরদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া বেদরূপ দেবতাকে গো এবং ব্রাহ্মণের আকারে মানস চক্ষে দর্শন করিতে বাধ্য হইতাম।

এই ভাবের ভাবনাতেই বয়সের কিছুকাল অতি-বাহিত হয়। চিন্তাশক্তি তখন স্বপ্নের মত; অভিভাবক বর্গের পঙ্গুযুক্তি সকলকে একমাত্র পরিচালকের স্থানীয় করিয়া, জীবনের পথে ইতস্ততঃ ধাবিতহইতে থাকে। তৎকালের অনভিজ্ঞতা কোমল ও কুসংস্কার প্রবণ-অন্তঃকরণ, যখনই, যে শাস্ত্রবেত্তা উপাধ্যায় মহা-শয়ের সম্মুখে পতিত হইয়াছে, তখনই তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা সকলকে, স্নিগ্ধ কর্দ্দমে পদাঙ্ক চিহ্নের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়াছে। কোনরূপেও দ্বৈধভাব প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই।

কিন্তু যখন বয়ঃক্রম কিছু কিছু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিল, পথে, ঘাটে স্কুলও মকতবে নানা কথা শুনিতে লাগিলাম। মন সন্দেহের বায়ুতে আহত হইয়া দুই একটী প্রশ্ন করিতে শিখিল। তখন এক এক সময় সেই মনের আস্থারে; বেদ সজীব কি নির্জীব ইহার মীমাংসা লইয়া তুমুল তুফান উত্তোলিত হইত। সেই উপায় হীন অবস্থায় কোন বিষয়েরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ ছিলনা। যখনই যে বিদ্যাভিমানী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তখনই তিনি কৃপা করিয়া স্বক-পোল কল্পিতই হউক, অথবা পর কল্পনার গল্প স্রোত গলিতই হউক; এক একটী অভিনব আখ্যায়িকা দ্বারা মনের মস্তকে নূতন নূতন জটিল কুসংস্কারের আশী-র্ব্বাদ বেণী জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এতাবৎকাল, এইরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যায়লঙ্কার মহাশয়দিগের, নানাভাক্ত সংস্কারের অনুপ্রবেশ দ্বারা ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছিলাম; আজি হঠাৎ সাহেবদিগের যত্ন সূর্য্যের উদয়ে দেশীয়-লোকদিগের সুদীর্ঘশায়িত সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি চারিদিক হইতে জাগরুক হইয়া উল্লিখিত কুসংস্কার রূপ পিশাচীর বিবিধ বিকটাকার শোথের সংঘাতিক সঞ্চার হইতে, আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন বহুবিধ চেষ্টা ও আয়াসের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এবং মুদ্রাযন্ত্রও এই শুভ লক্ষণযুক্ত উদ্যো-গের সহকারী হইয়া বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, ভাষ্য, নিরুক্ত, পাণিণী ও পুরানাদি বহুবিধ বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থনিকরকে শাস্ত্রজীবি ব্রাহ্মণ বটুকদিগের একচাটীয়-রূপ অধিকার হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক, আজি করতলস্থ আমলকবৎ ঘরেঘরে অল্পমতি বালক বালিকাদিগেরও করে করে ক্রীড়া করাইয়া বেড়াইতেছে।

চারি বেদই আজি আমাদের চারি পার্শ্বে বিরা-জিত। বাঙ্গালা, জর্ম্মন, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী, মহারাষ্ট্র, ত্রৈলঙ্গী এবং পার্সি প্রায় সমস্ত ভাষাতেই টীকা টিপ্পনীর সহিত বেদ কথা কহিতেছে। প্রায় সকল বিদ্যাভিমানীই বেদকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে বহু-বিধ সত্য নিষ্কাশনপুর্ব্বক সাধারণের ভ্রমদূরীকরণ ও জ্ঞানবর্দ্ধনে যত্নপর হইয়াছে। অতি প্রাচীন নিরুক্ত কার শাকপুনি, ওর্ণলাভ ও যাস্ক প্রভৃতি হইতে বর্ত্ত-মান উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যাকার সামশ্রমী ও সর-স্বতীগণ পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য অনুসারে ইহার অক্ষরে অক্ষরে নিহিত অর্থ

ও ভাবরূপ নবনীত গ্রহণ করিতে প্রাণপণে ইহাকে আলোড়ন করিয়া আসিতেছেন। এবং এই উপলক্ষে কত প্রকারেরই ব্যাখ্যা ভাষ্য, অর্থ ও অভিধান আমাদের চতুর্দ্দিকে আজি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কি প্রাচীন কি নূতন যাহাকে দেখিতেছি সকল ব্যাখ্যা এবং অভিধানকারই আপনার ভাষ্য এবং অর্থকে এক প্রকার অভ্রান্ত এবং পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নিয়মানুমোদিত বলিতেছেন। যিনি যাঁহার সঙ্গে যে যে বিষয়ে অর্থ কি মতে ঐক্য হইতেছেনন', তিনি সেই সেই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব কি সমকালবর্ত্তী ভাষ্যকারদিগকে প্রমাদী এবং অদূরদর্শী বলিয়া দোষা-রোপ করিতেছেন, যিনি যে পরিমাণে কাল বিবর্ত্তনে প্রাচীনহইয়া উঠিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে তাঁহার ব্যাখ্যা সহিত দুরূহতায়, অস্পষ্টতায় ভাষারচনায় এবং সম্মাননায় ক্রমশঃ বেদত্বকে প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাঁহার ভাষ্যের ভাষ্য সকল নানাস্থান হইতে সঙ্কলিত ও সংগ্রহীত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। তাহার আবার টীকা টিপ্পনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সেই টীকা পুনরায় বোধ সুগম হইবার জন্য বিবিধ প্রকারের নানার্থ বাচী অভিধান সকল তাহার পশ্চাৎভাগে গ্রথিত হইয়া আছে। এইপ্রকার একস্তরের পর স্তরান্তর সূত্র, ব্রাহ্মণ ভাষ্য ও ব্যাকরণাদিরূপে, বেদকে বুঝাইবার ও বুঝিবার জন্যে বেদের বুকে স্তূপে স্তূপে স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও চতুর্দ্দিক হইতে অজস্ররূপে অবাধগতিতে দিন দিনই ঐ রূপে স্থাপিত হইতেছে। আর বেদ ক্রমশঃই এই সমস্ত ব্যাখ্যা ও অর্থপর্ব্বতের গুরুভারে আপনার প্রকৃত সরল তত্ত্বের সহিত যেন ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে প্রোথিত হইতেছেন।

পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ভট্টাচার্য্য এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়দেরদ্বারা প্রতারিত হইয়া যখন আমরা প্রথমে বহু প্রত্যাশায় মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারে উপনীত হইয়াছিলাম, তখন আমাদের হৃদয়স্থিত ভরসাতরুতে যে কতরূপ ফুল পাতাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা পাঠকবর্গকে বলা বাগ্‌বাহুল্য। কিন্তু এখন তাহার প্রকাশিত ও প্রচারিত বৈদিকসাহিত্য রাজ্যের কার্য্য কাণ্ড সকল দেখিয়া নৈরাশ্যে এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি; এবং দেখিতেছি যে বাটীপার্শ্বের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের অপেক্ষাকালে অথবা দেশে দূর ও সমীপস্থিত বেদ ব্যাখ্যাচার্য্য মহাত্মারাও কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। একতো ইহাদের বিবিধ শ্রেণীর ব্যাখ্যাপদ্ধতির সমারোহ ভিড় অপসারিত করিয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বুদ্ধির কোনরূপ প্রবেশ ছিদ্র প্রাপ্ত হওয়াই অসাধ্য ব্যাপার; তাহাতে ঘটনা ক্রমে মহাত্মাদের শিথিলতা নিবন্ধন কোনস্থানে পথের যোগাড় হইয়া উঠিলেও মত কচকচি শব্দার্থ বিরোধ এবং কল্পনা কুজ্ঝটিকার তুফান তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত হইয়া সে পথ কি ছিদ্রে কিছুই স্পষ্টভাবে দর্শন করিতে দেয় না।

যদিচ আমরা এব্ম্প্রকারে প্রত্যাশিত ফললাভে নানামতে নিরুৎসাহিত এবং হতাশগ্রস্ত হইয়াছি সত্য; তবু মুদ্রাযন্ত্র এবং স্বদেশ বিদেশীয় যত্নোদ্যমের নিকটে একটি বিষয়ে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ আছি। ইহারা উদ্যোগী না হইলে আমরা কখনও শাস্ত্রোপজীবিদের একাধিপত্য হইতে এই সকল গ্রন্থ শ্রেণীকে সাধারণের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিতে পারিতাম না। এবং আর্য্যজাতির আচার ও ধর্ম্ম পদ্ধতির আকরস্থান বেদের যে কিরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে তাহাও দেখিবার কোন উপায় হইত না, যে দুরারোহণীয় জাতিভেদরূপ প্রাচীরে প্রণবোচ্চারণ ও বেদ পাঠ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ এতকাল পরিবেষ্টিত ছিল; তাহা বৃটিশ বিক্রমের সহায়তায় সাধারণ জনসংস্কার কর্ত্তৃক এক প্রকার সমগ্ররূপে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, এখন যাহার ইচ্ছা সেই বেদ পড়িয়া লইতেছে, কেহই কোনরূপ আশঙ্কা করিতেছে না*।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

---

* সচিত্র-ঋতু-পত্রিকা লেখকদিগের স্বাধীনতা অবারিত সুতরাং প্রবন্ধের ফলাফল উপসংহার ব্যতীত বুঝা যাইবে না। এইস্থলেই তাহা উল্লেখ প্রয়োজন বোধ হইল। সং।

স্নান প্রথা।

অভ্যাস মত প্রত্যহ বা দুই এক দিন অন্তর স্নান বিহিত। অনেকে কহেন নিত্য স্নানই সুসঙ্গতই সে; হেতু প্রতিদিন শরীর হইতে যে ঘর্ম্মাদি নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় ও কথকাংশ শরীরে লিপ্ত থাকে; সুতরাং প্রতিদিন স্নান না করিলে ঐ দূষিত পদার্থ শরীরস্থ হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হইয়া উঠে; তবে প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত যিনি স্নানে অশক্ত হইবেন, তিনি আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবেন, বস্তুত ইহাও এক প্রকার স্নান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

স্নান অগ্নি দীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুর হিতকারক, বল ও উৎসাহপ্রদায়ক; এবং শ্রম, স্বেদ, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, কণ্ডু, মল ও দাহ নাশক। অর্দ্দিত বায়ুরোগী, নেত্ররোগী, মুখরোগী; কর্ণরোগী, অতিসার রোগী, পিনস্ ও অজীর্ণরোগী এবং যিনি ক্ষণমাত্র ভোজন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ।

তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্র মতে প্রত্যুষেই স্নানের প্রশস্ত সময়। চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নানের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু প্রাতঃকৃত্যের অন্তর্গত যে সকল কার্য্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সমাধান্তে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করা সুকঠিন। আবার ধর্ম্মশাস্ত্র মতে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ; চিকিৎসা শাস্ত্র মতে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তৈলসুরাতুল্য, সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহারা কদাপি তৈলমর্দ্দন করেন না। পদ্ম পুরাণে কেবল কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে প্রাতঃ স্নানের বিধি আছে কিন্তু তাহাও রুক্ষ। কোন কোন মতে সার্ষপ তৈলাদিকে অতৈল ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। স্নানের পূর্ব্বেই তৈলমর্দ্দনের বিধি, অতএব প্রথমে তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা বলিয়া পশ্চাৎ স্নানের বিষয় বলা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকারগণ তিলসম্ভূত তৈলকেই তৈল কহেন। তদ্ভিন্ন সর্ষপাদি সম্ভূত তৈল অতৈল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে তিল সম্ভূত তৈলই মর্দ্দনে বিহিত। এই তিল তৈল জরা নিবারক, বায়ু বিনাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ পিচকারী, অভ্যঙ্গে, পানে (১), নস্যে, কর্ণ পূরণে হিতজনক; উষ্ণবীর্য্য, ব্যাপ্তিশীল, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্মছিদ্রগামী, ত্বগ্দোষনাশক, কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল এবং স্থূল ব্যক্তিকে কৃশকরণে সমর্থ, মলবদ্ধ-কারক, চক্ষের পক্ষে হিত জনকও ক্রিমি বিনাশক।

সর্ষপ-তৈল কটু, উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্ত রোগে অহিতকারী, কফ, শুক্র; বায়ু, গাত্রকণ্ডু ক্রিমি, কোঠ (২) কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্ষতনাশক।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার তৈল আছে কিন্তু এই দেশে প্রায়ই ব্যবহার নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে লেখা বাহুল্য মাত্র। সাধারণতঃ তৈল মাত্রই কষায় মধুর, উষ্ণবীর্য্য, ত্বকের চিক্কণতাকারক, ব্যাপ্তিশীল, মল মূত্র ও পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম-বৃদ্ধিকর নহে, সকল প্রকার বায়ু বিকার বিনাশক, মেধা অগ্নি ও বল বৃদ্ধিকারক, তৈলাপেক্ষা বায়ু বিনাশের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ দ্রব্য সংযোগে সংস্কৃত তৈল (পাক তৈল) সকল প্রকার রোগ বিনাশে সমর্থ।

উপযুক্ত কালে (৩) সংস্কৃত বা অসংস্কৃত তৈল ক্রমশঃ হস্ত, পদ, উদর ও মস্তকাদিতে বিশেষতঃ কর্ণ, মস্তক ও পদদ্বয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে (তৈল) মর্দ্দন করিবে। তদ্দ্বারা জরা, শ্রম, কফ ও বায়ুর শান্তি, দর্শন শক্তির প্রখরতা, শরীরের পুষ্টি ও দার্ঢ্যতা হয়। ইহা আয়ু ও নিদ্রার হিতজনক, ত্বকের সৌন্দর্য্য সম্পাদক, দেহের কোমলতা ও ধাতুর পুষ্টিকারক, পদতলে তৈল মর্দ্দনে চক্ষের সত্ত্বাবৃদ্ধি ও পাদরোগ বিনষ্ট হয়।

(১) চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ বিশেষে তৈলপানের ব্যবস্থা আছে।

(২) এক প্রকার রোগ গাত্রে চাকা চাকা হয়।

(৩) সূর্য্যোদয়ের পর চারি দণ্ডের মধ্যে। অনেকে বলিতে পারেন যে (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অতৈল মর্দ্দনান্তে স্নান শাস্ত্র সঙ্গত) আপাততঃ ইহা শাস্ত্র সঙ্গত হইলেও উত্তম প্রবৃত্তি জনক নহে। রুক্ষ স্নায়ীর পক্ষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব কাল প্রশস্ত।

শিরামুখে লোমকূপে ও নাড়ীতে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীর তৃপ্ত হয়। সতত তৈল দ্বারা মস্তক আর্দ্র রাখিলে শিরশূল বা ইন্দ্রলুপ্ত (১) হয় না। কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, দৃঢ়-মূল ও বর্দ্ধিত এবং ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ও মুখকান্তি-যুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পুরণে বাধির্য্য ও বায়ুজন্য কর্ণরোগ নিবারিত হয়। কফরোগী ও বমন বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধদেহী এবং অজীর্ণ রোগীর পক্ষে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ।

তৈল মর্দ্দনান্তে ব্যায়াম। শ্রম জনক কার্য্য মাত্রকেই ব্যায়াম কহে। হেমন্ত শীত ও বসন্তকালে বলবান ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তি আপনার অর্দ্ধশক্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ললাটে কুক্ষিদেশে ও গ্রীবায় ঘর্ম্ম নির্গত ও শ্রম জন্য শ্বাস প্রবাহিত না হয়; তাবৎকাল ব্যায়াম করিবেন। হেমন্তাদিকাল ব্যতীত অন্য সময়ে অল্পমাত্র ব্যায়াম কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মে কুশলতা, অগ্নির দীপ্তি, মেদের ক্ষয়, গুরুপাক দ্রব্য সহজে জীর্ণ, এবং শরীরের স্থূলতা নিবারিত হয়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে জরা, ব্যাধি ও শত্রু, সহসা আক্রমণে সমর্থ হয় না। এবং শরীর বিভক্ত ও ঘন হয় (২)।

রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শোষ, কাশ, স্বাস, ক্ষত, বাতপিত্ত ও অজীর্ণ রোগী, ক্ষণমাত্রভুক্ত ও স্ত্রীজন্য ক্ষীণব্যক্তি বৃদ্ধ ও বালক ব্যায়াম করিবে না। অতি ব্যায়ামীর কাশ, জ্বর, বমন, তমকশ্বাস, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, ক্ষয়রোগ, শ্রান্তি ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়। সিংহ যেরূপ আক্রমিত বৃহৎকায় হস্তী কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয়। সেইরূপ বলহীন ব্যক্তি অতিরিক্ত ব্যায়ামদ্বারা স্বয়ংই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে!

ব্যায়ামান্তে সমস্ত শরীর অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া শ্রান্তি দূর হইলে, হরিদ্রা, আমলা, কৃষ্ণতিল বা লোধাদি চূর্ণদ্বারা উদ্বর্ত্তন (তৈলাক্ত গাত্র ঘর্ষণ) করিয়া তৈল উঠাইবে।

(১) টাক পড়া।
(২) আবশ্যক মত সরু মোটা হওয়াকে বিভক্ত ও ঘন বলে।

অনন্তর স্নান, ইহার বিধি নিষেধ পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। স্নান দ্বিবিধ পরিষেক ও অবগাহন। তন্মধ্যে প্রাবৃট ও শীতকাল ব্যতীত সকল সময়ে অবগাহনই সুখ-কর ও স্বাস্থ্য-জনক। শীত ও বর্ষা ঋতুতে এবং অবগাহনাসক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাত গৃহমধ্যে ক্রমে পদ, হস্ত ও মস্তক মার্জ্জনপূর্ব্বক নাভির অধঃকায় উষ্ণজল দ্বারা এবং নাভির ঊর্দ্ধকায় শীতল জলদ্বারা পরিষেক (স্নান) করিবেন।

উষ্ণজলদ্বারা অধঃকায় পরিষেক করিলে বলবৃদ্ধি হয় এবং তদ্বারা ঊর্দ্ধকায় পরিষেক করিলে কেশ পতিত এবং দর্শনশক্তির হ্রাস হয়। এজন্য ঊর্দ্ধকায় শীতল জলে পরিষেক বিধেয়।

অবগাহনের নিমিত্ত স্বচ্ছসলিল তড়াগ, দীর্ঘিকা বা সরোবর প্রশস্ত। প্রথমতঃ পদদ্বয় অনন্তর হস্ত মার্জ্জন পূর্ব্বক নাভিপরিমিত জলে দাঁড়াইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখে জল প্রদান করিয়া মস্তকে এরূপ পরিমিত জল দিবে যেন ব্রহ্মরন্ধ্র সিক্ত হইয়া গড়াইয়া পরে। অনন্তর কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান ও নিশ্বাস-রোধপুর্ব্বক স্নান ও সমস্ত গাত্র মার্জ্জনান্তে পুনঃ স্নান করিবে। অন্যের গাত্র মার্জ্জনী ও বস্ত্র অব্যবহার্য্য।

স্নানান্তে গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা শরীরের জল মুছিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তনপুর্ব্বক শুষ্ক অথচ মোটা কাপড় দিয়া গাত্র মার্জ্জন করিবে। আর্দ্রবস্ত্রে এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে। এজন্য স্নানের ঘাটে শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

অনন্তর সুবেশ এবং সুগন্ধপুষ্পাঘ্রাত হইয়া সুগন্ধ দ্রব্য অনুলেপনান্তে আপনাপন অভীষ্ট স্মরণ-পূর্ব্বক আহ্নিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক।

অপিচ পক্ষান্তরে স্মৃতির বিধি প্রতিপালন না করিলেও চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ি স্নানের অব্যবহিত জল পান বা আহারাদি নিষিদ্ধ তাহাতে দৈহিক অসুস্থতা ঘটে সুতরাং স্নানান্তে লৌকিক কার্য্যে মনোনিবেশ করা অপেক্ষা আত্মহিতার্থী কিয়ৎক্ষণ চন্দন-পুষ্পাদিতে পুজাদিই করিবেন।

উপসংহার কালে এতদুপলক্ষে আমরা দুই একটী কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম, কেন না আজি কালি উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া অনেকের অভিমান জন্মিয়াছে সুতরাং সেই সকল অভিমানীদিগের নিকট প্রাচীন মত প্রথাপ্রায় উপকথার স্বরূপ হইয়া পরে, ইহা মনঃসংযোগে পাঠ ও গুণাগুণ পরীক্ষা দূরে থাকুক শিরোনাম পড়িয়াই খড়্গ হস্তও উচ্চ হাস্য করিয়া বসিবেন এবং লেখক ও পত্র সম্পাদককে প্রাচীনের দলে গণ্য করিয়া নানা লাঞ্ছনায় পাতিত করিয়া ছাড়িবেন।

হায়! নব্যবঙ্গের এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের উপায় কি? যদিও কল্পদ্রুম প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্র সমূহে প্রাচীন মত সমর্থনে তাহার গূঢ়ার্থ সহিত সমাদরে প্রচারিত ও গ্রাহক মণ্ডলীতে পঠিত হইতেছে তথাপি এখনও আশানুরূপ পূর্ব্বপ্রিয়তা জন্মে নাই, যে জাতি পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব লীলা বিস্মৃত হইয়া অসাময়িক উন্নত্যভিমানী পাশ্চাত্য অনুকরণে ব্রতী হইবে, অন্ততঃ সুদীর্ঘকাল তাহাদিগকে সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, অন্য কথা কি? স্নান সম্বন্ধে স্কুলের নব্য দলের একটা স্থিরতা নাই। তৈলতো পরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে! বিশেষতঃ প্রত্যহ স্নান প্রায় নাই; আবার শীতকালে কেহ কেহ পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র সপ্তাহান্তে একবারে রজকালয়ে প্রেরণ করেন, বন্ধু সমাজে সে সকল অতি গৌরবকর বলিয়া কথিত হয়, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে বিলাতের বিবিরা নাকি গণ্ডদ্বয় ওষ্ঠ চক্ষুপরি, কপোল; কেহকেহ হস্তের দশাঙ্গুলী মাত্র ধৌতকেই স্নান ব্যাখ্যা করেন এবং নিজেও তাহাই করিয়া থাকেন! কি পশুভাব।

যাহা হউক আমরা স্বজাতি হিতার্থে পরিণামদর্শী বঙ্গীয় মহানুভবদিগকে উত্তেজিত করণার্থেই সময়ে সময়ে এইরূপ প্রাচীন চিকিৎসা বা যে কোন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বাঙ্গালা ভাষা মাত্রে প্রকাশ করিব, সংস্কৃত বা ইংরাজী বচন না দেখিলে লিখিত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান হন এরূপ লোকের ক্রমেই অভাব হইতেছে, এখন যে আবার "স্বজাতিপ্রিয়তা" "স্বদেশপ্রিয়তা" বলিয়া গোটাকত লম্বা চৌড়া কথা উঠিয়াছে, দেখা যাউক সে গুলি সত্য কি মিথ্যা! ক্রমশঃ!

ঋতু বিপর্য্যয়।

"ধন্য রাজা পুণ্যদেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥"

ফলতঃ এবার শিশির ঋতুর মধ্য ভাগে (বিগত ৩০ শে মাঘ) সংক্রান্তি দিবসে হটাৎ ঘনঘটায় বৃষ্টিপাত হইল; আমরা কবিতাদ্বয়ের শুভফল প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, রাজা ধন্য ও দেশ পুণ্য কিরূপে হয়, তাহা সকলের চক্ষু কর্ণে উপনীত হইবে। বচনের গূঢ় তাৎপর্য্য আলোচনা ঋতুপত্রিকারই কার্য্য, কিন্তু এবার স্থানাভাব।

ভারতের ছোট বড় শাসন কর্ত্তা পরিবর্ত্তিত হইয়া শৈলবিহার ত্যাগ করিতে সম্মত কিনা সন্দেহ; কেন না কর্ত্তৃপক্ষের ঋতু বিপর্য্যয় প্রয়োজনীয়, পাশ্চাত্য অনুকরণাশক্ত হিন্দু রাজাগণও ইহার পক্ষপাতী।

শিশির কালের বৃষ্টিতে প্রাবৃট শোভা লক্ষিত বা তৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং মানুষেরও ব্যবহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনাভাব। (ইতি অবতারণা)

রাধামোহন বাবু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে কৃষ্ণদুলাল মৌলবী সাহেবের নিকট কিছুদিন যত্নাতিশয়ে পার্সিপাঠ করিতে লাগিলেন, ইহার কিছুদিন পরেই সেই শিক্ষার একটু বাধার উপক্রম হয়, করঞ্জগ্রামের মৌলবীসাহেব কাটোয়ার উত্তর সারাল নামক মুসলমান-প্রধান গ্রামে স্বজাতি অনুরোধে বাস করিতে বাধ্য হন, তৎকালে এ প্রদেশে এমন সুবিধা ছিলনা যে কৃষ্ণদুলাল দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নিকট অভীষ্ট ভাষার আলোচনা করেন, এদিকে তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া মৌলবীসাহেব বড় স্নেহ করিতেন, সুতরাং কৃষ্ণদুলালকে তাঁহার সহিত সারালগ্রামে যাইতে হইল, অনেকে সারালগ্রামের পরিবর্ত্তে কৈতনগ্রাম কহিয়া থাকেন, যাহা হউক তাহাতে আমাদের বক্তব্যের তাদৃশ ক্ষতি নাই ;

এই সময়ের কিছুদিন পরেই তিনি পারসীতে এক রূপ ব্যুৎপন্ন হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে, মৌলবীর নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন, ইহার কিছুকাল গত হইলে কৃষ্ণদুলাল প্রথমে বিবাহিত হন। এই বিবাহের পর হইতেই কৃষ্ণ দুলালের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন, কাটোয়ার পশ্চিমোত্তর কোন গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়, বিবাহান্তে বরকন্যা গৃহে আসিতেছেন, বেলা মধ্যাহ্ন হওয়ায় কাটোয়ার বাজারে পাল্কী নামাইয়াছিলেন।

সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব সিরাজের এক পারসি পরয়ানা কাটোয়াস্থিত ফৌজদারের উপর আসিয়াছিল, কিন্তু ফৌজদারজী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত কাটোয়ানগরে তাহা পরিচালিত করিলেন কিন্তু কেহই তাহার রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে নাই ; এক্ষণে কৃষ্ণদুলাল বাজারের লোকের মুখে কথায় কথায় তাহা শুনিয়া দেখিতে চাহিলেন, শুনিবামাত্র ফৌজদারজী সশরীরে কৃষ্ণদুলালের পাল্কী-সমীপস্থ হইল ! তিনি একবার মাত্রেই অবলীলাক্রমে পরয়ানা লিখিত সকল সত্য প্রকাশ করিলেন, এই ঘটনায় সকলের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এবং সকলেই সোৎসুকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল; অতঃপর ফৌজদারজীও কৃতঘ্নতা মহাপাপ জানিয়া কৃষ্ণদুলালের ভাবী মঙ্গলের সহায় জন্য আত্ম অধীনে তাঁহাকে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে মুহুরি নিযুক্ত করিলেন। নিরভিমানী কৃষ্ণদুলাল তাহাতেই সম্মত হইয়া নববধূ লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন।

অনন্তর নূতন মুহুরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন বাটীতে আহার করিয়া তিনক্রোশ পথ পদব্রজে যাইতেন, প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বাটী আসিতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণদুলালের আর একটী সুযোগ উপস্থিত হয়, বীরভুম জেলার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লোকান্তে তদীয় উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হওয়ায় জনৈক সুচতুর ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি আত্মাধীনে আনিয়া ভোগ করিতেছিল।

কিছুদিন পরে মৃতধনির পত্নী পিত্রালয় হইতে শিশু সন্তান লইয়া আসিয়া স্বামীর সম্পত্তি ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য না হইয়া কাটোয়ার ফৌজদারের কাছে আইসেন, তখন এ সমস্ত বিষয় নবাবের খাশ-দরবারে বিচার হইত, ফৌজদার সাহেবের পরামর্শে কৃষ্ণদুলালের সহিত সেই বিধবা সপুত্র মুর্শিদাবাদ যাইতে প্রস্তুত হইল, সৌভাগ্যক্রমে অনাথার স্বামীর প্রচুর ত্যক্তসম্পত্তি ছিল, কৃষ্ণদুলাল তাহার সহিত কাটোয়া হইতে নৌকা পথে যাইতেছেন, বিধবা কৃষ্ণদুলালকে একমাত্র সহায় দেখিয়া সমস্ত অবস্থা যতদূর সাধ্য বিবৃত করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতীতি হইল যে এই কার্য্যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবেন, এবং তিনি অনাথাকে সাহস দিয়া সেই ভাগীরথীর উপরে উভয়ে একটী চুক্তি করিলেন, যে

বিধবা আত্ম সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে প্রথম বর্ষের লাভের সমস্ত টাকা কৃষ্ণদুলালকে দিবেন, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ কৃষ্ণদুলাল বাবু তৎকালে একজন পারসীতে মুন্সী বা মুৎসুদ্দী বলিলেও হয়, তিনি যতদূর সাধ্য প্রাণ-পণে একখানি বিধবার পক্ষে আবেদন পত্র লিখিলেন, তাঁহার হস্তলিপিনৈপুণ্য অতি সুন্দর ছিল, তখন এ সকলের গৌরব বেসি হইত, এই কারণেই হউক অথবা বিধবা ধর্ম্ম বলে স্বীয় সম্পত্তি পুন প্রাপ্ত হইবে বলিয়া হউক, আবেদনের পর অল্পদিনেই বিচার আরম্ভ হইয়া, বিধবার পক্ষে একেবারে জয়লাভ হয়।

অনন্তর বিধবা স্বামীসম্পত্তি অধিকার করিয়া স্বীকৃত অর্থ সমস্তই এককালে প্রদান করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণদুলাল অতি সামান্য অবস্থায় থাকিয়া এককালে কয়েক সহস্র মুদ্রার অধিকারী হইলেন।

এই সময়ে নবাবসরকারে দেওয়ান বঙ্গঅধিকারি। তিনি জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, কৃষ্ণদুলালের স্বজাতি ও কুটুম্ব এবং তাঁহার পারসীতে অভিজ্ঞতা দেখিয়া একেবারেই দেওয়ানখানার সেরেস্তাদার পদে বরণ করিলেন। এ সময় আরও কতিপয় সেরেস্তাদার তথায় ছিলেন।

এ যে সময়ের কথা হইতেছে তখন বাঙ্গালার ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা, নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, অপরি-নামদর্শী নব্য-নবাব সহচর-পরিবৃত-যুবা প্রায়সই,অব্য বস্থচিত্ততার পরিচয় দিতেছে, ইংরেজের সহিত কখন মিত্রতা, কখন শত্রুতা; কখন দেশীয়দিগকে উচ্চপদে বরণ, কখন কারারুদ্ধ, এই তাহার রাজকার্য্য হইয়াছিল। যৎকালে নবাব অধীনস্থ হিন্দুরাজা ও ইংরাজের চক্রান্ত শুনিতে পাইল, তখন সর্ব্বাগ্রে শত্রুকে রাজ-কর আদায়ের বাধা জন্মাইবার মানসে বাঙ্গালার সেরেস্তাসহ সেরেস্তাদারগণকে মুঙ্গেরস্থ কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল!! পাছে তাহাকে ছাড়িয়া আগে সেরেস্তা দখল করে! এই ভয়!! শুদ্ধ ইহাই নহে, সেরেস্তাদারদিগকে মুঙ্গের পাঠাইয়া পশ্চাৎ নিজে গিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষে বলিদান করাইবার সংকল্প, ইহা হইলে আক্রমণ কারিগণ রাজ্য-শাসনে অক্ষম হইবে।

পরানুবর্ত্তন।

পরানুবর্ত্তন কি? তাহার শব্দার্থের বিচার করা নিষ্প্রয়োজন সচরাচর দাস্যবৃত্তি বা চাকরী করাই ইহার অন্যতম সদর্থ কথিত হয়, প্রত্যুতঃ আমাদের তাহা লক্ষ্য নহে। অনেকে অনুকরণকেও ঐ অর্থে প্রয়োগ করে বটে; অনেকস্থলে সুহৃদ বিশেষ বা অধীনস্থ স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিও পরানুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়, সমাজ এজন্য বড় নিন্দা ভারবহন করে না, কুত্রাপি প্রীতির দুশ্চ্ছেদ্যশৃঙ্খলে বিজড়িত হইয়া ইহাতে কেহ বা লিপ্ত হয়, অন্ততঃ আমরা এই কার্য্যকেই মূলভিত্তি করিয়া এসম্বন্ধে কিছু বলিয়া যাইব।

জগতে উদ্দেশ্যহীন জীবন নাই, নিঃস্বার্থলোক থাকিতে পারেন; কিন্তু অর্থসম্বন্ধীয় নিঃস্বার্থতাই নিঃস্বার্থ নহে। অনেকে আর্থিক সাহায্যে পরানুবর্ত্তন করে, স্বকীয় হিতাহিত বিসর্জ্জন দিয়া অর্থলোলুপ যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকশূন্য হইয়া সংসারে বিচরণ করে, তখন আমাদের চক্ষুকর্ণের বধিরতাই শ্রেয়কল্পনা করি। এছাড়া সম্মানলোভীও পরের অনুবর্ত্তনে কালাতিপাত করে, হিতৈষী মহজ্জনের স্বজাতি বা স্বদেশের প্রতি মমতাজনিত যে নিঃস্বার্থভাব তাহা দেবোপম, ইহাতেও কিয়দংশে পরানুবর্ত্তন ঘটে, ফলতঃ ইহা আদরণীয়। সোজা কথায় পরের মন বুঝিয়া চলার নাম পরানুবর্ত্তন, সংসারে কেহযে তাহাতে সমর্থ বা কৃতকার্য্য হন জানি না; পরের মন জানি না বলিয়া নয়, ইহার ভিতর আরও দুই চারিটি গূঢ়তথ্য আছে।

অনেক সময়ে পরের মন না জানিয়াও বিনা

আজ্ঞায় কোন কাজ করিয়া থাকি, তাহাতেও পরানুবর্ত্তন ঘটে, কারণ, পরকীয় আদেশ অনাদেশ প্ররোচিত হওয়া এক কথা ; যাহারা রাজকীয় আদেশে পরকীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কথা সতন্ত্র, সম্ভবতঃ হিন্দু সমাজে প্রতি নিয়ত তাহা পরিক্ষীত হইতেছে, পরানুবর্ত্তনে কোন কার্য্যের আরম্ভে বাধা নাই কিন্তু অর্দ্ধকৃত কার্য্য-তাহাতে প্রতিনিবৃত্ততাই লজ্জাস্কর। " আমি অমুকের আদেশে ইহা করিতে বাধ্য " এ কথায় সমাজ কর্ণপাত করে, কিন্তু কোন সৎকার্য্যের প্রতি বাধা ঘটিলে সমাজ বধির ; কেহ তাহা বুঝে না।

মনুষ্য সমাজ বা একাকী ঘটনাচক্রে পড়িয়া অনেক সময়ে কার্য্য বা বাক্য পরিবর্ত্তন করে, ইহা পরানুবর্ত্তন বৃত্তির স্বভাব নহে। কোন কুট বুদ্ধি প্রনোদনা তাহার মধ্যে লুপ্ত আছে নিশ্চিত।

বিজ্ঞান জগতে পরানুবর্ত্তন ভাব কতদূর প্রয়োজনীয় এবং কুত্রাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তাহার বিচার্য্য স্থল এ নহে, তবে অনিচ্ছা স্বত্বে বড় বড় মহান ও সাধুপ্রকৃতিকেও ইহার আনুগত্য গ্রহণ করিতে হয়, হয়তো কোন সদাশয় পররত মন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া নীচাশয়ের আকরভুমি হইয়া পড়িয়াছেন। তাই দেখিয়া কি ইহার ফল কল্পিত হইতে পারে ? তাহা কখনই নহে, পক্ষান্তরে অন্যত্র দৃষ্টিপাত কর, কত কত নীচাত্মা পরানুবর্ত্তনে নিজনিজ অবস্থার যুগান্তর করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের প্রস্তাবিত পরানুবর্ত্তন সম্বন্ধে আর একটী আবশ্যকীয় কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে সকল ক্ষণজন্মা লেখক ও কবিগণ কল্পিত বা সত্য ঘটনা সম্বলিত বিচিত্রচরিত্র চিত্রিত করিয়া মানবসমাজে অক্ষয় আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছেন ; তাঁহারাই পরানুবর্ত্তন প্রবৃত্তির আদি প্রবর্ত্তক ও প্রধান উত্তেজক। তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কত কত জীবনের চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ইহাঁদের মধ্যেও আবার শ্রেনী বিভাগ আছে ; কতকগুলি গ্রন্থকার বা নাটক প্রণেতাই এই সম্বন্ধে অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অধিকন্তু পুরাবৃত্তবিৎ বা ইতিহাস লেখকগণই সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া কেবল যে পরানুবর্ত্তন বৃত্তির সহায়তা করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যুতঃ সংসারের যাবতীয় লোক এক সমসূত্রে আবদ্ধ এবং একমাত্র এই বৃত্তির বশম্বদ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

উপসংহার কালে আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্বেও পরানুবর্ত্তন করে, যাঁহারা স্বাধীন প্রকৃতির বা স্বাধীন-চেতা, যাঁহারা স্পষ্ট বা উচিতবক্তা, তাঁহাদেরও আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে পরানুবর্ত্তন প্রবৃত্তির অধীনে প্রায় সমস্ত জগত চলিতেছে ; কে ইহা হইতে অন্তরায় থাকিতে পারে ? কে ইহা অতিক্রম করে ? বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল উষ্ণ-শোণিত নবধর্ম্ম বিশেষের ভাণ করতঃ জগতে উন্নতগ্রীবা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাঁহাদেরও এইদশা, আর প্রাচীন মতাদি পরিপালকগণেরও এই দশা ; বারান্তরে অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ্য।

গুহামন্দির।

(সচিত্র)

ভারতের গুহামন্দির গুলি অতি অদ্ভুত। জগতের কোন দেশে প্রস্তর খোদিত স্মরণ-স্তম্ভের অসংখ্য দৃষ্টান্ত এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না; ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে ইনকারমান স্থানে (গুহানগর) অথবা আরবদেশে পেট্রা নামক স্থানে যেসকল সুচারু ভাস্কর্য্য আছে, ইলোরার কৈলাশের সহিত তুলনা করিলে তাহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হইবেক।

কথিত আছে ভারতবাসীরা প্রস্তর খোদাইকার্য্য খ্রীষ্টের জন্মের আড়াইশতবর্ষ পুর্ব্বে আরম্ভ করিয়া আটশত খ্রীষ্টাব্দে শেষ করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় অসংখ্য ধ্বংসাবশিষ্ট গুহারাশির গৌরব ইদানীং লোকসাধারণের বোধগম্য হইতেছে।

এ দেশের লিখিত ইতিহাস অতি অসম্পূর্ণ ও আংশিক, সেই ক্ষতি পুরণের কার্য্যতঃ প্রমান করণের জন্যই যেন ভারত বাসীরা লিখিত বিষয়ের পরিবর্ত্তে পুরাতন স্মরণস্তম্ভেররাশী রাখিয়া গিয়াছেন, এই গুহা মন্দিরগুলি সংখ্যায় অধিক বলিয়া। এবং মানব হস্ত নির্ম্মিত প্রাসাদ অপেক্ষা সুরক্ষিত ও অধিকতর পুরাতন বলিয়া হিন্দুস্থানের সাহিত্য বা ইতিহাস পাঠকদিগের পক্ষে ভবিষ্যতে ইহারা কার্য্যকর হইবে, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়।

ভারতের সমস্ত গুহাগুলির বিষয় একত্রে আলোচনা করিলে তাহাদের খোদাইকালীন এদেশের ইতিহাসের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, এই গুহা মন্দিরের দশভাগের নয়ভাগ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে মহাবল্লীপুরে একটিমাত্র স্তূপ আছে, উড়িষ্যা ও বেহারে দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে ও আফগানিস্থানে বৌদ্ধদিগের যে সকল গুহা আছে সে গুলি এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই, সিংহলদ্বীপেও দুই একটী প্রস্তরখোদিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারের অতি পুরাতন স্তূপগুলি অধিকাংশই স্বাভাবিক, স্থানে স্থানে কৃত্রিম কার্য্যও দেখিতে পাওয়াযায় মাত্র জনশ্রুতি মতে তাহারা সকলেই বুদ্ধদেব বা তাহার অব্যবহিত পরে যে সকল শিষ্য আবির্ভূত হন, তাঁহাদের ইতিহাসের সহিত ইহার বিশেষ সংস্রব আছে।

যে গুহাগুলি সম্পূর্ণ নরহস্তরচিত, অধুনাতন ইউরোপীয় গুহার সহিত তুলনা করিলে উহা ক্ষুদ্রতর ও ভাস্কর্য্যে অনেক হীন বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদের সকলের উপরেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উৎকীর্ণ আছে, সুদাম নামক গুহা খ্রীষ্টের জন্মের পুর্ব্বে দুইশত বায়ান্ন বৎসর হইবে অর্থাৎ অশোকের রাজ্যের দ্বাদশ বর্ষে খোদিত হয়, গোপীগুহা অশোকের পৌত্র দশরথের সময়ে দুইশত চৌদ্দ পুর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে খোদিত, শেষোক্ত গুহার উপরে নির্ম্মাণাভিপ্রায়ও ব্যক্ত আছে, দশরথের সিংহাসন আরোহণকালে যোতীবুদ্ধান্ত অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আশ্রম করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়, বেহার প্রদেশস্থ এই সকল গুহা দীর্ঘে ত্রিশফুটের অধিক ছিল। সুতরাং একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে গুহা গুলি বেস দীর্ঘায়ত সন্দেহ নাই। হার্ডিসাহেব বলেন যে সিলোনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের জন্য যে গুহা খোদিত হয় তাহার প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্ঘে বার বিঘৎ ও প্রস্থে সাত বিঘৎ হইবেক, একারণ ভ্রমণকারী ফারগুশন সাহেব অনুমান করেন যে এই প্রকোষ্ঠগুলি মন্দিরের মত ব্যবহৃত হইত। গুহার প্রান্তভাগে এক একটী বৃত্তাকার প্রকোষ্ঠ থাকাতে উক্ত সাহেবের অনুমান নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না, বস্তুতঃ সন্ন্যাসীরা এই সকল স্থানে বাস করিত।

ক্রমশঃ সুচারুতর আলঙ্কর্য্যের প্রথা আরম্ভ দেখা যায় এবং ভাস্কর্য্যের আবির্ভাব হইয়া খোদিত ও রঞ্জিতআলঙ্কর্য্যের উন্নতসীমায় পরিণত হইয়াছে।
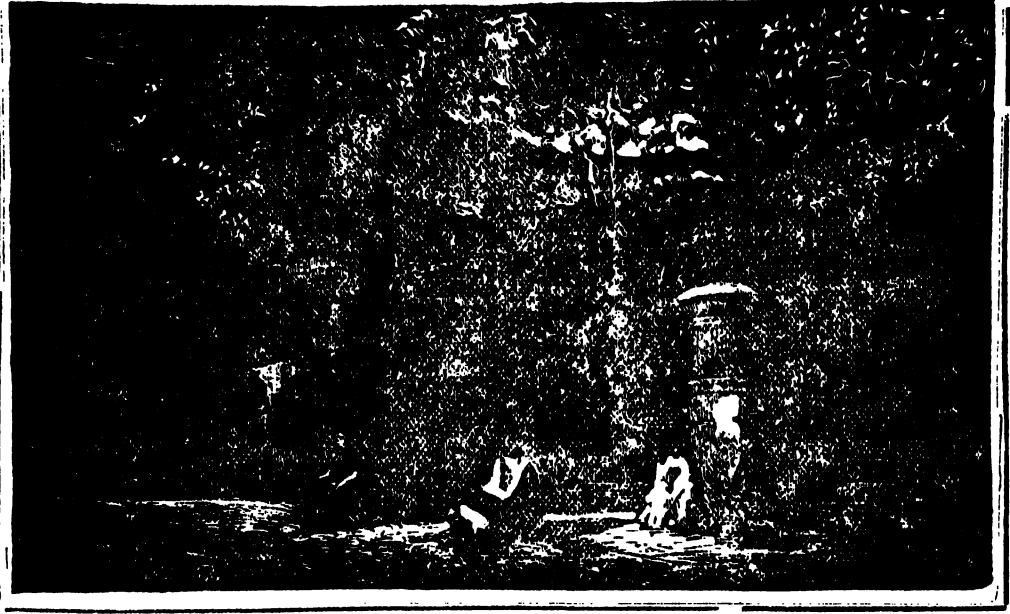
ইহা দ্বারা অধিবাসীদিগের বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানেরও অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, অপেক্ষাকৃত পুরাতন ভাস্কর্য্য স্বয়ং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ হীনায়ন বা ক্ষুদ্রচক্রের মত যে সময়ে প্রদর্শন করিতেছি, পরে যখন মহায়নের মত ও অনুষ্ঠান সম্মত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল, তখন বিবিধ কল্পিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বুদ্ধের প্রতিকৃতি ধারণ করিতে লাগিল; ভাস্কর্য্য সকলের মধ্যে উহাদিগের অবস্থিতি ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় প্রদায়ক, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ঘড়াপুরী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম, ইহা বোম্বাই নগরী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, পটুগীজেরা এই দ্বীপকে একদা এলিফ্যাণ্টা বা হস্তী দ্বীপ কহিত তদনুসারে ইংরেজ জাতিও এই নামে ইহাকে অভিহিত করেন; বস্তুতঃ দ্বীপের আকৃতি দূর হইতে অনেকটা সুবৃহৎ হস্তীর ন্যায়, বোধ হয় বিদেশীয় জাতির নিকট এই কারণেই উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

এই দ্বীপের পশ্চিম পাহাড়ে একটী বৃহৎ গুহা আছে তাহা সমুদ্রের জল হইতে প্রায় ২৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে, পাহাড়ের সুকঠিন প্রস্তর সকল খোদিত হইয়া অতি প্রাচীনকালের হিন্দুশিল্প-নৈপুণ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার উভয় দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার আছে এবং প্রধান তোরণ উত্তর দিকে খোদিত আছে।

এই গুহাস্থিত মন্দির প্রবেশের প্রধান দ্বার বর্ত্তমান চিত্রে খোদিত হইল, তাহা দেখিলে বোধ হইবে যে দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ ও দুইটী ক্ষুদ্র স্তম্ভদ্বারা উপরের প্রস্তররাশি রক্ষিত হইয়াছে, এবং তদুপরি নানাপ্রকার লতাগুল্ম থাকায় ইহার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে।

এই গুহা তিনভাগে বিভক্ত, মধ্যে বৃহৎ মন্দির ও তাহার দুই ধারে দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে। প্রধান দ্বার হইতে গুহার শেষ সীমা মাপিলে বৃহৎ মন্দিরটী ১৩০।১/২ ফীট লম্বে এবং পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিমদ্বার পর্য্যন্ত ১৩০ ফীট দীর্ঘ হইবে, ইহাতে ২৬টি বৃহৎ স্তম্ভ ও ১৬টি ক্ষুদ্র স্তম্ভদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষণে ৮টি স্তম্ভ প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে, সকল স্তম্ভগুলি উর্দ্ধে সমান নহে, কোন কোনটি পনর হইতে সাড়েসতর ফীট পর্য্যন্ত হইবে, উত্তরদিক হইতে গুহার দক্ষিণের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ছোট বড় আটটি স্তম্ভ আছে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদ্বারেও তদ্রূপ স্তম্ভশ্রেণী রহিয়াছে। ক্রমশঃ

মহিলা। *

যে কারণে বাঙ্গালা কাব্য নাটকে আমরা বীত-রাগ তাহা দেশহিতৈষী মাত্রেই জানেন। সচিত্রঋতু-পত্রিকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্বেও পরিচিত অপরিচিত অনেকে কাব্যাদিগ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন; আমরাও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রাপ্ত গ্রন্থের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণাংশ পাঠ করি, বস্তুতঃ সকল পাঠ নিরর্থক হয় না, এই কাব্য প্লাবিত সমাজে দুইটা রসের কথা বলিয়া যাইতে সবাই উদ্যত, ফলতঃ কেহ কেহ তাহাতে কৃত কার্য্য হন।

আজি 'মহিলা' গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের বড় আনন্দ উপস্থিত। 'মহিলা' কবিতাময় খণ্ডকাব্য। গ্রন্থের রচয়িতা মহিলাকে চারিভাগে লিখিবার মানসে মাতা, ভগ্নী, জায়া, নন্দিনী চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভগ্নীর বিষয় লিখিতে লিখিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তদীয় ভ্রাতা উপহার ও মাতা, মাতৃস্তুতি একত্রে জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশক দেবেন্দ্র বাবু প্রথমেই একটী জ্ঞাতব্য কথায় ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন, স্থানাভাব না হইলে এস্থলে তাহা তুলিয়া দিতাম। ফলতঃ ইহাতে এই কাব্য পাঠকদিগের অনেক সুবিধা হইবে।

এই কাব্য নারীজাতীর স্তুতিবাদেই পূর্ণ। সেই স্তুতি একদেশদর্শী বা অশাস্ত্রীয় নহে। কাব্যকার কাব্য মধ্যে কোথাও দার্শনিক কোথাও বৈজ্ঞানিক কোথাও সমাজতত্ব বা পুরাতত্ববিদের ন্যায় সর্ব্বদা পাঠক-বর্গের উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন, কোথাও অগস্ত্য কমৃটীর নারীপুজা, কোথাও ষ্টুয়ার্ট মিলের সমাজপরতা দেশীয় ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন। স্বার্থপরের অত্যুক্তি বাদ বা নিন্দার ভয় না করিয়া তিনি সর্ব্বত্র নির্ভীক-চিত্তে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের দেশকাল প্রচলিত অনৈতিক কাব্য নাটকের প্রতি বিশেষ ঘৃণা আছে। "মহিলা সে প্রকারের কাব্য নয় বলিয়া তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মহিলার ভাবসন্নিবেশ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে, তাহা গভীর তত্বানুসন্ধায়ীর ন্যায় কবি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। ভাষার কাঠিন্য সেই জন্য, ফলতঃ সেই কাঠিন্য কাব্যের সর্ব্বত্র সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে কাব্যকারের কবিত্বের প্রশংসা করা যায়, অনেকে অনুকরণে সরল কবিতা লিখিতে গিয়া বর্ণপরিচয়ানভিজ্ঞ বালকের প্রবাসস্থ পিতাকে পত্র লেখার ন্যায় করিয়া থাকেন। স্বভাবকবি অন্যরূপ, ঈশ্বর গুপ্তের ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আদর্শের সরল কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরকাল আদর পাইবে।

বঙ্গীয় বর্ত্তমান কবিকুলের অগ্রণী মাইকেল মধুসুদন দত্ত মেঘনাদবধে কঠিন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন হেমবাবু খণ্ড রচনা কিছু সরলভাবে লিখিয়া 'বৃত্র-সংহারে' তাহা ঠিক রাখা কর্ত্তব্য ভাবেন নাই, নবীন বাবুর পলাশিযুদ্ধ প্রায় একরূপ; ইহাদের পর রঙ্গলাল ও রাজকৃষ্ণ বাবু প্রায় এক পথে চলিয়াছেন। কিন্তু আমরা মহিলার মৃত গ্রন্থকারকে এই জন্য ধন্যবাদ দিতেছি তিনি কোন ঐতিহাসিক বা কল্পিত বিষয় উপলক্ষ করেন নাই, তাঁহার কাব্যে নায়ক নায়িকা নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, অস্বাভাবিক প্রেমপ্রীতির ছড়া-ছড়ি নাই, প্রত্যুত গম্ভীর ভাবে নারীভক্তি ও নারী পুজা কাব্যের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। কবি গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিতে বসিয়াছেন, তিনি কোন্ কথা কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে বলিয়াছেন তাহা না দেখাইতে পারিলে পাঠকবর্গের তৃপ্তিকর হইবে না, কিন্তু তাহাতে সমালোচনা বাহুল্য হইয়া পড়ে।

এবার আমরা উপহার নামক কবিতা কয়টীর

* মহিলা। ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ৩৮ নং ভবনে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৹ আনা।

কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আগামী বারে মাতা, মাতৃস্তুতি আলোচনা করিব। উপসংহার কালে একথা অবশ্য বক্তব্য যে যাঁহার গৃহে গৃহলক্ষ্মী আছেন এবং সেই গৃহলক্ষ্মীর প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে এই পুস্তক পাঠে তাঁহার ভক্তি দৃঢ় হইবে। যাঁহাদের ভক্তি নাই এ কাব্যে তাঁহাদের অধিকারও নাই। পাঠ বিড়-ম্বনা মাত্র। এইনারী পুজার প্রথম পুজকবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। নারী পুজার প্রথম পুস্তক 'বঙ্গ সুন্দরী'।

মহিলা কাব্যকার অবতরণিকার দ্বিতীয় স্তবকে কাব্যের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য লিখিয়া স্বীয় চিন্তা শীলতার পরিচয় দিয়াছেন, পাঠক মহাশয়গণকে এইস্থল হইতে কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।

" বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ সরোবর,
সিন্ধু শৈল, বন, উপবন,
নির্ম্মল নির্ঝর মরু—বালুর সাগর,
শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ত্তন;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!"

" কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটুস্তুতি না চাই রচিতে;
সমুদয় নারী জাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা-চিতে বিশেষ বর্ণিতে,
স্মরি চির উপকার
দিব গীত-উপহার,
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী জায়ার।"

* * * *

হও তুমি বিপুল বিভব অধীশ্বর,
রাখ মণি রজত কাঞ্চন,
প্রাসাদে নিয়ত সেবে শঙ্কিত কিঙ্কর,
নাই যদি রমণী রতন!—
হৃদে হৃদে যার সনে,
একাত্মাতে প্রতিক্ষণে,
সম তালে নৃত্য করে প্রাণ!—
উদাসীন তুমি, তব সংসার শ্মশান!

কখনো কি জান নাই স্বাস্থ্যের পতন,
পড়ো নাই পীড়নে অরির,
কখনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ স্বপন,
ভুঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর!
বান্ধব বিহীন দেশে,
শীতাতপ ক্ষুধা ক্লেশে,
ঠেকে যদি না থাক কখন,
জাননা, কি মধুচক্র মানবীর মন?

* * * *

ললনা আনন হেরি শ্মশ্রু জাল নর
খর ক্ষৌরে করিল কর্ত্তিত;—
শুভবাস ধরে, ধৌত করি কলেবর;—
করে কেশ কঙ্কণ চর্চ্চিত;—
পাছে নারী ঘৃণা করে,
পরিহরে সেই ডরে,
সহজ পশুত্ব আপনার!—
নারী প্রেম লালসায় সভ্যতা সঞ্চার!

মহিলা কাব্যের নমুনা জন্য আমরা উৎকৃষ্টাংশের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। উপহারের উপ-সংহার কালে কবি সমাজ সম্বন্ধে যে আশ্বাস বাক্য বলিয়াছেন তাহা না তুলিয়া থাকা যায় না।

" ললনা করিবে স্বর্গ এমর্ত্ত্য নিবাস,
বিসম্বাদ বিরোধ ঘুচিবে;
হবে নব পৃথ্বী নব আকাশ প্রকাশ
মেষ সনে কেশরী খেলিবে;—
জরা মৃত্যু থাকিবে না,
কেহ আর কান্দিবে না;—

ভাবিতেছ হবে এ কখন ?—
পাবে নর নারী সম প্রকৃতি যখন।

———

"প্রেমে পূর্ণ হবে প্রাণ কাঠিন্য ঘুচিবে,
হইবে আধার মমতার ;
আত্ম ভুলে ভুতকুলে ভুতলে পালিবে ;
ধরা হবে এক পরিবার !
স্বার্থ স্বাধনের তরে
নরে না হানিবে নরে,
কৃপাণে রচিবে হল-ফল !
গীতে লীন হইবে কলহ কোলাহল !

———

স্বর্গীয় কবির আত্মার উপর দৈবপুষ্প বৃষ্টি হউক! বেহার হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমিতে এই মহাবাক্য প্রতিধ্বনিত হউক!! শিক্ষিত অশিক্ষিত বঙ্গবাসী সকলে এই কবিতা স্বর্ণাক্ষরে চিত্রপট করিয়া গৃহে গৃহে ঝুলাইয়া রাখুক, উঠিতে বসিতে শিশুমুখে এই গীত শুনিয়া সকলের হৃদয় তন্ত্রী বাজিতে থাকুক।

কবি নারীনিন্দুকদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। একস্থানে—

"দুগ্ধ শেষে গাভী কাটি করে যে আহার,
হরে মধু বধি মক্ষিকায়,
ভীমরথী নাম বৃদ্ধ পিতার মাতার,
যৌবনান্তে বিরাগ কান্তায়
স্বার্থ সাধনের তরে,
কাটিবারে মিত্র বরে,
কদাচ কুণ্ঠিত কর যার !—
নয় বটে অসঙ্গত নারী নিন্দা তার !

বর্ণিয়াছি সংক্ষেপেতে কার্য্য ললনার
এসে নর কর দরশন !
রক্ত মাখা-ইতি বৃত্ত পাবে আপনার
আজন্ম কৃতীর বিবরণ !—
রম্যপুর ছিল যথা,—
শবের শ্মশান তথা
কীর্ত্তিবোধ স্বজাতি বধিয়া ?—
বলহে এসব কোন্ দানবের ক্রীয়া ?

অনন্তর শেষ পত্রে নারী জাতির গরিমা এইরূপে বিন্যাস করিয়াছেন।

"সেই দেশ সভ্য, যথা ললনা পুজিতা
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী বর্ণনায়,

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
রীতিজ্ঞান ললনার,
নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে,
সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে !

"নারী-মুখ সংসারের সুষমার সার
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার,
আত্মা-নট-নৃত্য-নিকেতন !
নারী বাক্য গীত জানি,
নারী কার্য্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার !
মর্ত্তে মূর্ত্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার।"

(আগামীতে মাতা ও মাতৃস্তুতি আলোচ্য)

" বঙ্গবীর চরিত " শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত, শ্রীবাটী চিত্ত-রঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া একান্ত আহ্লাদিত হইলাম। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এখানে সেখানে ২।১টী প্রকৃত বীর বাঙ্গালি জন্মিতেন, একথা শুনিলেও মনে আহ্লাদ হয়, গ্রন্থকারের প্রতি পুংক্তিতে প্রোজ্জ্বলিত স্বদেশানুরাগের প্রভা প্রকাশিত হইতেছে। ও পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরে আত্ম গৌরব উদিত হইবেক, এই গ্রন্থের নায়ক বাবু রামদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অমিত বাহুবলের যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কতক পরিমাণে রঞ্জিত হইলেও যে মৌলিক সত্য তাহার সন্দেহ নাই, ফলতঃ এরূপ পুস্তক প্রচারের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ও তজ্জন্য গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদ পাত্র বলিতে আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি না। * * * * * * *

* * * * তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবার সম্ভবনা।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।
১২৮৮। ১৪ই ভাদ্র।

এতদ্ ব্যতিত " ভারত সুহৃদ " প্রভৃতি সাময়িক পত্র সমূহ চিত্ত-রঞ্জিনী সাহিত্য সভার পুস্তকের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়াছেন গত বৎসরে এই সভা হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছে।

১। অকাল উন্নতি (সমাজের গূঢ় রহস্য)

২। বঙ্গবীর চরিত (রামদাস বাবুর জীবণী)

৩। গীতি কবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে ভারত বিলাপ ও যমুনা লহরী গীতদ্বয়ে অপ্রকাশিত অংশ এবং অন্যান্য ভারত সম্বন্ধীয় কবিতা সন্নিবেশিত আছে।

৪। শুভঙ্করী আর্য্যা সমুদয় একত্রে মূল্য দশ আনা।

৫। গীতি কবিতা তৃতীয় ও ৪র্থ ভাগ যন্ত্রস্থ, অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে, ইহাতে বৃন্দাবন মঞ্জরী, বারাণসী প্রভৃতি গীতি আছে।

নিয়মাদি।

১। গ্রাহকগণ পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইবেন, এদেশে সচিত্র পত্র প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ আমাদের পত্রিকা প্রায় অর্দ্ধ মূল্যেই বিতরিত হইতেছে; গ্রাহক বৃদ্ধির সহিত চিত্রাদিও উৎকৃষ্টতর ও বর্দ্ধিত হইবে।

২। এক স্থানের তিনজন গ্রাহককে পাঁচ টাকায় বৎসরে পত্রিকা প্রেরিত হয় এবং কেহ পাঁচ খানি পত্রিকার এজেণ্ট হইলে এক খানি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে।

৩। ঋতু পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে প্রেরণীয়, মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। বিদেশের মণি অডারই মূল্য পাঠাইবার প্রশস্ত উপায়, অন্যথায় বরাত দিলেও হইতে পারে। একখানির বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

৪। ভারতের অতীত গৌরবাত্মক কবিত্ব ইতিবৃত্ত ঘটিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কিম্বা কোন পুরাতন কীর্ত্তিকলাপ দেশীয় জীবন বৃত্ত কোন শিল্পাদির আদর্শ, গ্রন্থ বিশেষের সমালোচনা এবং ঋতু সম্বন্ধে বিচার এই কয়টী মাত্র বিষয় প্রকাশ্য।

৫। গ্রাহক সংখ্যা দেখিয়া আমারা অবিলম্বে লিথোগ্রাফীক উৎকৃষ্ট চিত্র সন্নিবেশ করিতে যত্ন পাইব।

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার প্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত রহিয়াছে, দেশহিতৈষি মাত্রেই সহানুভূতি দেখাইবেন। মূল্য অতি সুলভ।

(১ অকাল উন্নতি) (২ বঙ্গবীর চরিত)

৩ গীতি কবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এই চারিখানির একত্রে মূল্য ॥/০ নয় আনা মাত্র সভার উদ্দেশ্য সুলভ সাহিত্য প্রচার; ভবিষ্যতে আয় হইতে দেশীয় নারী শিক্ষার উৎসাহ জনক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। সভার পুস্তক পত্রিকার গ্রাহককে আর একখানি জীবনী পুস্তক বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

৮ নং, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীশিবদাস বন্দোপাধ্যায়
কার্য্যধ্যক্ষঃ।

নাম

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

(দ্বৈমাসিক রহস্য।)

বসন্ত।

শ্রীবাটী

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে

শ্রী রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত।

শাখা সাহিত্য সভায়

শ্রীমাখমলাল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১। বেদরহস্য।
২। কন্যাদায়।
৩। বসন্তচর্য্যা।
৪। আমাদের উপায় কি?
৫। রাধামোহন বাবু।

কলিকাতা,

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

ADVERTISEMENT.

Boons, periodicals and other publications of the *Chittarajini Sahitya Sabha* are to be had of Babu Makham Lal Singha, Pleader, Howrah, and at the Hindu Library 55, College Street, Canning Library Medical Library, 93 College Street, Sanskrit Press Depositary, College Square, Messrs Padma Chandra Nath & Co's Shop, Old Chinabazar and other principal book shops of Calcutta, gentlemen of Midnapore wishing to purchase books and publications of this Sabha may apply to Babu Benimadhab Singha, Sheristadar, Sud-Judges Court Midnapore.

SHIB DAS BANERGI,

Manager.

OPINION OF THE PRESS ON THE PUBLICATIONS OF THE "CHITTARANJINI SAHITYA SABHA".

"We have received some vernacular publications issued by the *Chittaranjini Sahitya Sabha.* The object which this society has in view is to issue chief vernacular publications. The society has our hearty sympathy as it must command the sympathy of all who are interested in the education of their country men. Charles knight and Robert Chambers, have done no small service to their country by the series of cheap books which they issued. We have one suggestion to make to the founders of the society, and that is they will make the series as popular as possible by making the language as easy as practicable. May we ask them to avoid as much as possible those big sanskrit words which only the learned can understand. If the books are written in an easy style upon subjects of real interest, we do not see why they should not be popular and be largely read. We repeat the undertaking has our hearty sympathy."

THE BENGALEE,

August 27, 1881.

"In Akal unnati the author Raj Rajendra Chandra Sets forth his opinion—which is not altogether unfounded that Bengali society is not yet fitted by education and culture to work out successfully schemes of social progress."

PIONEER,

August 20, 1881.

"This is a biography of Babu Ramdas Banergi—popularly known as *Ramdas Babu of Metiri.* The extraordinary physical feats of this gentleman, who was endowed with a giant's strength, have become proverbial, surely, Bengalis may well be proud of such a man ; and the writer of the pamphlet has done well in presenting the note-worthy incidents in Ramdas Babu's life. Should the writter give us biographical notices of the lives of Bengalis gifted with extraordinary bodily powers, his labors will be quite welcome. We cannot estimate too highly the importance of such publications. The physical improvement of the Bengalis is a question of vital importance and those who contribute their efforts towards the attainment of this great object, are justly entitled to the thanks of those who have their country's good at heart."

ORIENTAL MISCELLANY,

Septamber 1881.

CHITTORANJINI.

This is the name of a bimonthly journal in Bengali, with illustrations, issued under the auspices of the society for the encouragement of Vernacular literature. * * * * * * *
The conductors of the *Chittoranjini* if they receive due encouragement from the native public, as their undertaking undoubtedly deserves, we have no reason to despair of its success. The specimen before us, whether we take the illustration or the letter press, is certainly very creditable to them and the mater is varied and interesting."

THE ORIENTAL MISCELLANY,

March 1882.

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

১ম বর্ষ } দ্বৈমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৩৯। বসন্ত কাল { ৩য় সংখ্যা।

বেদরহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বেদ সংস্কৃত ভাষার জননী

প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা এই বেদ ভাষাতেই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের নিকটে বাক্যোদীরণ করেন। ইহার অতিপূর্ব্বে তাঁহাদের অন্য কোন ভাষা ছিল কি না, এবং এই ভাষাই কি তাঁহাদের প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহের ভাষা, অথবা কেবল উপাসনা গৃহে রচনা ও বক্তৃতা পাঠ করার ভাষা ছিল, আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু এইটি নিশ্চিত ভাবে অবগত আছি যে, এই বেদমন্ত্র গত বাক্য সকল ছাড়া ভারতবাসী অতি প্রাচীন আর্য্য পুরুষদিগের আর কোন কথা কি চিহ্ন কোন অবয়বে আমাদের কি পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়ের নিকটে এই সময় কোথাও বর্ত্তমান নাই। সুতরাংই এদেশীয় লোকের কাছে বেদের পূর্ব্ববর্ত্তীকালই একপ্রকার সৃষ্টির প্রারম্ভকাল। আর বেদের ভাষাই আদিভাষা, এবং আর্য্যদিগের প্রাচীনতম আদি পুরুষগণের ইহাই একমাত্র জীবিত কীর্ত্তি, ইহার পরবর্ত্তী যত সংস্কৃত ভাষা সমুদয়ই ইহার শরীরস্থ শব্দানুপুঞ্জ হইতে আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এত সম্মান।

পৃথিবীতে যে প্রকার সমুদয় মনুষ্যজাতি, তাহাদের অবস্থানুসারে সভ্য অসভ্য রূপ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আছে; তাহাদের ভাষাও সেই প্রকার, তাহাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থার তারতম্যানুসারে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত অথবা সভ্য ও অসভ্য এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্তর ও বহিরবস্থাতে হীন, ভুমণ্ডলস্থ যাবতীয় মনুষ্যজাতি যে সকল ভাষা এপর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাহাকে আমরা প্রাকৃত অথবা অসভ্য ভাষা বলিতে পারি। আর বাহির ও অন্তরের অবস্থাতে উন্নতি-শীল যে সকল মনুষ্যজাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিতেছেন, কিম্বা করিয়াছেন সেই সকল জাতির ভাষা মাত্রকেই আমরা সভ্য-শোধিত অথবা সংস্কৃত ভাষা বলিয়া সংজ্ঞা অর্পণ করিতে পারি। ইহাতে কোন দোষ স্পর্শেনা কিন্তু যদিচ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় সামান্যতঃ এই লক্ষণ করা যায় এবং সমস্ত অসভ্য ভাষাকেই প্রাকৃত ও সমুদয় সভ্য ভাষাকে এক হিসাবে সংস্কৃত বলা যাইতে পারে; তথাচ ভারতবর্ষের ভাষা সম্বন্ধে এই দুইটি শব্দ (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) বহুকাল যাবত রূঢ়ার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত বলিলেই এইক্ষণ ভারতে শাস্ত্রনামধারী গ্রন্থনিকরে নিবদ্ধ, কালস্রোতে আনীত, অতি প্রাচীন ও মার্জ্জিত এবং ঋষি,

মুনি ও পণ্ডিত নামধারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভাষাকে মাত্র বুঝায়। আর প্রাকৃত বলিলে মহারাষ্ট্রী মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, প্রাচ্য, অবন্তিকা, দাক্ষিণাত্যা, শাকবরী, বাহ্লীকা, দ্রাবিড়ী, আভীরী, চাণ্ডালী, শাবরী, এবং পৈশাচী প্রভৃতি বহুবিধ অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত ভারতবর্ষের স্ত্রী ও নীচজন দ্বারা কথিত এবং পর্ব্বতাদি নিবাসী বহুল অসভ্যজাতি ভাষিত ভাষাকে মাত্র জ্ঞাপিত করে। সুতরাং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ দুইটী দ্বারা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় ভাষা ভিন্ন আর কিছুকেই এখন বুঝায় না। আমরাও এই হেতুতে সংস্কৃত শব্দ যেখানে যেখানে ব্যবহার করিব সেখানে ভারতের শাস্ত্রীয় ভাষা অর্থেই ব্যবহার করিব এবং পাঠকবর্গ তাহাকে এই চলিত অর্থেই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বে যে ভাষা সামান্যকে সভ্য এবং অসভ্য নামের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, এইক্ষণ এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যে পুর্ব্ববর্ত্তী এবং কেই যে পরবর্ত্তী তাহার কিছুই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে এপর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই, আজিও এতদ্ সম্বন্ধে অনুমান এবং তর্করাজ্যে মহাকোলাহল ও গোলযোগ চলিয়া যাইতেছে। কতকগুলি লোকের এই বিশ্বাস ও অনুমান যে মনুষ্য আরম্ভ হইতেই সভ্য এবং অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, কালে তাহারা অথবা তাহাদের সন্তান সন্ততিরা বিবিধরূপ কুৎসিতাচরণ কিম্বা অননুকুল অব্যক্ত প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ক্রমেই অবনত হইয়া নানাপ্রকার অসভ্য ও অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কতক গুলি ব্যক্তির এই অনুমান যে মানুষ তাহার আরম্ভ দিনে অত্যন্ত হীন অবস্থান্বিত ছিল। তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ইতর জন্তু সকলের সমতল ক্ষেত্র হইতে কোন বিষয়ে বড় একটা অধিক উচ্চ ছিল না, কালে যেমন সে বংশানুক্রমে শাখা প্রশাখায় পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ভাবে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে, তাহার উত্তরাধিকারীগণের অবস্থাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বিবিধরূপ অনুকূল ও প্রতিকুল ঘটনার বলে ক্রমে উঠিয়া পড়িয়া নানা শ্রেণীর সভ্য ও অসভ্য রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ কতকগুলা লোকে সংক্ষেপতঃ এই বলে যে আমাদের (মনুষ্যদের) পুর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গাগত দেবাত্মা ছিলেন, আমরা তাঁহাদের পাপাচারী দুর্ব্বৃত্ত নারকীসন্তান, কেবল দুষ্কর্ম্মফলভোগ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম লইয়া দিন দিনই হীন ও মলিন হইয়া শীর্ণ হইতেছি। আর কিয়দংশ লোক কহে যে, আমাদের অতি প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা ইতর জন্তুবৎ অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাযুক্ত ছিলেন। আমরা দিন দিনই তাঁহাদের অপেক্ষা আন্তরিক ও ব্যাহ্যিক সমৃদ্ধিরাশীতে আঢ্য হইয়া কেবল উন্নতির পথে অগ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছি এক্ষণ দেখা কর্ত্তব্য যে যখন এই দুই প্রকার সিদ্ধান্ত সমস্ত পৃথিবীর লোকের সম্বন্ধে রহিয়াছে, তখন আমরা (ভারতবাসীরা) এবং আমাদের পুর্ব্ব পুরুষেরা কোন অংশেও এই সিদ্ধান্তদ্বয়ের বাহিরে নহি, হয় আমাদিগকে এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ন্যায় অন্যান্য মনুষ্য জাতির আদি পুরুষেরাও ঈশ্বর তুল্য পবিত্র এবং সাক্ষাৎ দেবাত্মা ছিলেন, আর নয় এইটি বলিতে হইবে যে, আর আর সমস্ত মানুষের মত আর্য্যদেরও আদিমাবস্থা সামান্য জন্তু অথবা রাক্ষসবৎ ছিল, আর্য্য কি অনার্য্য সকলেরই পুর্ব্বপুরুষ এইরূপ ছিল। হয় দেবতা নয় রাক্ষস ছিল।

হে পাঠকবর্গ! তোমরা এখন একটুকু গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিয়া দেখ, কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই মতামত প্রকাশ করিতে সাহস পাইনা, চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও দুর্গম গহনাদিতে এবং সমুদ্রের দূরদূরস্থ দ্বীপবক্ষে যে সকল আমমাংস ভুক্ অসভ্য নামধারী দিগম্বর রাক্ষসেরা বংশ পরম্পরানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পুর্ব্ব পুরুষেরা যে কোন দিনও দেবাত্মা ছিল এবং তাহাদের বসতিস্থান অমরা ছিল একথা লোকের কাছে সাহসের সহিত কহিতে যেমন একদিকে আমাদের কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে,

সেইরূপ আবার আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী পৃথিবীগাত্রের এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত মহা চিন্তাশীল ও দয়াবান্ এবং অগাধ আকাশ বিহারী নক্ষত্রতপন ও বায়ু বিদ্যুৎ সহ ক্রীড়াকারী দেবাত্মা সদৃশ মনুষ্য সকলের আদি পুরুষদিগকেও নরমাংসভুক্ রাক্ষস অথবা বৃক ব্যাঘ্রাদির রূপান্তর বলিয়া কীর্ত্তন করিতে অপরদিকে আমাদের দন্ত জিহ্বাকে চাপিয়া ধরে।

কিন্তু দেখ, ইহার কিছুই আবার যেন অসম্ভাবিত নহে। এইমাত্র কিয়ৎ শতাব্দীপূর্ব্বে যে জাতী উলঙ্গ অবস্থায় স্বাভাবিক তীক্ষাগ্র প্রস্তর খণ্ড সকল এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া কাষ্ঠাগ্রে সংলগ্ন করিয়া বণ্য গো মহিষাদি হননদ্বারা বুভুক্ষা নিবৃত্তি করিত। কি উপায়ে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে এতটুকু বুদ্ধিও যাহাদের মস্তঃকোটরে সঞ্চিত ছিল না, স্বভাব গঠিত পর্ব্বতগুহা ও মৃত্তিকার গর্ত্তই যাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান ছিল, এবং ইতর জন্তুর অস্পষ্ট ধ্বনি অপেক্ষা যাহাদের ভাষাতে আর অধিক কিছু চাতুর্য্য বা নৈপুণ্য ছিল না, সেইজাতির সন্তান সন্ততিরাই আজি দেখ, কালে বিকশিত হইয়া বিদ্যা বুদ্ধি ও বল কৌশলে কি না করিতেছে। আর যে জাতির পিতৃ পুরুষেরা কিছুকাল পূর্ব্বে বিবিধ প্রকার শিল্প নৈপুণ্যের অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া গোয়াটিমালা ও মেক্সিকো দেশের দুর্গম বনপ্রদেশ সকলকে শোভিত করত বাস করিত; যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিও বলের নানা প্রকার চিহ্ন শেষ ইষ্টক গাত্রে, মুদ্রাবক্ষে ও প্রস্তর এবং তাম্র ফলকাদিতে আজিও সেই দেশের নানাস্থানে মুদ্রিত রহিয়াছে, মৃত্তিকা খনন করিয়া যেখানে সেখানে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জাতির সন্ততিরা আজি কালি ক্রমে অবনত হইয়া সেই সমস্ত দেশের পর্ব্বতগুহা সকলে নগ্নশরীরে ইতর জন্তু সমুহের সমপ্রকৃতিস্থ প্রতিবেসী স্বরূপ কি কি ভাবেই না বিড়ম্বিত হইতেছে, প্রকৃতির ভাণ্ডারে দেখ কিছুই অসম্ভবপর নয়। পচা দুর্গন্ধযুক্ত মলমূত্র সকল গৃহের এক পার্শ্বে ফার্স মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গোলাপ, মালতী ও যুথী প্রভৃতির সুকুমার শরীরে মনোহর সৌরভরাশীকে বিকাশিত করিতেছে। আবার অপর পার্শ্বে সেই নয়নরঞ্জক ও আনন্দবর্দ্ধক সুচারু পুষ্পগুচ্ছ ও পত্রমঞ্জরী সকল কালে বৃক্ষ হইতে জীর্ণ শীর্ণভাবে পতিত হইয়া ক্রমে পচিয়া ও গলিয়া নানাপ্রকার দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিকে রোগ শোক ও মৃত্যুর রাজ্যবিস্তার করিতেছে। অতএব উৎকৃষ্ট বস্তু নিচয়ও যেমন কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া অত্যন্ত অস্পৃশ্য ও অপকৃষ্ট পদার্থ রাশীতে ক্রমে পরিণত হইতে পারে। আবার অতীব অপকৃষ্ট পদার্থ সকলও সময়দ্বারা বিশোধিত হইয়া ক্রমে দেবগণ বাঞ্ছনীয় অতিশয় পবিত্র দ্রব্য সমূহে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। রাক্ষসের বংশও ক্রমে উন্নত হইতে হইতে নিউটন ও ভাস্করাচার্য্য এবং খ্রীষ্ট ও শাক্য, বুদ্ধের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, আবার মান্ধাতা এবং সম্রাট সলমনের বংশও ক্রমে অবনত হইতে হইতে গাড়ো পর্ব্বতবাসী কুকি ও আফ্রিকার মধ্যদেশবর্ত্তী ফান্ নামক রাক্ষস জাতিতে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং এইরূপ সম্ভবপর সিদ্ধান্তদ্বয়ের মধ্যে যে কালে কোন একটাকেও আমরা নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থবান হইতেছি না, তখন আমরা (আর্য্য সন্তানেরা) সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতেই বাহির হইয়া থাকি; বা রাক্ষস ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের বুকেই প্রতিপালিত হইয়া থাকি; ইহা লইয়া বৃথা বিতণ্ডা করা পণ্ডশ্রম, চতুরাননের পবিত্র চারি মুখ হইতে প্রথম গলিত হইয়া যদি আমরা অবশেষ মুটিয়ার পদ হইতেও নীচ স্থানে স্খলিত হইয়া পড়ি তাহাতেই বা আমাদের কি সম্মান ও স্পর্দ্ধার কারণ, আর যাহারা মর্কটের স্তন্যপানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, বলিয়া অকুণ্ঠিত মনে স্বীকার করে, তাহারাও যদি কালে বিদ্যা বুদ্ধি ও বলেতে আমাদের পূজাস্থানীয় হয়; তাহাতেই বা তাহাদের অপমান ও ক্ষোভের হেতু কি? বরং বিপরীতই জানিতে হইবে, ব্রহ্মার মুখস্খলিত পুত্রগণেরই আজি সমধিক শোক ও সন্তাপের কারণ হইয়াছে ভাবিয়া দেখ! (ক্রমশঃ)।

বসন্তচর্য্যা।

চৈত্র বৈশাখ দুইমাস বসন্তকাল, এই কালে মলয়ানিলের মৃদু মন্দ হিল্লোলে শরীর পুলকিত হয়, কোকিলের কুহুরবে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, অশোক, কিংশুক ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমের মধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ও বনস্থল সুশোভিত হইয়া উঠে, সূর্য্যের তীক্ষ্ণকর প্রাপ্তে কমলবন বিকশিত হইয়া সরোবরের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করে, সহকার ও বকুল বৃক্ষ মুকুলিত; পলাশ পাদপ পুষ্পিত এবং দিক সকল নির্ম্মল হয়, চন্দ্র ও তারা এবং সমুদায় তরুলতার শোভার সীমা থাকে না।

মুকুলিত সহকার বৃক্ষাদি শোভিত উপবন ব্যতীত পাছে বসন্তামোদী * পাঠকবর্গ ক্ষুণ্ণ হন, এই জন্যই বসন্তবর্ণন কালে ঐ সকলের উল্লেখ করিতে হইল। বস্তুতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সেরূপ নহে, যদিও চৈত্রের প্রারম্ভে কদাচিত আম্র মুকুল দৃষ্ট হয়—কিন্তু তাহা অতি বিরল, পরন্তু স্থলান্তরে বৈদ্যগণ বসন্ত ঋতুতে আম্ররসের সহিত মদ্যপানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শীতঋতুর সঞ্চিত কফ বসন্তে তীক্ষ্ণ রৌদ্র জন্য দ্রবীভূত ও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া কফজন্য ব্যাধি জন্মায়। অতএব এইকালে প্রথমেই শ্লেষ্মার দমন বিধেয়। তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যগ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন ও পায়ে পায়ে কষাকষি দ্বারা বর্দ্ধিত শ্লেষ্মা ক্ষয় পায়। এইকালে (শীতলীকৃত) উত্তপ্তজল স্নানান্তে কর্পূর, অগুরু চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্গরাগ পূর্ব্বক পুরাতন যব ও গোধূমজাত খাদ্য দ্রব্য কটুতিক্ত কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য তীক্ষ্ণ ও ভ্রষ্ট দ্রব্য পুরাতন মধু ও শূল পক্ক, জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

অনন্তর হৃদয়ের হিতজনক (দোষ রহিত) অরিষ্ট আসব শীধু মাধ্বীক ও মাধব নামক মদ্য সুগন্ধি আম্ররস মিশ্রিতপূর্ব্বক প্রসন্নান্তঃকরণে পান করিবে, যাহারা মদ্যপানে বিরত তাঁহারা শুণ্ঠী মুথা ও অসনাদি সারের ক্বাথ অথবা (অসমভাগে) মধু মিশ্রিত জল পান করিবে।

মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জবনমধ্যে সম্যক্‌রূপ বায়ু ব্যজনিত, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত জল প্রনালী ও নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত পুষ্প মধ্যে মণিবেদী, এবম্প্রকারে পরিশোভিত এবং কোকিলাদি পক্ষীর সুমধুরস্বরে আমোদিত এরূপ স্থানে বয়স্য সমভিব্যবহারে (দুঃখচিন্তা রহিত) কৌতুক কথা কথোপকথনে কালাতিপাত করিবে।

এই সময় হইতেই সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইতে থাকে, এজন্য শুভ্র বা নির্দ্দোষ পীতবর্ণের রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্রই ব্যবহার্য্য কিন্তু সর্ব্বদা সম্যক্ ভাবে শরীর আবৃত রাখা উচিত। যুক্তি অনুসারে ভ্রমণ ও অগ্নি সেবন বিধেয় গুরু শীতল স্নিগ্ধ অম্ল ও মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য-চুপড়ী আলু, পিষ্টক, দধি দুগ্ধ ঘৃত, সিক্তান্ন (জলছাকা ভাত) চন্দ্র কিরণ সেবন। আলস্য, দিবা নিদ্রা যত্নের সহিত পরিবর্জ্জনীয়।

অন্য সময় অপেক্ষা এই কালে "কলেরা" রোগের প্রাবল্য দেখা যায়, এই পীড়ার মূল কারণ অজীর্ণ। চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ভোজন লোলুপ ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ এই রোগে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়, অতএব এইকালে আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (বসন্ত প্রভাতে সমভাগে সর্করাযুক্তে হরীতকী চূর্ণ সেবন সকলের পক্ষেই হিতজনক।)

* সচিত্র ঋতুপত্রিকার পাঠকবর্গের তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই, যে হেতু হেমন্তচর্য্যা বলিবার সময় লেখক মাস দিনের বাধা না হইয়া ঋতুর লক্ষণানুসারে ঋতু ব্যবহার করিতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে সে মতের বিরোধী হইলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ প্রাচীন শুশ্রুতকার ঋতুর স্বভাব বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নাই। তবে কাব্যকারের ন্যায় অস্বাভাবিক, যথেচ্ছ ঋতু বর্ণনা সঙ্গত নহে স্বীকার করি। (সম্পাদক)।

কন্যাদায়

কোন নিষ্ঠুর পিতামাতা বা কোন হৃদয় শূন্য আভিধানিক কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে পারিনা, তবে ইহা বলিতে পারি যে বঙ্গ পিতা মাতার ন্যায় স্বার্থপর অতি অল্প পিতামাতাই আছেন। বাঙ্গালির যত দায় আছে, কন্যাদায় সর্ব্বপেক্ষা গুরুতর। কন্যা সাত আট বৎসরের হইলেই পিতামাতা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসেন; কিরূপে কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবেন। বাস্তবিক ভাবনারও কারণ আছে, তাঁহার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী হউন কে বুঝিবে? বাঙ্গালি কন্যা রূপ গুণের জন্য গুণবানের করগ্রস্ত হয় না, পিতা মাতার ধনের উপর তাহার ভবিষ্যজীবন নির্ভর করে। পাত্র পক্ষের দাওয়া পুর্ণ ব্যতীত কন্যা সুপাত্রস্থ হইবার উপায় নাই। দেশ দিন দিন উন্নতি পথে উঠিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে বহু ছাত্র প্রসব করিতেছে, অথচ দেশের কুরীতি দুর হওয়া দূরে থাকুক যাহাদের দ্বারা দেশ সংস্কারের আশা করা যায়, তাঁহারাই কুরীতিকে বদ্ধমুল করিতেছেন।

পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া বাহির হইল, পিতা অমনি সোণার ঘড়ি, সোণার চেন, সোণার লেজ, কম বেশী দুই সহস্র মুদ্রার ন্যূনে পুত্রের বিবাহ দিবেন না পণ করিলেন, সুচরিত দরিদ্র লক্ষ্মী সরস্বতীর পিতা, দর দেখিয়া হটিয়া গেলেন। তিনি যে যত্ন করিয়া মেয়েটীকে শিক্ষা দিলেন, সমস্ত বৃথা হইল। কেবল বৃথা নহে, সমাজের উপর তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা হইল, এবং অন্য লোক তাহার নিকট দৃষ্টান্ত পাইল যে, বঙ্গ কন্যা রূপ গুণের জন্য পাত্রেপ্সিত নহে; কেবল ধনবানের কন্যাই লোকে অনুসন্ধান করে। এদিকে ভুঁড়ীদাসবাবু নিজ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া বহুঅর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি অস্থিমালা কন্যাকে ওজন প্রমাণ স্বর্ণ সহিত দান করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর পিতা আর কি থাকিতে পারেন? ভুঁড়ীদাস বাবুর প্যাঁচামুখী কন্যার সহিত আত্মপুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তিনি অর্থলোভে দেবতুল্য শিক্ষিত যুবকের চিরসঙ্গিনী স্থির করিতেছেন, সে তাহার যোগ্যা ও পুত্র তাহার অনুরাগী কি না। পুত্র কর্ত্তব্য পরায়ণ, পিতৃ আজ্ঞাপালক; যে দেশে যে বংশে পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃবধ করিয়াছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয় উপাধিধারীপুত্র, সেই দেশের, সেই বংশের, সেই ধর্ম্মের, তিনি যে পিতৃ আজ্ঞায়, অনিচ্ছায় চিরদাম্পত্য অনলে দগ্ধ হইতে সম্মত হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা ইহাকে কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতৃভক্ত পুত্র বলিব, না কাণ্ডজ্ঞান শূন্য স্বার্থপর পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিব। তাই বলিয়া আমরা ইংরেজের ন্যায় কোর্টসিপ করিবার পরামর্শ দিতেছি না। আমাদের বিবাহ প্রথা এই জন্য কদর্য্য, যে উহাতে পাত্র কন্যার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, অথবা স্বাধীনতা থাকিবে কিরূপে? পাঁচ সাত বড় জোর দশ এগার বৎসরের কন্যা, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা হিতাহিত বোধ কোথায়?

কন্যার বিবাহ হইয়া গেল, কন্যাকর্ত্তা ভাবিলেন, তিনি এক মহাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন। পাত্র ভাবিলেন তিনি কন্যাকর্ত্তাকে এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার করিলেন বোধ হয় এই জন্যই শ্বশুর কুলজামাতার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ, বোধ হয় এই জন্যই শ্বশুরের উপর জামাতার এত জোর। কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা কি মহাপাপেই পাপী যে, জামাতার কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় শাসন। আদরের কিঞ্চিৎ ক্রটী হইলে, তত্ত্বের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, পার্ব্বণের বস্ত্র কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট হইলে জামাতাটীর চাকর ইষ্টদেবের ন্যায় শ্বশুর কুলে পূজিত না হইলে জামাতার রাগের সীমা নাই। কেবল জামাতা নহেন, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় কুটুম্ব গ্রামবাসী সকলের নিকট শ্বশুরকুল নিন্দার ভাজন, অবনত মস্তক; কেন

বাপু! তোমার শ্বশুর এমন কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, যে তাঁহার উপর তোমার এত দাওয়া! তুমি এমন কি মহৎ কার্য্য করিয়াছ যে তজ্জন্য তিনি তোমার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ! তুমি হীনতেজা বাঙ্গালি, তাই পরপ্রত্যাশ. পর অনুগ্রহ, পরদান পাইতে সতত ইচ্ছাকর। পরদানে আপনাকে সুখী, কৃতার্থম্মন্য বোধ কর, বিএ হও আর এমে হও, কুক্কুর বৃত্তি হইতে তোমার মানসিক বৃত্তি উৎকৃষ্ট নহে আমরা যাহা বলিলাম তাহা অলীক বা অত্যুক্তি নহে, সকলেই জানেন, সকলেই করেন, সকল ঘরেই এই কাণ্ড। যদি অশিক্ষিত লোকে এরূপ কার্য্য করে, সে তজ্জন্য কথঞ্চিৎ ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে কিন্তু যিনি বা যাঁহার পিতা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান করেন দেশীয় আচার ব্যবহার সমাজের যাহারা নিতান্ত বিরোধী; এমন কি যাঁহাদিগকে হঠাৎ হিন্দু বা বাঙ্গালি বলিতে সাহস হয় না, তাঁহারা পর্য্যন্ত বিবাহদান ও তৎপর নিজের বা পুত্রের শ্বশুরকুলের উপর অত্যাচার করিতে সাধ্যমত ত্রুটী করেন না।

বঙ্গ সমাজের মহৎ দোষ এই যে তাঁহারা যে সমস্ত অসুবিধা জ্ঞান করেন তাহা নিরাকরণে যত্নশীল হননা। যে চিরপ্রচলিত কুরীতিতে তিনি ব্যতিব্যস্ত, অক্ষুন্ন মনে তাহা ভোগ করিবেন। অথচ তৎপ্রতিবিধানে, যত্নশীল হইবেন না। সকলের মুখেই শুনা যায় যে আজ কাল কন্যার বিবাহদান মহাদায় হইয়া উঠিয়াছে বিশেষতঃ কায়স্থ স্বর্ণবণিক, ও শিক্ষিত তন্তুবায়গণের কন্যার বিবাহদান এরূপ গুরুতর দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাছে রজঃপুতগণের কন্যাহত্যার ন্যায় এই উনবিংশ, শতাব্দীর উন্নত শিক্ষিত সমাজের সেই রীতি প্রচলিত হয়! যে ত্রিবর্ণের উল্লেখ করিলাম, কন্যার বিবাহদান যে কি মহাদায় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত, অথচ তৎপ্রতিবিধানে কি কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন? মুখেই তাঁহাদের আক্ষেপ প্রকাশ. মুখেই তাঁহাদের সমাজের উপর ক্রোধ, সমাজ আর কাহার নাম? তাঁহাদিগকে লইয়াই সমাজ, তুমি যে সমাজের যে কুরীতির বিরোধী, আবার তুমি স্বয়ংই সেই সমাজের সেই কুরীতির প্রশ্রয়দাতা! হায়! বঙ্গসমাজ কবে পরবিপদে আত্মবিপদ জ্ঞান করিতে শিখিবে? তোমার পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বলিয়া আজ পণ করিয়া বসিলে, তোমার কন্যার বিবাহকালে কেন অন্যে না পণ করিয়া বসিবে? যদি উপকার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের উপকার কর। তুমি যদি আজি একজনকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার না করিলে, অন্যে তোমাকে কেন উদ্ধার করিবে।

সমাজ সংস্কার অনেক দূরের কথা, বুদ্ধি ও সংস্কার দোষে আমরা যে সমস্ত ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছি, অক্ষুন্ন মনে তাহা সহ্য করিব, অথচ কিঞ্চিৎ যত্ন ও আয়াস করিলে যাহা নিরাকৃত হইবে ভ্রমেও তাহার চেষ্টা করিব না। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের যে কি দুরবস্থা ঘটে তাহা পল্লীগ্রামস্থ মাত্রেই অবগত, লোকের যাতায়াতে কোন দিকের ঘাস উঠিয়া গেলেই "পথ" রূপে কথিত হয়, ঐ পথ প্রশস্তে এক হস্তের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। আপাং কাঁটানটে, কণ্টীকারি প্রভৃতি বহুবিধ কণ্টক গুল্মে পথগুলিকে প্রায় গ্রাস করে, গো, মেষ, মহিষ যাতায়াতে স্থানে স্থানে এত কর্দ্দম হয়, যে সময়ে সময়ে জানু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত পা পাদুকার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অধিবাসীরা অক্ষুন্ন মনে সে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিবে, অথচ প্রতিজনে চারি পয়সা চাঁদা দিয়া কি কিঞ্চিৎ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দুই ঝড়ি মাটী দিলে কি পথের কাঁটা গাছগুলি কাটিয়া দিলে যদি রাস্তাগুলির সংস্কার হয় তাহা করিবে না, উহাতে যে দুই চারি আনা ব্যয় হইবে তাহা তাহাদের অপব্যয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু যাহা প্রকৃত অপব্যয় তাহা তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য না করিলে সমাজে মহাপাতকে পাতকী হইতে হয়। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বর্ণপরিচয় রহিত, অলস পরোপজীব্যভোগী হাঁদারাম ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতার, পারত্রিকের নিস্তার কর্ত্তা দুষ্ক-

র্ম্মের বৃদ্ধিজন্য সংসারকে পাপভারে ভারি করিবার জন্য, আলস্যের পরাধীনতার প্রশ্রয় জন্য, তাঁহাকে দান কর। চুরি,ডাকাতি,জাল, খুন করিয়া দেশত্যাগী, মায়াত্যাগের ভাণে সন্ন্যাসী, শ্রমসাধ্য কার্য্যভয়ে শ্রীচৈতন্যের ভেক লইয়া বৈরাগী, ইহারা আমাদের নিত্য অতিথি। এই স্বতঃ অলস লোকদিগের আতিথ্য করিয়া অথবা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া, আমরা আতিথেয়ী বলিয়া গর্ব্বী! আমাদের সে আতিথ্য, প্রকৃত আতিথ্য নহে, উহা আলস্যের প্রশ্রয়দান, উহাতে পুণ্য হওয়া দূরে থাকুক ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য মহাপাপ উপস্থিত হয়।

বাঙ্গালি পিতামাতাকে যে স্বার্থপর বলিয়াছি, তাহা বাস্তবিক কথার কথা নহে। ইতর জন্তুর প্রতি দৃষ্টি কর, স্ত্রীগ্রহণ, সন্তানপালন, সাধারণ বা ঐশীক নিয়মের অধীন। যে ইংরেজ এখন বাঙ্গালির সর্ব্ব বিষয়ের শিক্ষাগুরু, তাহাদেরও স্ত্রীগ্রহণ, সন্তানপালন, সাধারণ বা ঐশীক নিয়মগত। বাঙ্গালি সৃষ্টির আশ্চর্য্য জীব! তাই বাঙ্গালির ভিন্ন প্রকার, পুত্রজন্য ভার্য্যা এবং পিণ্ডজন্য পুত্রের প্রয়োজন। যে নরাধম স্বদেশের যত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই বচনকর্ত্তা শাস্ত্রকার তাহাদের অপেক্ষা মানবকুলের অল্প ক্ষতি করে নাই। বাঙ্গালি প্রণয় চরিতার্থজন্য ভার্য্যা করে না, অপত্যস্নেহপরতা হইয়া সন্তানপালন করে না, জলপিণ্ড সংস্থান জন্য নরকহইতে উদ্ধার জন্য পুত্রপালন করে। পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, পুত্রকে পালন ও শিক্ষা দান। প্রাগুক্ত বচনদ্বারা কি এই বুঝাইতেছে না যে, বাঙ্গালি পিতা, পুত্রের শিক্ষা জন্য শাস্ত্রের নিকট, সমাজের নিকট, কর্ত্তব্যের নিকট, ধর্ম্মের নিকট দায়ী নহে? যখন পুত্রের শিক্ষার জন্য বঙ্গপিতা আইনমত, সমাজমত, ধর্ম্মমত দায়ী নহে, তখন কন্যা কোথায় লাগে? কন্যার শিক্ষার জন্য যে বঙ্গপিতা ব্যয় করিবে, যত্ন করিবে, কিরূপে বিশ্বাস করিব! ঐ গেল বঙ্গপিতার এক প্রকার স্বার্থপরতা, দ্বিতীয় প্রকার স্বার্থপরতা এই যে, পুত্র বড় হইলে, কৃতী হইলে বঙ্গপিতার বৃদ্ধবয়সের, অসময়ের প্রতিপালক হইবে, আশ্রয়স্থল হইবে। আর বৃদ্ধ পিতা নিষ্কর্ম্মা হইয়া পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায় পরের অনিষ্টে যুবকগণের সদনুষ্ঠানে বিঘ্নসাধক হইতে মনোনিবেশ করিবেন, ইহারই নাম তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণ, ইহারই নাম তাঁহার হরিনাম, ইহারই নাম তাঁহার পরকালের কায! বঙ্গপিতা হীনতেজ, অলস, স্বাধীনপ্রকৃতিশূন্য কাপুরুষ, তাই পুত্রপোষ্য হইতে প্রার্থনা করে। ইংরেজপিতা অনাহারে মরিবে তবু পুত্রগলগ্রহ হইবে না। তুমি অকর্ম্মণ্য দাসবৃত্তিপর, পরান্নভোগী, দুর্ব্বল বাঙ্গালী তাই ভাব, ইংরেজ বাপমাকে খেতে দেয় না, যদি তুমি স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতে তবে বুঝিতে পারিতে যে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া পরান্নধ্বংশ কত মহাপাপ। ইংরেজ অমিততেজা, স্বাধীনমনা, তাই সাধ্যসত্বে, জীবনসত্বে পুত্রপ্রত্যাশী হইতে চাহে না। তু করিয়া ডাকিয়া মুষ্টিপ্রমাণ ভাত দিলেই কুকুর আনন্দে লেজ নাড়িবে, কিন্তু যে সিংহ সবলে করিকুম্ভ বিদারণ করে সে কি পরায়ত্তে এক মুষ্টি আহার প্রাপ্তি জন্য অমূল্য স্বাধীনপ্রকৃতির অবমাননা করিতে পারে?

বৃদ্ধ বয়সে বসিয়া খাইবার জন্য বাঙ্গালী পুত্রকে শিক্ষা দেয়, তবে বাঙ্গালী কন্যাকে কি জন্য শিক্ষা দিবে? বিবাহ হইলেই কন্যা শ্বশুরঘর যাইবে, কন্যার নিকট তো কোন প্রত্যাশা নাই। এই স্বার্থপরতার জন্যই কন্যাপুত্রের এত ইতরবিশেষ। এই স্বার্থপরতা যতদিনে বঙ্গসমাজ হইতে অপনীত না হইতেছে, বঙ্গপিতা পুত্রপ্রত্যাশী হইতে যতদিন নিরত হইতে না শিখিতেছেন, ততদিন বঙ্গসমাজের কল্যাণ নাই, তত দিন স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উন্নতি নাই। এদিকে বাঙ্গালী স্বাধীন হইবার জন্য, আত্মশাসন স্থাপন জন্য লেখনীযুদ্ধে, বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু অগ্রে আত্মমনকে স্বাধীনপ্রিয় না করিয়া, সমাজকে স্বাধীনতার বশম্বদ না করাইয়া, কেবল মুখে স্বাধীনতা স্বাধীনতার চীৎকার, বালকের চীৎকার, মাতালের চীৎকার, পাগলের চীৎকার। (ক্রমশঃ)।

রাধামোহন বাবু

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এইরূপ কুযুক্তি পরবশ হইয়া সকল সেরেস্তাদারের সহিত আমাদের কৃষ্ণদুলালকেও বেহারস্থ জরাসন্ধ কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত করে। অতঃপর যখন শুনিলেন যে, ইংরেজেরা সত্য সত্যই আসিয়াছে, আর কোন উপায় নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া রজনী-যোগে নৌকারোহণে মুঙ্গেরযাত্রা করিল। পলায়-নের সময়ে ভৃত্যগণের ব্যস্ততায় নৌকায় অগ্নির উপকরণ গৃহীত হয় নাই। মূর্খ তামাকু-পিপা-সায় অস্থির হইল, তখন গঙ্গাবক্ষে বজ্‌রা বেগে চলিতেছে, গভীর রাত্রি, কোথায় অগ্নি মিলিবে? তথাপি নবাবাজ্ঞায় সকলে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, যাইতে যাইতে দূরবনমধ্যে অগ্নি-শিখা দেখিয়া বজ্‌রা তীরে লাগিল, খানসামা কলিকা লইয়া অগ্নি আহরণে চলিল, উপরে অনেকদূর গিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসী বনমধ্যে ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছে, খানসামা হস্তে নবাবের কলিকা দৃষ্টে নবাবের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল, খানসামাও সরলভাবে খামখিয়ালী নবাবের দুইটা নিন্দাবাদ করিয়া এত রাত্রে উপরে উঠার প্রতিশোধ তুলিয়া লইল, বলিল "নবাব সাহাব মুঙ্গের যাইতেছেন, জরুরী কায, এই ঘাটে বজ্‌রা বাঁধা আছে, রাত্রেই নৌকা চলিবে তামাকু খাওয়ার আগুন চাহি"। অনন্তর অগ্নি লইয়া খানসামা নৌকায় আসিলে পুনর্ব্বার সেই রাত্রে নৌকা চলিল। ও দিকে গুপ্তচর (মির্জ্জাফারের) নবা-বের নির্গমন বার্ত্তা মির্জ্জাফারের কর্ণে তুলিয়া অনু-সন্ধানে লোক ছুটাইল। ক্রমে সেই সন্ন্যাসী বনমধ্যে কোলাহল শুনিয়া নিকটস্থ হইয়া বলিল "নবাব এই যাইতেছে, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তদ্‌ভৃত্য তামাক খাওয়ার অগ্নি লইয়া গেল, নিষ্ঠুর আমার গোঁপ দাড়ি সজোরে উৎপাটন করাইয়াছিল, তদবধিই আমি সন্ন্যাসী, এক্ষণে বার্ত্তা বলিয়া তৎপ্রতিশোধ তুলিলাম, ইত্যাদি।

তদপরে সকলেই জানেন নবাব সাহেব সেই যাত্রায় আর মুঙ্গের যাইতে পারে নাই, পথেই ধৃত হইয়া অপর এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত হন!!

এখানে নবাবের নিধনে আর যাহা হউক না হউক কৃষ্ণ দুলালের জীবনরক্ষা পাইল, অনন্তর সেরেস্তাদার সকলে মুর্শিদাবাদে পুনরাগত হইয়া পূর্ব্বমত কার্য্য করিতে লাগিল, ক্রমে সকলের বেতনাদিও বৃদ্ধি হইয়া-ছিল।

ওখানে কৃষ্ণদুলালের বাড়ীতে এই সম্বাদ প্রচার হওয়ায় তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ তাঁহাকে দেখিতে মুঙ্গেরযাত্রা করিলেন, তখন তিনি সহরে আসিয়াছেন, ইহার পর কৃষ্ণদুলাল জেলা যশোহরের সেরেস্তাদার হইয়া নায়েব পদে উন্নীত হন, তাহাতে বিশেষ যোগ্যতা দর্শাইয়া শেষে ঢাকার উচ্চ নায়েবী পদে আরোহণ করিয়াছিলেন (প্রথমে অল্প দিন জজ সাহেবের সেরেস্তায় থাকিয়া) যশোহর জেলার চাঁচড়ার রাজবাটীতে কৃষ্ণদুলালের এক কন্যার বিবাহ হয়, তাহাতে তিনি কয়েক খানগ্রাম বৃত্তিস্বরূপ পাইয়াছিলেন, তৎপরে স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাকি খাজা-নার নীলামে দুই এক করিয়া সুলভ মূল্যে জমিদারী ডাকিতে লাগিলেন, এ দিকে ঢাকায় জজ সাহেবের সেরেস্তাদার হইতে নায়েব হওয়ায় প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

এই সময়ে তাঁহার ভগ্নী 'ঈশু' বৈদ্যনাথ গিয়া মানস করিয়া ভ্রাতার বিবাহ দেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বর্ষের ন্যূন নহে, বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় বিবা-হের কয়েক বৎসর পরেই কন্যা পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

জলস্থিতি বিজ্ঞান।

যে সকল পদার্থ অনায়াসে সকল দিকেই খণ্ডিত হইতে পারে অর্থাৎ যাহাদের অণু সকলকে সহজে পরস্পর হইতে বিশ্লেষিত করা যাইতে পারে, সেই সকল পদার্থকে দ্রব কহা যায়। জল, তৈল, দুগ্ধ, ধূম, বায়ুপ্রভৃতির সাধারণ নাম দ্রব। এই সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত প্রথমোক্ত তিনটী তরল এবং শেষোক্ত দুইটী বাষ্পময়, তরল পদার্থ অপেক্ষা বাষ্পময় পদার্থের দ্রবত্ব অনেক পরিমাণে বেশী, একপাত্র জল রাখিয়া ঐ জলে একখানি ছুরিকা সঞ্চালন করিলে দেখা যাইবে যে কোন কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ওরূপে ছুরিকা চালনা করিতে হইলে হস্তে আঘাত অনুভুত হয়, জলে ছুরিকা সঞ্চালন করিতে হইলে প্রায় কিছুমাত্র বাধা অনুভুত হয় না কিন্তু ধূম্র বা বায়ুর মধ্য দিয়া ঐরূপ ছুরিকা সঞ্চালন করিলে এককালে কিছুমাত্র বাধা অনুভব হইবে না অর্থাৎ তরল পদার্থের অণু সকল যেরূপ আণবিক শক্তিদ্বারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, ধূম্রের অণু সকলের পরস্পরের প্রতি আশক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

চাপদ্বারা বায়ু যে পরিমাণে আকুঞ্চিত হয়, জল তৈলপ্রভৃতি তরল পদার্থ তাহা হয় না। এমন কি পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে তরল পদার্থ সকল সঙ্কোচনীয় নহে। অধুনা ইং ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টনসাহেব এবং তৎপরে অন্যান্য পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে তরল পদার্থ সকল বাস্তবিক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচ যোগ্য বটে।

চাপের ন্যায় শৈত্য ও দ্রব পদার্থের সঙ্কোচের কারণ।

চাপ এবং শৈত্য যেমন সঙ্কোচনের কারণ, সেইরূপ উত্তাপ সম্প্রসারণের কারণ, সঙ্কোচনবিষয়ে বাষ্পময় ও তরল পদার্থে যে প্রভেদ সম্প্রসারণবিষয়ে ঠিক তদনুরূপ।

তরল পদার্থ সমূহের মধ্যে তাবল্য এক সাধারণ গুণ হইলেও তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রভেদ সূচক অনন্য সাধারণ গুণ আছে, একবাটী জল অপেক্ষা একবাটী পারদ সাড়ে তেরগুণ বেশী ভারি। জলের ভারকে যদি এক বলা যায় তবে পারদের ভারকে সাড়েতের বলিতে হইবে, বিশুদ্ধ জলের সহিত তুলনায় কতকগুলি তরল পদার্থের যে বৈশেষিক ভার হয়, তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল।

বিশুদ্ধ জল	১.০০০
গন্ধদ্রাবক	১.৮৪১
সমুদ্রের জল	১.০২৬
দুগ্ধ	১.০৩২
রক্ত	১.০৬০
ব্রোমিন	২.৯৬০
পারদ	১৩.৫৯৮
তার্পিণতৈল	০.৮৭০
ইথর	০.৭২৩

ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থের ভারের তারতম্য হওয়ার কারণ দুইটী। প্রথম মনেকর একপাত্র জল আছে। সেই পাত্রের জলকে প্রথমে দুই সমভাগ করিয়া এক ভাগকে আবার দুই সমভাগ করা গেল, এইরূপে অসংখ্যবার বিভক্ত হইলে এরূপ একটী বিন্দুর অনুমান হইবে, যাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না, ঐ বিন্দুটী আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা বিশ্লিষ্ট হইলে কয়েকটী অণুতে পরিণত হইবে, কাল্পনিক বিন্দুটী কিরূপে পাওয়া যাইবে, এবং তাহাই পুনরায় কিরূপে বিশ্লিষ্ট হইবে ইহা অনুভব করা সহজ নহে। মনেকর দুই শিশা উদজান বাষ্পে এক শিশা অম্লজান বাষ্প মিশাইয়া তড়িদুত্তাপ সহযোগে জল উৎপন্ন হইল, তুমি প্রত্যক্ষ করিলে, ইহাতে কি সিদ্ধান্ত হইবে? অবশ্য ইহা বুঝা যাইবে যে এক শিশা উদজান এবং অর্দ্ধ শিশা অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ঐরূপে

ক্রমে ক্রমে অনুমান করিয়া এই স্থির হইবে, যে উদজানের দুইটী অণু অম্লজানের একটী অণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া জলবিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে।

পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অণু সকল সম্পূর্ণ রূপ বিভিন্ন। তাহা না হইলে সকল পদার্থই একরূপ হইত। এই আণবিক-বিজাতীয়তা ভার তারতম্যের একটি কারণ।

দ্বিতীয় কারণ, পৃথক্ পৃথক্ তরল পদার্থে অণু সকল পরস্পর হইতে সমান দূরে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই ঘনত্বের তারতম্য আছে। পূর্ব্বে যে আণবিক সংযোগের কথা উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে মাত্র। এই নৈকট্য রাসায়নিক আকর্ষণ ও আণবিক বিপ্রকর্ষণের ফল। উত্তাপ বা তেজ বিপ্রকর্ষণের কারণ। উত্তাপ-সংযোগে এই বিপ্রকর্ষণের আতিশয্য হইলে ঘনত্ব কমিতে থাকে। শৈত্যসহযোগে অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাস হইলে ঘনত্বের বৃদ্ধি হয়। দুগ্ধাবর্ত্তন প্রক্রিয়া অনুধাবন করিলে এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

জলের নিম্নাভিমুখ চাপ।

কোন পাত্রে তরল পদার্থ থাকিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নিম্নস্তরের তরল পদার্থের উপর ঊর্দ্ধস্তন স্তর সকলের ভার চাপিয়া আছে। এজন্য যদি তরল পদার্থকে স্তরে স্তরে বিভাগ করা যায় তবে সকল স্তরে চাপ সমান হইবে না। নিম্নস্তরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং উপরের স্তরের উপরিভাগে চাপের সম্পূর্ণাভাব আছে। কেবল উপরিস্থিত বায়ুর ভার জন্য যে চাপ তাহাই অনুভূত হইবে। জলের মধ্যে গভীরতা অনুসারেই চাপের তারতম্য হয়! এক প্রকার তরলপদার্থের একস্তরের সকল স্থানেই সমান চাপ, দুইটি পাত্রে দুই প্রকার পদার্থ থাকিলে সমগভীর স্তরে চাপের তারতম্য পদার্থদ্বয়ের ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে!

জলের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে নিম্নতম স্তর হইতে ঐ চাপের প্রতিকার্য্য হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণে নিম্নদিকে চাপ দেওয়া হয়, জলের উপরিভাগে তদনুরূপ ঊর্দ্ধাভিমুখ চাপ অনুভূত হইবে। এই জন্য একটি কলসের মুখ উপরের দিকে রাখিয়া জলে সহজে ডুবাইতে পারা যায় না।

তরল পদার্থের উপরিভাগে চাপ দিলে যে প্রতিচাপ হয়, তাহা আধারের সর্ব্বত্র অক্ষুণ্নভাবে সঞ্চালিত হয়, পাত্রের পার্শ্বের উপর চাপের কার্য্য এরূপ ভাবে হয়, যে, যদি ঐ চাপ অনুসারে পার্শ্বের উপর একটি সরল রেখা টানা যায়, তাহা হইলে ঐ সরল রেখা পাত্রের পার্শ্বের সহিত দুইটি সমকোণ উৎপন্ন করে।

ঊর্দ্ধস্তনস্তরের ভারের নিমিত্ত গভীরতা অনুসারে নিম্নস্তরের উপর যে চাপের কথা উক্ত হইয়াছে, পাত্রের গঠনানুসারে তাহার কোন বিভিন্নতা হয় না। প্রথম চিত্রের পার্শ্বের ক খ পাত্রের ক ও খ স্থানে সমান চাপ। ইহা তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ জানা যায়। এইরূপ দুইটি পাত্রের তরল পদার্থের ওজন কখনই সমান নহে।

দ্বিতীয় প্রতিকৃতির ক, পাত্রটির নিম্নদেশে আবরণ তুলাদণ্ডের সহিত যুক্ত আছে। মনে কর যখন ক, পাত্র জলে পূর্ণ তখন তুলাদণ্ডের অপর দিকে দুইটি একসেরের বাট্‌খারা দেওয়াতে ক, পাত্রের নিম্নদেশস্থ আবরণখানি ধৃত হইয়া আছে। এখন ক, পাত্রটি সরাইয়া লও, এবং খ, নামক ভিন্নরূপের আর একটি পাত্র জলপূর্ণ করিয়া ঐরূপ তুলাদণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দাও, দেখা যাইবে যে এখনও তুলাদণ্ডের অপর দিকে একসেরি দুইটি বাট্‌খারা না দিলে পাত্রের নিম্নস্থ আবরণখানি ধৃত হইবে না। অতএব সমোচ্চ বিভিন্নাকৃতি দুইটি পাত্রের নিম্নদেশে জলের চাপ সমান।

যে কোন গঠনের আধারের তলদেশে কত চাপ তাহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহা তলদেশের আয়তন পরিমিত স্থানের উপর ঊর্দ্ধস্তন স্তর পর্য্যন্ত

একটি স্তম্ভের তরল পদার্থের ওজন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জলীয় পদার্থের চাপবিষয়ক এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইলে অনেকগুলি জলমূলক যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্য বুঝা যাইবে। মনে কর তৃতীয় চিত্রের ক খ, চর্ম্মনির্ম্মিত বাক্স। বাক্সটি কর্ম্মকারের যাঁতার মত। ঐ বাক্সের দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নভাগে একটি ছিদ্রে ধাতুনির্ম্মিত একটি নল গ, সংযুক্ত আছে। নলের মুখের আয়তন ১ এক বর্গফুট। ক খ'র উপরিভাগের আয়তন ১২ বার বর্গফুট।

এক ঘনপাদ নির্ম্মল জলের ওজন একহাজার আউন্স বা সওয়া ছয়সের ধরিলে এবং নলের দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি হইলে নলের নিম্নমুখে চাপের পরিমাণ নলের দৈর্ঘ্য, নলের মুখের আয়তন এবং এক ঘন পাদ জলের ওজনের গুণফল অর্থাৎ ৩×১×৬১/৪ সের বা পৌনে উনিশ সের হইবে। ক খ বাক্সর খ নামক ডালী নলের মুখের আয়তন অপেক্ষা যত গুণ বড় ডালীর অধোদেশে জলের চাপ তত গুণ বেশী। অতএব খ ডালীতে চাপের পরিমাণ ১২×১৮৩/৪ সের হইবে। জলের চাপ সঞ্চালকতা গুণ আছে বলিয়া গ নলের নিম্ন ভাগের চাপ খ ডালীর প্রত্যেক বর্গপাদে সমভাবে চালিত হইয়াছে। আমরা এক ঘনপাদ পরিষ্কার জলের ওজনকে "ও" সঙ্কেতদ্বারা সূচিত করিব।

যদি দৈর্ঘ্যের সাধারণ সঙ্কেত "দ" নির্দ্দেশ করা যায় তবে জলের ভিতর কোন নিদ্দিষ্ট স্থানে একবর্গ পাদের উপর ও×দ সের চাপ হইবে। জলের চাপের বিষয় প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। এজন্য আমরা আরও পরিস্ফুটরূপে সেই তত্ত্বের উল্লেখ করিব।

জলের চাপ পাত্রস্থিত জলের পরিমাণ নিরপেক্ষ এবং কেবল উচ্চতা সাপেক্ষ। মনেকর একসের জল একটী এক ইঞ্চি পরিমিত পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং আর একটী পাত্রে, যাহার তলদেশের আয়তন ক্ষুদ্রতর, কিন্তু যাহা উচ্চে দুই ইঞ্চি তাহাও ঐ একসের জলদ্বারা পুর্ণ করা হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্ব উল্লিখিত মত তুলা দণ্ডেরদ্বারা পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে এক ইঞ্চি পরিমিত উচ্চপাত্রের তলদেশে যে চাপ তাহা দুই ইঞ্চি পরিমিত উচ্চপাত্রের তলদেশের চাপের অর্দ্ধেক। আর একটী বিষয়, যদি অনেকগুলি পাত্র সমান উচ্চ হয় কিন্তু তাহাদের গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয় এবং তাহাদের তলদেশের আয়তন সমান হয় তাহা হইলে প্রত্যেকেরই তলদেশের চাপ সমান হইবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জল না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন তরল পদার্থ যেমন তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি রাখা যায় তাহা হইলেও তাহাদের উপর ঐ সকল নিয়ম বর্ত্তিবে কেবল তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে তাহাদের চাপের তারতম্য হইবে। একটী জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশের চাপ যদি দুই হয় তাহা হইলে ঐরূপ একটী পারদ পূর্ণপাত্রের তলদেশের চাপ (দুই)×১৩১/২ হইবে কারণ পারদ জল অপেক্ষা সাড়ে-তের গুণ বেশী ভারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জলের উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমতলক্ষেত্র। ৩য় চিত্রে ক খ গ ঘ একটী জলাশয়। এখন চাপ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র ও×দ ধরিলে গ স্থানে চাপের পরিমাণ = ও×ক গ এবং ঘ „ „ „ = ও×খ ঘ। গ ঘ একটী সমতলক্ষেত্র এজন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেরূপ উক্ত হইয়াছে গ এবং ঘ স্থানের চাপ সমান।

ও×ক গ = ও×খ ঘ

বা ক গ = ঘ খ

অতএব ক খ একটী সমতলক্ষেত্রে জল উচু নিচু বলা ভ্রান্তিমূলক।

জলের ভিতর একটী সমতলক্ষেত্র পাত করিলে তাহার সর্ব্বত্র জলের চাপ সমান হইবে।

মনেকর জলের ভিতর একটী নলের ন্যায় এক অংশ জমিয়া কঠিন হইয়াছে এবং ঐ অনুমিত নলটী এরূপে স্থিত যে তাহার অক্ষদেশ চক্র বাল-

ক্ষেত্রের সহিত সমান্তরাল। উক্ত নলটী জলের ভিতর সুস্থির ভাবে রহিয়াছে। এখন দেখা যাউক ইহার উপর জলের চাপের কার্য্য কিরূপ হইতেছে; নলের ক ও খ দুই পার্শ্বে অনুপ্রস্থ চাপ আছে। উপরিভাগে উর্দ্ধ প্রবাহী চাপ আছে। দুই পার্শ্বের দুইটী অনুপ্রস্থ চাপ পরস্পরে বিরোধীভাবে কার্য্য করিতেছে বলিয়া দুয়েরই কার্য্যফল কিছুই হইতেছে না। অনুপ্রস্থ চাপের মীমাংসা হইল।

যদি উর্দ্ধপ্রবাহী চাপসমূহ সমান না হইত। তবে নল কখন চক্র বালক্ষেত্রের সহিত সমন্তরাল হইয়া সুস্থিরভাবে থাকিত না, একটী ভাসমান যষ্টির একধারে চাপ দিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইত। এজন্য ইহা অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত যে সমতলক্ষেত্রের সর্ব্বত্র জলের চাপ সমান।

ভাসমান পদার্থবিষয়ক তত্ব।

মনে কর কোন কঠিন পদার্থ জলের উপর ভাসিতেছে। কঠিন পদার্থের ভার আছে কিন্তু ডুবিতেছে না, অতএব নিম্ন হইতে জলের চাপ অবশ্যই কঠিন পদার্থ লাগিতেছে। ঐ চাপের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম দেখা যাইবে ঐ কঠিন পদার্থ জলের কিয়দংশকে অপসৃত করিতেছে। যদি কঠিন পদার্থকে তুলিয়া লওয়া যায় তবে অপসৃত জলভাগ পুনরায় আপন স্থানে আসিবে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, জলের উর্দ্ধাভিমুখ চাপ অপসৃত জলভাগকে ধারণ করিতে সক্ষম। অতএব অপসৃত জলভাগের যে ওজন তৎপরিমিত চাপ কঠিন পদার্থে লাগিতেছিল। যদি কোন কঠিন পদার্থের ওজন এই অপসৃত জলের ওজন অপেক্ষা কম হয়, কিম্বা তাহার সমান হয়, তবেই কঠিন পদার্থ ভাসমান হইবে নতুবা নিমজ্জিত হইবে। যদি কোন কঠিন পদার্থ জলে নিমজ্জিত হয়, তাহা হইলে জলের প্রতিচাপের জন্য তাহার ওজন কমিয়া যাইবে। কোন কঠিন পদার্থের ওজন বার সের এবং ঐ পদার্থকর্ত্তৃক অপসৃত জলভাগের ওজন চারিসের হইলে জলমধ্যে ঐ পদার্থের ওজন আটসের মাত্র অনুভূত হইবে।

কোনটি অর্দ্ধনিমজ্জিতভাবে কোনটি বা শোলা প্রভৃতির ন্যায় নিমজ্জিত না হইয়া কেবল জলকে স্পর্শ করিয়া ভাসমান হয়। তাহাদের ঘনত্বের তারতম্যই ইহার কারণ। যে কঠিন পদার্থের ঘনত্ব জল অপেক্ষা লঘুতর তাহারা নিমজ্জিত হয় না, যাহার ঘনত্ব জলের সদৃশ তাহারা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয় কেবল উপরি ভাগ মাত্র জাগরিত থাকে। ঘনত্ব জলাপেক্ষা বেশী হইলে কঠিন পদার্থ জলে ডুবিয়া যায়।

সন্তরণ।

জলে ভাসমান হওয়াই সন্তরণ। মনুষ্যের শরীরের গুরুত্ব অপেক্ষা মস্তকের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, এই জন্য জলে শরীর ভাসমান হইয়া মস্তক ডুবিবার উপক্রম হয়। মস্তককে উপরে রাখিয়া শরীরকে ভাসমান করাকে আমরা সন্তরণ কহি। নিশ্বাস বন্ধকরিয়া রাখিলে উদর স্ফীত হয় এবং তজ্জন্য শরীর ভাসমান হয়। পশুদের মস্তকাপেক্ষা শরীর অধিক গুরু এজন্য বিনা শিক্ষায় এবং অনায়াসে তাহারা সন্তরণ দিতেপারে। মনুষ্যের সন্তরণ আয়াসসাধ্য। পদদ্বয়ের ভিতর বায়ু নাই বলিয়া পদদ্বয় ভাসমান করা আরও ক্লেশসাধ্য। তরণী জলে নিমগ্ন হইলে কোন বৃহৎঅন্তঃশূন্য আধার জল পূর্ণ করিয়া শৃঙ্খল দ্বারা উহাকে তরণীর সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। তৎপর জলনিষ্কাষণ যন্ত্রদ্বারা ঐ জল নিষ্কাষিত হইলে অন্তঃশূন্য আধার জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমগ্ন তরীও ভাসিয়া উঠে।

শ্রীমাখমলাল সিংহ।
বরাহনগর-হিন্দুস্কুলের ভুতপূর্ব্ব
প্রধান শিক্ষক।

পাতুরিয়াঘাটা ৪৭নং ভবনে সাহিত্য যন্ত্রে,
শ্রীরামগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
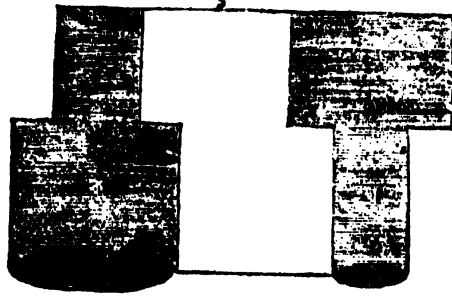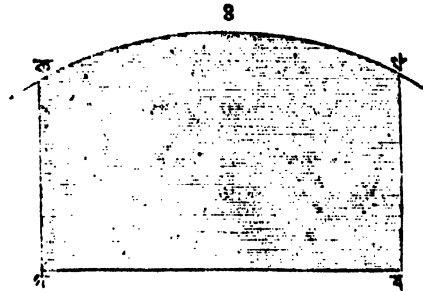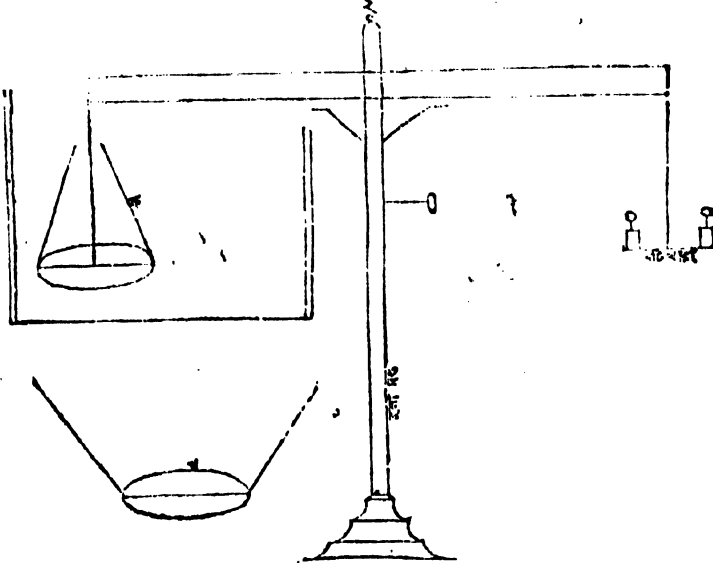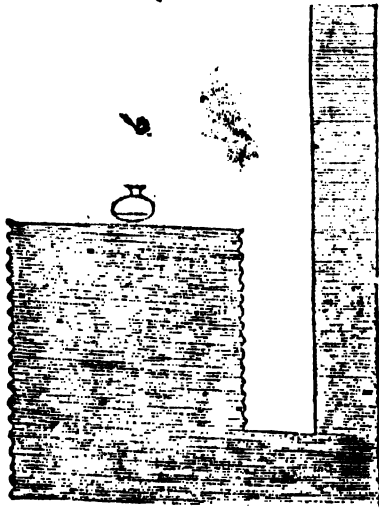
আমাদের উপায় কি?

অশুভক্ষণে বঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। অশুভক্ষণে কলিকাতার বক্ষঃস্থলে রঙ্গভূমির প্রথমভিত্তি সংস্থাপিত হইল! চির-প্রচলিত দেশীয় আমোদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, যে দিন আমরা পাশ্চাত্য নাট্যকে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গৃহে আনিলাম, ভাবিলাম ইহা হইতে না জানি কতই শুভফল উৎপন্ন হইবে; ইউরোপখণ্ডের বিশেষতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইংলণ্ডের নাট্যালয় সমূহের রুচি পরিবর্ত্তন করিবার অসাধারণ ক্ষমতা মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভরসা করিয়াছিলাম এক দিন আমাদের বঙ্গভূমিও নাট্যজনিত নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতে পাইবে; ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য বিশেষরূপ স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি লাভ করিবে; বঙ্গবাসীর দুঃখের দীর্ঘতর রাত্রিগুলি সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে পোহাইয়া যাইবে; অধীনতার গুরুভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া আসিবে। কিন্তু বিধাতার অন্যপ্রকার নির্ব্বন্ধ ছিল। ইউরোপখণ্ডে যে বৃক্ষে অমৃতময় ফল বহন করিতেছিল, এ ভূমির বিপরীত গুণে বিপরীত ফল ফলিল। তরুর অঙ্কুরোদ্গম না হইতে হইতেই দারুণ রাসায়ণিক ক্রিয়া আরম্ভ হইল; ঊষার আলোক না উঠিতে উঠিতেই সূর্য্যগ্রহণ দেখা দিল, নদী প্রবাহ অজ্ঞাত জন্মস্থান পরিত্যাগ না করিতে করিতেই প্রপাতের নিকটেই পঙ্কিল হইয়া গেল! এইরূপে ত বঙ্গভূমিতে "নাট্যের" প্রথমাঙ্ক অভিনীত হইল! রাজধানীর শিরায় শিরায় দূষিত রক্তচালিত হইয়া মহাব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, ক্রমে উপনগর সকল বিষমরূপে সংক্রামিত হইল, শেষে সুদূর প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া নিষ্ঠুর ব্যাধি সমস্ত বঙ্গরাজ্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সরল পল্লীবাসী হইতে মহানগর নিবাসী বিলাসীদল পর্য্যন্ত কেহ আর অবশিষ্ট রহিল না, স্বদেশ প্রিয়মহাত্মাগণ বঙ্গনাট্যের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া নিরাশ হৃদয়ে বঙ্গভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকাশ্যে সুরার উৎসব চলিতে লাগিল, যবনিকার অন্তরালে ও বহির্ভাগে দুর্নীতির আসুরিকস্রোত বহিয়া চলিল, রঙ্গালয়, বেশ্যালয় ও শৌণ্ডীকালয়ের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। দুই চারিজন নির্লজ্জ গ্রন্থকর্ত্তাও অবসর পাইয়া বিকৃত রুচি ও বিকৃত নীতির সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। দুর্নীতির স্রোত এই পর্য্যন্ত আসিয়াই ক্ষান্ত হইল না, কলিকাতার সর্ব্বত্র এইরূপ জঘন্য নাট্যের অভিনয় হইতে লাগিল। দিন দিন হতভাগ্য যুবক ও বালকগণ পিতা মাতার আশা অতলজলে ডুবাইয়া নাট্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে লাগিল। শেষে নাট্যব্যবসায় পিশাচের বৃত্তি বলিয়া অবধারিত হইল। নাটক, নাট্য ও নাট্যকারের নামে এক্ষণে লোকে কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া থাকে, এই বিজাতীয় ঘৃণাও নিতান্ত অমূলক নহে; কিন্তু অন্ধবিদ্বেষও সম্পূর্ণ অন্যায়। এক্ষণে সাধারণ লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে এ সমস্ত দোষ নাট্যের স্বভাবগত ও তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন, দুই এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্যই কি নাট্য এইরূপ অপদার্থ ও অপকৃষ্ট ব্যবসায় যে ইহার আস্বাদনে নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত ও বিকৃত হইয়া যায়! সত্যই কি ইহার উপাদান এত ভয়ানক যে ইহার দর্শনে অন্ধতা, শ্রবণে বধিরতা, স্পর্শনে জড়তা ও আস্বাদনে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, সত্যই কি মনুষ্যজাতি এতদূর মূর্খ যে তাহারা হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতার আদি বিকাশকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান পরিমার্জ্জিত সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্নভাবে সেই সর্ব্বনাশক ব্যবসায়ের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে, এ সমস্ত উন্মাদের উক্তি। সদ্বিবেচক অপক্ষপাতী মহোদয়েরা কখনই একথা স্বীকার করিবেন না; যদি নাট্য-দ্বারা মনুষ্য জাতির বিন্দুমাত্র অপকার হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা নাট্যের অপব্যবহারে হইয়াছে, যথা

ব্যবহারে নহে। যে নাট্য যথার্থরূপে ব্যবহৃত হইলে দেবাত্মার ন্যায় পরের দুঃখে রোদন করিবে, কঠিন হৃদয় কোমল করিয়া দয়া, ভক্তি, প্রেম শিখাইবে, স্বার্থত্যাগ করিয়া পরোপকারে প্রবৃত্তি দিবে, হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ক্রোধ ঈর্ষা দুরাশা, কাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল মনোবৃত্তি সকল হইতে সাবধান করিবে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শান্তি দিবে, নিরাশ-হৃদয়ে আশা উৎসাহের আলোক জ্বালিবে, সেই নাট্যকে অযথা ব্যবহার কর দেখিবে, দানবের প্রচণ্ড-রোষে প্রলয় উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায়, প্রবল ঝটিকাবেগের ন্যায় সমাজের বিশাল অট্টালিকা ছিন্ন ভিন্ন দূরে নিক্ষেপ করিবে, মানুকতা মাদকতা প্রভৃতি দুর্নীতির স্রোতে দেশপ্লাবিত হইয়া যাইবে, এবং ধর্ম্মনীতি শান্তি প্রভৃতি দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব সংস্থাপিত হইবে, নাট্য বহ্নির ন্যায় উপকার অপকার উভয় কার্য্যেই ভয়ানক সমর্থ। যথার্থ নিয়োগ করিতে জানিলে মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহ ও সাচ্ছন্দ্যসাধনের প্রধানতম উপায়, কিন্তু মূর্খের হস্তে পতিত হইলে সর্ব্বনাশ করিতেও অদ্বিতীয়, কিন্তু নাট্য স্বভাবত ধর্ম্মের অনুকূল। বিশেষতঃ করুণ রসাশ্রিত নাটক অধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, বিশপব্লেয়ার এই জাতীয় নাটক সম্পর্কে যাহা লিখিতেছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "করুনরসাত্মকনাটক একপ্রকার উচ্চ জাতীয় রচনা এবং ইহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সচরাচর ধর্ম্মের অনুকূল সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্য-মনের উপর ধর্ম্মের আধিপত্য স্বভাবতঃ এত অধিক যে মহাকাব্যদ্বারা বিস্ময় উৎপাদন কিম্বা নাটকের করুণাংশদ্বারা মনোবৃত্তি সকলের উত্তেজনা বা আলোড়ন করিতে হইলে ধর্ম্ম-বৃত্তির উত্তেজন ব্যতীত সম্ভব নহে। সকল কবিই দেখিতে পান নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি একেবারে নির্দ্দোষ না হউক সুযোগ্য ও মহৎ প্রকৃতির না হইলে কখনই আমরা তাহাদের পক্ষপাতী হইতে পারি না এবং কোন নাটকীয় পাত্রকে ক্রোধ কি ঘৃণাভাজন করিতে হইলে তাহাকে পাপের বিভৎসবর্ণে চিত্রিত করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নাট্যকার সদাশয় ব্যক্তিদিগকে দুর্ভাগ্য করিয়া অঙ্কিত করিতে পারেন এবং তাহা প্রয়োজনীয় বটে, কারণ মনুষ্যজীবনে বাস্তবিকই এই-রূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে আমাদের হৃদয় তাহাদের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতে পারে সে কৌশলও শিক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া যদিও বর্ণনা করা যায় কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত একটীও নাই; যেখানে কবিকরুণারসের নাটক লিখিতে গিয়া শেষে অধর্ম্মকে জয়ী কিম্বা সৌভাগ্যবান করিয়াছেন এমন কি দুষ্টলোকের অভীষ্টপূর্ণ হইলেও তাহারা শেষে দণ্ডিত হইয়া থাকে এবং সুখের সহিত তাহাদের নানাপ্রকারের যন্ত্রণা অবিচ্ছিন্নরূপে মিশ্রিত আছে, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্তলোকের প্রতি করুণা এবং তাহাদের যন্ত্রনার হেতুভূত ব্যক্তিগণের প্রতি ক্রোধ-করুণ-রসাত্মক-নাটকের দ্বারা এই প্রকারে সচরাচর উত্থাপিত হইয়া থাকে। এইজন্য নাট্যকারেরা অন্যান্য শ্রেণীর লেখক-দিগের ন্যায় যদিও কখন কখন অযোগ্য রচনার নিমিত্ত অপরাধী হয়েন বটে এবং যদিও ধর্ম্ম সকল সময়ে যথাযোগ্য বর্ণে চিত্রিত হয় না তথাচ করুণরস মিশ্রিত নাটকের নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমার স্থির বিশ্বাস আছে করুণরস প্রধান নাটক মিশ্রজাতীয় হইলেও তাহারা প্রায়ই ধর্ম্ম ও মানসিক সদ্ভাবের একান্ত উপযোগী, অতএব ধর্ম্মাত্মা লোক অভিনয় আমোদকে যে তীব্রভর্ৎসনা করিয়াছেন তাহা কোন প্রহসনের স্থলে সঙ্গত হইতে পারে। ইহাদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে যথার্থ নাটক কি নাট্য কখনই নীতি বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এমন কি ইহাদের স্বভাব পর্য্যন্ত দুর্নীতির বিরোধী এবং ধর্ম্মের পক্ষপাতী। নর ঘাতকের সহিত কখনই আমাদের সহানুভূতি হইতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি পরের দুঃখ দূর করিবার

জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, যিনি অনাথের আশ্রয় দরিদ্রের পিতা মাতা, তাঁহার মুখ বিমর্ষ দেখিলে আমাদের অন্তঃকরণ দুঃখে অভিভুত হয়, নাটকগত কোন ব্যক্তির সহিত সমবেদনা অনুভব করিতে হইলে, তাহার বিশেষ কোন নৈতিক গুণ না থাকুক অন্ততঃ তাহার কোন বিশেষ নৈতিক দোষ না থাকা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতেও আমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মমূলতা প্রকাশ পাইতেছে, আমরা নিরপরাধী ওথেলোর দুঃখে কাতর হই, ইয়াগোর মন্ত্রণা সফল হইলে আহ্লাদিত হই না কেন? লোকে কৌশলে কোন কার্য্য সাধন করিলে আমরা তাহার বুদ্ধির কত প্রশংসা করিয়া থাকি কিন্তু ইয়াগোর যে ভয়ঙ্কর কৌশলে ওথেলোর পতন হইল তাহার প্রশংসা করা দূরে থাকুক তাহাতে আমাদের প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে? যদি নীতিহীন বুদ্ধিদ্বারা লোকে আমাদের প্রিয়পাত্র ও সমবেদনার অধিকারী হইতে পারিত তাহা হইলে ইয়াগোর ন্যায় উপযুক্ত পাত্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল না. কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ জগতে এখনও দানবের রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে এই স্থির হইতেছে যে যথার্থ নাট্যের স্বভাবে এমন কিছুই নাই যাহাতে ইহা নীতি ও ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে এবং ইহার মূলে যে ধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে তাহাও একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে।

সমাজের রুচি পরিবর্ত্তন বিষয়ে যে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু সে ক্ষমতা যে কি অনর্থকর কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে তাহাও কাহার অবিদিত নাই। কি উপায়ে বিকৃত রুচি প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে এই বিষমরোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের পথ্যপ্রদানের উপায় কি? এবং যে লক্ষ লক্ষ লোক এখনও আহারার্থী হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ভোজনের কি আয়োজন করা যায়? ইহাও একপ্রকার স্থির যে কোন সভ্যসমাজ চিত্তবিনোদনের এমন উপায় সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত আমরা বঙ্গসমাজের অভিভাবক ব্রাহ্মসমাজের নিকট আবেদন করিতেছি, সমাজ বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সন্তানগণের অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে বাস্তবিক তাঁহার চিন্তা ও ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে. এক্ষণে দেখা যাউক এই সমস্ত বিপথগামী ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কি উপায় করিয়াছেন? বক্তৃতা ও কয়েকটী ধর্ম্মসংগীত। কিন্তু এ সমস্তদেবতার ভাষা কেবল দেবতাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন, বক্তৃতা শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় নীরস হইলেও তাঁহাদের নিকট অমৃতের ন্যায় মধুর, কিম্বা সমাজে যদি সংগীত কি বক্তৃতার নাম গন্ধও না থাকিত তাহা হইলেও তাঁহারা সমাজমন্দিরে বসিয়া সমাধিযোগে পরব্রহ্মের হৃদয়ানন্দকরমোহন বীণাধ্বনি শুনিতে পাইতেন, সমাজবক্তৃতা করিয়া যথার্থ ভক্তদিগের উপকার করিয়াছেন, হতভাগ্য পাতকীদিগের জন্য কিছুই করেন নাই, যাঁহারা পীড়ার যাতনায় অস্থির তাহাদের ঔষধের উপায় না করিয়া সমাজ-সন্ন্যাসী সাধু মহাপুরুষদিগের জন্য সুধা সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছেন। সমাজ তাঁহাদিগকে তত্ত্ববোধিনী, নববিধান প্রভৃতি ধর্ম্মপত্রিকা দিয়াছেন, ঋষিদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রায় পাথেয় দিয়াছেন! কিন্তু অভাগাদিগের জন্য কি করিয়াছেন? ইহাদ্বারা যেন বোধহয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকগুলিই আত্মীয়, তদবহির্ভূত লোকের সহিত যেন তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, রোগীর ঔষধের প্রয়োজন, নিরোগীর ত তাহাতে আবশ্যক নাই। সত্য বটে, দীক্ষিতগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অচল রাখিবার এ সমস্ত উদ্দীপনা আবশ্যক। কিন্তু অন্যদিকে সহস্র সহস্র লোক যে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, তাহাও নিবারণ করা আবশ্যক। এ কথায় ব্রাহ্মমহোদয়গণ বলিতে পারেন, "আমরা ত সমাজের দ্বারবদ্ধ করিয়া রাখি নাই, ইচ্ছা হইলে পাপীতাপী সক-

লেই আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতে পারেন, বিপন্ন হতভাগ্যদিগের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের মনের ভাব এই উক্তিতেই বিশেষরূপেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে! ব্রাহ্ম-সমাজ কোনলক্ষপতি প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালার ন্যায় বলিতেছে যদি যথাসময়ে পোঁছছিতে পার আহার পাইবে, নতুবা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া তোমার আশাশুষ্কমুখে কেহ অন্ন তুলিয়া দিতে আসিবে না। ব্রাহ্মসমাজসিরিয়া ভুমির সেই বিনীত মেষপালকের ন্যায় ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত উপেক্ষা করিয়া অন্ধকারময় কাননের ভিতরে পথহারা মেষশাবকের অন্বেষণে যাইবেন না। ব্রাহ্মসমাজ কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে বক্তৃতা করিয়া যাইবেন। পাপীরা তদ্দারা আকর্ষিত হইয়া যদ্যপি আগমন করে এবং তাহাতে যদি তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন হয় তবে উত্তম, নতুবা এ উপায় নিস্ফল দেখিয়া সমাজ অন্য উপায় করিতে বাধ্য নহেন। ব্রাহ্মমহোদয়েরা স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না ব্রাহ্মসমাজের দুই চারিটী ভিন্ন অতি অল্পসংখ্যক দৈনিক বক্তৃতা আমাদের হৃদয়ের তল পর্য্যন্ত গমন করে। *

মনুষ্যের হৃদয় আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, "নীরস" বক্তৃতা তাহারা ভালবাসে না, সুতরাং তাহারা যাহাতে কর্ণপাত করিয়া একেবারে সংশোধিত হইয়া যাইবে, তাহারও উদ্যোগ করা উচিত! পাপের প্রশ্রয় দিতে বলিতেছি না। উত্তম অধমের মধ্যে কি মঙ্গল নাই, দিবস ও রজনীর মধ্যে কি গোধূলী নাই? আমরা তাই কোন মধ্য উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ একেবারে অধমকে উত্তম করিতে চাহেন। তাহা অত্যন্ত অভিলষিত হইলেও সম্ভব নহে, লোকে যেমন সহজ প্রকৃতি হইতে একেবারে ঘোর নরঘাতক হইয়া উঠিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে সাহস বর্দ্ধিত হইয়া যেমন ঐ ভয়ানক অবস্থায় উপস্থিত হয় সেইরূপ কল্য যে নরঘাতক ছিল সে অদ্য ঋষি হইয়া উঠিতে পারে না। তাহাকেও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হইবে, রত্নাকর বাল্মীকি হওয়া ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নহে।

কয়েকদিন পুর্ব্বে এই বিষয় লইয়া আমাদের কথোপকথন হইতে ছিল, আমাদের এক বন্ধু সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার একবিন্দুও শ্রদ্ধা ছিল না, সমাজের নামে তাঁহার নীরস বক্তৃতার কথা মনে পড়িত, আচার্য্যের সংস্কৃতজড়িত বচনও অস্বাভাবিক উচ্চারণ প্রণালী মনে পড়িত, তাঁহার "জলেতে" "স্থলেতে" মনে পড়িত এবং সেই ভাবশূন্য পুরাতন কথকতা শুনিয়া ভক্তদিগকে অশ্রুপাত করিতে দেখিলে "ভণ্ড" বলিয়া তাহাদের উপর পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্রদ্ধা হইত। তিনি সংগীতের অনুরোধ দুই একদিন সমাজে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবহীন বাক্যাড়ম্বর ও চৌতাল, অষ্টতাল, ব্রহ্মতালের ভয়ে সংগীতের নিকটে ঘেঁসিতে আর সাহস হইত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, সংগীতই তাঁহার পুনুরুজ্জীবন সম্পাদন করিল, একদিন একটীমাত্র করুণরসপুর্ণ সংগীত শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তিনি প্রথমদিন অশ্রুপাত করিলেন, তাহার পরদিন তিনিও ভণ্ডগণের দলভুক্ত হইয়া গেলেন, সংগীত শুনিয়া তিনি আমোদ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সংগীতই সেতু স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের পবিত্র পথে আনিয়া দিল, ইহাদ্বারা এই বোধ হইতেছে বিপথগামীকে ধর্ম্মপথে আনিতে হইলে তাহাদের ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, ধার্ম্মিকের দেবভাষা তাহারা বুঝিতে পারিবে না, এবং সে ভাষায় বুঝাইতে গেলে তাহারা উপহাস করিয়া চলিয়া যাইবে। ক্রমশঃ।

* লেখক একজন ব্রাহ্ম কি না বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধ প্রাপ্তির পর হইতেই আমরা দেখিতেছি কেশব বাবু "নববৃন্দাবন" অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন এবং ঠাকুরবাড়ীতে "কালমৃগয়া" অভিনীত হইয়াছে। সং

" বঙ্গবীর চরিত " শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র প্রণীত, শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া একান্ত আহ্লাদিত হইলাম। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এখানে সেখানে ২।১টী প্রকৃত বীর বাঙ্গালি জন্মিতেন, একথা শুনিলেও মনে আহ্লাদ হয়, গ্রন্থকারের প্রতি পুংক্তিতে প্রোজ্জলিত স্বদেশানুরাগের প্রভা প্রকাশিত হইতেছে। ও পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরে আত্ম গৌরব উদিত হইবেক, এই গ্রন্থের নায়ক বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমিত বাহুবলের যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কতক পরিমাণে রঞ্জিত হইলেও যে মৌলিক সত্য তাহার সন্দেহ নাই, ফলতঃ এরূপ পুস্তক প্রচারের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ও তজ্জন্য গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদ পাত্র বলিতে আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি না। * * * * * * * * * * তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবার সম্ভবনা।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।

১২৮৮। ১৪ই ভাদ্র।

এতদ্ ব্যতিত " ভারত সুহৃদ " প্রভৃতি সাময়িক পত্র সমূহ চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার পুস্তকের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়াছেন গত বৎসরে এই সভা হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছে।

১। অকাল উন্নতি (সমাজের গূঢ় রহস্য)

২। বঙ্গবীর চরিত (রামদাস বাবুর জীবনী)

৩। গীতি কবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে ভারত বিলাপ ও যমুনা লহরী গীতদ্বয়ে অপ্রকাশিত অংশ এবং অন্যান্য ভারত সম্বন্ধীয় কবিতা সন্নিবেশিত আছে।

৪। শুভঙ্করী আর্য্যা সমুদয় একত্রে মূল্য দশ আনা।

৫। গীতি কবিতা তৃতীয় ও ৪র্থ ভাগ যন্ত্রস্থ, অচিরাৎ প্রকাশিত হইবে, ইহাতে বৃন্দাবন মঞ্জরী, বারাণসী প্রভৃতি গীতি আছে।

নিয়মাদি।

১। গ্রাহকগণ পত্রিকা পাইলেই মূল্য পাঠাইবেন, এদেশে সচিত্র পত্র প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ আমাদের পত্রিকা প্রায় অর্দ্ধ মূল্যেই বিতরিত হইতেছে। গ্রাহক বৃদ্ধির সহিত চিত্রাদিও উৎকৃষ্টতর বর্দ্ধিত হইবে।

২। এক স্থানের দশজন গ্রাহককে পাঁচ টাকায় বৎসরে পত্রিকা প্রেরিত হয়, এবং কেহ পাঁচ খানি পত্রিকার এজেণ্ট হইলে এক খানি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে।

৩। ঋতু পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে প্রেরণীয়, মূল্যাদি আমার নামে পাঠাইবেন। বিদেশের মণি অডারই মূল্য পাঠাইবার প্রশস্ত উপায়, অন্যথায় বরাত দিলেও হইতে পারে। একখানির বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

৪। ভারতের অতীত গৌরবাত্মক কবিতা ইতিবৃত্ত ঘটিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কিম্বা কোন পুরাতন কীর্ত্তিকলাপ দেশীয় জীবন বৃত্ত কোন শিল্পাদির আদর্শ, গ্রন্থ বিশেষের সমালোচনা এবং ঋতু সম্বন্ধে বিচার এই কয়টী মাত্র বিষয় প্রকাশ্য।

৫। গ্রাহক সংখ্যা দেখিয়া আমারা অবিলম্বে লিথোগ্রাফীক উৎকৃষ্ট চিত্র সন্নিবেশ করিতে যত্ন পাইব।

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার প্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি স্থানে স্থানে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত রহিয়াছে, দেশহিতৈষি মাত্রেই সহানুভূতি দেখাইবেন। মূল্য অতি সুলভ।

(১ অকাল উন্নতি) (২ বঙ্গবীর চরিত)

৩ গীতি কবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এই চারিখানির একত্রে মূল্য ।৵০ নয় আনা মাত্র সভার উদ্দেশ্য সুলভ সাহিত্য প্রচার; ভবিষ্যতে আয় হইতে দেশীয় নারী শিক্ষার উৎসাহ জনক বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। সভার পুস্তক পত্রিকার গ্রাহককে আর একখানি জীবনী পুস্তক বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

৮ নং, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীশিবদাস বন্দোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষঃ।

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

ম বর্ষ। } দ্বৈমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৪০। গ্রীষ্ম কাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

জলস্থিতি বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মনুষ্য ও পশু যে রূপ জলে সন্তরণ দেয়, পক্ষীগণ সেই রূপ বায়ুতে সন্তরণ দিয়া থাকে। শোলা জলে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিলে যেমন উপরে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ তুলা বায়ুর উপরের দিকে উড়িয়া যায়। অন্তঃশূন্য আধার যেমন নিমগ্ন তরণীকে উত্তোলিত করিয়া ভাসমান করে, মনুষ্য সেইরূপ ব্যোমযান সহায় করিয়া বায়ুপরে চলাচল করে। অতএব জল এবং বায়ু এ সকল বিষয়েই একরূপ গুণাত্মাক। জলের ন্যায় বায়ুর ও তাপ সঞ্চালকতা গুণ আছে।

বায়ু এবং জল জনিত চাপের তারতম্য।

জলের মধ্যে যে চাপ অনুভূত হয় তাহা কেবল জলের গুরুত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ তাহা কেবল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফল। বায়ুর চাপ গুরুত্ব মূলক নহে। তাপ পাইলে বায়ু বিস্তৃত হয় এবং তজ্জন্য চাপ অনুভূত হয়। বায়ুর এবম্বিধ বিস্তৃতি জন্য তাত্তয়ার উপর রুটী ফুলিয়া উঠে। আতরের শিশি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে কাচকে গলাইতে হয় এবং একটী নলের অভ্যন্তর দিয়া তাহার ভিতর ফুৎকার দিতে হয়। অগ্নির উত্তাপে ঐ বায়ু বিস্তৃত হওয়ায় কাচঅন্তঃশূন্য হয়।

তাপমানযন্ত্র।

এই যন্ত্রদ্বারা উত্তাপ নির্ণয় করাযায়। সচরাচর পারদ পুর্ণ তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নিময় চুলা প্রভৃতি অত্যুত্তপ্ত স্থানের তাপ নির্ণয় জন্য কঠিন ধাতব যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, কাচ এবং পারদ দ্বারা তাহা হইতে পারেনা। যেখানে উত্তাপ এত কম যে পারদ জমিয়া যায়, সেখানে এল কোহল (মদ্য) অথবা বায়ু পুর্ণ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

উত্তাপ পাইলে সকল বস্তুই বিস্তৃত হয়, এবং শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়, এই বিস্তারণ ও সঙ্কোচন দৃষ্টে তাপ পরিমিত হয়।

তাপ মান যন্ত্রের সবিশেষ বর্ণনা করিবার পুর্ব্বে জড়তত্ত্বের একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। জড়পদার্থের অবস্থা তিন প্রকার, ।—১ম কঠিন, ২য় তরল, ৩য় বাষ্পময়। জড়পদার্থে অনু সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাকেই আণবিক আকর্ষণ কহে। উত্তাপ অনু সকলকে পৃথক পৃথক রাখিতে চেষ্টা করে। এই উত্তাপ জনিত বিপ্রকর্ষণ আনবিক আকর্ষণের প্রতিদ্বন্দী।

যখন আণবিক আকর্ষণ প্রবলতর, তখন জড় কঠিন ভাবাপন্ন হয়, যেমন বরফ। যখন উত্ত-

য়ের পরাক্রম সমান তখন জড় তরল ভাবাপন্ন হয়, যেমন জল। যখন উত্তাপ জনিত বিপ্রকর্ষন প্রবলতর তখন জড় বাষ্পময় আকার ধারণ করে যেমন ষ্টীম্, এই জন্য বরফে উত্তাপ সংযোগ করিলে প্রথমে জল উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধি সহযোগে বাষ্পময় বা ষ্টীম হয়। ষ্টীম, জল এবং তুষার বিভিন্ন ভাবাপন্ন একই পদার্থ।

পারদীয় তাপমান।

এই যন্ত্র একটী পারদ পূর্ণ কন্দ যুক্ত এক সূক্ষ্ম ও সমচ্ছিদ্র বিশিষ্ট কাচনালী মাত্র। কন্দওনলের কিয়দংশ পর্য্যন্ত পারদে পূর্ণ থাকে এবং অবশিষ্ট ভাগ শূন্যময় অর্থাৎ বায়ুহীন। তাপের হ্রাস বৃদ্ধি জন্য কখন পারদ অল্প, কখন অধিক দূর ব্যাপিয়া থাকে। তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে পারদ নলের যে স্থানে নামিয়া পড়ে সেই স্থানকে দ্রবণাঙ্ক বলে। দ্রবণাঙ্কের স্থান একটী (০) বিন্দু পাত দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। ফুটন্ত জল নিসৃত বাষ্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে পারদ উথলিয়া নলের যে স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় তাহাকে ফুটনাঙ্ক কহে। এই দুই অঙ্কের স্থানকে কেহবা ১৮০, কেহবা ১০০, এবং কেহবা ৮০, সম অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার অংশ সূচক একাদি চিহ্ন সকল দ্রবণাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। দ্রবণাঙ্কের নিম্নভাগকে এবং ফুটনাঙ্কের উপরিভাগকেও ঐরূপ সমভাগে বিভাগ করা হয়, দ্রবণাঙ্কের নিম্নভাগের অংশ সকলের পুর্ব্বে "—" বা ঋণ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাপমানের অংশ সকল সচরাচর একটি সাঙ্কেতিক ক্ষুদ্রবিন্দু দক্ষিণ ভাগের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে সন্নিবিষ্ট হইয়া লিখিত হয়। যথা ৬৫ লিখিলে পঞ্চাধিক ষষ্টিঅংশতাপ বুঝাইবে।

সেলসস নামক বিজ্ঞানবিৎ যে তাপমান প্রস্তুত করেন তাহার দ্রবণাঙ্ক ও ফুটনাঙ্কের অন্তঃবর্ত্তী স্থান শত সমাংশে বিভক্ত বলিয়া তাঁহার রচিত তাপমান যন্ত্রকে শতাংশিক বলাযায়, রুসিয়া ও ইংলণ্ড ভিন্ন ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ওলন্দাজ পণ্ডিত ফারেন হীট নির্ম্মিত যন্ত্র ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হয়। শতাংশের পরিবর্ত্তে এই যন্ত্রে ১৮০ অংশ আছে। রুসিয়ার প্রচলিত রোমর নির্ম্মিত তাপমান যন্ত্রে ৮০ মাত্র অংশ আছে। দ্রবনাঙ্কের নিম্নভাগে যেমন ঋণ চিহ্নযুক্ত অঙ্ক সকল সন্নিবিষ্ট থাকে, ফুটনাঙ্কের উপরিভাগে সেরূপ না হইয়া ক্রমাগত ১০১, ১৮১, বা ৮১ সংখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ ফারেণ হীটের $\frac{৯}{৫}$ অংশের এবং রোমারের $\frac{৪}{৫}$ অংশের তুল্য, কারণ শতাংশিকের যে ভাগে শত অংশ আছে ফারেণ হীটের ও রোমরের সেই স্থানে ক্রমান্বয়ে ১৮০ ও ৮০ অংশ আছে, যদি শতাংশিকের একাংশকে "শ" ও ফারেণ হীটের একাংশকে "ফ" এবং রোমারের একাংশকে "র" বলিয়া নির্দ্দেশ করাযায় তবে শ : ফ : র : = ১০০
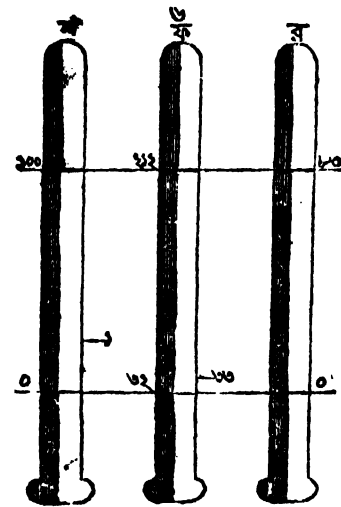
১৮০ : ৮০ = ৫ : ৯ : ৪ অথবা $\frac{শ}{৫} = \frac{ফ}{৯} = \frac{র}{৪}$। ফারেণ হীটের তাপমান যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য আছে। ফারেণ হীট মহোদয় আপন যন্ত্র নির্ম্মাণকালে তুষার সহ লবন মিশ্রিত করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে রাখিয়া দ্রবনাঙ্ক স্থির করিলে প্রকৃত দ্রবণাঙ্ক পাওয়া যাইবে। এই ভ্রমের বশবর্ত্তী

হইয়া তিনি দ্রবণাঙ্ক ৩২ অংশ নিম্নতর দেশে সংস্থাপন করেন। বায়বীয় এবং এলকোহল বা মদ্যযুক্ত তাপমান যন্ত্রের প্রনালী স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মৌলিক উপায় এক। এই দুই যন্ত্র এবং অগ্ন্যুত্তাপ পরিমাপক বা পাইরোমিটার যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া তাহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না।

বায়ুর ভার।

কঠিন ও তরল পদার্থের ন্যায় বাষ্পময় পদার্থ সকলেরও ভার আছে, আমরা সহজে বাষ্পময় পদার্থের ভার অনুভব করিতে পারি না। প্রথমে এঃ
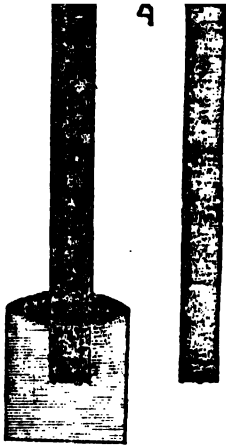
বায়ুপুর্ণ পাত্র ওজন কর, পরে বায়ুনিষ্কাসণ যন্ত্রদ্বারা ঐ পাত্রের বায়ু নিষ্কাসিত করিয়া উহাকে ওজন করিলে দেখা যাইবে ঐ পাত্রের ওজন এখন কম হইয়াছে, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝাযায় যে বায়ু গুরুপদার্থ। এই তত্ত্ব প্রাচীনেরা অবগত ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা অনেক বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

তরিচেলী নামক একজন ইটালী দেশীয় পণ্ডিত ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে বায়ুর ভার নিরূপণ করেন। জলের উপরে একটী নল সংলগ্নকরতঃ মুখদ্বারা ঐ নলের বায়ু টানিয়া লইলে নল জলে পুর্ণ হয়। এই ঘটনার প্রাচীন মীমাংসা এই যে প্রকৃতি শূন্যকে ঘৃণা করেন বলিয়া নলের অভ্যন্তর শূন্য হইবামাত্র জলদ্বারা পুর্ণ হয়, অধুনা ফ্লরেন্স নগরে একটী গভীর কূপ খাত হইলে দেখাযায় যে ৩৪ ফুটের অধিক উচ্চে নলদ্বারা জল ঐরূপে উত্তোলিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানবিৎ গালিলিও এসময় ব্যঙ্গ চ্ছলে বলেন ৩৪ ফিটের উপর আর প্রকৃতি শূন্যকে ঘৃণা করেন না। গ্যালীলিওর মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য তরিচেলী এই বিষয়ের নিগূঢ় কারণ, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিলেন বায়ুর ভার থাকা অসম্ভব নয়, নলের ভিতর জলের উপর বায়ুর যে চাপ ছিল বায়ুনিষ্কাসিত হইলে তাহা উঠাইয়ালওয়া হইল। জলের চাপ পরিচালকতা গুণ আছে, তবে নলের বাহিরে বায়ুর যে ভার আছে তজ্জনিত নলের ভিতর জল অবশ্য উঠিতে পারে, তবে ৩৪ ফিট বই আর অধিক উর্দ্ধে উঠে না কেন? বোধ হয় বায়ুর যে ভার তাহার জন্য ৩৪ ফিট পর্য্যন্তই জল উঠিতে পারে, অর্থাৎ নলের আয়তনের উপর পৃথ্বীতলস্থ এক স্তম্ভ বায়ুর ভার ঐ নলের ৩৪ ফিট পরিমিত এক স্তম্ভ জলের ভারের তুল্য।

পারদজল অপেক্ষা সাড়ে তের গুণ বেশী ভারী, অতএব বায়ুর চাপে পারদ ৩০ ইঞ্চ উপরে উঠিবে, তরিচেলী তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেন। এই জন্য তিনি একধারে রুদ্ধ করা একটী কাচের নল পারদ পুর্ণ করিয়া একটী পারদ পুর্ণ পাত্রের উপর উল্টাইয়া ধরিলেন। ৭ম চিত্র। পরীক্ষার ফলে একবারে বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন নলের ভিতর কেবল ৩০ ইঞ্চ পরিমিত পারদ রহিল, বাকী পারদ পড়িয়া গেল। তাঁহার অনুমান প্রমাণিত হইল।

চিরন্তন কুসংস্কার সহজে ত্যাগ করা যায় না বলিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী তরিচেলীর আবিষ্কৃত সত্য গ্রাহ্য করিলেন না। প্রথমে তরিচেলীর মনে যে তর্কস্রোৎ প্রবাহিত হয় সেই স্রোতের অনুগামী হইয়া প্যাস্কাল বলিলেন যে, যদি বায়ুর জন্যই এসকল কার্য্য তবে পর্ব্বতোপরি উঠিলে অনেক বায়ু নীচে পড়িয়া থাকিবে, কাযেই তথায় বায়ুচাপ অপেক্ষাকৃত লঘুতর হইবে। এই তর্ক সূত্র ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, পর্ব্বতোপরি

বায়ুর চাপজন্য নলে ৩০ ইঞ্চ পারদ উঠিবে না। এই সিদ্ধান্তের পরীক্ষা জন্য পুঞ্জীদেদোঁ পাহাড়ে উঠিলেন এবং দেখিলেন পরীক্ষার ফলেদ্বারা সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইল। পারদ ৩০ ইঞ্চের কম উঠিল।

বায়ুমান যন্ত্র।

তরিচেলীর পরীক্ষা হইতেই বায়ুমান যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বস্তুতঃ এই নলই বায়ুমান যন্ত্র। ৮ম চিত্র

যেরূপ দেওয়া হইল তাহার দ্বারা যন্ত্রের কার্য্য বুঝা যাইবে। ক খ একটী বক্রনালী, নালীর ক মুখ রুদ্ধ, এবং খ মুখ খোলা, খ মুখের আয়তন, ক মুখের আয়তন অপেক্ষা বৃহত্তর, ক, খ নালী পারদ পূর্ণ করিলে নালীর ভিতরের সমুদায় বায়ু নিষ্কাশিত হইবে, পরে নালীর কিঞ্চিৎ পারদ বাহির করিয়া লইতে হইবে। মনেকর প্রথমে নালীর খ গ স্থান ব্যপিয়া পারদ ছিল বায়ুর চাপ জন্য পারদ এক ইঞ্চ উত্থিত হইয়া স স্থানে উঠিল, কাযেই খ স্থানের পারদ জ স্থানে নামিবে। ক মুখের আয়তনকে ক এবং খ মুখের আয়তনকে খ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে খ মুখে যদি পারদ এক ইঞ্চ নামে তবে খ মুখের পারদ এক ইঞ্চির বেশী উঠিবে সন্দেহ নাই। খ ভাগে এক ইঞ্চ নামিলে ক ভাগে ১+$\frac{খ}{ক}$ ইঞ্চ পারদ উঠিবে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে বায়ুমান যন্ত্রে সচরাচর পারদ ৩০ ইঞ্চ উঠিয়া থাকে। অতএব প্রতিবর্গ ইঞ্চের উপর ত্রিশ ঘন ইঞ্চ পরিমিত পারদের ভার পরিমিত বায়ুর ভার আছে। ৩০ ঘন ইঞ্চ পারদের ওজন প্রায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের, আমাদের শরীরের ক্ষেত্রফল প্রায় ২,০০০ বর্গ ইঞ্চ, অতএব আমরা নিয়ত ৩৭৫ মন ভারবহন করিতেছি! অথচ তাহা অনুভব করি না। এমন কি বায়ুর যে ভার আছে তদ্বিষয়ে ও সংশয় দূর করিতে দুই সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।

ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য কখন উষ্ণাধিক্য নিবন্ধন বায়ু লঘুতর এবং শৈত্য প্রভাবে গুরুতর হয়, বায়ুমান যন্ত্র দৃষ্টে এবং স্থপতি (statistics) বিদ্যার সাহায্যে নাবিকেরা ঝড়ের আগমন পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া সাবধান হয়। (পরিশিষ্ট দেখ)

বায়ুনিষ্কাসনযন্ত্র।

একটী ধাতুনির্ম্মিত মসৃণ আধারের উপর ক নামক একটী মসৃণ তলবিশিষ্ট কাচের আবরণে পাত্র
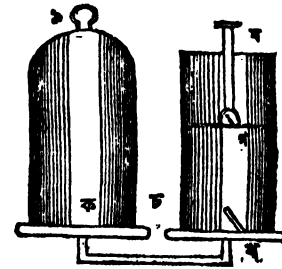
রাখা হইয়াছে। ধাতব আধারের নিম্নে একটী ছিদ্র আছে, ছিদ্রের সহিত চ নামক একটী নল সংযুক্ত রহিয়াছে। চ নলটী খ চোঙ্গের মুখে সংলগ্ন আছে। এই সংযোগ স্থলে খ নামক একটী কবাট আছে, এই কবাট এরূপে সংলগ্ন যে উপরের দিকে খোলা যায়, নীচের দিকে খোলাযায় না। খ চোঙ্গের ভিতর উহার গর্ভদেশের সম আয়তনের ঘ গ নামক একটী অর্গল আছে, অর্গলের নিম্নদেশে গ নামক একটী কবাট আছে, ইহা কেবল উপরের দিকে খোলা যায়।

মনেকর অর্গলের তলদেশ প্রথমে চোঙ্গের তলদেশের সহিত সংলগ্ন আছে, অর্গলের ঘ হাতল ধরিয়া টানিলে অর্গল উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে, এখন

ক্রমশঃ। শ্রীমাধবলাল সিংহ।

সামবেদ।

ওম্

পরমাত্মনে নমঃ

"য়ো অগ্নৌ রুদ্রো য়ো অপস্ব ১ ন্ত

র্য় ওষধী বীরুধ আবি বেশ। য় ইমা বিশ্বা ভুব নানি

চা কৢ৯পে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্ন য়ে"॥

অনুক্রমণিকারূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য।

বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সমষ্টির নাম বেদ। যাজ্ঞিক-গণ যাহা মন্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করেন তাহাই মন্ত্র। * তদিতর ভাগ ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত। জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতু (বিদল জ্ঞানে) হইতে বেদ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়। বেদ পদ্যকে ঋক্ বলে। গদ্যকে নিগদ বলে। ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ গদ্যে লিখিত। এই ব্রাহ্মণ ভাগে আর এক ভাগ আছ তাহাই জ্ঞানকাণ্ড, রহস্য, বেদান্ত বা উপনিষদ্ বলিয়া অভিহিত। সমাস্ততঃ ঋগ্বেদ পদ্য, সামবেদ গীত, যজুঃগদ্য। মনু প্রভৃতিতে উক্ত তিন বেদেরই নাম লিখিত আছে—"অগ্নি বায়ু রবিভ্যাশ্চ ঋক্ যজু সাম লক্ষম্"। মনু। অন্যত্র অথর্ব্ব বেদেরও নাম আছে. তন্মতে বেদ চারি প্রকারঃ—ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব, বেদাঙ্গ—ষড়ঙ্গবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

শিক্ষা—বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম্য বিষয়ক উপ-দেশ যাহাতে আছে তাহাই শিক্ষা গ্রন্থ। যথা পাণিণীয় শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, গৌতমীয় শিক্ষা ও লোমশী শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রন্থ। সামান্য ব্যাকরণাদিতে মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্যাদি যে উচ্চারণের উপদেশ আছে তাহা শিক্ষাগ্রন্থের শাসন। অকারাদি বর্ণ, আপাততঃ স্বর ত্রিবিধঃ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। প্রত্যেকে আবার উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাই প্রকারান্তরে গীতকালে, ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার নামক গ্রামত্রয়ে বিভক্ত। তবে গানে প্রত্যেক গ্রামে সপ্তস্বর সুতরাং ত্রিসপ্ত। স্বরে ও হ্রস্বাদিতে উদা-ত্তাদি দ্বারা প্রধানতঃ নবধা। উচ্চৈঃস্বরের নাম উদাত্ত যথা—আয়ে। নীচৈঃস্বর অনুদাত্ত যথা—অর্বাঙ্। উভয়ের সমাহার স্বরিৎ। হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও প্লুত যাহা তাহাই মাত্রা। উদাত্তাদি স্বর। হ্রস্ববর্ণ একমাত্র, দীর্ঘবর্ণ দ্বিমাত্র, প্লুত ত্রিমাত্র ও ব্যঞ্জন-অর্দ্ধমাত্র। বল—উচ্চারণ স্থান ও প্রযত্ন; প্রযত্ন বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। সাম্য—অনতিদ্রুত, অনতি বিলম্ব গীতাদি দোষ রহিত, মাধুর্য্য গুণযুক্ত উচ্চারণ সাম্য। ইহা ভিন্ন প্রতি শাখাগত শাসনানুসারে "প্রাতিশাখ্য" আছে।

কল্প—যাগ প্রয়োগ যাহাতে কল্পিত হয় তাহাকে কল্প কহে; কর্ম্মাদির রীতি কল্প সূত্রে নিরূপিত। আশ্বলায়ন্ আপস্তম্ভ, বৌধায়ন ও গোভিল গৃহ্যসূত্রাদি কল্প সূত্র।

ব্যাকরণ—পাণিনি ও মাহশ।

নিরুক্ত—বৈদিক পদব্যাখ্যা, ইহা সরল সংস্কৃতে বিবৃত। যাস্ক, শাকপুণিও ওর্ণলাভাদির বিরচিত নিরুক্ত গ্রন্থ বৈদিক অভিধান।

ছন্দোগ্রন্থ—পিঙ্গলাচার্য্য প্রণীত। সামবেদীয়

* "যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষ বর্জ্জিতং" মিত্যাদি পূর্ব্ব মীমাংসায়াং জৈমিনিঃ।

দৈবত ব্রাহ্মণ উহার মূল। পিঙ্গলাচার্য্য কেবল ১৩৭৭-২১৬ প্রকার বর্ণবৃত্ত লিখিয়াছেন। আদৌ বৈদিকছন্দঃ সামান্যতঃ ছন্দঃ, অতিচ্ছন্দঃ, ও বিচ্ছন্দঃ এই ত্রিবিধ। ইহার প্রত্যেকে সাত প্রকার।

ছন্দঃ যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। গায়ত্রী ২৪ অক্ষর তাহা হইতে ক্রমে ২ চারি ২ অক্ষর বৃদ্ধি করিয়া এক এক ছন্দঃ হইবে, অতএব জগতী ৪৮ অক্ষর।

অতিচ্ছন্দঃ—অতিজগতী, শক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি ও অতিধৃতি। অতিজগতী ৫২ অক্ষর সুতরাং পূর্ব্ববৎ অতি ধৃতি ৭৬ অক্ষর।

বিচ্ছন্দঃ—কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি সংস্কৃতি, অতিকৃতি ও উৎকৃতি। কৃতি ৮০ অক্ষর। ক্রমানুসারে উৎকৃতি ১০৪ অক্ষর। যাহার সংখ্যা দেওয়া হইল না পাঠকগণ গণিয়া লইবেন।

জ্যোতিষ—যাগকাল প্রয়োগ নিরূপণার্থ জ্যোতিষ প্রয়োজনীয়। বৈদিক পাঠ—পদ, ক্রম, জটা, ও ঘন-ভেদে চতুর্ব্বিধ। পদ—সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া বিভিন্ন-রূপে নিবেশিত পাঠ পদপাঠ যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩
নমস্তে অগ্ন ওজসে, গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈর

৩
মিত্র মর্দ্দয় ॥ কৌথুমীশাখা, ছং আং ১প্রঃ ১অঃ ২দঃ।

নমঃ তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈঃ অমিত্রং অর্দ্দয়।

ক্রম—কোন্ পদের কোন্ পদ, কোন্ মন্ত্রের শেষ হইলে কোন্ মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহা ক্রমগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা পুর্ব্বোক্ত মন্ত্রে—

নমঃ তে তে অগ্ন অগ্ন ওজসে ওজসে গৃণন্তি গৃণন্তি ইত্যাদি। জটা—প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিনবার আবৃত্তি হইবে। দ্বিতীয় বারক আবৃত্তিলে দ্বিতীয় পদটী প্রথমে প্রথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হয়।

নমঃ তে তে নমঃ নমঃ তে, তে অগ্ন অগ্নতে তেঅগ্ন অগ্ন ওজসে ইত্যাদি ঘন— পুর্ব্বোক্ত সদৃশ আর এক প্রকার পাঠ।

নমঃতে, তেনমঃ, নমঃতে অগ্ন ইত্যাদি।

ঋত্বিক—যজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত চারিজন। অধ্বর্য্যু হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা।

অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে বেদী নির্ম্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞ শরীর সম্পন্ন হয়। হোতৃ-কর্ত্তৃক ঋগ্বেদীয়-মন্ত্রে ঐ বেদীতে হোমাদি যজ্ঞভূষণ সম্পাদিত হয়। তখন উদ্গাতৃ কর্ত্তৃক সামগীত হইয়া আহুতির সাকল্য সাধন জন্য ব্রহ্ম স্মরণাদি দ্বারা যজ্ঞ-বপুঃ মণ্ডনে মণি মাণিক্য খচিত করা হয়। ব্রহ্মার বেদত্রয়াভিজ্ঞ হওয়া চাই, তাঁহার হোমের মান ঠিক ও আবশ্যক হইলে সংশোধনাদি করিতে হইবে। আবার উহা-রই প্রত্যেকের অধীনে তিন জন পুরোহিত থাকে। যথা অধ্বর্য্যুর প্রধান সহকারী প্রস্থাতা, দ্বিতীয় নেষ্টা ও তৃতীয় উন্নেতা। হোতার প্রধান সহকারী মৈত্রা-বরুণ, দ্বিতীয় অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার প্রধান সহকারী প্রস্তোতা, দ্বিতীয় প্রতিহর্ত্তা, তৃতীয় সুব্রাহ্মণ্য। ব্রহ্মার প্রধান সহকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, দ্বিতীয় আগ্নীধ্র ও তৃতীয় পোতা।

ঋষি—কোনমতে মন্ত্রদ্রষ্টা, যাহা হইতে অনু-প্রাণিত হইয়া মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। কোনমতে যার বাক্য সেই ঋষি, অর্থাৎ যিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ ঋষি বাক্য অর্থাৎ এক ঋষি যত গুলি মন্ত্র প্রকাশ করিছেন তাহার নাম সুক্ত।

দেবতা—যে মন্ত্র দ্বারা যে কেন বস্তুর ব্যবহার বা উপাসনা বোধিত হয়। কোনমতে দিব্ ধাতুর দ্যোতনার্থ গ্রহণ করিয়া (দিবু ক্রীড়া বিজিগীষা ব্যব-হার-দ্যুতি-মোদ-মদ-স্বপ্ন-কান্তি-গতিষু) শাস্ত্রোদ্ভা-সিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দেবতা বলা হইয়াছে।

সামবেদ—গীতিতে রচিত মন্ত্রগুলির নাম সাম (সামন্) উদ্গাতার ব্যবহারোপযোগী মন্ত্র সংহিতা পাঠই সাম সংহিতা। মূল মন্ত্রগুলি গান সময়ে অন্ত্যা-কার ধারণ করে স্তোভাদি বিশিষ্ট হইয়া গীত হইয়া থাকে। যথা—

২৩ ১ ২
"অগ্ন আয়াহি" এই মন্ত্রাংশ গানকালে "ওগ্নায়ি
২ । ৩
আয়াহী" ইত্যাদি রূপ হইয়া থাকে।

গানে সপ্ত স্বরই (ক্রুষ্ট ১ প্রথম ২ দ্বিতীয় ৩ তৃতীয় ৪ চতুর্থ ৫ পঞ্চম ৬ষষ্ঠ ৭) জীবন, সুতরাং রাগাদিও আবশ্যকীয়। ঋকের বর্ণ রূপান্তরিত না হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে সেই বর্দ্ধিত বর্ণ বা বর্ণ গুলিকে স্তোভ কহে। স্তোভ তিন প্রকার, বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। যথা "আয়াহি" স্থানে গানসময়ে "আয়াহী" ঈকার হইল। কোন স্থলে বর্ণাগম ও বর্ণ বিপর্য্যয়াদিও হইয়া থাকে। ফল কথা গান গ্রন্থ ভিন্ন। গেয় ও আরণ্যককে "যোনিগান" এবং উহ ও উহ্য। অতএব গেয়, আরণ্যক উহ ও উহ্য।

মৌক্তিকোপনিষদে সামবেদের সহস্র শাখার কথা লিখিত আছে ("সহস্র সংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ") শাখা ভেদে এক একটী সাম ভিন্ন ২ প্রকারে সংগীত হইয়া থাকে এই জন্য বোধ হয় সহস্র শাখার স্বীকার হইয়াছে। সামবেদে ছান্দোগ্য শাখাই প্রচলিত ও প্রধান।

ইহারই নামান্তর কৌথুমীশাখা, ইহার ব্রাহ্মণ ভাগ "ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ" রহস্য বা বেদান্ত ভাগ ছান্দোগ্যোনিষদ। বেদান্তে ইহা সাতিশয় প্রামাণিক।

সঙ্কেত—উদাত্ত জ্ঞাপক ১ চিহ্ন। অনুদাত্তজ্ঞাপক ২ চিহ্ন ও স্বরিৎজ্ঞাপক ৩ চিহ্ন। "।,, ঐ উচ্চারণে সবলাঘাত। গানগ্রন্থে—১ = নিষাদ, ২ = গান্ধার ৩ = ষড়জ, ৪ = মধ্যম, ৫ = পঞ্চম, ৬ = ধৈবত, ৭ = ঋষভ। (ষ০ ঋ০ পা০ ম০ স০ ধা০ নি০) "ব" = বর্গীয় ব্।

ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ সামবেদ সংহিতা। (কৌথুমী শাখা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আগ্নেয় পর্ব্ব।

প্রথম প্রপাঠকঃ।

প্রথম দশতি।

প্রথমা ঋক্।

২৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩　২ ৩ ১　২
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণা নোহব্য দাতয়ে।

১ ৩　৩ ১ ২
নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১ ॥ এই ঋকটী গেয় গানে
৪　২ ।　১　২ —　২ ১ —
ওগ্নায়ি। আয়াহীত বোইতোয়া ২ই। তোয়া ২ই।
১　২　১　১　১
গৃণা নো ২। ব্যদাতোয়া ২ই। তোয়া ২ই। নায়ি
২ ।　৩　৫　৩
হোতাসা ২৩। ৎসা ২ই বা ২৩৪ ঔ হোবা। হী ২৩৪
৪ ৫ ৪ ৫　৪　১
য়ী ১ ॥ অগ্ন আয়াহিবী। ওয়াই। গৃণাণো হব্যদাতা
২　১ ।　২ ১　৫ ১
২৩ য়াই। নিহোতো সৎসি বর্হা ২৩ ইষি বর্হা ২ষা
৫　।　১১১১
১৩৪ ঔ হোবা বর্হীতষী ২৩৪৫ ॥ ২ ॥

৫ ৪ ৫　৪　১ ।
অগ্ন আয়াহি। বা ৫ই ৩য়াই। গৃণানো হব্যদা
২　২　৩　৫　১　২
১ তা ৩য়ে। নিহোতা ২৩৪ সা। ৎসা ২৩৪ ইবা ৩।
১　৫
হা ২৩৪ ইষো ৬ হা ই ॥ ৩ ॥

ঋগিয়ং ভরদ্বাজেন দৃষ্টা গায়ত্রী ছন্দঃ।

হে অগ্ন! অঙ্গনাদি গুণ বিশিষ্ট অগ্নে (অঙ্গয়তীত্যগ্নিঃ * সম্বোধনে অগ্ন লোকেতু অগ্নে) ত্বং আয়াহি অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। কিমর্থং! বীতয়ে (ভক্ষণার্থ বীধাতো সিক্তন্) চরু পুরোডা শাদীনাংসিক্তং ভক্ষণায়, কীদৃশঃ সন্ গৃণানঃ (গৃধাতোঃ শানচ্) অস্মাভিঃ স্তূয়-

* "অঙ্গয়তির" বাঙ্গলা নাই, তবে পূর্ব্ব বাঙ্গলার প্রাকৃত ভাষার "আঙ্গাইয়া" শব্দটী অঙ্গয়তি মূলক। অঙ্গয়তি ও আঙ্গাইয়া একার্থ বা একবাক্যবাচক।

† চরু যজ্ঞীয়ান্ন বা পায়স (চর + উ) চর ভক্ষণার্থক সুতরাং চরু অন্ন। পুরোডাশ—(পুরস্ + দাশ + অ) দাশ, দানার্থক। পুরঃ অগ্রে যাহা দান করা যায়। পুরোডাশ যজ্ঞীয় হবিঃ।

মানঃ সন্ ব্যত্যয়েন কর্ম্ম-কর্ত্তৃ প্রত্যয়ঃ। পুনশ্চ কিমর্থং! হব্যদাতয়ে * দেবেভ্যো হবিঃ প্রদানায়।

আগত্যচ হোতা দেবানামাহ্বাতাসন্ (হুলি হোমে ইতিধাতোঃ) বর্হিষি আস্তীর্ণে দর্ভে নিষৎসি নিষীদ। সদে শ্ছান্দসঃ শপোলুক্।

(নি হোতা সৎসি। 'নি ইতি উপসর্গঃ + " সৎসি ব্যবধানে। (ব্যবহিতাশ্চ। ১।৪।৮২ পাং। লোকেতু নিষৎসি এব। " তে প্রাগ ধাতোরিতি)।" ॥ ১ ॥

হে অগ্নে! আমাদিগ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, চরুপুরোডাশাদি ভোজনের জন্য এবং দেবতাদিগকে হবি প্রদান জন্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর ও আস্তীর্ণ দর্ভাসনে উপবেশন কর ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়া।

২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ত্বমগ্নে য়জ্ঞানা ৺ হোতা, বিশ্বেষা ৺ হিতঃ।
৩ ২ ৩১ ২ ৩১ ২
দেবেভি মানুষে জনে ॥ ২ ॥

৪ ৫ । ৪। ৫। ৪ ৫ ৪ ২ ১। ।
গানে—ত্বমগ্নে য়জ্ঞানাম্। ত্বমগ্নায়ি য়জ্ঞানা ৺
। । । । । ২ ২। ১।
হোতা বিশ্বেষা ৺হা ২৩ হিতাঃ দেবেভা ২৩ য়িম্ম।
৩। ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
নুষে জনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ড়া ॥৪॥

ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! বিশ্বেষাং য়জ্ঞানাং অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোমাদীনাং সম্বন্ধী হোতা হোম নিষ্পাদন শীলঃ। (জুহোতে স্তৃ। চ্ছীলক তৃন্) য়দ্বায়জ্ঞানাং যষ্টব্যানাং বিশ্বেষাং দেবানাং হোতা আহ্বাতা এবং ভূত স্ত্বংমানুষে মনোরপত্য ভূতে (মনোর্জাতা বঞ্যতৌ ষুকচ ৪। ১।১৬১। পাং) জনে যজমান লক্ষণে, দেবেভিঃ দেবৈঃ ছান্দসোভিস ঐসভাবঃ *।

(অতো ভিস ঐস। বহুলং ছন্দসি ॥ ৭।১।১০ পাং) দেবনশীলৈঃ ঋত্বিগভিঃ হিতঃ নিহিতঃ গার্হপত্যাদি রূপেণ † সংস্থাপিতো ভবসি। য়দ্বাদেবৈরেবে ন্দ্রাদিভিঃ উক্ত লক্ষণঃ সন্ যজ্ঞানাং নিষ্পাদনায় যজমানে নিযুক্তোইসি ॥ ২ ॥

গৌতম সংহিতা মতে পঞ্চাগ্নি যথাঃ— গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য।

গৃহ সকলের পতি—গার্হপত্যাগ্নিতে হোমকারী, বিশ্ব বিজয়ী।

দক্ষিণাগ্নি যজমান দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন জন্য দক্ষিণাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি হোমকারী অন্তরীক্ষ জয়ী। আহবণীয়—যজ্ঞে হোম আভি মুখ্যসহ বর্ত্তমান অগি আহবণীয় বলিয়া শ্রুত। আহবাগ্নিতে হোম কারী পৃথিবী; অন্তরীক্ষ অথবা নক্ষত্র লোক সহিত দ্যুলোক জয় করেন।

সভ্য—সভাগত অগ্নির নাম সভ্য। সভ্যাগ্নিতে হোতা যমলোক জয়ী হয়েন।

আবসথ্য—পচনাগ্নির নাম আবসথ্য। আবসথ্যাগ্নিতে হোম কারী সস্ত্রীক সপ্তর্ষি লোকে আনন্দের সহিত বাস করেন।

পৌরাণিক গণ অগ্রজ-স্মৃত্ব, হেতু অগ্নি নামের ব্যুৎপত্তি সাধন করেন।

অথ তৃতীয়া।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নিন্দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ব বেদসম্। অস্য
৩ ১ ৩৩ ১ ২
য়জ্ঞস্য সুক্রতুম ॥ ৩ ॥

---

* "হব্যদাতি" চতুর্থীর একবচনে হব্যদাতয়ে (দা+তি)

† "নিহোতা সৎসি", "নিষৎসি" এই ক্রিয়াপদের নি উপসর্গ তৃতীয় চরণের প্রথমই স্থাপিত। বেদে উপসর্গ পূর্ব্বে বা পরে থাকিতে পারে। টীকায় তাহার সূত্র সংখ্যাসহ, পাণিনি হইতে দেওয়া গেল।

* হে অগ্নে! তুমি অগ্নিষ্টোম ও অত্যগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসম্বন্ধে হোতা। অথবা সমস্ত দেবগণের আহ্বানকারী। ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অথবা ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক। তুমি যজমান রূপ মানুষে যজ্ঞ নিষ্পাদন জন্য গার্হপত্যাদি রূপে স্থাপিতহইয়াছ।

২ ১। ২। ১।
গানে—অরিন্দ্ূতাম্। বৃর্ণীমহাই। হোতারা ২৩
৩ ২। ২ ১ ২।
ৎবি। শ্ববেদসাম্। অস্যয়া ২৩ জা। আ। ঔ ৩
১। ১।
হোবা। স্যা সুক্রতুম্। ইডা ২৩ ভা ৩৪৩। ও
২৩৪৫ই। ডা॥ ৫॥ ৩॥

মেধাতিথি ঋষিচ্ছন্দঃ পূর্ব্ববৎ।

দূতং দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং অগ্নিদেবং বিনিমহে স্তুতিভির্হবিভির্বা সম্ভজামহে। অস্য চ দূতত্বং তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতম্ "অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং দূতমাসী দুশনা কাব্যোঽসুরাণাম্" ইতি। কথম্ভূতম্? হোতারং সাধুদেবানাং আহ্বাতারং হবয়তে সাধুকারিণি তৃণ ("আক্রেস্তচ্ছীল তদ্ধর্ম্ম তৎ সাধুকারিষু" ৩২।১৩৪ পাং। "তৃণ" ৩।২।১৩৫ পাং) বহুলং ছন্দসি (৬।১।১৪পাং) সম্প্রসারণম্। বিশ্ববেদসং বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাস্তম্। বেত্তেরসুন (উং ৪০।১৮৪) য়দ্বাবেদ ইতি ধন-নাম, (নিঘং ২।১০০) বিশ্বং সর্ব্বং বেদোধনং যস্যতম। (বহুব্রীহৌ "বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" ৬।২।১০৬ পাং) ইতি পুর্ব্ব পদান্তোদাত্তত্বম্। অস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ নিষ্পাদকত্বেন শোভন কর্ম্মাণম্ অথবা ক্রতুরীতি প্রজ্ঞানাম শোভন প্রজ্ঞঃবা তা স্বাং বৃণীমহে ইতি পুর্ব্বেণ সম্বন্ধং॥ ৩॥

যেই অগ্নি সাধুগণের আহ্বানকারী, সর্ব্বজ্ঞ অথবা সর্ব্বধন অথবা শোভনকর্ম্মা অথবা শোভনপ্রজ্ঞা বিশিষ্টঃ, সেই দেবগণের দৌত্যে বিনিযুক্ত অগ্নিদেতাকে স্তুতি সমূহ ও হবি সমুদায় দ্বারা সম্ভজনা করি।

কৌথুমী শাখা

চতুর্থী।

৩ ২৩১ ২ ৩১
অগ্নিরত্রানি জঙ্ঘনৎ দ্রবিণ স্যুর্বিপন্যয়
১২ ৩ ১ । ২ ।
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৪॥

৫ ।
গাণে—অগ্নিবৃত্রা। ণা ২ য়িজা ২৩৪ ঔ হো বা।
৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২। ১
ঘা ২৩৪ নাৎ! দ্রবিণস্যু র্ব্বিপন্য য়া ২। ওয়ি সমিদ্ধা
২ ১। ২ ১ ২ ১
২৩ঃ শু। ক্রয়াহুতঃ। ইডা ২৩ ভা ৩৪৩। ও ২৩
৪৫ ই। ডা॥ ৬॥
৩ ২ ৩ ৪ ৪ ৫ ১ ২
অগ্নি রৌ হোবা হাযি। বৃত্রাণি। জাঙ্ঘাত
২ ১ ২ ২ ১ ৩ ৫ ১
নাৎ। ঔ হো ৩ বা ৩। দ্রবিণা ২৩৪ স্যুঃ। ও য়ি
১ ৭ ১ ২ ১ ৩ ৫। ।
বো য়িপন্যয়া ২ সমায়ে ৩। ধা ২ঃ শু ২৩৪ ঔ হো
২ ১। ৩ ১১১১
বা ক্রিয়া হুতা ২৩৪৫ঃ।
। ৭।
৪ ৫ ২ ১। ৩ ২ ৩
ও গ্নীঃ। বৃত্রাণি জঙ্ঘনাৎ। ঔ হৌ হো ২৩৪ বা
২ ১ ৩। ২ ৩
দ্রবিণ স্যু র্ব্বিপন্যয়া। ঔ হৌ হো ২৩৪ বা। সিমিদ্ধঃ
১ ৩। ২ ৩ ৫ ৪
শুক্র য়া। ঔ হৌ হো ২৩৪ বা। হো ৫ তো ৬
৫
হায়ি॥ ৮॥ ৪

সৈষা চতুর্থী।

ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দো দেবতে পুর্ব্ববৎ। অগ্নির্বৃত্রাণীতি—দ্রবিণং ধনং স্তোতৃণাং ইচ্ছন্ (ছন্দিসি পরেচ্ছায়াং ক্যচ্ ৩। ১ বাং পাং) প্রাপ্তি পদিকেভ্যঃ পরেচ্ছায়াং ক্যচি সুগা গমঃ ১। ৪। ৩৬ পাং)। যদ্বা হবির্লক্ষণং ধনং তদাত্মনঃ ইচ্ছনগ্নিঃ। বিপন্যয়া পনতিঃ স্তুত্যর্থঃ অস্মাভিক্রিয় মাণয়া স্তুত্যা স্তুয়মানঃ সন্ বৃত্রাণি বলেন জগৎ। মাব রকানি রক্ষঃ প্রভৃতীনি তমাং সিবা। জঙ্ঘনৎ ভৃশং হন্তু। হন্তের্যঙ্ লুগন্তাং লিংঙর্থে লিট্ ৩। ৪। ৭ পাং) রূদীশঃ অগ্নিঃ সমিদ্ধঃ সমিদাভি ইবিভি রাহুতঃ॥ ৪॥

সমিদ্ধ শুক্র ও অহুত আগ্নি আমাদিগকে কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, হবিরূপ ধনলাভে ইচ্ছুক অথবা স্তোতৃগণের ধন ইচ্ছা করত বৃত্রদিগকে পুনঃ২ বধ করুক।

গ্রীষ্ম চর্য্যা।

জৈষ্ঠ আষাঢ় দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এই কালে নৈঋত কোণ হইতে বায়ূ বহিতে থাকে সুর্য্যের কিরণ অতিশয় তীক্ষ্ণ হয়, তজ্জন্য মৃত্তিকা উত্তপ্ত ও নদনদী, জলাশয় তৃণ লতা বৃক্ষাদি শুষ্ক প্রায় হইয়া যায়। চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে। মৃগগণ (জলভ্রমে) মরীচীকার প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষী সকল নিস্তব্ধে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে। মহিষ কুল অসহ্য উত্তাপ নিবারণ জন্য পঙ্কিল জলাশয়ে নিমগ্ন হয়। কুক্কুর গণ বারম্বার জিহ্বা লেহণ করিতে থাকে। মধ্যাহ্ণে গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য? প্রবাহিত অগ্নিবৎ বায়ু দ্বারা জগত ম্লান হয়। ওষধি সকল নীরস ও রুক্ষ হয়। প্রাণিগণ ঘর্ম্ম ও পিপাসায় কাতর হয় সকলেরই শীতলস্থান ও শীতল দ্রব্যে স্পৃহা জন্মে। এই কালের দিবসের শেষ ভাগ অতি রমণীয়। ঐসময় সুর্য্যের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হয় সুতরাং বায়ু ও ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। দেখিয়া বোধহয় যেন ম্রীয়মান জগত পুনুরুজ্জীবিত হইতেছে। বিকসিত কমল ও নানাবিধ পক্ক ফলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠে।

সুর্য্যের তীক্ষ্ণতা জন্য নিত্য শ্লেষ্মার ক্ষয়, ও তজ্জন্য বায়ু বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং বসন্তের সঞ্চিত পিত্ত স্বভাবতই প্রকুপিত হয়। একারণ এই সময়ে লবণ অম্ল ও কটুরস প্রধান দ্রব্য ও অতিরিক্ত জলদ্বারা তরলীকৃত সশর্কর শক্তু (ছাতু) সেবন বিহিত মদ্যপান একবারেই নিসিদ্ধ। তবে যাঁহারা নিত্য পান করিয়া থাকেন, অধিক জলের সহিত অল্পপরিমিত মদ্যপান করিবেন। নতুবা নির্জ্জল মদ্যপান করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।) প্রাচীন হিন্দু চিকীৎসকগণ এই কালে মদ্য পায়ীদের জন্য মাধ্বী নামক মদ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন (১) এই মদ্য সাধারণতঃ প্রস্তুতের নিয়ম এই যে চিনির সহিত পাক কৃত বেল ও নূতন মধু এবং জল একত্রে কিছু কাল আবৃত পাত্রে রাখিলে অম্লরুৎ সেকেমদ্য প্রস্তুত হয় (২) ইহা তাদৃশ উষ্ণ নহে। অপিচ বায়ু পিত্ত নাশক; এবং পাণ্ডু কামলা গুল্ম, অর্শ ও প্রমেহ রোগে সুপথ্য। জঙ্গাল মাংস্য সহ (৩) শুভ্রবর্ণ শালী তণ্ডুলান্ন ভোজন করা উচিত! নাতিঘন মাংস রস, রসালারাগ, ষাড়বাদি কিম্বা পঞ্চ সার নামক পালক এবং কর্পূর ও পারুনপুষ্প বাসিত শীতল জল নূতন খাপড়ায় করিয়া পান করিবে (৪)

অত্যুচ্চ শাল ও তাল বৃক্ষছায়ায় আচ্ছন্ন, মাধবীলতা জড়িত দ্রাক্ষা পল্লিশোভিত স্থানে কদলী পত্র, মৃণাল কহ্লার পদ্ম ও কুমুদাদি কোমল পুষ্পরচিত শয্যা ধারা

দীপ্যমান—প্রজ্বলিত।

ভাষ্য মতে বৃত্র অসুর রাক্ষসাদি।

বিবরণ মতে বৃত্র পাপ।

(বর্গীয় 'ব' র চিহ্ন আমি এইরূপ করিয়াছি ব, অন্তস্থ 'ব' ব

১। গৌড়ী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্টী হেমন্তে বর্ষয়োঃ। প্রকরণং শরদ গ্রীষ্ম বসন্তেষু মাধ্বীগ্রাহ্যানচান্যথা॥ ইতি রাজ নির্ঘণ্টে মদ্য প্রকরণং।

২। নবং মধু—৫খা—বিল্বং পক্কং শর্করয়াসহ।
সন্ধাণা জায়তে মদ্যং মাধ্বীকং শরত্তো রসং॥

(ইতি শ্রী মৎস্য সূক্তে মহাতন্ত্রে চতুর্বিংশতি শহেস্রে ৩৬ পটলঃ)

৩। হরিণৈ কুরঙ্গর্ষ্য পৃষতন্যু স্থশম্বরাঃ॥
রাজীবো, হপী চমুণ্ডাচত্যদ্যা জঙ্গল সংজ্ঞকাঃ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ। (হরিণ—তাম্রবর্ণ মৃগ, এণ কৃষ্ণ মৃগ, কুরঙ্গ—বৃহদাকার ঈষৎ তাম্রবর্ণ মৃগ। ঋষ্য—সরোরুখ্যাত। পৃষত—বিন্দু বিন্দু দাগ বিশিষ্ট মৃগ। ন্যঙ্কু বহু শৃঙ্গযুক্ত। শম্বরো—শম্বরগো নামা বৃহৎ মৃগ। রাজীব—রেখা বিশিষ্টঃ মুণ্ডি শৃঙ্গ হীন মৃগ।

৪। দধি, কুঙ্কুম, শর্করা ও মধু কর্পূর, প্রভৃতি একত্রে মিশ্রিত পূর্ব্বক বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে লেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে রসালা বলে। রাগ—মুগের যুশ্‌গুড় ও মরিচাদি একত্রে মিশ্রিত পূর্ব্বক প্রস্তুত পানীয়কে রাগ বলা যায়। ষাড়ব—উল্লিখিত রাগ নামা পানীয়ের সহিত অম্লাদাড়িম ও দ্রাক্ষা মিশ্রিত করিলে ষাড়ব প্রস্তুত হয়।

পঞ্চসার—দ্রাক্ষা মধুর খর্জ্জুর কাশ্মযৈ সপনষকৈঃ
গুড় মংশৈশ্চ কলিতং শীতং কর্পূর বাসিতং। পানক্য পঞ্চৎ।

বিশিষ্ট উপবনে বা; গৃহমধ্যে মধ্যাহ্ন কাল অতিবাহিত করিলে সূর্য্যের উত্তাপ জনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না। বাতায়ন ও গৃহদ্বার জলসিক্ত বেনার মূলের (খশ্ খশ্) ঝাঁপের (টাটির) দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সচ্ছন্দচিত্তে চন্দনাদি অনুলেপন এবং মুক্তা ও মল্লিকা পুষ্পের মালা ধারণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবে। রাত্রি কালে শশাঙ্ক কিরণ নামক দ্রব্য (৫) ভক্ষণান্তে আকাশ তলে অর্থাৎ অনাচ্ছাদিত স্থলে রক্ষিত চিনি মিশ্রিত মহিষ দুগ্ধ পান করিবে। এই সময়ে দধি, অম্ল, উষ্ণ ও ভ্রষ্ট দ্রব্য তিল তৈল কাঞ্জী অধিক জল পান ক্রোধ, উপবাস ও স্ত্রী সংসর্গ যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করিবে।

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন যে বসন্ত পত্রিকার মুদ্রাকরের অসাবধানতায় ঋতু হরিতকী ব্যবহার সম্বন্ধে একটী ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানেই তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ষড়ঋতুতেই কিরূপে হরিতকী ব্যবহার্য্য তাহা বলিতে হইল। (৬)

হরিতকী পরম রসায়ন। ইহা ঋতুভেদে নিম্ন লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সহযোগে সেবন করিলে সহসা জরা আক্রমণ করিতে পারে না। বর্ষায় সৈন্ধব লবণ, শরতে চিনি, হেমন্তে শুণ্ঠী, শিশিরে পীপুল, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ প্রতিদিন প্রাতে এক তোলা পরিমিত হরিতকী চূর্ণ সেবণীয়।

গ্রীষ্মে পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক, অনুকরণাশক্ত জাতি ইহা না বুঝিয়া কষ্টে পতিত হয়, এ সময়ে সাটীন প্রভৃতি ত্যজ্য ও কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার্য্য; ঘর্ম্ম জন্য বস্ত্র শীঘ্র শীঘ্র মলিন হয় সুতরাং অন্য ঋতু অপেক্ষা অল্পদিনে বস্ত্র ত্যাগ ও বস্ত্র পরিধেয় প্রায় প্রত্যহ ধৌত করা উচিত। সুভ্র কার্পাস বস্ত্র বিশেষ ঘর্ম্ম শোষক।

৫। শশাঙ্ক কিরণ—ভাজা কড়াই গুঁড়া করিয়া চিনি ও কর্পূর মিশ্রিত পূর্ব্বক লাড়ু প্রস্তুত করিলে, শশাঙ্ক কিরণ হয়।

৬। সিন্ধুথ্য, শর্করা, শুণ্ঠী' কণা মধু গুড়ৈ ক্রমাৎ।
বর্ষাদি ষড়ায়া সেব্যা রসায়ন গুনৈ ষিণা॥
সারথ্যং—দাহ তৃষ্ণা নিবার্ত্তকং। অন্যার্থ যথা—
দ্রাক্ষা, মউলা ফুল, খেজুর, গামার ফল, ফল্‌শা কল, পুরাতন গুড়, এই সকল দ্রব্য শীতল করিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত পূর্ব্বক কলা ও কাঁঠালের খণ্ড মিশ্রিত পূর্ব্বক অম্ল দাড়িম দ্বারা ঈষদম্ল করিয়া পান করিবে।

ধর্ম্মভাব ও তাহার আবশ্যকতা।

(প্রথম প্রস্তাব)

প্রায় সকলেই আক্ষেপ করিয়াথাকেন যে এসংসারে বড় বৈষম্য কেন? তুমি এমনকি পুণ্যের কায করিয়াছ যে ধনীর গৃহে জন্মিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর, আর আমিই বা কোনপাপে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। কিসের জোরে তুমি অখণ্ড স্বাস্থ্য লইয়া এই বৃদ্ধবয়সে যৌবনশ্রী ধরিয়া আছ, আর আমি এইত রুণবয়সে বৃদ্ধেরমত অথর্ব্ব হইয়া শয্যাগত হইয়াছি। সত্যকথা তোমার পিতা বা পিতামহ তোমাকে অখণ্ড স্বাস্থ্য বা অতুলঐশ্বর্য্য দিয়া গিয়াছেন; আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এসকল কিছুই দেন নাই; কিন্তু তুমিইবা ধনীরগৃহে জন্মিয়াছিলে কেন? আর আমিইবা ভিখারীর সন্তান কেন হইলাম, আমি তুমি হইলামনা কেন? আর তুমিইবা আমি হইলেনা কেন? তুমি হয়ত বলিবে পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপ পুণ্যের বলেই মনুষ্য পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আর যখন জিজ্ঞাসা করিব তুমি যতটুকু বুদ্ধি লইয়া আসিয়াছ আমি ততটুকু পাইনাই কেন? এই একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে আমার মাথার ঘাম পড়ে; তুমি অবলীলাক্রমে দশপাত লিখিয়া যাইতে পার, তুমি সুন্দর রূপ লইয়া কবির সৌন্দর্য্য বর্ণনাকে সার্থক করিতেছ, আর আমি ক্ষীণকায় কুদর্শন লইয়া কেন বাঁচিয়া থাকি? এসকলেরও কি ঐউত্তর দিবে? বলিবে যে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যের ফলমাত্র।

আমরা পূর্ব্বজন্ম মানিনা; এবং ইহার অসারতা

শীঘ্রই বুঝাইতেছি। গৌতম পুর্ব্বজন্মের কল্পনায় এইরূপ হেতুবাদ দেখাইয়াছেন,—

"পুর্ব্বাভস্তস্মৃত্যা বন্দাজ্জাতস্য অহর্ষভয় শোকসম্প্রতি পত্তেঃ। "জাতস্য বালস্য এতজ্জন্মানু ভুতেষপি হর্ষাদি হেতুষু সৎসু হর্ষাদীনাং সম্প্রতিপত্তিঃ উৎপত্তিস্তস্য পুর্ব্ব পুর্ব্বানুভবাধীন স্মৃতি সম্বন্দাদেব সম্ভবাৎ ইথ্যঞ্চেত দানীন্তনমাত্মনঃ পুর্ব্ব পুর্ব্বসিদ্ধৌঃ তস্যানাদিত্ব মনাদিত্ব মনাদেশ্চ ভাবস্য ন নাশ" ইতি নিত্যত্ব সিদ্ধারতিভাবঃ ॥

ইঁহারমতে আত্মার আদিও নাই অন্তও নাই, সদ্যজাত শিশু কাঁদে, হাসে, স্তনপান করে, কেন? পুর্ব্বজন্মে স্মৃতির জন্য, প্লেতোও ঠিক এইকথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কথাটী সত্য নহে, ঊনবিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের কাছে এরূপ যুক্তি আর দাঁড়ায় না। যাহারা এবিষয় বুঝিতে চাহেন তাহারা শরীরতত্ত্ব পড়িবেন। এতকথা বুঝাইতে গেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলায়না। তবে আমরা অন্যরূপ বিচার মার্গনুসরণ করিতেছি।

জগতে কেন বৈষম্য? এই কথা বুঝাইবার জন্য নানামুনির নানামত আছে। একদল পুর্ব্বজন্মের কল্পনা করেন। তাঁহাদিগেরমতে জাগতিক বৈষম্য পুর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যের ফলমাত্র। কিন্তু কথাটী বড় ভাল লাগেনা। পুর্ব্বজন্মেইবা তুমিকি হীসাবে পুণ্যকায করিলে। আর আমি পাপকার্য্য করিলাম। স্বীকার করিলাম পুর্ব্বজন্মে রূপে, গুণে, ধনে, মানে, মনে সকল বিষয়ে তুমি আমি একরূপই ছিলাম, পাপকার্য্য করিবার তোমার যত প্রলোভন আমারও তত প্রলোভন ছিল। যদি তুমি আমি সকল বিষযেই একছিলাম কিরূপে তুমি যে প্রলোভনকে দমন করিলে, আমি পারিলাম না। এক কারণের এক কার্য্যই হইয়া থাকে। পুর্ব্বজন্মে তুমি আমি সমান জিনিস, তবে কেন এত বিভিন্নতা ঘটিবে? তুমি হইবে, পুণ্যবান আর আমি হইব পাপী। যদি পুর্ব্বজন্মে আবার তুমি আমি সমান জিনিস নাহই তবে সেখানেও বৈষম্য। সুতরাং আবার আর একটী পুর্ব্বজন্মের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু গোলত মিটিতেছেনা, একপদ বা দুইপদ হাটিয়া যইতেছে মাত্র সুতরাং এমতত টেকেনা।

জগতের বৈষম্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় দলেরমত এই যে জগতের এই স্থানই সুন্দরাবস্থা (১) এই অবস্থায় জগতের যেপরিমাণে সুখ সচ্ছন্দতা এমত আর কোন অবস্থায় হইতে পারেনা। সৃষ্টি দুইপ্রকার অন্তরসৃষ্টি ও বাহ্যসৃষ্টি অন্তরে সৃষ্টিকরিতে না পারিলে বাহিরে কখনই সৃষ্টি করা যায় না। অগ্রে বুঝিবে কি সৃষ্টি করিতে হইবে, পরে সৃষ্টিকর (২) এই জগত নির্ম্মাণের পুর্ব্বে নানারূপ জগৎঈশ্বরের কল্পনায় আসিয়া উদিত হইল. তিনি দেখিলেন এই জগতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টও সুখপ্রদ, এই জন্যই ইহা সৃজন করিলেন। বুদ্ধিমান পাঠককে এই যুক্তির উত্তর বলিয়া দেওয়া বাহুল্যমাত্র। এজগতে বৈষম্য পাপ প্রভৃতি যে বর্ত্তমান আছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং হয় ঈশ্বর এ গুলিকে থাকিতে দিয়াছেন নয় দূর করিতে পারেন নাই। যদি তাঁহার এরূপ অভিসন্ধি হয় যে এ গুলি এ রূপ থাকুক তাহা হইলে তিনি সৎস্বরূপ নহেন। আবার যদি এগুলি দূর করা তাঁর ক্ষমতাতীত হয় তাহাহইলে তিনি সর্ব্ব শক্তি মাননহেন। সুতরাং যিনি সৎস্বরূপ নহেন বা সর্ব্ব শক্তিমান নহেন তিনি কখনই ঈশ্বর হইতে পারেন না। সুতরাং এই মতঅব লম্বন করিলে ঈশ্বরের শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

এই খানে তৃতীয় দলের মত ও বক্তব্য। তাঁহারা দুইটী শক্তির কল্পনা করেন, একটী ভাল, একটী মন্দ (৩) ভালর ক্ষমতা ভাল করা মন্দের ক্ষমতা মন্দ, দুইটীই সর্ব্বশক্তি মান নহে। ভালটী মন্দটীর প্রতিরোধী হইয়া এ সংসারে সুখ' দুঃখ, পাপ, পুণ্য, বৈষম্য সকলই উৎপাদন করিতেছে। দুই উপাদানে এই জগত নির্ম্মিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক প্রকৃতি ও পুরুষ

তাহাই কি না আমরা বুঝি না, আধুনিক বিজ্ঞানবলে আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপ (৪) সেই দুই উপাদান বলিয়া সপ্রমানিত হইয়াছে। আকর্ষণটী ভাল, ইহার অনুচর স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি, প্রতিক্ষেপটী মন্দ ইহার অনুচর ক্রোধ, ঘৃণা, শ্লেষ ইত্যাদি (৫)

বাস্তবিক আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপ এই দুই শক্তির সাহার্য্যে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে এই দুইটি ধরিয়া লইলে জগৎ নির্ম্মাণের এক রূপ ব্যাখ্যা হয়। ঈশ্বর স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এই কথা শুনিয়া হয়ত অনেকে ক্ষুণ্ণ হইবেন। তাহাদিগের জন্য আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করা এবং স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা নির্ম্মাণ করা কি এক কথা নয়? বটলার সাহেব ও তাহাই বলিয়াছেন (৬)

কিন্তু তাহা হইলেও আর এক আপত্তি উঠিতেছে, যিনি ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান, যিনি ইচ্ছা করিলেই সকল কার্য্য ঘটিতে পারে। তিনি কেন শক্তির সাহায্য লইয়া এই জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন? আমি যদি আজ্ঞা করিলেই কায হয় তবে কেন মাথা খুঁড়িয়া কপালের ঘাম পায়ে ফেলিব? ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি জগৎ নির্ম্মিত হইতে পারিত তাহা হইলে এই আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপ লইয়া তিনি এত জঞ্জাল ঘটাইবেন কেন? সুতরাং পাকতঃ স্বীকার করিতে হইতেছে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই এইরূপ জগতটী সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, কাজেই এই জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এই জন্য তিনি সর্ব্ব শক্তিমান নহেন। মিল এইরূপ করিয়াই ঐশ্বরিক ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহারও উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরের কাছে সকলই সমান, তাঁহার কাছে সহজ বা কঠিন কথার অর্থ নাই। তুমি বলিতেছ ঈশ্বর বহু কষ্টে বহু উপায়ে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে আবার কষ্ট অকষ্ট কি?

এ কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, সাধ্যও নাই। আমরা কি বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, এ জগতের বৈষম্য যাঁহারা পুর্ব্বজন্ম কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যাকরিতে চাহেন তাঁহারা ভ্রান্ত। আবার যদি পুর্ব্ব জন্মের অস্তিত্ব সপ্রমানিত না হইল, তবে পর জন্মের কল্পনাই বা কেন কর? আমি ইহ লোকে পুণ্য কাজ করিয়াছি, আমি স্বর্গে রহিব; তুমি পাপী নরকে রহিবে, ধর্ম্ম পুস্তকে বলে মানুষ আপন অবস্থানুসারে ঈশ্বরের নিকট দণ্ড পাইবে (৭)। তুমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়া একটী পাপ কায করিয়াছ, আমি পাপ কায করি নাই, তাহার কারণ আমার প্রলোভন ছিল না, হয়ত তোমার শতাংশের একাংশ প্রলোভন থাকিলে তোমা অপেক্ষা আমি গুরুতর পাপ করিতাম, এরূপ অবস্থায় কি তুমি আমি এক মান দণ্ডে পরিমিত হইব? অসম্ভব। এই জন্যই বলি যে পাপ পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড নাই। আমাদিগের দেশে যাহা পাপ বলিয়া জানি, অন্য দেশে তাহা পাপ না হইলেও হইতে পারে। আমাদিগের দেশে "সতী দাহ" লইয়া অনেক বিলাতীয় পণ্ডিত বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন এই কি বাঙ্গালীর

(১) Thosry of optimism—লাই বনিজ এই মতের আবিধ্যকর্ত্তা।

(২) "মানসা-অর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা। হ্যামিলটন সাহেব ও বলিয়াছেন" Intelligenc is first in order of creation.

(৩) Theory of the manichiaus এই মতের আবিষ্কর্ত্তা ম্যানেস। পারস্য দেশে জোরোয়াষ্টরের সময়েও এই মত প্রচলিত ছিল। আমা দিগের বিষ্ণু ও মহেশ্বর কি তাই নয়?

(৪) Attraction and Repulsion.

(৫) যাহারা এই মতের পুঙ্খ্যানুপুঙ্খ জানিতে ইচ্ছা করেন হার্ব্বট স্পেন্সর পাঠ করিবেন, তাহাতে এই দুই শক্তির সাহায্যে জগত নির্ম্মাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৬) Butler's analogy.

(৭) Man is to be judged by what he has and not by what he has not.

ধর্ম্ম কর্ম্ম ? কিন্তু বাস্তবিক বঙ্গে বিধবাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে সতী দাহ প্রথাকে কোন ক্রমেই নিন্দা করা যায় না। বলা বাহুল্য যে যাহারা সতী দাহ নিবারণের জন্য বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে যুগল হস্ত উদ্ধৃত করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন আমরা সে দলে মিশিতে বাস্তবিক ভীত হই। আমরা এপ্রথার অনেকটা পক্ষপাতী। কোন দেশে আবার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে হত্যা করিবার রীতি আছে, ইহাকে উঁহারা পাপ বলিয়া গণনা করেন না। কোন কোন দেশে আবার সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করা প্রথা প্রচলিত। এই জন্যই আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি যে পাপ পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড নাই। যদি তাই হয় তাহা হইলে উহারা আমাদিগের স্বভাব সিদ্ধ নহে এরূপ বলা যাইতে পারে। আমাদিগের জন্মের সঙ্গে পাপ কি পুণ্য কিছুই আসে নাই, ওগুলি শিক্ষার সঙ্গী। অনেকে এরূপ তর্কের আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে কতকগুলি পাপ পুণ্য আছে, তাহারা ভিন্ন২ দেশে ভিন্ন ২ মূর্ত্তি ধারণ করে বটে কিন্তু কতকগুলি আবার এরূপও আছে যে সকল দেশেই সমান। সত্য কথা কওয়া যে পুণ্য ইহা সকল দেশেই ধার্য্য। বালক জন্মিয়াই সত্য কথা বলিতে শেখে, তখন সে কোন শিক্ষা পায় নাই, তবে মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্য কেন বলে ? অবশ্য সত্য স্বভাব সিদ্ধ। ইহার উত্তরে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, অগ্রে তুমি প্রমান কর যে শিশু জন্মিয়াই সত্য কথা কহে তাহা হইলে আমরা তাহার উত্তর দিব, বা কোনরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। তুমি বলিবে হয়ত, সত্য যে স্বভাব সিদ্ধ নয় সে প্রমাণের ভার আমাদিগের উপর, আমরা বলি সত্য যে স্বভাব সিদ্ধ এ প্রমাণের ভার তোমার উপর। কোন প্রশ্নের হাঁ এবং দুই উত্তরই সম্ভব পর হইলে বিনি হাঁ বলিবেন প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে এক অদ্ভুত পদার্থ আছে, ইহার প্রমাণের ভার যিনি ইহার সমর্থন করিবেন তাহারই উপর। আমরা কেবলমাত্র না উত্তর দিয়া তাহার নিকট প্রমাণ প্রার্থনা করিতে পারি। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে যে এরূপ অদ্ভুত পদার্থ নাই এ প্রমাণ ভার আমাদের উপর নহে। (৮) এই জন্যই বলিতেছি অগ্রে তুমি প্রমাণ কর যে শিশু জন্মিয়াই সত্য কথা শিখে। তুমি বলিবে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে সে তাহার সত্য উত্তরই দিবে। হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সে জন্মিয়াই সত্য কথা কহিল কোথায় ? শিশুর কথা কহিতে শিখিতে কিছু সময় যায়, কথা কহা শিখিবার পুর্ব্বেই তাহার জ্ঞানোদয় হয়, বুঝিবার শক্তি জন্মে, হয়ত সে বুঝিতে পারিতেছে যে ক্ষুধা হইয়াছে; ইচ্ছা কেহ খাবার দেয়, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে সক্ষম হইতেছে না, সুতরাং কথা কহা শিখিবার পুর্ব্বেই বহুল পরিমাণে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। যদি বহুল পরিমাণে মানসিক পরিবর্ত্তন হইল তাহা হইলে জন্মিয়াই সে সত্য কথা কহিতে শিখে কেমন করিয়া বল ? পেলি বলিয়াছেন কোন বৃর্ত্তিকে যদি স্বভাব সিদ্ধ প্রমাণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে দেখাও যেসমাজের কোন রূপ শক্তি দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ও চালিত না হইয়া উক্ত বৃত্তি কোন ব্যক্তিকে বর্ত্তিতেছে। যদি প্রমাণ করিতে চাও যে "বিশ্বাস ঘাতকতা অন্যায় কার্য্য" এটী স্বভাব সিদ্ধ তবে এমত মানুষ ধরিয়া আন যাহার সহিত সমাজের কোন সংশ্রব নাই; জন্মাবধি যে সমাজের সহিত মিশ্রিত হয় নাই; মানুষের কণ্ঠস্বর যাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, যে আজন্ম নির্জ্জনে কাটাইয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি পাও তাহাকে ধরিয়া আন!. তাহাকে বুঝাইয়া দাও যে পুত্র বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া পিতাকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিতেছে, দেখ, তাহাতে সেই অশিক্ষিত, অপূর্ব্ব মনুষ্যের মনোভাব কেমন হয় ? সে যদি তাহাতে ক্রোধার্ত্ত হয় তাহা হইলে জানিবে যে বিশ্বাস ঘাতকতা অন্যায় এজ্ঞান মানুষের স্বভাব সিদ্ধ। নতুবা স্বভাব সিদ্ধতা সম্বন্ধে

(৮) Bains Logic.

কোন রূপ প্রমাণ হয় না। কিন্তু এরূপ প্রমাণ ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব, মনে কর এরূপ অপূর্ব্ব ব্যক্তি পাইলাম কিন্তু তাহাকে আমাদের মনোভাব বুঝাইতেও যে সময় লাগিবে তাহাতে সামাজিক শক্তি কিছু না কিছু তাহার মনোবিকার উৎপাদক করিবেই করিবে। এই জন্যই বলিতেছি যে বিপক্ষীয়গণ প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, শিশু জন্মিয়াই সত্য কথা কহিতে শিখে, বা আমাদিগের কোন বিশেষ বৃত্তি স্বভাব সিদ্ধ। কেবল এই নয়, বিপক্ষীয়েরা যে শিশুর সত্য কথা শুনিয়া বিশ্বাস করে ন যে সত্য কথা কহা মানুষের স্বভাব সিদ্ধ, আমরা তদ্রূপ বয়স্ক শিশুর মিথ্যা কথা শুনিয়া বলিতে পারি যে "যেপ্রমাণে তোমরা সত্য কথা কহা স্বভাব সিদ্ধ মনে কর, আমরা ঠিক তদ্রূপ প্রমাণে দেখাইতে পারি যে মিথ্যা কথা কহা ও স্বভাব সিদ্ধ।" একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে কেবল মাত্র ধার্ম্মিকের ভয় করে না, এই জন্যই ধর্ম্ম স্ব ভাব সিদ্ধ। একথার উত্তর বুদ্ধিমানকে বুঝান অনাবশ্যক। বেকন বলিয়াছেন, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, মৃত্যুর আনুসঙ্গিকই ভয়ঙ্কর। পরকালে শোক তাপ কষ্ট দুঃখ ভোগ করিব এ ভাবিয়া কয়জন লোক মৃত্যুকে ভয় করে? কে বলে যে আমি মরিলে নরকে যাইব? এই জন্যই মরিতে ভয় করে। আমরা বলিব এসংসারের মায়াই মানুষকে মরিতে দেয় না, জীবনের অধিক দিন যাহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হয়। কথিত আছে চীনরাজ কোন ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন, সেইখানে যৌবনকাল হইতে তাহার বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি হয়, কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়া সে রাজাকে বলিল, রাজন! আমাকে এক ভিক্ষা দিন, আমার ভিক্ষা অতি সামান্য, আমার জীবনের অবশিষ্টকাল যেন কারাগারেই অতিবাহিত করিতে পারি (৯) তাই বলি যাহার কাছে অধিক দিন থাকিতে হয় তাহারই প্রতি মায়া জন্মে। জন্মাবধি এই পৃথিবীতে রহিয়াছি, এই পৃথিবীর সহিত যত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে এত আর কাহার সহিত? তবে জন্মের মত এই পৃথিবী ছাড়িতে কেন কষ্ট না হইবে? কেবল তাই নয় বেকন সত্য কথাই বলিয়াছেন। মৃত্যুর সেই আনুসঙ্গিকগুলি একবার চিন্তা কর দেখি? ভাব দেখি, সেই স্নেহময়ী জননীর ক্রন্দন, পিতৃদেবের শোক, প্রিয়তমা ভার্য্যার চিরবৈধব্য (১০) অন্যান্য পরিবারবর্গের অজস্র ক্রন্দন, পুত্র কন্যাদির ভাবী অবস্থা এসব কি কষ্টকর নয়? এই জন্যই মরিতে ভয় করে, ধর্ম্মের ভয় করিয়া কয়জন মরিতে ভয় করে? কে বলে পরকালে নরকে যাইব বলিয়া মরিতে ভয় করে? আমরা এমত বলি না যে মরিবার সময় পরকালের ভয় হয় না। সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক ভল্‌টেয়ার যখনই পীড়িত হইতেন অমনিই পুরোহিত ডাকাইয়া তাহার আশ্রয় লইতেন। আবার সুস্থ হইবামাত্র যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন

(৯) Goldsmith's letters from a citizen of the world to his friends in the East-Love of life.

(১০) অনেকে হয়ত বলিবেন যে বিলাতীয়ের মরিতে ভয় করে কেন? তাহাদের পিতা মাতার ভাবনা ভাবিতে হয় না সন্তান বয়স্ক হইলে তাহাকে তাহারা স্বতন্ত্র করিয়া দেয়। স্ত্রীর বৈধব্য ভাবিতে হয় না, স্বামীর মৃত্যু হইলেই তাহারা হয়ত পুনরায় বিবাহ করিবে, তথাপি তাহাদের মরিতে ভয় কেন? তাহাতে আমরা বলি যে (১) এরূপ হইলেও (বাঙ্গালীর মত না হউক) কিছু কিছু মায়া বিলাতীয়েরও হইয়া থাকে (২) পৃথিবীর মায়া কোথা যাইবে? (অন্য মায়া না হউক) (৩) বাঙ্গালীর মত সংসার জালে আবদ্ধ না থাকায় মরিতে বাঙ্গালীর যত ভয়, ইংরাজের তত ভয় হয় না। আমাদিগের একজন লেখক বন্ধু বলেন যে ইংরাজ অপেক্ষা বাঙ্গালীর সাহস যে পরিমাণে কম বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক তত কম নহে, বাঙ্গালী ভাবে আমি মরিলে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে? বৃদ্ধ পিতা মাতা কোথায় দাঁড়াইবে? এই ভাবিয়া সে মরিতে চায় না। এই কারণেই বাঙ্গালীকে কম সাহসী বলে। ইংরাজ ভাবে আমার কি? মরিলামই বা, আমার স্ত্রী আরো একটী বিবাহ করিবে, এই জন্যই মরিতে তাহার তত ভয় করে না। কাজেই সে সাহসী বলিয়া পরিচিত।

না। কিন্তু ভয় কেন হয়? ইহা কি আজীবনের শিক্ষার ফল নয়? বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে ইহকালে পাপকার্য্য করিলে পরকালে নরকে যাইতে হয়, নরকের সেই কষ্টদায়ক বীভৎস বর্ণনা শুনিয়াছি, তপ্ত কটাহ, জ্বলন্ত অনল বিষ্ঠাময়, তাহা আবার কীট পরিপূর্ণ, বাল্যকাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া এসকল কি কিছুমাত্র মনের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না? যদি কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহা হইলে মরিবার সময় কেন পরকালের ভয় না হইবে? পৃথিবীতে জন্মিয়া পাপ করে নাই এমন মানুষ কে? অন্যদিকে আবার স্বর্গের বর্ণনা আছে। সেই অনন্ত সুখ, সেই মধুর কুঞ্জবন, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্সরাদল, সেই কোকিলাদি বিহঙ্গম কূলের কণ্ঠ নিসৃতঃ সংগীত ধ্বনি (১১) প্রভৃতি কিছু না কিছু মনেরপরিবর্ত্তন করে, তাঁহারাও মৃত্যু সময়প্রিয়বিচ্ছেদ জন্য কষ্ট পান না একথা কেহ বলিতে পারেন না। তবে পরকালের সেই কাল্পনিক সুখ (১২) মনোমন্দিরে উদিত হইয়া প্রিয় বিচ্ছেদ জনিত কষ্ট কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপশমিত করে, এই জন্যই মরিবার সময় তাহাদের কষ্ট কিছু কম হয়। কেহই বলিতে সাহস করিবেন না যে পৃথিবী ছাড়িতে কষ্ট হয় না বা যে কষ্ট হয় সে কেবল ধর্ম্ম স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া।

এই জন্যই বলিতেছিলাম যে মানুষের কোন বৃত্তিই স্বভাব সিদ্ধ নহে, পরকালের ভয় বল, সত্য কথা কহা বল, বা যেরূপ জ্ঞান বা ইচ্ছার নাম করিতে বাসনা জন্মে কর, তাহার কিছুই স্বভাব সিদ্ধ নহে। দেশ ভেদে, কাল ভেদে পাত্র ভেদে' ধর্ম্ম ও মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানি, অন্যস্থানে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় না, অন্য স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা পুজিত হয় আমাদের দেশে আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানি না। যদি এতদূর হইল তাহা হইলে পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকিতেছে না, কেহ বলিতে পারিবেন না যে এইটী পাপ, এইটী করিলে নরকে যাইতে হইবে, এইটী পুণ্যকার্য্য, এইটী করিলে পরকালে অনন্তসুখপ্রদ স্থান তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকিতেছে না এই কথায়' আমরা এরূপ বুঝিতেছি না বা বুঝাইতেছি না যে পাপ ও পুণ্য স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যে পাপ সেই পুণ্য, সত্য কহাও যা মিথ্যা কহা তাই। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে পাপ ও পুণ্যকে সূত্র দিয়া বিভাগ করা যাইতে পারে না। বলিতে পারি না যে এই নির্দ্দিষ্ট সূত্রের এদিকে যাহা আছে তাহাই পাপ, যখনই কর যে অবস্থাতেই কর, তাহা পাপ হইবে, আর এই সূত্রের অন্যদিকে যাহা আছে তাহা পুণ্য যখন কর, যে অবস্থাতেই কর তাহা পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কারণ আদি পৃথিবীতে কিছুই স্বভাব সিদ্ধ না হইল, জন্মের সঙ্গে কিছুই যদি না আসিয়া থাকে, সকলই যদি শিক্ষার ফল হইল, আমাদিগের দেশে যাহা পাপ অন্য দেশে তাহা যদি পুণ্য কার্য্য বলিয়া আদৃত হইল, আমাদের দেশের পুণ্যকার্য্য অন্যস্থানে যদি পাপ কার্য্য বলিয়া ঘৃণিত হইল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলি যে পাপ পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড আছে। কাজেই আমরা পূর্ব্বে পাপ পুণ্যের প্রকৃত মান দণ্ড নাই এই কথা যে বলিয়াছি তাহার যথার্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে। তুমি যে মান দণ্ডে পরিমিত হইবে আমি হয়ত সে মানদণ্ডে পরিমিত হইব না। যদি পরকালে স্বর্গ নরক থাকে তাহা হইলে হয়ত এমত হইতে পারে যে তুমি কোন পাপ কার্য্য না করিয়া স্বর্গের যে স্থান অধিকার

(১১) দেশ ভেদে পরকালের কল্পনা ভিন্ন, ভিন্ন ইহলোকের সুখ দুঃখ গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পরকালের সুখ দুঃখ রূপেকল্পিত হইয়াছে।

(১২) কাল্পনিক কথায় কেহ ক্ষুব্ধ হইবেন না, পরকালের সুখ দুঃখ যে মিথ্যা, কাল্পনিক শব্দে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না। মনে যাহা উদয় হয় তাহাই কাল্পনিক, সত্য দ্রব্যেরও কল্পনা হইতে পারে।

সচিত্র ঋতুপত্রিকা

১ম বর্ষ। দ্বৈমাসিক রহস্য সম্বৎ ১৯৪০। বর্ষা কাল। ৫ম সংখ্যা

ধর্ম্মভাব ও তাহার আবশ্যকতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

করিবে, আর এক জন হয় ত বহু পাপ করিয়া স্বর্গের সেই স্থানে গিয়া বসিবে, কারণ উভয়ের মানদণ্ড এক নহে। তুমি ধার্ম্মিক হইয়াছ তোমার প্রলোভন ছিলনা বলিয়া; অন্যে পাপ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার শত শত প্রলোভন ছিল। সে প্রলোভনে থাকিলে তুমি হয় ত তাহা অপেক্ষা শত গুণ পাপী হইতে। এই জন্যই বলি পরকাল যদি মান, ধর্ম্ম করিয়া তুমি স্বর্গের যে স্থান অধিকার করিবে আর এক জন পাপ করিয়াও সেই স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। পাপ ও পুণ্য স্বভাবসিদ্ধ নয় বলিয়া কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই, যেই পাপ তাই পুণ্য। আমরা প্রভেদ নাই বলিয়াছি সত্য, কিন্তু সে অন্য অর্থে, সুতরাং যদি পর লোক থাকে, তাহা হইলে পরলোকের সঙ্গে পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ অল্প। কারণ এরূপ স্থির হইতেছে না যে পাপ করিলেই নরকে যাইতে হইবে, এবং ধার্ম্মিক হইলেই অনন্ত সুখ ভোগ করিবে, তদ্ব্যতীত আর এক গোল আসিয়া পড়িতেছে, দেশ ভেদে পাপ পুণ্য ভেদ বলিয়া এক দেশীয় লোক যে কাজ করিয়া স্বর্গে যাইবে অপর দেশীয় সেই কার্য্য করিয়াই হয়ত নরকে যাইবে, কারণ একটী কার্য্যই এক স্থলে পাপ অপর স্থলে পুণ্য বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশে বিধবা অনলে প্রবেশ করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিলে যেরূপ সুখ্যাতির পাত্র হয়, বিলাতে সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ স্ত্রীলোকের তাহার শত গুণ নিন্দা হইয়া থাকে, কারণ আমাদের দেশে আমরা সতী দাহকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি বিলাতি-য়েরা তাহাকে সে চক্ষে দেখে না।

ইহা হইতে এক্ষণে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে যাহা দেশে ভাল বলিয়া পরিচিত তাহাই পুণ্য, যাহা মন্দ বলিয়া পরিচিত তাহাই পাপ, দশ জনে যে কাজকে ভাল বলে তাহাই কর্ত্তব্য, যাহার নিন্দা করে তাহা অকর্ত্তব্য, কাজেই সাধারণ মত ব্যতীত পাপ পুণ্য আর কিছু হইতে পারে না। সাধারণ মতই (১৩) মানুষকে কার্য্য করায়, এক পথে লইয়া যায়, অপর পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলে, সাধারণ মত আর কি? দশ জনে আমার গুণ কীর্ত্তন করুক, আমার নাম লইয়া পূজা করুক, আমাকে বাহবা দিউক, তাহারা যাহা ভাল বলে আমি তাহাই করিতেছি, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় আমি সেই কার্য্য করিব, কিন্তু বাহবা চাই, নহিলে করিব না। গোপনে গোপনে দান করিলে কি হইবে? কেহ শুনিবে না, কেহ জানিবে না,

(১৩) Public opinion.

মহৎ মহৎ কার্য্যে দাও, মেমোরিয়েলে দাও! কোম্পানীকে দাও!! সম্বাদ পত্রে নাম উঠিবে, সহস্র গুণ গাইবে, হৈ হৈ রবে চারিদিক পুরিত হইবে। লোকে বলিবে ধন্য ধন্য। ম্যাণ্ডভল (১৪) সত্যই বলিয়াছেন, যে অহঙ্কার ও যশ লালসা পৃথিবীর যত উপকার করিয়াছে এত আর কিছু নহে। মন্দির দেখ, অতিথিশালা দেখ, চিকিৎসালয় দেখ, বলিতে পার ইহার কয়টী যশ লালসার প্রসুতি নয়? বোধ করি সহস্রের মধ্যে একটীও হয় কিনা সন্দেহ স্থল।

তাহাতেই বলি, সাধারণ মত মানুষকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যায়, অধর্ম্ম পথ হইতে নিবৃত্ত করে। চোর যখন চুরী করে তাহার মনে কত ভয় হয়, নিঃশব্দে পদক্ষেপ করে, কেন? সে কি ভাবে যে, না চুরি করা হইবে না, পরকালে শাস্তি পাইব, না সাবধান পাছে সমক্ষে ধরা পড়ি, হয়ত তাহা হইলে পুলিশে যাইতে হইবে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় মধ্যে নিন্দার পাত্র হইব, আর যদি সে কখন চৌর্য্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে এই ভয়েই হইবে।

সুতরাং সাধারণ মতই মানুষকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যাইতে ও অধর্ম্ম পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম, সাধারণ মতেই মনুষ্য চালিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাপ পুণ্যের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দশ জন যাহাকে ভাল বলে তাহাই পুণ্য, দশজনে যাহার নিন্দা করে তাহাই পাপ। আমি কাহাকে ভাল বলি যাহাতে আমার উপকার হয়, দশ জনের যাহাতে উপকার হয় দশ জনেও তাহাকেই ভাল বলে আমি যদি তাহাই করি তাহা হইলে তাহাতে দশ জনের উপকার হইবে তাহাই পুণ্য, অন্য দিকে আবার যাহাতে দশজনের অপকার হয় কতকের উপকার হয় সেখানে দেখিতে হইবে কোন কার্য্য অধিকসংখ্যকের উপকার হয়। এবং যাহাতে অধিক সংখ্যকের উপকার হয় তাহাই কর্ত্তব্য, আরও ভাল যদি উপকারের পরিমাণও অধিক হয় সুতরাং যে কার্য্যে অধিক সংখ্যকের অধিক উপকার হয় তাহাই পুণ্য, ইহাই মিলের ইউটিলিটী থিওরী (১৫) এ থিওরীর এক গুরুতর দোষ আছে তাহা আমরা পরে বিচার করিব।

(১৪) Mandeville.

(১৫) Vide utilitarianism by J. S. Mill.

সামবেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(১) কৌথুমী শাখা—ছ আং ১ম অ ১ম প্রং ১দং

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্র মিব প্রিয়ম্।

২ ৩ ২ ৩ ১। ২।
বধ্বং ন বেদ্যম্॥ ৫॥

৪। ৫ ৪ ১ ১
গানে। প্রেষ্ট ৪ বাঃ। অতা ২৩ য়িথীম্।

১ । ১ ২ ১ ২
স্তৌ ষে মিত্রম্। ইব প্রা ২৩ য়াম্। অগ্না য়িরা

২ ১ ২ ১ ২
৩ থা ৩ম্। নাবা ২৩ হা ৩৪৩ রি। দা ২৩৪ য়ো

৫
৬ হার্যি॥ ৯॥

৩। ৫ ৪ ১ ২
প্রেষ্টং বাঃ। ও হায়ি। অতা ২৩ য়িথীম্।

২ ১ ৩ ৫
স্তুষায়ি। মিত্রাতম্। ইবা ২ প্রো ২৩৪ য়াম্।

২। ১ ২ ১ ৪
ও হোহ ১ য়ি। অগ্নে রাস্থা ২৩ ম্। না ২৩ বে

২ ৫ ৫
৩। দা ৩৪৫ য়ো ৬ হা। য়ি॥ ১০॥

৫। ১ ১
প্রেষ্টং বো হাউ অতি থায়িম্। স্তুষে মিত্র মিব

২ ১ ২ ১ ২ ৫।
প্রা ৩৩ য়াম্। অগ্নায়ে ৩। রা ২ থা ২৩৪ ঔ

। ২ ১। ৩ ১ ১ ১ ১
হোবা। ন বে দিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ ১১॥

সৈষা পঞ্চমী।

উপনসা দৃষ্টা। ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! প্রেষ্টং স্তোতৃর্ণা মস্মাকম্ ধনদানেন প্রিয়তমম্ অতিথিং সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং যদ্বা "অত সাতত্য গমনে" ঋতন্যঞ্জীত্যদিনা (উঃ ৪।২। অতেরি—থিন্ পা) সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং মিত্রমিব সখায় মিব প্রিয়ং স্তোতুঃ প্রীণন করম্ রথং ন * রথমিব বেদ্যং বে দোধনং ধন—হিতং লাভ হেতুম্। বঃ ত্বাম্ পূজার্থে বহুবচনম্। স্তষে স্তৌমি। অহং উশনাঃ ইতি শেষঃ। যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারোহনেন ধনং লভতে, তাদৃশ-ধন-লাভ কারণম্॥ ৫॥

"অগ্নে,, ইতি ছন্দোগানাং পাঠঃ।

"অগ্নি,, মিতি বহ্বাচানাং পাঠঃ॥

হে অগ্নে! তুমি প্রিয়তম, অতিথির ন্যায় পূজনীয়, মিত্রের তুল্য প্রিয় ও রথের ন্যায় ধন লাভের হেতু তোমাকে স্তব করি॥ ৫॥

অগ্নি দেবগণের দূত, তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, অগ্নিদ্বারা কোন স্থলে অগ্নি, কোন স্থলে সূর্য্যকেও লক্ষিত করা হইয়াছে। এস্থলে বোধহয় কোন ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর্য্যগণ যে একান্ত আতিথের ছিলেন এই ঋক্ তাহারও প্রমাণ।

"অগ্নে" কৌথুমী শাখার পাঠ।

"অগ্নি" ঋক্‌বেদীয় পাঠ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২।৩ ১ ২
ত্বম্নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অ রা তেঃ।
৩ ২ ৩ ১। ২।
উ তো দ্বি যো ম মর্ত্ত স্য ॥ ৬॥

৫ । ১।১।২ ১। ২ ২
গানে।—ত্ব ম্নে য়া গ্নে ম হো ভিঃ। পা হো য়ি বী তশ্বা।
১। । ২। ১ ১
স্যা অরা তেঃ। উ তা দ্বা হ ১। য়ি ষা ২ঃ। ম
২ ১ ২ ১
র্ত্তস্য। ই ডা ২৩ ভা ৩৪ ৩। ও ৩৪ ই।জ॥১২॥
৪। ।৪ ৫ ৫ ১। ১
ত্ব ত্ব ম্নো অগ্নেম। হো ৬ ভা ইঃ। পা হী বী
২ ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১
শ্বা। ঔ ত হো। স্যা ঔ ত হো। আরাতেঃ। উ

তা দ্বা ১ ঈ যাঃ ২। মর্ত্তা ২য়।২৩৪
৫। । ৩ ১১১১
ঔ হো বা। স্যা ২৩৪৫॥ ১৩॥ ৬

সৈষা ষষ্ঠী।

সুদীতি পুরুমীঢ়াভ্যাং তয়োরণ্য তরেণ বা ঋষির্ণা দৃষ্টা।

ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নেঃ ত্বং নঃ অস্মান্, বিশ্বস্যাঃ অরাতেঃ বহুবিধাৎ আদাতুঃ সকাশাৎ অদানদ্বা (রা ধাতু দানার্থঃ) মহোভিঃ পূজাভিঃ মহস্তর্দ্ধনৈবা পাহিরক্ষ (রক্ষণার্থ পা ধাতো লোটিরূপম্)। ত্বমেব মহদ্ধনং দত্ত্বা অদাতু কত্রানাদ্বাসকাশাৎ রক্ষেত্যর্থঃ। যদ্বা মহোভি যুক্ত স্ত্বমিতি যোজ্যম্। উত অপিচ দ্বিষঃ দ্বেষ্টুঃ মর্ত্তস্য মর্ত্তাৎ সকাশাৎ পাহি। অস্মভ্যঃ বলং দত্ত্বেতি ভাবঃ। অথবা মর্ত্তস্য দ্বিষো দ্বেষা দ্রক্ষেতি সম্বন্ধঃ। অরাতেঃ রিত্যস্য অদানাদিতি পক্ষে তত্রাপি মর্ত্তস্যাদানাৎ ইতি সম্বন্ধনীয়ম্॥ ৬॥

হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে বহুবিধ অরাতি ও (অদাতা বা অদান হইতে) মনুষ্যের দ্বেষ অথবা দ্বেষকারী মনুষ্য হইতে পূজা বা ধন রক্ষা কর।॥ ৬॥

২ ৩ ১। ২।৩ ১ ২ ১২৩ ১২
এ হ্যূ ষু ব্র বাণি তে ২ গ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১২
এ ভি বর্দ্ধসি ইন্দুভিঃ॥ ৭॥

৫। । ২ ৪। ৫ ৫ ১ ২ ।
গানে।—এ হ্যূ ষু ৩ ব্রবাণ ৬ য়ি তায়ি। অগ্ন ই ত্থে ত রা
২। ১ ২
গা ২ য়িরাঃ। এ ভা ২ য়ির্বর্দ্ধা। সয়া ২৩ হা
১ ৫ ৫
৩৪৩ য়ি। দু ২৩৪ ভো ৬ হায়ি॥ ১৪॥
৫। । । ১ ৫ ১। ২
এ হ্য ষু ব্রবৌ হো নায়ি তায়ি। অগ্ন ই ত্থে তরা
২ ২ ২ ৩ ৫ ১ ২
২১ গীভ রাঃ। এ ভি র্বা ২৩৪ র্দ্ধা। সয়া ২৩ হা
১ ৫ ৫
৩৪৩ য়ি। দু ২৩৪ ভো ৬ হায়ি॥ ১৫॥

সৈষা সপ্তমী।

ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! এহি আগচ্ছ তে তুভ্যম্ ত্বদর্থং গিরঃ

*"রথং ন" রথমিব। এস্থলে ন অর্থ ন্যায় বা প্রায়।

স্তুতীঃ ইন্দ্রা ইন্দ্রমনেন প্রকারেণ সুসুষ্ঠু ব্রবাণি, ইত্যাশাস্যতে, তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। উ * ইত্যেতাঃ ইতরাঃ অসুরৈঃ কৃতাশ্চ শৃণ্বিতি শেষঃ। তথাচ ব্রাহ্মণম্ "অগ্নিরিন্দ্বেতরাঃ ইত্য সূর্য্যাহ বা ইতরাঃ গিরঃ" ইতি। অপিচ আগতস্তং এভিঃ এতৈঃ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ বর্দ্ধসি বর্দ্ধস্ব ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে! আগমন কর। তোমার জন্য স্তুতিবাক্য সকল যেন সুন্দররূপে বলিতে সমর্থ হই উ * অসুর কৃতাস্তুতিবাক্য গুলিও শ্রবণ কর। এবং এই সোমরস পানে বর্দ্ধিত হও ॥ ৭ ॥

সোমরস প্রস্তুত করার নাম সোমাভিষব, সোম কণ্ডন। কণ্ডন শব্দের অপভ্রংশ কাঁড়ান। সোমরস শর্করা ও যব সারের সহিত মিশ্রিত হইয়া সুপেয় হইত। ইহার ঈষদ্ মাদকতাশক্তি থাকিতে পারে। স্থলান্তরে ইহার প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত হইবে। ইহা ভারতের সর্ব্বস্থলে উৎপন্ন হইত না। হিমালয় প্রদেশে প্রাপ্য অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে "উদঙ্জাতঃ হিমবতঃ প্রাচ্যং নীরসে জনৈঃ"। যড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে ও পূর্ব্ব মীমাংসায় সোমের অভাবে পূতিকার (পুঁই) বিধান আছে "সোমাভাবে পূতিকা মভিষুনুয়াৎ"। যাহা হউক পুঁই চচ্চড়ী সোমের অভাব পরিপূরণ করিতে একান্ত অসমর্থ।

১ ২৩ ১ ১। ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে বৎসো মনো য়মৎ পরমা চ্চিৎ স ধ স্থাৎ।
২ ৩ ১ ২ ৩২
অ গ্নে ত্বা ক্কা ময়ে গিরা ॥ ৮ ॥

৫। । ১ । ২ ১ ৩ ১
গানে।—আ তে বৎসাঃ। ম নো য়মৎ। পরমাৎ। চিৎস
২ ২ ৪ ৫
ধা ২৩ স্থাৎ। অগ্নারিত্বা ৩ ক্কা ৩। ম য়ো বা।
৪
গাহ ৫ য়ি রো ৬ হা য়ি। ॥ ১৬ ॥
৪ ৫। ৪। ৫। ৫ ৫ ২
আ তে বৎসো মনো য়মৎ। ঐ য়া হায়ি। পর
১। । ১। ১ ।
মা চ্চিৎ সধস্থা দে য়া ২৩ হো ইয়া। অগ্নে
১ । । ১ ২ ১
ত্বা ক্কা ময় ঐয়া ২৩ হো ইরা গিরা। ইডা ২৩
২ ১
ভা ৩৪৩। ও ২৩ ৪৫ ই।ডা ॥ ১৭ ॥ ৮

সৈষা অষ্টমী।

কণ্ব গোত্রেণ বৎসেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

বৎসঃ এতন্নামা ঋষিঃ, গিরাস্তুত্যা। সাধনেন তে তব মনঃ পরমাৎ চিৎ উৎকৃষ্টাদপি সধস্থাৎ সহস্থানাৎ *

(সহ পূর্ব্বকাৎ স্থা ধাতোঃ) (ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী) দ্যুলোকাদিতি শেষঃ। আয়মৎ আয়মতি (লিট্) (আ, তে প্রাগ্‌ধাতোঃ, পাৎ)। হে অগ্নে! ত্বামহং কাময়ে প্রার্থয়ে। ত্বদীয়ং মনঃ ময়ি এব নিয়চ্ছামীতি ইতি প্রার্থয়ে ইতি শেষঃ।

"ত্বাক্কাময়ে" ইতিছন্দোগানং পাঠঃ।

"ত্বাম্‌কাময়ে" ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ ॥

বৎস ঋষি। তোমার মনটি স্তব দ্বারা উৎকৃষ্ট স্থান দ্যুলোক হইতেও আয়ত (আকৃষ্ট) করিতেছেন। হে অগ্নে! তোমার মনটি আমাতে নিয়ত হউক ইহা প্রার্থনা করি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১। ২। ৩
ত্বা মগ্নে পুষ্ক বা দধ্য থ র্বা নির মন্থতঃ।
২ ১। ২। ৩ ১ ২
মু র্ক্কো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ৯ ॥

৫। । ৫। ১ ২ । ১
গানে।—ত্বা মগ্নে পূষ্কা ৬ রা দধী। আ থ র্ব্বা। নায়িঃ।
৭ ৩ ৫ ৩ ৩ ৫
অমা ২ স্থা ২৩৪ তা। মু ২৩৪ র্ক্কো বা ২৩৪ য়ি
৪ ৫ ৪ ৫
শ্বা। স্য বো বা। য ই ৫ তো ৬ হায়ি ॥১৮॥৯॥

সৈষা নবমী।

ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! অথর্ব্বা (অথর্ব্বন্) এতৎ সংজ্ঞঋষিঃ ত্ববং মূর্দ্ধ্নঃ মূর্দ্ধ বদ্ধাবকাৎ বিশ্বস্য সর্ব্বস্যঃ জগতঃ বাঘতঃ বাহকাৎ পুষ্করাৎ অধি (ঐশ্বর্য্যে) নিরমন্থত। অরণ্যোঃ সকাশাৎ অজনয়ৎ।

---

* উদ্ধারা অসুর কৃত বাণীর শেষ হইতেছে। অসুর সম্বন্ধীয় বাক্যকে ইতরা ব্যণী বলা যায়।

* সধস্থ শব্দের প্রকৃত অর্থ যে পথে বা যাহাতে সাধুগণ ঐকমত্যে স্থিতি অর্থাৎ সহবাস করেন। সজাতীয় মিলন স্থান, সমাজ।

"পুস্কর পর্ণোহি প্রজাপতির্ভূমিম প্রথয়ং তৎ পুস্কর পর্ণে প্রথয়ং" ইতি শ্রুত্যন্তরাং। ভূমিশ্চ সর্ব্ব জগতঃ আধার ভূতেতি পুস্কর পর্ণস্য সর্ব্ব-গজদ্ধারকত্বম্। অত্র পুস্কর শব্দেন পুস্কর পর্ণমত্তি ধীয়তে ইতে তচ্চ তৈত্তিরীয়কে বিস্পষ্ট মাম্নাতম।"

"ত্বামগ্নে! পুস্করাধীত্যাহ, পুস্কর পর্ণেহ্যেন মুপশ্রুত মবিন্দৎ" ইতি ॥ ৯ ॥

হে অগ্নে! অথর্ব্বা নামক ঋষি, মূর্দ্ধার ন্যায় ধারক ও সমস্ত জগতের নির্ব্বাহক তোমাকে অরণিদ্বয় হইতে মন্থন করিয়াছেন।

বিবরণকার মাধবাচার্য্যের মতে ইহার অর্থ অন্য বিধ। তিনি পুস্করের অন্তরীক্ষ অর্থ করিয়া "বিশ্বস্য বাধতঃ" পদের সমস্ত ঋত্বিগ্‌গণের ইষ্টসিদ্ধি অর্থ করেন। আর পূর্ব্ববৎ। এতন্মতে 'অধি' অর্থ শূন্য অব্যয়।

• নব্য বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িৎ নামক যে সুক্ষ্মপদার্থের বিবৃতি করেন ইহার বিবরণও তদ্বিধ।

অথর্ব্বা ঋষি শরফলকে বৈদ্যুতাগ্নির সংযোগের আবিষ্কারক। পূর্ব্বে বৈদ্যুতাগ্নির ব্যবহার ছিল। নব্যগণ কি ভাবিবেন জানি না।

২ ৩১২৩১ ২৩ ১ ৩১ ৩২
অ গ্নে বিবস্বদা ভরা স্মভ্য মূতয়ে মহে।
৩ ১। ২। ৩ ২
দে বো হ্য সি নো দৃ শে ॥ ১০ ॥

৪ ৫। ৪ ৫ ১। ৫ ৪ ১ ৫ ২।
গানে।—অ গ্নে বিব স্বদা ভ রো। বাহায়ি। অস্মভ্য
১ ১ ২। ১ ২ ২
মূতা ২৩য়া য়ি মহে। ওহ্। বাত হায়ি।
১ ২ ৩ ১ ২ ২
দা য়ি বো ২১ হি য়া ২। ও ২। বা৩ হায়ি।
১ ২ ২ ৩ ৩ ৫।
ও ২। বা ৩ হা ৩য়ি। সা ২ য়ি না ২৩৪ ঔ
। ২
হো বা। দৃ শে ২১ ॥ ১৯ ॥ ১০ ॥

সৈষা দশমী।

বামদেবেন দৃষ্টা।—ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। হে অগ্নে! ত্বম্ অস্মভ্যম্ অস্মাকম্ মহে মহতে ঊতয়ে রক্ষণায় (অবরক্ষণে ইতি ধাতোঃ ঊতি যুতি জুতীতি সুত্রেণ নিপাতিতমরূপম্) বিবস্বৎ স্বর্গাদিলোকেষু বিশেষেণ হেতুভূতমিদং কর্ম্ম আভর সম্পাদয়। (হৃ-গ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বম্) হি যস্মাৎ ত্বং নঃ অস্মাকম্ দৃশে দর্শনার্থং দেবঃ দ্যোতমানঃ অসি।

ইন্দ্রাদয়ো নাস্মাভির্দৃশ্যন্তে, ত্বন্তু গার্হপত্যাদিদেশে অতিদ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যসে তস্মাত্বাং বিশেষেণ প্রার্থয়ামহে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঋগিয়ং বহ্বৃচেন নাম্নাৎ।

হে অগ্নে! যেরূপ কর্ম্ম করিলে স্বর্গে বাস করা যায়, আমাদের মহতী রক্ষার জন্য তাদৃশ কর্ম্ম কর। যেহেতু তুমিই আমাদের দৃষ্টির জন্য দ্যোতমান রহিয়াছ ॥ ১০ ॥

আলোক ভিন্ন দৃষ্টিসাধন হয় না, এই ঋকে তাহা সূচিত হইতেছে। এস্থলে অগ্নিদ্বারা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিলে (কারণ "বিবস্বৎ" সূর্য্য) উক্ত ভাবটী আরও বিশদীকৃত হয়। এবং "আভর" আঙ্-পূর্ব্বক হৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (হৃ স্থানে ভ সংস্কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।) আহর অর্থ আহরণ কর। সূর্য্যরসাদি আহরণ করে! এজন্য অমাবস্যাদি তিথি বিশেষে শরীরাদির প্রকৃতির ভিন্নভাব হয় ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। তদ্ধেতুই প্রাচীন আর্য্যগণ তিথিবিশেষে দ্রব্যবিশেষের ভোজননিষেধ জ্ঞাপন করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; পরিতাপের বিষয় এই নব্যগণের নব্য বুদ্ধিতে উহার যৌক্তিকতা বোধ হয় না। দেশেও অল্পায়ুতা ও অস্বাস্থ্যের আধিক্য ভিন্ন হ্রাসতা নাই। তিথিভেদে ভোজন দ্রব্যের প্রকৃতিগত কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় বারান্তরে তাহা লিখিবার বাসনা রহিল।

ইতি সামবেদীয় কৌথুমীশাখার ছন্দ আর্চ্চিকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম দশতি

দ্বিতীয় দশতি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩১। ৩ ১ ২
ন ম স্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেবকৃষ্টয়ঃ।

১ ২ ৩ ১ ৩
অমৈ রমিত্র মর্দ্দয় ॥ ১ ॥
১ ২ । ৪ ৫ ১ ২
গেয়গানে।—ন ন স্তৌ। হোগ্নায়ি। ওজসা তয়ি।
১৩ ৫। ১৩
গৃণা ২ ন্তা ২৩৪ য়ি দে। বাক্কৃষ্টয়া ২ঃ।
১ ২ ১ ৩ ৫। ।
অমায়ে ৩ঃ। আ২মা ২৩৪ ঔ হোবা।
২ ৩ ১ ১ ১ ১
ত্রমর্দয়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২০ ॥ ১

অগ্নিঋষি এই সামের (গানের) প্রকাশক ইহার নাম সংবর্গ।

ঋগিয়ং দশরাত্রযাগে ব্যবহর্ত্তব্যা।

অথ দ্বিতীয়খণ্ডে সৈষং প্রথমা।

বিরূপঋষিশ্ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্ন ! অগ্নে ! দেব ! কৃষ্টয়ঃ যজমান মনুষ্যাঃ ওজসে বলায় (ওজোবলং ৬।৮ নিং) (নিমিত্তার্থে চতুর্থী) তে তুভ্যং (নমোযোগে চতুর্থী) নমোগৃণন্তি নমস্কারশব্দং উচ্চারয়ন্তি। অতোঽহমপি গৃণামীত্যর্থঃ। ত্বং চ অমৈ র্বলৈঃ অমিত্রং শত্রুম অর্দ্দয় নাশয়।

হে অগ্নিদেব! যজমানগণ বললাভের জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছে। অতএব আমিও নমঃ শব্দ উচ্চারণ করি। তুমি বলসমূহদ্বারা শত্রু নাশ কর।

অথ দ্বিতীয়া।

২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
দূতং বিশ্ব বেদসং হব্যবাহ ব ম র্ত্ত্য ম্।
১ ২ ৩ ২
যজিষ্ঠ মৃঞ্জসে গিরা ॥ ২ ॥
৫।৪ ২ ৪ ৫। । ২
গেয়গানে।—দূতা তং বো ৩। বিশ্ব বেদসাম্। হব্য
১। ১ ৫ ১ ২
বাহাম্। অমা ২ র্ত্তা ২৩৪ য়াম্। যাজি-
১ ২ ২ ১ ২
ষ্ঠম্। ঋ। জসে ৩ হায়ি। গি রা। ঔ ৩
৪ ৫ ৪
হোবা। হো ২৫ই। ডা ॥ ২১ ॥ ২

বিশ্বমনাঃ ঋষি এই গানের (সামের) প্রকাশক এই জন্য ইহার নাম বৈশ্বমনাঃ।

ইয়মপি দশরাত্র, যাগে ব্যবহর্ত্তব্যা।

সৈষা দ্বিতীয়া।

বামদেবঋষিশ্ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে ! বিশ্ববেদসং বিশ্বং সমস্তং বেদোধনং যস্মাসৌ বিশ্ববেদাস্তং (বিদধাতোরস্) অথবা বিশ্বং বেত্তীতি। হব্যবাহং * দেবেভ্যো হবিষাং বোঢারম্ অমর্ত্ত্যং অমরবর্ণধর্ম্মাণম্ যজিষ্ঠং অতিশয়েন যষ্টারম্ দূতং দেবানামিতি শেষঃ। বঃ ত্বাম্ (গৌরবাৎ বহুত্বম্) গিরা স্তুতিরূপয়া বাচা যজমানোঽহম্ ঋঞ্জসে প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ামীত্যর্থঃ। “ ঋঞ্জতিঃ প্রসাধন কর্ম্মা ইতি যাস্কঃ ॥ ২

হে অগ্নে ! তুমি বিশ্ববেদাঃ হব্যবাহ অমর ও যজিষ্ঠ (অতিশয় যষ্টা) ‡ দেবগণের দূতস্বরূপ ; আমি স্তবে তোমাকে বর্দ্ধন করি।

অথ তৃতীয়া।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উ প ত্বা জাম য়ো গিরো দে দি শতীর্হবিষ্কৃতঃ
৩ ১। ২।
বা য়ো র নী কে অস্থিরন্ ॥ ৩ ॥
৫ । ১ ২। ১ ২ ১
গেয়গানে।—উ পত্বা জা। ম য়ো ২ গি। র ত্ত য়ি য়ু
২ ১ ২ । ১ ২ ১ ৭
দায়িদীশতি র্হবিষ্কৃ। ত ত্ত ২ য়িয়য়ু ২ঃ।
১। ১। ৩ ২ ৪
২ঃ। বা য়ো রা ২৩ নী। ক য়া ৩ স্থা ২ ৫

* হব্যবাহ হবশব্দ এস্থলে খাদ্যবস্তু বুঝাইতেছে। বোধ হয় পুরাকালে গুপ্তমন্ত্রণা খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরে দূতহস্তে প্রেরিত হইত। তাদৃশ খাদ্য রুটী বা তদাকারের বস্তু বলিয়াই অনুমিত হয়। অদ্যাপি রাজপুতনা প্রদেশীয় রাজন্যগণ গুপ্ত সমাচার রুটীর ভিতর দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, ইহাকে চাপাটী কহে। আধুনিক ইতিহাসে দেখা যাইতেছে বিখ্যাত ধুন্ধুপান্থ (নানা সাহেব) এই উপায়েই নাকি স্বীয় অভিপ্রায় সিপাহীদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীগণ “চিটী চাপাটী” বলিয়া থাকেন। চাপাটীই ঐরূপ।

‡ ‘যজিষ্ঠ, অতিশয় যাগকারী। যজধাতুর উত্তর তৃণপ্রত্যয়।

১ ২ ১। ১ ১ ১
য়ি ৬৩৬ নু। অ শ্বা ৩ গা বা ১ ২ ৩ ৪
১
৫ ঃ ॥ ২২ ॥

শ্বাভঋষি এইগান প্রকাশ করেন এইজন্য ইহার নাম শ্বাভ।

। । ৫। ১ ২
উ প ত্বা জা মা ৬ য়ো গিরাঃ। দা ২ য়ি দি শ।
১ ২ ৩ ৫ ৫। । ।
তাঽয়ি। ২ বী ২ ধ্বা ২৩৪ র্ত্তাঃ। বা য়ো র না হায়ি
৪ ৫ ১ ২ ৩। ৫ ৪ ৫
কা য়া। স্থা য়ি রা। ঔ হো ২৩৪ বা। ঈ ডা ॥ ২৩ ॥৩

শ্রুষ্টঋষি এই সামের প্রকাশক অতএব ইহার নাম শ্রৌষ্টীয়।

ঋষিয়ং আগ্নেয় ক্রতৌ ব্যবহর্ত্তব্যা।

সৈষা তৃতীয়া।

প্রয়োগ ঋষিশ্ছন্দো দেবতা পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! যজমানার্থং হবিষ্কৃতঃ (হবি প্রস্তুত কারিণ্যঃ) জাময়ঃ স্বসার ইব গিরস্তুতয়ঃ ত্বা ত্বাম্ উপদেদিশতীঃ তবগুণান্ উপদিশন্ত্যঃ ত্বা মুপতিষ্ঠন্তে। বায়োরণীকে সমীপে ত্বাং সমেধয়ন্ত্যঃ অস্থিরন্ অতিষ্ঠংশ্চ ॥ ৩ ॥

হে অগ্নে! যজমানের জন্য হবি-প্রস্তুত-কারিণী ভগিনীর ন্যায়, গুণ সমস্ত বর্ণনা কারিণী স্তুতি সকল তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। এবং তাহারা বায়ুর নিকটে তোমাকে বর্দ্ধিত করত অবস্থিতও হইতেছে।

অথ চতুর্থী।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
উপ ত্বা গ্নে দিবে দিবে দোষাবস্ত র্ধিয়া বয়ম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নমো ভবন্ত এ ম সি ॥ ৪ ॥

ঋগিয়ম্ অগ্নিষ্টোমে ব্যবহর্ত্তব্যা।

২ ১ ৪। ৫। ১
গেয়গানে।—উপাত্বা ২৩ গ্নে দিবে দিবায়ি। দোষা-
১ ১ ২ ১ ১ ১
২ বাস্তা ২ঃ। ধিয়া বয়ম্। না মো ২ ভা
২ ১। ২ ১
ন্না ২। ত য়ে মা ২৩ সা ৩৪৩ য়ি। ও
২৩৪৫ ই। ডা ॥ ২৪ ॥ ৪

এই সামের প্রকাশক বিশ্বামিত্রঋষি, ইহার নাম বৈশ্বামিত্র।

সৈষা চতুর্থী।

মধুশ্ছন্দঋষিশ্ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! নমো নমস্কারং ভবন্তঃ কুর্ব্বন্তো বয়ম্ দিবে দিবে অনুদিনং ধিয়া বুদ্ধ্যা ভক্ত্যা বা দোষাবস্তঃ রাত্রৌ অহনি চ ত্বা ত্বাং উপসমীপে এমসি এমঃ আগচ্ছামঃ। মন্ত্রাদেশশ্ছান্দসঃ (ইদন্তোমসি৭। ১। ৪৬ পাং)

হে অগ্নিদেব! ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করত আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে আপনাকে অর্চ্চনা করিতে আপনকার সমীপে আগমন করি।

এই ঋকৃটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১ম অধ্যায়ের ১ম সুক্তের সপ্তমী ঋক্। ঋগ্বেদে যে সমস্ত ঋগ্ আছে সামবেদেও তাহাই আছে সুতরাং সংহিতাপাঠ একই। পরন্তু সামবেদ গানকালে স্তোভাদি বিশিষ্ট হইয়া সংগীত হইয়া থাকে, তাহাই সাম। তবে দুই একটি ঋক্ এমন আছে যে তাহা ঋগ্বেদে নাই, বোধ হয় হোতৃ-কার্য্যে তাহা ব্যবহৃত হইত না; কেবল উদ্গাতৃ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। যথাপ্রথম দশতির দশমী ঋক্। "অগ্নে বিবস্বদ্,, ইত্যাদি পুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের এই ঋকের নূতন ব্যাখ্যা কালে নব্য পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী "দোষাবস্তঃ,, অর্থ রাত্রিতে প্রকাশমান লিখিয়াছেন। দোষা অর্থ রাত্রি, বস্ প্রকাশনে ইতি বস্ ধাতু তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া প্রকাশমান লিখিয়াছেন। এবং সায়ণ কৃতে ভাষ্যের দিবা অর্থের প্রমাণাভাব লিখিয়াছেন। বস্ত অর্থ প্রকাশ স্বরূপ দিবা হইতে দোষ কি? আর সায়ণাচার্য্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই,, এরূপ না লিখিয়া প্রমাণ দেন নাই এরূপ লেখাই যেন উচিত হইত। পারেন

নাই, আর 'দেন, নাই অনেক বিভিন্ন। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

অথ পঞ্চমী।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
জ রা বোধ ত দ্বি বিড়্ঢি বি শে বিশে য জ্ঞি
২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
য়ায়। স্তোম ংং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ৫ ॥

অগ্নেোর্য্যাম-যাগে ব্যবহর্ত্তব্যা ঋগিয়ম্।

৪ ৫ ১ ১ ১
গেয়গানে।—জারা। বো ধা ২ বোধা ২। ত দ্বি
২ । ১ ১
বিড়্ঢায়ি। বি শে বা য়ি শে ২। যজ্ঞা
। ২ ২। । ১।
২৩। য়া য়া ৩৪ ঔ হো বা। স্তোমহং
২ ১। ২। ১
রুদ্রায় দৃশীকাম্ ॥ ২৫ ॥
৫ । । ৪ ৫ ১ ২ ১
জ রা বো ধো বা। তা দ্বি বিড়্ঢায়ি।
২ ১ ২ ২ ১।
বি শায়িয়া ২৩ য়ি শে। যজ্ঞি য়া য়া।
। ৪ ৩। ২
স্তো মা হং রুদ্রা ২৩ য়া ২। দৃশী কো
৩৪৫ ই। ডা ॥ ২৬ ॥ ৫

এই দুইটী সামের প্রকাশক অগ্নিঋষি সুতরাং এই গানের নাম আগ্নেয়ী হইলেও জরাবোধ আছে বলিয়া "জরাবোধীয়,, নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

শুনঃশেপ ঋষিশ্চন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

হে জরাবোধ! জরয়াস্তুত্যা বোধ্যমানগ্নে! বিশে বিশে তত্তদ্ যজমানরূপ প্রজানুগ্রহার্থং যজ্ঞিয়ায় যজ্ঞ-সম্বন্ধ্যনুষ্ঠান সিদ্ধ্যর্থং তৎ দেব যজনং বিবিড়্ঢি। প্রবিশ। যজমানেঽপি রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে তুভ্যং দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ।

অত্রযাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। জরাস্তুতিঃ জরতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ তদ্বোধতয়া বোধয়িতরীতিবা। তদ্বি-বিড়্ঢি তৎ কুরু। মনুষ্যস্য যজমানায় স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়মিতি।

জরাবোধঃ "জৄশ্ বয়োহানৌ,, অত্র তু স্তুত্যর্থঃ। "ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্,, ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ, অতষ্টাপ্। জরয়া স্তুত্যাবোধো যস্য সৌ জরাবোধঃ। অথবা জরয়া বুধ্যতে ইতি জরাবোধঃ। কর্ম্মাণি আমন্ত্রিতা-দ্যুদাত্তম্। বিবিড়্ঢি—"বিশপ্রবেশনে,, লোটো হিঃ। "বহুলং ছন্দসি,, ইতি শপ শ্লুঃ অভ্যাসহলাদৌ শেষৌ "হুঝলভ্যোহের্দ্ধিঃ,, ইতি হের্দ্ধিরাদেশঃ। ষত্বষ্টুত্বে যদ্বা 'বিষ্ণব্যপ্তা। বিত্যস্য লোম্নধ্যমৈক বচনে অভ্যা-সস্য গুণাভাবঃ। "বিশে বিশে,, "সাবেকাচ,, ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বম্ অনুদাত্তঞ্চ ইত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বম্। যজ্ঞিয়ায় "যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘ খ ঞৌ,, ইতি ঘঃ। দৃশী-কম্—অনিদৃশীভ্যাঞ্চ,, ইতি কীকণ্ নিত্তাদাদ্যুদাত্তঃ ॥৫॥

হে জরাবোধ অগ্নে। সেই যজমান রূপ প্রজা-গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ, যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য, সেই দেব যজন প্রদেশে প্রবেশ কর। যজমান ও রুদ্ররূপী তোমাকে দেখিবার উপযুক্ত সমী-চীন স্তব করিতেছে।

বিবরণকার এই ঋক অবলম্বন করিয়া একটি ইতিহাসের উদ্ধৃতি করেন। অগ্নিঋষি শুনঃশেপ ঋষিকে বলিলেন তুমি রুদ্রকে স্তব কর, রুদ্রই একমাত্র দেবতা। তিনি তদুত্তরে বলিলেন আমি স্তব করিতে জানি না, তুমি ইহাকে স্তব কর।

অথ [illegible]।

২ ৩ ১ ৩ ২। ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রতি ত্য ঞ্চা রু ম ধ্ব রং গো পী থায় প্রহূয়সে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ম রু দ্ভি র গ্ন আ গ হি ॥ ৬ ॥

ঋগিয়ং কারীরী যাগে ব্যবহর্ত্তব্যা।

২ ১ ৪ ৫ ২।
গেয়গানে।—প্র তি ত্যা ২৩ ঞ্চারু মধ্বরাম্। গো পী
১। ২ ৩ ৫ ২ ১।
থা। য়া ২। প্রা হু য়া ২৩৪ সায়ি। মরু
২ ১ ২। ১ ২ ৪ ৫
দ্ভিঃ। আ গ্না আগ হা। ও ৩ হো বা।
৪
হো ২ ৫ ই। ডা ॥ ২৭ ॥ ৬

ইহার প্রকাশক অগ্নি ও নাম এবং মারুত নামক সাম।

সৈষা ষষ্ঠী।

মেধাতিথিঋষি রগ্নির্দেবতা মরুদ্বা। ছন্দঃ পূর্ব্ববৎ।

হে অগ্নে! ত্যং তং (ত্যচ্ছব্দঃ সর্ব্বনাম তচ্ছব্দপর্য্যায়ঃ) অঙ্গবৈকল্য রহিতং চারুং অধ্বরং প্রতি, গোপীথায় সোমপানায় প্রহূয়সে প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে। তস্মাদস্মিন্নধ্বরে ত্বং মরুদ্ভির্দেবৈঃ সহ আগহি আগচ্ছ।

তং প্রতিচারু মধ্বরং সোমং পানায় প্রহূয়সে, সোঽগ্নির্মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছ। যাস্কেনৈবমৃগ্ ব্যাখ্যাতা।

হে অগ্নিদেব! তাদৃশ অঙ্গবৈকল্য রহিত চারু যজ্ঞে সোম পানের জন্য প্রকৃষ্টরূপে আহুত হইতেছ অতএব এই অধ্বরে (যজ্ঞে) মরুৎগণের সহিত আগমন কর।

অথ সপ্তমী।

২ ৩২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২।
অ শ্বং ন ত্বা বারবন্তং ব ন্দ ধ্যা অগ্নি ন মোভিঃ।
৩ ১২ ১২
সম্রাজ ন্ত মধ্বরাণাম্॥ ৭॥

আগ্নেয় ক্রতৌ ব্যবহর্ত্তব্যা।

১ ২ ৩। ৫ ১ ২ ৩।
গেয়গানে।—আ শ্বা। ঔ হো ২৩৪ বা। না ত্বা। ঔ
৫ ৪।৫ ৩ ৪ ১২
হো ২৩৪ বা। বার বন্তং বন্দধ্যা। অগ্ন।
৩। ৫ ৪ ৫। ৪। ৫ ৪
ঔ হো ২৩৪ বা। ন মো ভিঃ সমাজ ন্তাম্।
১ ২।২ ১ ৪ ৫ ৬
আধ্বরাণাম্ ঔ ২৩ হোবা। হো ৫ ই।
ডা॥ ২৮॥

৪ ৫ ৪ ৫। ৪। ৫ ৪ ২ । ।
অ শ্বং ন ত্বা বার ব ন্তাম্। বন্দধ্যা অগ্নি ন মো
২১।২ ২ ৩। ৪ ৫ ১ ৩
ভায়িঃ। সম্রাজম্। ত মা ধ্ব রা ৩ ঔ হো বা। ই হা
৫ ৩ ২ ৩ • ৫। । ২
২৩৪ হাই। ঔ হেতি ১ ২। য়া ২৩৩ ঔ হোবা ৭ ৩ ৪ ৫
ম্॥ ২৯॥
৫ । । ৪ ৫ ২ ৩ ৫
অ শ্ব ন ত্বা ঔ হো হায়ি। বা রা বা ২৩৪ ন্তাম্।

২১ ৫ ১ ২ ৩। । ৫
বন্দধ্যা ২৩৪ হায়ি। অ গ্না য়ি ন্নমা ৩৪। ঔ হো বা।
১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২১।২ ১
ই হা ২৩৪ হায়ি। উ হু বা ২৩৪ ভীঃ। সম্রাজ। ন্তা ২
৭ ২ ৩। । ৫ ১৩ ৫ ৩। ২
ম ধ্ব রা ৩৪ ঔ হো বা ইহা ২৩৪ হায়ি: ঔ হো ৩ ১ ২
৫। ৫ ৪
৩ ৪। ণাম্। এ হি য়া ৬ হা। হো ২ ৫ ই। ডা॥৩০॥৭

প্রথম সামের প্রকাশক ভৃগুঋষি, দ্বিতীয়ের ইন্দ্রঋষি, তৃতীয়ের প্রকাশক শুনঃশেপঋষি। ইহাতে 'বারবন্ত, পদ আছে জন্য ইহার নাম বারবন্তীয়।

সৈষা সপ্তমী শুনঃশেপঋষিশ্ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

বারবন্তং বালযুক্তং অশ্বং ন ইব; অশ্বো যথা বালৈঃ ব্যথকান্ মশক-মক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিঃ অস্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরণীত্যর্থঃ।

অধ্বরাণাং যজ্ঞানাম্ সম্রাজং সম্রাট স্বরূপিনং অগ্নিং ত্বা ত্বাং নমোভিঃ স্তুতিভিঃ বন্দধ্যৈ বন্দিতুম্ প্রবৃত্তাঃ বয়মিতিশেষঃ। (বন্দধাতো স্তমর্থে সে সনিত্যাদি অধ্যৈ। ৩।৪।৯ পাং)

যেরূপ রোম যুক্ত অশ্ব রোমাদি দ্বারা মশক-মক্ষিকাদি বিদূরিত করে, তুমিও জ্বালাদ্বারা আমাদিগকে নিরাপদ কর। তুমি যজ্ঞের সম্রাটস্বরূপ আমরা তোমাকে স্তবে বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অথ অষ্টমী।

৩ ১ ২। ৩ ২।
ঔর্ব্বভৃগু বচ্ছুচি ম প্নবান বদা হু বে।
৩ ১ ২৩১ ২
অ গ্নিং সমুদ্র বা স সম্॥ ৮॥

আগ্নেয়ক্রতৌ ব্যবহর্ত্তব্যা।

৫। ৪ ৩
গেয়গানে।—ঔর্ব্বভৃগুবৎ। ঔ হায়ি। শু ২৩৪ চীম্।
১ ২। ১ ১ ২ ১
আপ্নবান বদা ২ হবা ২ য়ি। হু ব ও য়ি।
১ ১ ২ ২ ২ ১
অ গ্না ২ য়ি ৪ ং সমু ২ স মু ন্ত। দ্র বা

২ ১ ১ ১ ১
স স। ৩১ উবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩১

এই সামে সমুদ্র বাসসম্ পদ আছে বলিয়া 'সমুদ্র বা সামুদ্র বাসস বলে।

সৈষা অষ্টমী। প্রয়োগঋষিশ্ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

ঔর্ব্বভৃগুবৎ আপ্নবানবৎ অহং সমুদ্র বাসসম্ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তিমম্ বাড়বং শুচিং শুদ্ধং অগ্নিং আহুবে আহ্বয়ামি।

সমুদ্রবাসী, শুদ্ধ বাড়বাগ্নিকে ঔর্ব্বভৃগু ও আপ্নবানের ন্যায় আহ্বান করি।

এই ঋক্‌দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঔর্ব্বভৃগু ও আপ্নবান ঋষিদ্বয় সর্ব্বাগ্রে বাড়বাগ্নির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন এবং কার্য্য বিশেষে তাহার ব্যবহার করিতেও জানিতেন। যাঁহারা বলেন আদৌ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশে মাত্র বিচরণ করিতেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি বাড়বাগ্নি কি ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশে উদ্ভূত হইত?

অথ নবমী।

৩ ১ ২ ৩ ১। ২। ৩ ১ ২ ৩ ২ ১
অ গ্নি মি ন্ধা নো ম নসা ধি য় ং স চেত মর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নি মিন্ধে বি ব স্বভিঃ ॥ ৯ ॥

ব্যবহারে পূর্ব্ববৎ।

৫ ৪ ৫ । ৫ । ৫
গেয়গানে।—অ গ্নি মি ন্ধা নো মন সো। হো হো বা
৩ ৪ ৫ । । ।২
হাই। ধীয় ং সচে ত মো। হোত হা ৩
১ ১ ১ ১
হো ২৩৪ র্ত্তিয়াঃ। অ গ্নায়ে তম্। আ
৫ । ২ ১ ১ ১ ১ ১
যিন্ধ ২৩৪ ঔ হো বা। বি ব স্বভী ২ ৩ ৪
১
৫ঃ ॥ ৩৩ ॥ ৯

এই সামের প্রকাশক অত্রিঋষি ইহার নাম 'অসংপ

সৈষা নবমী। ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি পূর্ব্ববৎ।

মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ অগ্নিং ইন্ধানঃ কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়ন্ মনসা এব শ্রদ্দধানঃ সন্ ধিয়ং কর্ম্ম সচেত কালে ভজেত। বিবস্বিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ অগ্নি মেব ইন্ধে প্রজ্বলয়তি ॥ ৯ ॥ বহ্বৃচানাং 'ইধে, ইতি পাঠঃ।

মানবগণ অগ্নিকে কাষ্ঠাদিদ্বারা প্রজ্বলিত করত, সুসমাহিত হইয়া যথাকালে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা প্রজ্বলিত করাইবে।

অথ দশমী।

২উ ৩২৩ ১২৩ ১ ৩ ২
আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্
৩ ২উ ৩১ ৩ ৩২
পরো য়দিধ্যতে দিবি ॥ ১০ ॥

ঋগিয়ম্ মহাব্রতসূত্রে নিযোক্তব্যা।

৪। । ৪ ১।
গানে—আদিৎ প্রত্না৫স্য রেতসাঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি
। _ ২ ১। _ ২ ১
বাসরা ২ রাম। পরায়া ২ দিধ্যতাই। দিবি।
২। ১। ১। ১।
হোই। হোই ঔ হো ঔ হো বা ২৩৪৫ হাউ।
বা ॥ ৩৪ ॥ ১০

ইহার প্রকাশক প্রজাপতিঋষি, নাম "নিধনককয়ি,,

সৈষা দশমী। বৎসঋষিশ্ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ।

পরোদিবি দিবঃ পরস্তাৎ (ব্যত্যয়ে সপ্তমী) (বহ্বাচোনাং দিবেতি তৃতীয়ান্তেন ব্যত্যয়ঃ) দিবি দ্যুলোকস্য উপরি য়ৎ য়দা অয়ং বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ সূর্য্যাত্মনা ইধ্যতে দীপ্যতে আদিৎ অনন্তরমেব প্রত্নস্য চিরন্তনস্য রেতসঃ গন্তুঃ (রী গতিরেষণয়োঃ অস্মাৎ সুরীভ্যাং তুড় বেত্যসুন্‌তুড়াগমশ্চ) য়দ্বা রেতঃ ইত্যুদকনাম রেতস্বিনঃ উদকবতঃ (সামার্থ্যান্মত্বর্থোলক্ষ্যতে) ঈদৃশস্য ইন্দ্রস্য সূর্য্যাত্মনঃ বাসরম্ নিয়ামকং বাসরস্য-নিবাস-হেতুভূতং বা জ্যোতিঃ দ্যোতমানং তেজঃ পশ্যন্তি। সর্ব্বেজনা ইতি শেষঃ। য়দ্বা বাসর মিত্যন্ত্যগুসংযোগে দ্বিতীয়া। কৃৎস্নমহঃ উদয়প্রভৃত্যস্তময়াৎ জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। ইসুসোঃ সামর্থ্যে ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বম্ ১০ ॥

দ্যুলোকের উপরিভাগে এই বৈশ্বানর অগ্নি, সূর্য্যরূপে প্রদীপ্ত হন। তৎপর চির উদকবিশিষ্ট সূর্য্যরূপ বাসহেতু জ্যোতিঃ সকলেই দেখিতে পায়॥ ১০॥

এই ঋকের বিবরণাদি পর্য্যালোচনাদ্বারা ইহা উপলব্ধি হয় যে, মেঘঘর্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, এই কথা পৃথিবীর প্রারম্ভে আর্য্যঋষিরাই প্রকাশ করেন।

ইতি প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয়দশতি ও প্রথম প্রাপাঠকের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত।

শ্রী ক-ম-শ-স
গাওদিয়া

বর্ষা-চর্য্যা।

শ্রাবণ ভাদ্রমাস বর্ষাকাল। এইকালে আকাশমণ্ডল সর্ব্বদা ঘনঘটায় আচ্ছাদিত থাকাতে চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই দৃশ্য হয় না। দিক সকল অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়, অনবরত বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন, শিলাবর্ষণ ও বজ্রপতন হইতে থাকে। ময়ূর ভেক চাতকপ্রভৃতির কলরবে, বৃষ্টি ও গিরিনির্ঝরের পতনশব্দে চিত্তে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। সময়ে সময়ে অসুখজনক ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। নদী খাল বিল প্রভৃতি জলাশয় সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নদীকূল ও নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায়। কেতকী, কদম্ব, কুটজ, শাল ও মালতী প্রভৃতি পুষ্প বিকশিত ও আতা, পিয়ারা, আনারস আদি ফল পক্ক হইয়া কাননের শোভা-বর্দ্ধন করে। আষাঢ়, ধান্যরোপণের প্রশস্ত কাল—কিন্তু যে সকল কৃষক প্রতিবন্ধকতা-প্রযুক্ত আষাঢ় মাসে ধান্যরোপণে অক্ষম হয় তাহারা শ্রাবণ মাসে তৎকার্য্য সমাধান করে।

শিশিরচর্য্যা প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে মাঘ হইতে আষাঢ়মাসপর্য্যন্ত যে কাল তাহাকে উত্তরায়ন বলে। ইহার আর একটী নাম "আদানকাল" এই আদানকালে মানবগণ স্বভাবত যে দুর্ব্বল হয় ও অন্য কালে (দক্ষিণায়নে) যে বল প্রাপ্ত হয়, তাহাও শিশিরঋতু বর্ণনকালে বলা হইয়াছে। বর্ষাকাল দক্ষিণায়নের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে বর্ষায় পথ্যাপথ্যসম্বন্ধে তত বিচার না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতার্থে সেটী ভ্রম। শরত ও হেমন্তকালে যে সকল পীড়া প্রকাশ পায় তন্মধ্যে অধিকাংশ রোগের হেতু এই বর্ষাকালে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এজন্য এসময় বিশেষরূপে পথ্যাপথ্যের বিচার করা কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্মের উত্তাপের পর সহসা বর্ষাকালের জলসিক্ত শীতল বায়ুস্পর্শে শরীরস্থ বায়ু দূষিত হয়, পৃথিবীস্থ উষ্ণবাষ্প সংস্পর্শে ও বর্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে পানীয় জল পরিপাক সময়ে অম্ল হইয়া পিত্তকে এবং কর্দ্দমাদি সংশ্রবে জলাশয়স্থ জল কলুষিত হইয়া বর্ষার স্বাভাবিক অগ্নিমান্দ্যপ্রযুক্ত কফকে দূষিত করে। এই প্রকারে বায়ু পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া আদানকাল জনিত ক্লান্তশরীরি মানবগণের বলহীন অগ্নিকে আরও ক্ষীণ করিয়া ফেলে। অতএব এইকালে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। যে সকল আহার বিহার বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের অবিরোধী এবং যদ্দারা উক্ত ত্রিদোষ সমিত হয় অথচ জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত করে তাহাই সেবন করা কর্ত্তব্য।

এইকালে বিরেচকাদি গ্রহণে শরীর পরিস্কৃত না হইলে পীচ্‌কারী লওয়া আবশ্যক। আর্য্যগণ বমন বিরেচনসম্বন্ধে যে সকল বিস্তৃত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাহা এক্ষণকার ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতাপেক্ষা কতদূর ফলপ্রদ, তাহা বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে। এজন্য তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম, বস্তুতঃ এসময় সাধারণ বিধি অনুসারে কেবল (ক্যাষ্টরওইল) এরণ্ডতৈল দ্বারা জোলাপ লইলেও যথেষ্ট উপকার হয়।

এসময়ে পুরাতন তণ্ডুল, যব ও গোধূমাদিজাত

খাদ্য, ঘৃত, গোলমরিচ ও আদা প্রভৃতিদ্বারা সংস্কৃত মাংসরস, জাঙ্গলদেশজ (১) হরিণাদির মাংশ যুষ্ মুগ ও দাড়িমাদিকৃত পুরাতন, মাধ্বীক ও অরিষ্ট নামক মদ্য। (২)কোন দ্রব্যের কাথসহ গুড় মিশাইয়া কিছুকাল আবৃতপাত্রে রাখিলে অরিষ্ট মদ্য হয়; যাঁহারা মদ্যপানে বিরত তাঁহারা সচল লবণ ও পঞ্চকোল চূর্ণসহ দধির মাথ সেবন করিবেন, পীপুল-মূল, চঞী, চিতামূল ও শুঁট্ এই—পাঁচটী সমানাংশ একত্রে মিলিত করিলে পঞ্চকোল প্রস্তুত হয়। বৃষ্টির জল বা সিদ্ধ করা কূপজল সেবন করিবে। অত্যন্ত বাদলার দিবসে যে সকল দ্রব্য লবণ ও অম্লরসবিশিষ্ট এবং যাহাতে স্নেহের (তৈলাক্তপদার্থের বা ঘৃতের) ভাগ অধিক অথচ সহজে জীর্ণ হয়, সেই সকল দ্রব্য মধু-সহযোগে সেবন করিবে, পরিষ্কৃত শুষ্ক ও স্থূল বস্ত্র-দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত রাখিবে। বর্ষাকালে অনেকে লোমজ উষ্ণগুণযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করেন, কিন্তু আর্য্য-চিকিৎসকের মতে তাহা সুসঙ্গত নহে, তাঁহারা উষ্ণ গুণযুক্ত ত্বগজ বস্ত্রের ব্যবহার বর্ষাকালে নিষেধ করিয়া শুভ্রবর্ণ কার্পাসজ বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। (৩) সর্ব্বদা সুগন্ধ গ্রহণ করিবে, যে সকল পথ কর্দ্দমময় তথায় যানযোগে গমনাগমন করা বিধেয়, জলকণাসীত ও বাষ্পবর্জ্জিত ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহমধ্যে বাস করিবে, নদীজল, উদমন্থ (৪) দিবানিদ্রা, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, পূর্ব্ববায়ু যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।

বর্ষাকালে স্বভাবত বায়ুবৃদ্ধি হয়, বাদলার দিন বর্ষার লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া বায়ুও অতিরিক্তপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ঐ দিবস ঈষ-দুষ্ণজলে স্নান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অনেকে এই দিবস বরং বায়ুবৃদ্ধিকর অষ্টদ্রব্য (চাউলভাজা ছোলাভাজা আদি) ভক্ষণ করিয়া থাকেন, ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য ও ভাবী রোগের মূলীভূত কারণ।

Ramram chundra Madical Practitioner.

(১) আর্য্যচিকিৎসকগণ সমস্ত দেশকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা জাঙ্গলদেশ, অনূপদেশ ও সাধারণদেশ। তন্মধ্যে যে দেশে বৃক্ষ পর্ব্বত ও নদ্যাদি জলাশয় মাত্র তাহাকে জাঙ্গলদেশ ও যে দেশে ঐ সকলের আধিক্য এবং বৃক্ষাদির ছায়ায় ভূভাগ আচ্ছাদিত ও যথায় সম্যকরূপে বায়ু প্রবাহিত হয়না তাহাকে অনূপদেশ এবং উক্ত উভয়দেশের মিলিত লক্ষণবিশিষ্ট দেশকে সাধারণদেশ বলে।

(২) মাধ্বীক মদ্যের বিষয় গ্রীষ্মচর্য্যা বর্ণনকালে বলা হইয়াছে।

(৩) গুরুষ্ণ শুভ্রদং বস্ত্রং শীতাতপনিবারণং।
নচোষ্ণং নচ বা শীতং তত্তু বর্ষাসু ধারয়েৎ॥
ইতি ভাবপ্রকাশ।

(৪) ঘৃতযুক্ত সাতুর সরবৎকে উদমন্থ বলে।

মহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মহিলা—প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারদ্বারা প্রকাশিত। বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১॥০ টাকা।

যাঁহারা সমাজিকবিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই অত্যন্ত উচ্চদরের কবি না হইলে সময়ে সময়ে কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না। কাল্পনিক বিষয়ের আশ্রয় লইলে কবি যেমন ইচ্ছামত নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্র সৃজন ও অলঙ্কৃত করিতে পারেন, সামাজিক বিষয় লইলে সেরূপ করিবার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তাহাতে নায়ক নাই নায়িকা নাই, চরিত্রের গঠন নাই, হৃদয়ের বেগ নাই, অন্তর্জ্জগতের প্রতিমূর্ত্তি নাই এবং যাহাতে কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ পায় তাহার কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় যিনি সামান্য পরিমাণেও কাল্পনিক কার্য্যের অনুকরণ করিতে এবং যথোচিত কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি আমাদের বিশেষ প্রশংসার স্থল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মহিলার প্রথমাংশ সমালোচনা-কালে একস্থলে বলিয়াছি যে গ্রন্থকার কোন ঐতিহাসিক বা কল্পিত বিষয় উপলক্ষ করেন নাই, তাঁহার কাব্যে নায়ক নায়িকা নাই; যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অস্বাভাবিক প্রেমপ্রীতির ছড়াছড়ি নাই, এইজন্য তিনি আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র। বাস্তবিক সামাজিক ও গার্হস্থ বিষয় অববলম্বন করিয়া গ্রন্থকার নিজ ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে তিনি অন্য কোন কাব্যোপযোগী বিষয়ের অবতারণা করিলে বিশেষ যশস্বী হইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের সে আশা ও ত্বঃখ বৃথা, গ্রন্থকার সাধারণ্যে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই জন্মের মত ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকারের কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়োচিত দোষও জন্মিয়াছে। এদোষের জন্য আমরা গ্রন্থকারের নির্ব্বাচিত বিষয়ের যে পরিমাণে নিন্দা করি গ্রন্থকারকে সে পরিমাণে নিন্দা করিনা। গ্রন্থকার শক্তি থাকিলেও প্রতিভার ইচ্ছামত বিস্ফূরণ কোথাও দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে উচ্চদরের ভাব আছে সত্য, দার্শনিক যুক্তি আছে, নৈয়ায়িকের মত আছে, সমাজ উদ্ধারের উপায় আছে, চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে কিন্তু কল্পনা দেবীর যথেচ্ছাচার ক্রীড়া নাই, তাহাতে হৃদয়ের মূর্ত্তি নাই। অন্তর্জ্জগতের আকৃতি নাই।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কল্পনা দেবীর অনুগ্রহ না থাকিলেও তাহাতে কেমন একটু মধুর উত্তেজনা আছে, যেন সকল কথাই গ্রন্থকারের মর্ম্মভেদ করিয়া উঠিতেছে। তিনি যাহাই লিখিয়াছেন তাহাতেই যেন সহৃদয়তা জাজ্বল্যমান। যেন বাঙ্গালী স্ত্রীজাতির ত্বরবস্থা তাঁহার হৃদয়ের সন্ধিস্থান স্পর্শ করিয়াছে, সূতিকাগৃহের কথায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন।—

ধাতার বিহারমাতা মুরতি সাকার।
"তাহারে অশুচিমানে, পুরের অধম স্থানে
জাস্তনরে স্থাপনা রচনা করে তায়।"
রবিকর বায়ুহীন, আর্দ্রতল শয্যাদীন,"
* * * * ইত্যাদি।

আর একস্থলে—সন্তানের উদ্দেশে—
"গীতবাদ্য হোলীবর, যারজন্মে মহোৎসব,
পশুর অপ্রিয়পুরে সে নবকুমার!!
* * * * ইত্যাদি।

আবার ধাত্রীর বর্ণনা কালে কহিয়াছেন।
"না পড়েছে কোন তন্ত্র, না জানে শরীর যন্ত্র,
নীচজাতী নীচাচার নিকটে না যাই তার
তিনি ধাত্রী ষষ্ঠীদেবী একোন্ বিধান!!"

এইরূপ অনেক হৃদয়গ্রাহী কথা আমরা মহিলা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিতাম, কিন্তু আমাদিগের পত্রিকায় স্থান একান্ত সংকীর্ণ বিধায় তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম, এক্ষণে আমরা পুস্তকের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য স্ত্রী শিক্ষার উপযোগীতা। বাস্তবিক বাঙ্গালীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার স্ত্রীশিক্ষার অভাবই যে প্রধান কারণ তাহা বুদ্ধিমানকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। সন্তানের মানসিক উন্নতি বা অবনতি বহুল পরিমাণে মাতার উপরই নির্ভর করে। শৈশবে শিশু যেমন শিক্ষা পায়, যেমন উপদেশ পায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিশু সেইরূপ পথই অবলম্বন করে। তাহাকে যাহা দেখাও সে তাই দেখিবে, যাহা শুনাও তাহা শুনিবে; সেই সুকুমার বয়সে সেই নবীন মানসক্ষেত্রে যাহা বপণ করিতে ইচ্ছা কর তাহাই হইবে, কিন্তু সেই বয়সে মাতার সহিত শিশুর যত সম্বন্ধ এত আর কাহার সহিত? শয়নে ভোজনে বিশ্রামে মাতাই শিশুর একমাত্র অবলম্বন। তখন মাতৃ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; মাতা যেরূপ বীজ বপণ করিয়া দিবে শিশুর হৃদয়ক্ষেত্রে তদনুরূপই ফল ফলিবে। শারীরিক উন্নতি বল, বা নৈতিক উন্নতি বল, সকলই সেই স্নেহময়ী জননী প্রসাদাৎ। সেই জননী যদি শিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী হন তাহা হইলে সন্তানের

যে কি পরিমাণে সৌভাগ্য তাহা বলা যায় না। নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, তাঁহার স্নেহময়ী জননীই তাঁহার উন্নতির কারণ। কবিবর সার ওয়াল্‌টারস্কটও সেই কথা বলিয়াছেন। যে গ্রন্থকার এরূপ প্রয়োজনীয় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপযোগীতা বিচার করেন, তিনি যে বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হওয়া উচিত তাহা বলা বাহুল্য।

স্ত্রীশিক্ষা হইলে সন্তানের যে কেবলমাত্র বিদ্যা ও নীতিসম্বন্ধেই উন্নতি হইবে, এমন কথা নহে, মহিলা লেখক গুরুমহাশয় কর্তৃক শিশুদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি কি পরিমাণে দুর্ব্বল হয় তাহা লিখিয়াছেন। গুরুমহাশয় এবং স্কুলের পণ্ডিতদিগের দৌরাত্ম্যে অথবা স্কুলইনস্পেক্টরদিগের অত্যাচারে শিশুদিগকে এককালে অনেক বিষয় গলাধঃকরণ করিবার জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা শিশুদিগের পিতামাতার অজ্ঞাত নহে, এবং সেই অপরিমিত পরিশ্রমের গুরুতর ফল বাঙ্গালী চিররোগী। মাতা শিক্ষিতা হইলে শিশুরা অনেকপরিমাণে এ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায়।

একজন য়ুরোপীয়পণ্ডিত * বলিয়াছেন যে শিশুকে ৮ বৎসরপর্য্যন্ত মাতার নিকট শিক্ষিত হওয়া উচিত। এই তরুণবয়সে তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে তাহার মনোবৃত্তি সকল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সে মাতার নিকট কত আগ্রহসহকারে ঠাকুরমার গল্প শুনে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতা নিজে সুশিক্ষিতা হইলে কত কাজের কথা তাহাকে শিখাইতে পারেন? সেই জন্যই বলি যে স্ত্রীশিক্ষার অভাবই বাঙ্গালীর এই দুরবস্থার কারণ। যে দিন আমরা দেখিব যে প্রত্যেক বাঙ্গালী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, দেখিব সকলেই আপন আপন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা জন্য যেরূপ অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করেন কন্যা স্ত্রীশিক্ষার জন্য সেইরূপ ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিতেছেন সেই দিনই বুঝিবে যে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির সোপান হইয়াছে, সেই দিন বুঝিব, বাঙ্গালীর কপাল ফিরিয়াছে, এই সকল মহৎ কথা যিনি প্রচার করিতে যত্নশীল যদি আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দেই তবে ধন্যবাদ আর কাহার জন্য?

* *Herbert Spencer*

সোমনাথমন্দির

ভারতীয় গুর্জ্জরপ্রদেশে সমুদ্র উপকূলে সোমনাথ দেব অতিশয় জাগ্রত বলিয়া চিরখ্যাত। তথায় প্রতিনিয়ত গননাতীত হিন্দুধর্ম্মার্থী গমনাগমন করিত। সোমনাথের নিজসম্পত্তি ও যাত্রীদিগের অর্থ হইতে নিয়মিত সেবা সম্পাদিত হইয়া বিপুল অর্থ উদ্বৃত্ত হইত। পরধর্ম্মদ্বেষী অর্থলোলুপ গজনীর অধিপতি মামুদ এই সম্পত্তি অপহরণ মানসে ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ গুর্জ্জরের রাজধানী পত্তননগরে উপনীত হইয়া দেখিল যে তথাকার রাজা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অতঃপর মামুদ তথা হইতে অবিলম্বে সোমনাথপত্তনে আসিল। সোমনাথদেবের মন্দির তিন দিকে সাগর পরিখায় বেষ্টিত। অপর দিকে এক সুরক্ষিত যোজক-দ্বারা গুর্জ্জর নগরের সহিত সংযোজিত। প্রথমতঃ মামুদের সৈন্যগণ বার বার যুদ্ধে উন্মত্ত হইল, তাহাতে মন্দিররক্ষক হিন্দুসৈনিকগণ অকুতোসাহসে যবনসৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছিল। এইরূপে দুই দিন গত হইল, তৃতীয় দিবস সন্নিহিত রাজান্যগণ সোমনাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, সুতরাং মামুদকে মন্দির অবরোধ ত্যাগ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইল; এমন সময়ে পত্তনরাজ আসিয়া হিন্দুদিগের সপক্ষ হইলেন। মুসলমানেরা হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। তখন

মামুদ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক স্বীয় দেবতার বন্দনা করিলেন এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিয়া স্বীয় সেনাদিগকে উত্তেজিত করিতে২ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইল। সেনাগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচ হাজার হিন্দুসৈন্য নিপাত করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বিমোহন শোভায় মামুদ একেবারে চমকিত হইয়া পড়িল। প্রথিত আছে সুনিপুণ কারুকার্য্য ও বিবিধ উজ্জ্বল মণিরত্নসমন্বিত ষট্পঞ্চাশৎ স্তম্ভোপরি মন্দিরের ছাদ সুনির্ম্মিত ছিল; ছাদমধ্যস্থলে স্থূল স্বর্ণশৃঙ্খলে একমাত্র উজ্জ্বল দীপ লম্বিত থাকিত। সেই দীপালোক মণিপরম্পরা প্রতিবিম্বিত হইয়া সমস্ত প্রাসাদ উজ্জ্বলপ্রভায় দিবারাত্রি উদ্দীপিত হইত। পর ধর্ম্মদ্বেষী মূঢ় মামুদ স্বহস্তে সোমনাথদেবকে স্পর্শ করিবার উপক্রম করিলে পাণ্ডারা প্রচুর অর্থদানে সোমনাথকে মাত্র প্রার্থনা করিল। কিন্তু দুরাচার বলিল "আমি প্রতিমা বিক্রেতা অপেক্ষা প্রতিমানাশক নামেই পরিচিত হইব" বলিয়া দণ্ডদ্বারা আঘাত করিল, সোমনাথ শূন্যগর্ভ ছিলেন অল্পাঘাতেই ভঙ্গ হওয়ায় রাশিকৃত মহামূল্য মণিরত্ন নির্গত হইয়া পড়িল। * অনন্তর সেই মণিরত্নের সহিত সোমনাথের দুই খণ্ড প্রস্তর মক্কা ও মদিনায় আর দুই খণ্ড গজনীতে প্রেরিত হইল, চন্দনকাষ্টনির্ম্মিত প্রকাণ্ড কবাটচৌকাটও গজনীতে লইয়া গেল। তদপরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরার সময়ে সেই চন্দনদ্বার পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আনীত হয়, কেহ কেহ বলেন তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা স্বচক্ষে আগ্রা-দুর্গমধ্যস্থ পুরপ্রাসাদ নিম্নে বিচিত্র কাষ্টখচিত একটী বৃহৎ চন্দনদ্বার (সোমনাথের দ্বার পরিচয়ে) দৃষ্টিগোচর করিয়াছি।

লেখা বাহুল্য মাত্র যে গুর্জ্জরপ্রদেশের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট; ভূমি উর্ব্বরা, নৈসর্গিক শোভার এক শেষ। এই সকল কারণে দুরন্ত মামুদও এখানে স্বীয় রাজধানী করিবার কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কি মনে করিয়া তৎস্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে করদরূপে নিয়োজিত করিয়া অন্যত্র গমন করে, ইহার কয়েক বৎসর পরে গুর্জ্জর পুনর্ব্বার প্রাচীন রাজবংশের অধীনে আসিয়াছে।

এই সোমনাথমন্দিরের শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা সকল সভ্যদেশীয় লোক দ্বারা হইয়া থাকে, এখানে নিত্যসেবা নির্ব্বাহ জন্য চতুঃপার্শ্বস্থ হিন্দুরাজগণ মর্য্যাদানুসারে কিছু কিছু জমিদারী দিয়াছিলেন। এইরূপ এখন দুই হাজার খানি গ্রাম ইহার বৃত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রণামী উপহার ও মানসিক দানে দৈনিক প্রভূত অর্থাগম হইত, পুর্ব্বোক্ত মণিরত্নাদি রাজপ্রদত্ত উপহারমাত্র।

সোমনাথের নিত্যসেবার নিমিত্ত দুই হাজার ব্রাহ্মণ ও চিত্তসন্তোষের নিমিত্ত বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যকর ও অনেক নর্ত্তকী ছিল; এতদ্ভিন্ন তিন শত ক্ষৌরকার যাত্রীদিগকে ক্ষৌর কর্ম্মজন্য জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত, এবং আড়াই শতের উপর কর্ম্মচারি বৈষয়িক তত্ত্বাবধান করিতেন।

নর্ত্তকী ও গায়কগণ সাময়িক উৎসবাদিতে নৃত্য গীত করিত, তাহাতে সমাগত যাত্রীদিগের যথেষ্ট মনোরঞ্জন হওয়ায় তাহারা সংকল্পনার অতিরিক্ত দান করিতেন।

মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ভিত্তিগাত্রে ও স্তম্ভাবলীতে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বিবিধ মূল্যবান মণিরত্ন গ্রথিত থাকিয়া দর্শক মাত্ররই চিত্তে অনৈসর্গিক দৈবভাব উদ্দীপন করিত।

এই মন্দিরের বাহ্যিক আকৃতি যদিও হিন্দু দেব

* মুসলমান পুরাবিদ ফেরেস্তা সোমনাথের বিষয়ে এইরূপ লেখেন। বস্তুত সোমনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি ছিলেন। অনেকে উহা তিন হস্ত পরিমিত অনুমান করেন। ডাক্তর উইলসন সাহেবের মতও ইহার বিপরীত কেহ কেহ বলেন সোমনাথ পাঁচ গজ উচ্চ, কিন্তু দুই গজ মৃত্তিকায় প্রোথিত এবং তিন গজ উর্দ্ধে জাগরিত ছিল। এক্ষণে ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না।

দেবীর মন্দিরের ন্যায় নহে তথাপি বহুকালের পাষাণময় মন্দির হিন্দু স্থপতিদ্বারা নির্ম্মিত ইহাতে সংশয় কি আছে? মন্দির খিলান নির্ম্মিত, ইহাতে লৌহ বা কাষ্ঠ মাত্র নাই, মধ্য গোলকের পশ্চাদ্দেশে দুইটী ক্ষুদ্র গোলক, ভোগ মন্দির ও দ্রব্যাগার, সম্মুখ কোণদ্বয়ে দুইটী উর্দ্ধস্তম্ভ, বামদিকেরটীর শিরদেশ কোন্ সময়ে নমিত হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিকটে সাপরোপকূলে যে কয়েকটী উচ্চতম নারিকেলবৃক্ষ রহিয়াছে তাহারা মন্দিরের সহিত আপন২ প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

মন্দিরের বহির্দ্দেশে সম্মুখভাগে যে সকল অখণ্ড প্রস্তর গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে নানাপ্রকারের মূর্ত্তি খোদিত আছে, বহুকালের নির্ম্মাণ জন্য কতক অস্পষ্ট কতক বা তৎকালীয় রুচির পরিচায়ক।

সোমনাথ মন্দিরের স্থাপয়িতা কে, তাহা নিরূপিত হওয়া কঠিন, ইহার স্থান নির্ব্বাচন জন্য স্থাপয়িতার যথেষ্ট ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় দ্বারকা ভিন্ন আর কোন হিন্দু দেব দেবীর মন্দির এরূপ প্রকৃতির মুক্ত ভাণ্ডারে স্থাপিত হয় নাই, তিনদিকে অকূল জলধি, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতেছে, একদিকে পরিখা, বিবিধ তরুরাজি বেষ্টিতা; স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইলেও মন অনন্তস্বরূপে আপনি সমাহিত হয়। হায়! মনিরত্নময় ভারতক্ষেত্রে কোন মূঢ় পাথুরিয়াকয়লার খনি আবিষ্কৃত করিয়া আমাদের চিরন্তন খ্যাতি বিলোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে!! অথবা আর শোচনার সময় নাই।

আগামী শরৎ সংখ্যা চিত্তরঞ্জিনীতে সোমনাথ মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইবে। চিত্রখোদক সম্বন্ধে এদেশের অবস্থা অতিহীন, তাহা চিত্রানুরাগীর অবিদিত নাই। এইকারণেই বঙ্গে সচিত্রপত্র স্থায়ী হইতে পায় না। একেত অল্পসংখ্যক চিত্রখোদক তাহাতে আবার অধিকাংশ অশিক্ষিতের এই কার্য্য একচেটিয়া, এবং একখানি সামান্য চিত্র রীতিমত অঙ্কিত করাইতে ব্যয়বাহুল্য হইয়া উঠে। ওদিকে গ্রাহকবর্গের তাদৃশ গুণগ্রাহীতা নাই, সচিত্র পত্রিকার আশানুরূপ এখনও আদর নাই, নতুবা বিবিধার্থ সংগ্রহ বা রহস্য সন্দর্ভ নামক উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন সম্পাদকের হস্তে থাকিয়াও উঠিয়া যায়।

এই সূত্রে বঙ্গ সাহিত্য সংসারের আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। এপর্য্যন্ত চারি সংখ্যা চিত্তরঞ্জিনীতে কোনকাব্য উপন্যাস বা কবিতা সন্নিবেশিত না হওয়ায় অনেকের নিকট আমরা প্রায় লাঞ্ছিত হইতেছি কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, তৎ সম্বন্ধে আত্মমুখে বাগারম্বর করা বৃথা, গুণ গ্রাহী পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কিছুদিন মধ্যেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে আগামী ঋতুতে আমরা দুইরূপ চিত্র প্রদান করিব। তাহাতে অবশ্যই কৌতুহলী পাঠক পরিতৃপ্ত হইবেন, এবার চিত্র দেওয়া হইল না বলিয়া আমরা নিয়মভঙ্গ দোষে দোষী হইলাম, সংসারে সকল সময়ে মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না, তাহা বুদ্ধিমানকে বলিয়া দেওয়া বৃথা।

নাম

সচিত্রঋতুপত্রিকা।

(দ্বৈমাসিক রহস্য)

প্রথম বর্ষ।

"A book was writ of late, called 'Tetrachordon,'
And woven close, both matter, form, and style;
The subject new: it walked the town awhile
Numbering good intellects;"

MILTON.

শ্রীবাটী

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে

শ্রী রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

ও

সাহিত্য সভার সম্পাদক,

শ্রীমাখমলাল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারামুদ্রিত।

১৯৪০ সংবৎ।

চিত্তরঞ্জিনী

প্রথম বর্ষ—

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুষ্ঠানপত্র। (কুলকল্পলতিকা)	৯৪
১। আত্মপরিচয়। ...	৯৮
২। আমাদের উপায় কি?	৪৩।৮৯
৩। ঋতু বিপর্য্যয়। ...	২৪
৪। কন্যাদায়। ..	৩৭
৫। গ্রীষ্মচর্য্যা। ...	৫৮
৬। গুহামন্দির। (সচিত্র)	২৮।৯৭
৭। জলস্থিতিবিজ্ঞান। (সচিত্র)	৪১।৪৯।৮৪
৮। তাড়িতবিদ্যা। ...	৯২
৯। ধর্ম্মভাব ও তাহার আবশ্যকতা।	৫৯।৬৫
১০। পরানুবর্ত্তন। ...	২৬
১১। বর্ষাচর্য্যা। ...	৭৫
১২। বসন্ত চর্য্যা। ...	৩৬
১৩। বারাণসী (কবিতা) ...	৭
১৪। বাঙ্গালি দুর্ব্বল কেন? ...	১৫।১৭
১৫। বেদরহস্য (উপক্রমণিকা)	১৯।৩৩
১৬। মহিলা (সমালোচনা)	৩০।৭৬
১৭। যমুনা স্তম্ভ (কুতব) সচিত্র।	১১
১৮। রাধামোহন বাবু। ...	৫।২৫।৪০।৮১
১৯। শরচ্চর্য্যা। ...	৮৮
২০। শীতচর্য্যা। ...	৩
২১। সামবেদ। ...	৫৩।৬৬
২২। সূচনা। ...	১
২৩। সোমনাথ মন্দির। ...	৭৮
২৪। স্নানপ্রথা। ...	২২
২৫। সমালোচনা ...	১০

বিজ্ঞাপন।

সচিত্র ঋতুপত্রিকা।

১ম বর্ষ } দ্বৈমাসিক রহস্য, সম্বৎ ১৯৪০। শরৎ কাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

রাধামোহন বাবু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা রাধামোহন বাবুর কোন কথা বলিয়া উঠিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার বংশ বিবরণ কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে এ জীবনীর উপসংহার করিব।

রাধামোহন বাবুর বাল্যকাল পিতৃনিয়মে অতিবাহিত হয়। প্রথমতঃ তিনি পাঠশালায় বাঙ্গালা শিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরেই পার্শি ও সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য তিনি কয়েক বৎসর মধ্যেই এই দুই ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময়ে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কান্দিগ্রামে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর মধ্যেই প্রথমাপত্নী পরলোক গমন করেন। পুনর্ব্বার তালীবপুর সমীপে কোল্লাগ্রামে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহিতা পত্নীর প্রথমেই তাঁহার একটী পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম "গোবিন্দসেবক" রাখিয়াছিলেন। যথা সময়ে পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই পুত্র ও বধূ অকালে কালকবলে পতিত হয়। সেই সময়ে এই প্রশান্তচিত্ত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কিছু বিচলিত হইয়া পড়েন।

বহির্জ্জগতে সচরাচর না হউক কোন কোন সাধুচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটী আহ্লাদ বা বিষাদ জনক ঘটনার পর সেইসূত্রে অনেক সৎকার্য্য সাধিত হয়। হয়ত কোন উদারচিত্ত সদাশয় মনে মনে দেশহিত কল্পনা মাত্র করিয়া রাখিয়াছেন, কার্য্যারম্ভের সুযোগ পান নাই; সংসারের এমনি জটিল জঞ্জাল! আর যেই কোন চিরস্মরণীয় খেদজনক ঘটনা তাহার উপর আঘাত করিয়াছে, অমনি বিবেক ন্যায় পেতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধি উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করে। এরূপ জীবন ইহ সংসারে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে রাধামোহন বাবুর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি জন্মিল। যে গুলি শিশুকালেই গত হইয়াছে তাহাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজনাভাব; তবে যে পাঁচ পুত্রের পরিবারগণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এমন কি পঞ্চম বা চতুর্থ পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম ঘোষচৌধুরী অদ্যাপিও ব্রজবাসী কর্ত্তার নাম রক্ষা করিতেছেন, এস্থলে কিয়দংশে তাঁহাদের বিবরণ কথিত হইবে।

যদিও গোবিন্দসেবক বাবুর পরলোক গমনের পর রাধামোহন বাবুর বিংশতিটী পুত্র কন্যা হয় কিন্তু জেষ্ঠ পুত্রের শোক তিনি কখন ভুলিতে পারেন

নাই। গোবিন্দ বাবুর মৃত্যুর পরেই তিনি তীর্থ গমনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ বৈদ্যনাথ দর্শন; পরে কাসীধামে গমন করেন। এই সময়ে তিনি একরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে রেলওয়ে বা অন্য সুবিধা ছিল না সুতরাং তাঁহাকে বহুব্যয় করিয়া পালকীতে তীর্থে যাইতে হইয়াছিল। যেই কাসীধামে তিনি উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহার একটী কীর্ত্তি কথা মনে পড়িল; তাঁহার সে যাত্রা আর পশ্চিম যাওয়া হইলনা। সঙ্গে যে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাকে কাসীতে রাখিয়া নিজে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কাসীস্থ কর্ম্মকারক রাধামোহন বাবুর আদেশে বড় বড় নৌকা বোঝাই করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ উপযোগী প্রস্তর পাঠাইতে লাগিলেন এবং কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভাস্কর পাঠাইয়া দিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে জগদানন্দপুরের প্রস্তর মন্দিরের প্রথম ভিত্তি গ্রথিত হইল। হিন্দুদেব মন্দির বা প্রাসাদ প্রণালীর নিয়মানুসারে এই মন্দিরের ভিত্তিতল ষোড়শহস্ত নিম্নে প্রোথিত আছে। প্রথমত ভাঁটা পাথর ও শুড়কী, পরে আমা ইটদ্বারা বনিয়াদ সুদৃঢ় রূপে পত্তন হইয়াছিল। এই মন্দির উর্দ্ধে পঞ্চাশৎহস্তের উপর হইবে; মন্দিরের চারিদিকে প্রায় পাঁচ বিঘা ভূমিতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইল। এই ঠাকুরবাটীর বনিয়াদে প্রস্তরাদি ছাড়া প্রায় চল্লিশলক্ষ ইষ্টক লাগিয়াছিল, সাহেবগঞ্জ, চণ্ডালগড় ও জয়পুর, কাসী হইতে প্রয়োজনীয় প্রস্তরাদি আনীত হইয়া ক্রমাগত সাতবর্ষে মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। মন্দিরের ভিতরে পুরাণোক্ত দেব প্রতিমূর্ত্তি এক এক খণ্ড প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন হইয়াছে; তাহাতে ভাস্কর্য্যের শিল্প চাতুর্য্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। মন্দির দ্বিতল, উর্দ্ধতলে দোলমঞ্চ, লাটমন্দিরে সাময়িক উৎসব ক্রিয়া হয়। প্রবেশদ্বারের উর্দ্ধে গোলকগৃহ; তাহাতে শ্বেতমর্ম্মরের সুন্দর হরগৌরী প্রতিমা বিরাজিত রহিয়াছেন।

মন্দির নির্ম্মাণে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবং রাধাগোবিন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা জন্যও পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাকালীন বঙ্গীয় শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাযোগ্য সম্মান করা হয় এবং দস্তুরমত কাঙ্গালি বিদায় ও ভোজনাদিও হইয়াছিল কিন্তু হায়! কালের অবশ্য পরিবর্ত্তনীয় চক্রে এই দুই লক্ষ টাকার যত্ন নির্ম্মিত মন্দির বিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে!! আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি; এক্ষণে শ্রীমন্দির চতুঃপার্শ্বস্থ অট্টালিকা মালা অতি জীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সময়ে ইহার সংস্কার না হইলে এই কীর্ত্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রাধামোহন বাবুর উত্তরাধিকারি বাবুগণ! তোমরা যে চারিবেলা পান ভোজন করিয়া জীবনক্ষয় করিতেছ; আত্মকার্য্যে সদা শশব্যস্থ! কেহ নিজের বিলাশিতায় পরিচ্ছদ পারিপাট্যে, কেহ যানবাহনে, কেহ কেহ বৈঠকখানা লইয়া অনবসর; আর কেহ কেহ বা পুত্র কলত্র লইয়া মহাকোলাহল করিয়া বেড়াইতেছ! কেহ স্বেচ্ছাচারি হইয়া কুলাচার ভ্রষ্ট, কেহ মুখে প্রাচিন প্রথার দাস, কার্য্যে কবন্ধপ্রায়। তোমরা যে পত্নীর গাউন বনেট্ ছেলের ও নিজের কোট, কামিজ, বেল্ট লইয়া ব্যস্থ সমস্ত কিন্তু এ সকল কাহার প্রসাদে ও কাহার ভাগ্যে ভোগ করিতেছ চিন্তা কর কি?

গোবিন্দসেবক বাবু ও তৎপত্নী অকালে পরলোক গত হইলেও রাধামোহন বাবুর চারি পুত্রের পাঁচ অংশ বর্ত্তমান। কেন না মদ্ধম পুত্র মধুসূদন বাবু অপুত্রক হেতু দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন সুতরাং এক্ষণে এই পাঁচ অংশিদারগণ প্রায় তিন চারি স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া পিতৃ পিতামহ স্থাপিত নির্ব্বাক প্রস্তর মূর্ত্তিকে পক্ষান্তরে ফাঁকি দিয়া নিজ নিজ চেন ঘড়ি ও অলঙ্কার পরিচ্ছদের প্রকার ভেদ করিতেছেন। হায়! এই বৃহৎ পরিবারস্থ একজনও কি পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়? কৃতঘ্নতা মহাপাপ। আর কাহাকে কৃতঘ্নতা বলি? বৎসরান্তে

সামান্য চাল কলা সহযোগে শ্রাদ্ধে এই প্রস্তর মন্দির রাজকীর্ত্তি নির্ম্মাতা রাধামোহন বাবু কি তৃপ্ত হন? কখনই নহে। অতঃপর অভিমানস্ফীত বাবুগণ! ঘোষ চৌধুরীগণ! একবার স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর।

পিতৃনির্দ্দেশে রাধামোহন বাবু যদিও পিতৃশ্রাদ্ধ সামান্যরূপে সম্পাদন করেন কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এভিন্ন স্ত্রী পুরুষে তুলাদানাদি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বিবিধ পুণ্যজনক সৎকার্য্য করেন।

এই মন্দির ব্যতীত তাঁহার আর একটী কীর্ত্তি কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছি, উক্ত দেব প্রতিষ্ঠাকালে হস্তলিপির প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ বহু অর্থাদি ব্যয় করত শ্রীমন্দিরে একটী গ্রন্থাগার স্থাপনা করেন। বর্ত্তমান বাবুগণের তাহাতে বিস্ময় উপস্থিত হইতেছে!!

এস্থলে রাধামোহন বাবুর অন্যান্য সদগুণের উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি গ্রাম্য পাঠশালার লেখা পড়া ব্যতীত সংস্কৃত ও পার্শিতে ব্যুৎপন্ন হন। তিনি প্রশান্তচিত্ত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির ন্যায় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। তিনি নিরামিষ আতপান্ন একাহার করিতেন। যদিও পিতার প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করেন কিন্তু ক্ষণমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ বা অন্যায় কার্য্য করেন নাই। তাঁহার মূর্ত্তিও প্রশান্ত। চিত্তও প্রশান্ত, গম্ভীর; আগন্তুক ভীতচিত্তে উপবেশন করিত; আলাপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। শাস্ত্রালাপ ও সদালাপ কথা তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে; হস্তও তাহাই সম্পাদন করিত। তাঁহার বাক্য ও কার্য্য বিভিন্ন হয় নাই, তিনি অনন্তকালের জন্য অমর হইয়াছেন। আমরা এতদিনে তাঁহার কথঞ্চিৎমাত্র সত্য যশঃ প্রচার করিয়া কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলাম।

রাধামোহন বাবু এমনি নির্ব্বিবাদী ছিলেন যে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ত্বদীয় দূরজ্ঞাতিগণ বিষয়ের অংশ পাইব বলিয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করত শেষ জাল পর্য্যন্ত করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহাতে রাধামোহন বাবু জজসাহেবের নিকট পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করত জ্ঞাতিদিগকে বেখরচা খোলসা করাইয়া নিজের মহত্ত্বতা দেখান।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বাসুঘোষের স্থাপিত। গোপীনাথজী চিড়ামহোৎসবের দিন অদ্যাপিও বাসু ঘোষকে পিণ্ড দিয়া থাকেন! এই বাসুঘোষই রাধামোহন বাবুর পূর্ব্ব পুরুষ। একদা কোন কারণে বাসু ঘোষের কারাবাস আজ্ঞা হয়। গোপীনাথের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাসের অভিমানে ঠাকুরেরও কয়েদ ও ভোগ বন্দ করেন। আশ্চর্য্য এই যে তৎপরেই তিনি কয়েদ হইতে খালাস হওয়ার সম্বাদ পান।

এইরূপে সংকল্পিত রাধাগোবিন্দ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি নিজ সম্পত্তির উপর একখানি স্বেচ্ছাপত্র (উইল) করিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে কতকগুলি নিষ্কর বৃত্তি আছে। ঠাকুরের নামে তাহা দেবত্ব করিয়া যান কিন্তু সেই স্বেচ্ছাপত্র রেজিষ্টরী কৃত না হওয়ায় অদ্য পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন গোবিন্দজী উত্তরাধিকারিবর্গের হাত তোলা মাত্র ভোগ পাইয়া থাকেন!! বস্তুতঃ হিন্দু দেবপ্রতিষ্ঠাকারিদিগের এই একটী সহজ ত্রুটী জন্য তাঁহাদের কৃত এরূপ মহৎ কার্য্যের শেষ রক্ষা হয় না। এ সকল সামাজিক হিতজনক অনুষ্ঠানের চিরস্থায়ীত্বের উপায় সর্ব্বাগ্রে করিয়া পশ্চাৎ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ইহার পর রাধামোহন বাবু একরূপ সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া তীর্থে গমন করেন, এবং ১২৫৯ সালে শ্রীবৃন্দাবন ধামে কিছু দিন বাস করিয়া তথায় স্বধর্ম্মানুমোদিত পুণ্যজনক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ঐ বৎসরে ব্রজধামেই পরলোক প্রাপ্ত হন, এই জন্য তদবংশীয়গণ সময়ে সময়ে মৌখিক তাঁহার নাম করিবার সময় 'ব্রজবাসী' কর্ত্তার দোহাই দিয়া থাকেন!!

তিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা চলিত কিন্তু পল্লিগ্রামবাসী বলিয়া তাহা হইয়া উঠে নাই; না হউক, এক্ষণে তদবংশীয়গণ কি তাঁহার

কোন স্মরণ চিহ্ন করিতে পারেন না? অন্ততঃ বৃন্দাবনধামে রাধামোহন বাবুর একটী সমাজ ও অন্নছত্র স্থাপিত হওয়া উচিত। আমরা প্রতিবাসী বলিয়া এই অনুরোধ করিতে সাহস পাইতেছি; জানি না রাধামোহন বাবুর বিষয়াধিকারি নব্য বাবুগণ ইহাতে কি মনে করিবেন! সম্পূর্ণ।

জলস্থিতি বিজ্ঞান।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অর্গলের তলদেশ প্রথমে চোঙ্গের তলদেশের সহিত সংলগ্ন আছে, অর্গলের ঘ হাতল ধরিয়া টানিলে অর্গল উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। এখন দেখা যাইবে যে গ ঘ স্থান শূন্য হওয়ায় ক পাত্রের বায়ু বিস্তৃত হইবে এবং খ অর্গল উদ্ঘাটিত করিয়া চোঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিবে।

হাতলের উপর চাপ দিয়া অর্গলকে পুনর্ব্বার নিচে ঠেলিয়া দাও। খ গ স্থানের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে এবং তজ্জনিত চাপে ঘ কবাট রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই প্রক্রিয়া বারকয়েক সম্পন্ন করিলে ক পাত্রের বায়ু প্রায় নিষ্কাশিত হইয়া যাইবে।

জলোত্তোলন যন্ত্র।

জলোত্তোলনযন্ত্র পুর্ব্বোল্লিখিত বায়ু নিষ্কাসনযন্ত্রের অনুরূপ। কেবল জলোত্তোলনযন্ত্রের কবাটগুলি কঠিনতর হওয়া আবশ্যক।

১০ম চিত্র।
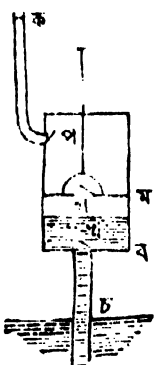
এই কবাটসমূহ অবস্থাপনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহকারে ইচ্ছামত জল উর্দ্ধে প্রেরিত হইতে পারে। পার্শ্বের দশম চিত্র অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে এই যন্ত্রের ক নামক একটী নলদ্বারা জল উর্দ্ধে প্রেরিত হইতে পারে। ক নলের মুখদেশে প নামক একটী কবাট আছে। গ নামক কবাট এরূপে অবস্থিত যে তাহা কেবল নিম্নাভিমুখে উদ্ঘাটিত হইতে পারে এবং ঘ কবাট পুর্ব্বমত অবস্থিত।

এই যন্ত্রের কার্য্য কিরূপে হইবে দেখা যাউক। মনে কর দ দণ্ড এরূপভাবে অবস্থিত যে, গ কবাট ঘ কবাটের উপরে সংলগ্ন হইয়া আছে। দণ্ড উত্তোলিত হইবার সময় ক এবং ঘ র অভ্যন্তরস্থিত বায়ু ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থানব্যাপী হওয়ায় ঘনত্ব এবং বিস্তৃযা বা আধারোপরি চাপ ক্রমশঃ অল্পতর হইতেছে। ঘ কবাটের নিম্নভাগে যে নল আছে তাহা জলে নিমগ্ন আছে। বহিঃস্থ বায়ুর চাপ জলদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ঘ কবাটের নিম্নদেশে লাগিতেছে। ঘ কবাটের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ কম হইয়াছে বলিয়া অধঃস্থিত চাপের প্রভাবে ঐ কবাট উদ্ঘাটিত হইবে। এবং যন্ত্রের ভিতর জলপ্রবেশ করিবে।

হস্তদ্বারা চাপিয়া দ দণ্ড নিম্নে প্রেরণ কর, অভ্যন্তরস্থিত বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া জলে চাপ পড়িবে। এবং ঘ কবাট বন্দ ও প কবাট উদ্ঘাটিত হইবে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ক নামক নলদ্বারা ইচ্ছামত উর্দ্ধ স্থানে জল প্রেরিত হইতে পারে।

জলমানযন্ত্র।

এই যন্ত্রদ্বারা সহজে তরল পদার্থসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। একটী সরল দণ্ডের নিম্নদেশে ক ও খ দুইটী ফাঁপা বর্ত্তুল সংযুক্ত আছে। দণ্ডটী সচরাচর কাচনির্ম্মিত হইয়া থাকে।

খ বর্ত্তুলটীতে এরূপ ভার দেওয়া থাকে যে জলমান যন্ত্রটী ভাসিবার সময় দণ্ডক্ষেত্রের সহিত সমান্তরাল হইয়া বা সোজা হইয়া ভাসে।

একাদশ চিত্র।

কোন তরল পদার্থে জলমান ভাসাইয়া দিলে উহার ওজনের পরিমিত তরলপদার্থ অপসৃত হয়, (ভাসমান পদার্থবিষয়ক তত্ত্ব অধ্যায় দেখ!) ভিন্ন ভিন্ন তরলপদার্থে জলমান যন্ত্রের কতদূর ডুবে দেখিলেই তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির হইতে পারে।

মনে কর খ চ দণ্ডের বর্গক্ষেত্র ফল ক্ষ।
,, ,, ,, ঘনক্ষেত্র ,, খ।
,, জলমানের ওজন— ও।
,, ত নামক তরলপদার্থে যন্ত্রের গ পর্য্যন্ত ডুবিল।
,, থ ,, ,, ,, ছ ,, ,, ।
,, অ = ত পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব।
,, অ′ = থ ,, ,, ,, ।

অতএব ও = অ (খ—ক্ষ.চ গ।)

এবং ও = অ′ (খ—ক্ষ.চ ছ।)

কারণ কোন আধার পরিমিত তরলপদার্থের ওজন ঐ আধারের ঘনমান এবং তরলপদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব এই দুইটীর গুণফলমাত্র।

অতএব।

$$\frac{\text{অ} \quad \text{খ} - \text{ক্ষ} \times \text{চছ}}{\text{অ} \quad \text{খ} - \text{ক্ষ} \times \text{চগ}}$$

(জল এবং বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ।)

একটী এরূপ শিশি লও যাহার মুখবন্ধ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করা যাইতে পারে। শিশির ভিতরের বায়ু বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া লও। এরূপ অবস্থায় শিশির কত ওজন হয় নির্ণয় কর। পরে বন্ধ খুলিয়া শিশিতে বায়ু প্রবেশ করিতে দাও। এখন আবার শিশির ওজন নির্ণয় কর। তৃতীয়তঃ শিশি জলে পূর্ণ করিয়া তাহার ওজন স্থির কর।

মনে কর বায়ুশূন্য শিশির ওজন = ও।
,, বায়ুপূর্ণ ,, ,, = ও′।
,, জলপূর্ণ ,, ,, = ও″।

এখন বুঝা যাইবে যে ও′—ও = শিশির ভিতরের ভার
এবং ও″—ও = ,, ,, জলের।

অতএব জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব : বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব :: ও″—ও : ও′-ও। এইরূপে জলের সহিত তুলনায় অন্যান্য বাষ্পের যে আপেক্ষিক গুরুত্ব হয় তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে, সাধারণতঃ বায়ু অপেক্ষা জল ৭৬৮ গুণ বেশী ভারী।

দুইটী দ্রব পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় প্রথা।

পূর্ব্বোল্লিখিত শিশিতে একবার একটী দ্রব এবং পরবার অন্য দ্রবটী দ্বারা পূর্ণ কর,

মনে কর শিশির ওজন—ও
,, ১ম দ্রবপূর্ণ শিশির ভার—ও′।
,, ২য় ,, ,, —ও″।

অতএব ও′—ও = এক শিশি ১ম দ্রবপদার্থের ভার।
এবং ও″—ও = ,, ২য় ,, ,, ,, ,, ।

পূর্ব্বমত $$\frac{\text{অ}}{\text{অ}'} = \frac{\text{ও}' - \text{ও}}{\text{ও}'' - \text{ও}}$$

চূর্ণীকৃত কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ।

গুঁড়াগুলি একটী শিশির ভিতর রাখ এবং জল দ্বারা শিশির অবশিষ্টভাগ পূর্ণ কর, মনে কর শিশির ভার এখন ও″ হইল। মনে কর শিশি কেবল জলপূর্ণ হইলে তাহার ভার "ও" এবং বায়ুতে ওজন করিলে গুঁড়াগুলির ভার ও′ হইবে।

অতএব ও″—ও = গুঁড়ার ভার—তৎকর্ত্তৃক অপসৃত জলের ভার = ও′—অপসৃত জলের ভার। এজন্য ও′+ও—ও″ = অপসৃত জলের ভার। গুঁড়ার আপেক্ষিক গুরুত্ব ÷ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব = ও′ ÷ ও′+ও—ও″।

বক্রনালীযন্ত্র।

এই যন্ত্রদ্বারা এক পাত্র হইতে অপর নিম্নতর

পাত্রে তরলপদার্থ চালিত করা যাইতে পারে। এক পাত্রে জল এবং তৈল থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক করণ জন্য বক্রনালীযন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে।

দ্বাদশ চিত্র।
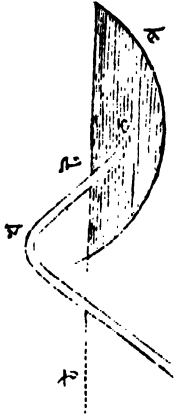
নলটী সচরাচর কাচ নির্ম্মিত হয়। নলের দুই বাহু অসমান হওয়া আবশ্যক। নলের খ স্থান পৃথ্বীতল হইতে ৩২ ফুটের মধ্যে রাখা আবশ্যক। কারণ খ স্থান ৩২ ফুট অপেক্ষা বেশী উচ্চ হইলে জল খ স্থান পর্য্যন্ত উঠিবে না।

নলের ক্ষুদ্রতর বাহু উচ্চতর স্থানস্থিত পাত্রে সংযুক্ত করিয়া নলের ভিতরের বায়ু টানিয়া লইতে হইবে। নলটী তরল পদার্থদ্বারা পুর্ণ করিয়া ঐরূপ সংযুক্ত করিলেও চলিবে।

এখন এই যন্ত্রের কার্য্য দেখা যাউক। ক ও গ স্থানে বায়ুর চাপ সমান। ক খ বাহু অপেক্ষা খ গ বাহু বেশী লম্বা বলিয়া তাহাতে অধিক তরলপদার্থ আছে। কাযেই খ গ বাহু হইতে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ পড়িয়া যাইবে। কারণ ক ও গ স্থানে বায়ুর চাপ সমান। জলের চাপ সঞ্চালকতা গুণ আছে বলিয়া ক ও গ স্থানের বায়ুর চাপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। ক স্থান অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ কর, বায়ুর চাপের অভাব জন্য গ স্থানের বায়ুর চাপেরই কেবল কার্য্য হইবে। এবং ঐ চাপের পরিমাণ নলের অভ্যন্তরস্থ জলের ওজন অপেক্ষা বেশী হইলে জল পড়িবে না। মনে কর একটী নারিকেলের হুঁকার নলিচা দিয়া জল বাহির হইতেছে। হুঁকার মুখের ছিদ্রটী রুদ্ধ করিয়া দাও, জল পড়া বন্ধ হইবে, আবার ছিদ্রমুখ খুলিয়া দিলেই জল পড়িতে আরম্ভ হইবে। বাজীকরগণ একটী কাষ্ঠের বাক্সর ক্ষুদ্র কামরায় হুকার নারিকেলের দিক উপরে রাখিয়া নলিচাটী প্রোথিত করিয়া রাখে। ঐ কামরার গাত্রে একটী ছিদ্র থাকে। হুকার মুখে এরূপ একটী ছোট নল সংযুক্ত করিয়া দেয় যে হুকার জল বাক্সের ভিতর পড়িতে থাকে। হুকার জল পড়িয়া যখন ঐ ছিদ্রপথ অবরুদ্ধ হয় তখন আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এবং কাযেই হুকার জল পড়া বন্ধ হয়, চতুর বাজীকর সময় বুঝিয়া আদেশ করে "বন্ধ কর" এবং লোকে বিস্মিত হয়। যদি বাক্সর পার্শ্বে আর একটী ছিদ্র থাকে এবং কামরার ছিদ্র অপেক্ষা উহা ক্ষুদ্রতর হয় তবে কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ জল নির্গত হইলে বৃহত্তর ছিদ্রের পথ পুনরায় মুক্ত হয়, এবং ভেলকীওয়ালাও তখন হুকাকে আবার বর্ষণ করিতে অনুমতি দেয়।

এখন দেখা যাউক বক্রনালী যন্ত্রের গ মুখ দিয়া কিঞ্চিৎ তরলপদার্থ পড়িয়া গেলে কিরূপ কার্য্য হইবে। এরূপ অবস্থায় খ গ স্থান খালি হইবে এজ্জন্য ক খ স্থান হইতে তরলপদার্থ প্রধাবিত হইয়া ঐ শূন্য স্থান পুরিত করিবে। এই প্রকারে বক্রনালীদ্বারা প পাত্রের সমুদয় তরলপদার্থ অন্য কোন নিম্নতর পাত্রে চালিত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণবলেই বক্রনালীর কার্য্য হইতে থাকে। এই যন্ত্রদ্বারা কুপ হইতে জল তুলিয়া শস্যক্ষেত্র সিঞ্চিত হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ চিত্র।
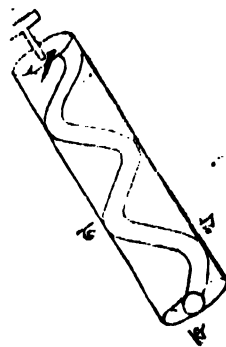
আরকিমেদীসের স্ক্রু বা পেঁচ। এই যন্ত্রদ্বারাও জল উত্তোলিত হইতে পারে। সিরাকিউজ দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং জলস্থিতিবিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপক মহাত্মা আরকিমেদীস্ এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, ইহার গঠন অতি সহজ। মনেকর একটা কাঠের রুলে একটী সীসক নির্ম্মিত নল বেষ্টিত আছে। রুলের নিম্নদেশ জলের উপর রাখিয়া একটু বাঁকা-

ইয়া ধর এবং দ দণ্ড ধরিয়া অঙ্কিত তীরাভিমুখে ঘুরাইতে থাক। প্রথমতঃ ক মুখ উচ্চ ও খ স্থান নিম্ন হইয়া আছে। এজন্য ক মুখ দিয়া জল প্রবেশ করিয়া খ স্থানে আসিয়া পড়িবে। দ দণ্ড অর্দ্ধপাক ঘুরাইলে খ স্থান উচ্চ এবং গ স্থান নিম্ন হইবে। তজ্জন্য খ স্থানের জল গ স্থানে নামিয়া পড়িবে। এইরূপে ঘুরাইলে অবশেষে ঐ জল নলের উপরকার মুখদিয়া বহির্গত হইবে। প্রস্তর বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ নলের ক মুখে রাখিলে ঐরূপে ঘুরাইলে নলের অপর মুখ দিয়া বাহির হইবে।

দমকল।

দমকলদ্বারা জল উত্তোলিত হইয়া বেগে অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। সচরাচর অগ্নি নির্ব্বাণ জন্য এই কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহারই নাম (Fire Engine) পূর্ব্বে পম্প বা জলোত্তোলক যন্ত্রের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাই অনুধাবন করিলে এ যন্ত্রের কার্য্য বুঝা যাইবে।
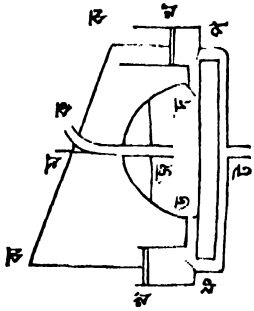
এই যন্ত্রের নিম্নদেশের ট নল, জলের সহিত সংযুক্ত আছে। চ ও ছ অর্গলদণ্ড এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত যে ছ দণ্ড নিচের দিকে চালিত হইলে চ দণ্ড উপরের দিকে চালিত হয়। প, ফ, ত ও দ চারি খানি কবাট উপরের দিকে খোলা যাইতে পারে। জ গুম্বজের ভিতর বায়ু আছে।

যখন চ দণ্ড উপরে উঠিবে, তখন ফ কবাট খুলিয়া গিয়া ট নলের জল ভিতরে প্রবেশ করিবে। পরে চ দণ্ডের নিচে নামিলে ফ কবাট বন্ধ হইবে। এবং জলের উপর অর্গলের চাপ জন্য ত কবাট খুলিয়া গুম্বজের ভিতর ধাবিত হইবে। গুম্বজের ভিতরের বায়ুর প্রতিচাপ জন্য ঐ জল পুনরায় ক নল দিয়া বেগে বাহির হইবে।

জলস্থিতিবিজ্ঞানের মূলসূত্রের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

সীরাকুজাধিপতি হাইরো সুবর্ণ রাজমুকুট প্রস্তুত জন্য স্বর্ণকার নিয়োজিত করেন। স্বর্ণকারগণের চৌরাপবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। প্রদত্ত স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ তাহারা আত্মসাৎ করিয়া অন্য কোন নিকৃষ্টতর ধাতু মিশ্রিত করিয়া মুকুট প্রস্তুত করিয়াছে, নরপতির মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি ইহার নিরাকরণ জন্য গণিতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত আরকিমিদীস্ মহোদয়কে বিনিযুক্ত করিলেন। মুকুট না ভাঙ্গিয়া কি উপায়ে ইহা নিরাকৃত হইতে পারে পণ্ডিতবর দিবানিশি সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে হইল তাঁহার অবতরণ জন্য চৌবাচ্চার জল পড়িয়া যাইতেছে, অমনি ভাবিলেন তাঁহার দেহের ভার পরিমিত মাংসাস্থি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের নরদেহ নির্ম্মিত হইলে ঐ দেহের আয়তন তাঁহার দেহের আয়তনের মত হইবে না। এবং তাঁহার দেহ নিমজ্জন জন্য যত জল অপসারিত হইতেছে, কল্পিতদেহ কর্তৃক তাহা হইবে না। অতএব একটী বিশুদ্ধ স্বর্ণমুকুট যত জল অপসারিত করিবে, অবিশুদ্ধ স্বর্ণমুকুট তাহা হইবে না। এতদূর সিদ্ধান্ত করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, বেশভুষা করিতে আর বিলম্ব সহিল না। স্নানাগার হইতে "ইউরিকা" "ইউরিকা" আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি; বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন।

ইহাই জলস্থিতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে এইরূপে জলস্থিতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরে ১৬১২ খৃঃ অব্দে ভাসমানপদার্থ বিষয়ক এক খানি পুস্তক তিনি প্রকাশিত করেন, ইহার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত বিজ্ঞানের আর উন্নতি সাধিত হইল না। আরকিমিদীসের পর পূর্ব্বোল্লিখিত গ্যালিলিও, তরিচেলী এবং প্যাস্কাল মহোদয়গণের আবিষ্কার উল্লিখিত হইতে পায়। ইতি।

শরচ্চর্য্যা।

আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাস শরৎকাল। এই কালে আকাশমণ্ডল ও দিক সকল পরিষ্কৃত হয়। সময়ে সময়ে শ্বেতবর্ণ মেঘ (Sirro-nimbus) ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া অতি অল্পমাত্র বারিবর্ষণ করে। চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল এবং সূর্য্যকিরণ খরতর হইয়া উঠে। পথের কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া যায়। নদনদী সরোবর প্রভৃতির জল নির্ম্মল হয়। বক, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষীগণ আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া আকাশের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। রাত্রিকালে অত্যন্ত শিশিরপাত হইয়া তদ্বারা পদ্মবন শ্রীভ্রষ্ট ও ধান্য-মুঞ্জরী পরিপুষ্ট হয়। এ সময়ে ধান্যক্ষেত্রের হরিতিমা যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কুমুদ, কহ্লার, ইন্দীবর, সেফালিকা ও কাশকুসুম প্রভৃতি বিকসিত হয়। সকল কালাপেক্ষা শরৎ-কালের রাত্রির শোভা অধিক। আবার সময়ে সময়ে কুসুমগন্ধামোদিত বায়ু প্রবাহিত হইয়া অধিক-তর মনমদ করিয়া তুলে।

বর্ষাকালে মানবগণের স্বভাবত পিত্তসঞ্চিত হয়। এক্ষণে সহসা প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ স্পর্শে ঐ সঞ্চিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বরাদি রোগ উৎপাদন করে। অতএব পিত্ত উপশম নিমিত্ত তিক্তদ্রব্যদ্বারা পাক করা ঘৃতপান ও বিরেচন (জোলাপ) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সকলেই জানেন হেমন্তকালে ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশকে কেমন বিব্রত করিয়া তুলে। তজ্জন্য অনেকে কার্ত্তিক মাসের শেষে সাত দিবস ও অগ্র-হায়ণ মাসের প্রথম আট দিবস বিশেষ সাবধানে থাকিতে উপদেশ দেন। কিন্তু ইহা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। উপযুক্তকালে কোন নদীতে সেতু না বাঁধিয়া শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তৎকার্য্যের প্রয়াস পাইলে বিফল প্রযত্ন হইতে হয়। ম্যালেরিয়া বিষের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে উহা সঙ্গে সঙ্গেই পীড়াকর হয় না। বস্তুতঃ রোগপ্রকাশের অনেক পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ অধিক হইলেই জ্বরাদি ব্যাধি উৎপাদন করে। অতএব তন্নিবারণ জন্য শরৎকাল হইতে বিহিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকগণ উল্লিখিত (কার্ত্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণের প্রথম) সময়ে তাদৃশী সাবধান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বরং উপযুক্ত পরিমাণে গুরুপাক দ্রব্য পান ভোজনে ব্যবস্থা দিয়াছেন ফলত সতর্কতার সহিত শরৎকাল অতিবাহিত করিলে প্রায়ই হেমন্তকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না।

তিক্ত কষায় ও মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য অথচ যাহা সহজে জীর্ণ হয়; যেমন শালীতণ্ডুলান্ন, মুগ, চিনি, মধু, আমলকী, পটোলপত্র ও জাঙ্গলদেশজাত মাংস প্রভৃতি এবং পানার্থ হংসোদক (১) নামক পানীয় প্রশস্ত। বৈদ্যশাস্ত্রে এই হংসোদকের অশেষ গুণ কথিত হইয়াছে। ইহা বিষদোষ (২) বর্জ্জিত, রুক্ষ ও অনভিষন্দি (শ্লেষ্মবর্দ্ধক) নহে। বায়ু পিত্ত কফের দোষনাশক, নির্ম্মল ও পবিত্র পানাদিতে অমৃত তুল্য ফল পাওয়া যায়।

শরৎকালে কষায় বস্ত্রই ব্যবহার্য্য (৩) চন্দন বেণার খশখশ ও কর্পূরদ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া মুক্তামালা ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সন্ধ্যার পর কিয়ৎক্ষণ (চারি দণ্ড) চন্দ্রকিরণ সেবন করিবে। শিশির ক্ষার দ্রব্য, পূর্ণাহার, দধি, তৈল, চর্ব্বি, তীক্ষ্ণ মদ্য, কটু উষ্ণ ও ভ্রষ্টদ্রব্য পূর্ব্ববায়ু ও রৌদ্র ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ এই সকল সেবন করিবে না।

(১) শারদায় জল কোন পাত্রে করিয়া অহোরাত্রকাল কোন আচ্ছাদন হীন স্থলে রাখিলে অর্থাৎ দিবসে সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত ও রাত্রে চন্দ্রনক্ষত্রাদি কিরণে শীতল করিয়া লইলে তাহাকে "হংসোদক" বলে। অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লইলেও চলিতে পারে।

(২) বর্ষাকালে মাকড়সা প্রভৃতি বিষাক্ত কীটের মৃতদেহ পচিয়া জলকে বিষাক্ত করে। ইহাই ম্যালেরিয়া নামে অভি-হিত হয়। এই বিষ সর্ব্বাপেক্ষা জলে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে পানীয় জলের দোষনাশক সংশোধন প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয়।

(৩) মেধ্যং সুশীতং পিত্তঘ্নং কষায়ং বস্ত্রমুচ্যতে।
তদ্ধারয়েদুষ্ণকালে তচ্চাপি লঘু শস্যতে।

আমাদের উপায় কি ?

(পূর্ব্বের পর।)

তাই বলি, যেমন হিন্দুশাস্ত্র মতে সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকারের জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে; যেমন কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে যাইতে হয়; যেমন তর্ক দ্বারা কেবল বিরুদ্ধমত বাদীকে কোন বিষয় বুঝাইতে হইলে কতকগুলি স্থূল স্থূল বিষয়ে ঐক্য হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ আমোদপ্রিয় ও ধার্ম্মিকের মধ্যে কোন সাধারণ ভূমি থাকা প্রয়োজন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ সঙ্গীত হইয়া থাকে তাহা যে এতদুভয়ের মধ্যে সাধারণভূমি হইতে পারে না; তাহা এত দিন লোকের ব্যবহারে জানা গিয়াছে। সমাজে কেবল ওরূপ সঙ্গীত হইলে মন্দির শূন্যপ্রায় পড়িয়া থাকিত! এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বিশাল পৃথিবীতে কি সেই সাধারণভূমি নাই? এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোটি কোটি লোকের স্থান হইতেছে, আমাদের দুই জনের দাঁড়াইবার স্থান নাই! সাধারণভূমি নিকটেই আছে, আমরা উভয়ে গিয়া অধিকার করিলেই হয়। ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে চালিত নাট্যই সেই সাধারণভূমি। নাট্য জন্মিয়াই ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা ভারতবর্ষ ও গ্রীসের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। ইউরোপে মধ্যকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত নাট্য সকল প্রদর্শিত হইত। লোকের পাপভার নিজস্কন্ধে লইয়া শত্রুকৃত উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়া খৃষ্ট কিরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাহা করুণবর্ণে চিত্রিত হইত* দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে প্রলয়ের অন্ধকারে পৃথিবীকে ঘেরিল। ঈশ্বরের দারুণ কোপ প্রকাশ পাইল। যিশাসের পবিত্র-আত্মা স্বর্গে প্রস্থান করিল! পাপীর মুখ পাংশুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল। এ সমস্ত খৃষ্টভক্তের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইত। যে "অবজ্ঞাস্পদ যুডাশ" ত্রিংশ-রজত-মুদ্রার লোভে নিরপরাধী মেষশাবকের ন্যায় নিরীহ প্রভুকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ঘোর নরক যন্ত্রণা ও ভয়ানক প্রায়শ্চিত্য (আত্মহত্যা) লোকে তড়িত বেগের ন্যায় অনুভব করিত!! এই সকল অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে খৃষ্টান মণ্ডলীর কথা দূরে থাকুক, ভিন্নধর্ম্মীদিগেরও মন বিগলিত হইয়া যায়। খৃষ্টের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ অপনীত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেম জন্মে। তাঁহার বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে।

শ্রব্য কাব্যে কল্পনার লীলাময়ী ভাষায় এই সকল বৃত্তান্ত যতই উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করুন না কেন আমাদের হৃদয় তাহাতে শতাংশের একাংশও বিচলিত হইবে না। আর বাগ্মীতা মস্তক অবনত করিবে, এবং যে সঙ্গীতের গরীয়সী ক্ষমতায় পশু পক্ষীও বিমোহিত হইয়া যায়; সে সঙ্গীতও কিয়ৎকাল অভিনয়ের নিকট স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে।

অভিনয় কার্য্য যথানিয়মে প্রদর্শিত হইলে মনুষ্য মনের উপরে তাহার যে কি পর্য্যন্ত আধিপত্য তাহা কেনা অবগত আছেন? কলিকাতা টাউনহলে একদা "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় হইতেছিল—গ্রন্থকর্ত্তা নীলকরগণের উৎপীড়নে হতভাগ্য দুঃখ পীড়িত প্রজাগণের দুর্দ্দশা এমন মনোহর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন—অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে স্থলে দুর্দ্দান্ত নীলকর রোগ্ অসহায়া দুঃখিনী ক্ষেত্রমণির সতীত্ব হরণের চেষ্টা করিতে

(*) এই সকল নাটক গ্রন্থ "মিরাকল্‌প্লে ও "মরাল্‌প্লে" নামে খ্যাত ছিল। এবং এখনও জর্ম্মনির কোন কোন স্থানে এরূপ নাট্যের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদ্বারা খৃষ্টের পবিত্র জীবনের ক্রিয়া সকল পরিদর্শিত হইত।

ছিল ; সে স্থলের চিত্রটী এতদূর জীবন্তবৎ অভিনীত হয় যে, তাহা দেখিয়া সকলেই প্রায় ক্রোধে অভিভূত হইয়াছিলেন। দর্শকের মধ্যে এক ব্যক্তি এতদূর অধীর হইয়া উঠেন যে, অভিনয়কে বাস্তব ঘটনা মনে করিয়া তিনি কল্পিত দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে অবলার উদ্ধার সাধন ও অত্যাচরের প্রতিফল প্রদান করিতে অগ্রসর হন! অভিনয়ের ক্ষমতার সাক্ষ্য স্বরূপ এরূপ বহুসংখ্যক ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম-সমাজ কেন যে এতদিন অভিনয় কার্য্যকে অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিতে পারি না। সৎ কি অসৎ অভিনয় যাহার পক্ষ হইবে তাহার এক অক্ষৌহিণী সেনার কার্য্য একাকী করিবে। আবার ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিতে নাট্য এত উৎসুক যে ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া ভুলাইয়া না লইয়া গেলে সে অন্য কার্য্যে যাইবে না। কিন্তু তথাচ ধর্ম্মসমাজ প্রায় তাহাতে বিমুখ। কেননা নাট্য অসৎ লোকের সংসর্গে থাকে। কুসংসর্গে থাকিলে লোকের যেমন চরিত্র দূষিত হয়, সৌভাগ্য বশতঃ নাট্যের সেরূপ 'স্বভাবে' ততদোষ হয় নাই। কেবল কুসংসর্গের সহফল অপবাদ তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ সে অপবাদ নিতান্ত ন্যায় সঙ্গত নহে। যদি কোন দুষ্টলোক অসীর আঘাতে কাহার প্রাণ সংহার করে, তাহা কি অসীর দোষ? না সেই ঘাতকের? অসী ত অসহায়ের রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত। সেইরূপ নাট্য যদি অসৎ লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কোন কুকার্য্য করে তাহা হইলে নাট্যকে অপরাধী করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

ব্রাহ্ম-সমাজ এতদিন লোকের মন পরিবর্ত্তনের জন্য বক্তৃতা ও সঙ্গীত এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে নাট্যঅভিনয়ও সমাজের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা কোন উপকার হয় নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না, কিম্বা এই দুই উপায় যে পরিত্যক্ত হয়, তাহাও আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা বলিতেছি, প্রাগুক্ত দুই উপায়ের সহিত এই তৃতীয় উপায়টীও সংযোগ করিলে সমাজের মহোপকার সাধিত হইবে। যদি বক্তৃতা দ্বারা কোন উপকার হইয়া থাকে, অভিনয় দ্বারা তাহার চতুর্গুণ উপকার হইবে; কারণ উৎকৃষ্ট বাগ্মীতা সঙ্কীর্ণ প্রকারের অভিনয় বলিলেও অন্যায় হয় না। বাগ্মী কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও বিভিন্ন প্রকারের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যেরূপ কৃতকার্য্য হয়েন, কেবল বক্তব্য বিষয় শুকের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া গেলে সে কৃতকার্য্যতা লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়া দণ্ড, বাগ্মীর পক্ষে বক্তৃতার অভিনয়াংশও সেই প্রকার। অভিনয়াংশ পরিত্যাগ কর, কুহক অন্তর্হিত হইবে। পরীস্থান উড়িয়া যাইবে। অসাধারণত্ব আর কিছুই থাকিবেনা। বাগ্মীরা যে কোন কোন সময়ে মিথ্যাকে সত্য করেন, দিবাকে রাত্রি করেন, তাহার প্রধান কারণ অভিনয় নিপুণতা। গ্রীস্ দেশের অসাধারণ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্কে বক্তৃতার কোন অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "অভিনয়কে" সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই যে ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়টী রীতিমত বিবেচনা করুন। প্রতি সপ্তাহে না হউক অন্ততঃ মাসান্তরেও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যসাধক বিষয় সকল যাহাতে অভিনীত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন, খৃষ্টের জীবনী নাটকাকারে পরিণত হইতে পারে। আমরা এরূপ নাটকের উপযোগী আধুনিক কোন্ ঘটনা পাইব? মধ্যকার "মরালপ্লে'র ন্যায় নাট্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। কারণ, মরালপ্লে'র পাত্রগণের নাম শুনিলেই কাল্পনিক বোধ হয়া থাকে। দয়া, ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি নৈতিকগুণ সকল মনুষ্যাকারে অভিনয় করিতেছে,

দেখিয়া যেন সত্য বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না। * সুতরাং তাহাতে সহানুভূতি হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় আপত্তিটী ন্যায়সঙ্গত বটে কিন্তু মরালপ্রে'র উল্লেখ করিয়া আমরা কেবল দেখাইয়াছি যে ধর্ম্ম ও নীতিসংক্রান্ত নাট্যাভিনয় নূতন নহে। সুতরাং উক্তপ্রকারের নাট্যাভিনয় আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রথম আপত্তির বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে কোন ধর্ম্ম সংস্থাপকের জীবনী লইয়াই যে নাটক লিখিতে হইবে এমত কিছু কথা নাই। দেশের হিত-জনক নৈতিক উন্নতির দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, সাধুর স্বর্গ, পাপীর নরক; এই সকল উপ-দেশ ও দৃষ্টান্ত বিশদরূপে উপযুক্ত গ্রন্থকারেরদ্বারা লেখাইয়া অভিনয় করিতে বলিতেছি। ইহাতে অর্থ-লাভ লালশা বিসর্জ্জন চাই। উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তির সম্মান চাই, আমন্ত্রণ চাই; স্থানাভাব বলিয়া যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান—আর আমোদপ্রিয় বালকাদির দ্বারা রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ হই-য়াছে; এরূপ হইলে চলিবে না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। ব্রাহ্মসমা-জাধিপতিগণ কি তাহার কিছুই পারিবেন না? না পারিলে চলিবে কেন? দেশের অবস্থা ও রুচি ভেদে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা জানি খৃষ্টান মিসনরীগণ বাইবেলকে পদ্য ও নাটক করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ইহা সংস্কৃত শ্লোকাকারে কথকতায় পরিণত ও যাত্রা এবং সংকীর্ত্তনের সুরে মৃদঙ্গ সহকারে গীত ও কথকতা করিয়া থাকেন! ধন্য অধ্যবসায় ও অবিচলিত উৎসাহ!

আর এক কথা, আজি দশ বর্ষে এক দুই করিয়া তিন চারিটী প্রসিদ্ধ রঙ্গভূমি স্থাপিত হইল। কিন্তু মাই কেল ও দীনবন্ধুর পর আর ভাল নাটককার হয় নাই কেন? রঙ্গভূমির বর্ত্তমান দুরবস্থা ধ্যান নেত্রে স্বর্গীয় কবিদ্বয় চিন্তা করিয়াই কি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন? ইহার একমাত্র মুখ্য কারণ ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান অভিনয়কে বিষবৎ দেখেন। ভদ্রে যাহা করে না—ভদ্রে যাহাতে আদর করে না তাহার স্থায়ী উন্নতি কোথায়? তাই বলি ব্রাহ্ম সমাজের মস্তকগণ চিত্তরঞ্জিনীর এই ক্ষীণকণ্ঠে এক-বার কর্ণপাত করুন! তাহা হইলেই আমাদের উপায় নিরাকৃত হইবে এবং তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজেরদ্বারা দেশের যথার্থতঃ মঙ্গলের বীজ উপ্ত হইবে *।

(*) পাঠকগণ! রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত "প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক" মনে পড়ে কি? বস্তুতঃ তাহাও একরূপ প্রকারান্তরের "মরালপ্রের" অনুরূপ; ইহাকেও বঙ্গের আদি নাটক বলিলেও বলা যায়।

(*) এই প্রবন্ধের উপসংহার কালে দেখিতেছি যে, বিগত ভাদ্র মাস হইতে জাতীয় নাট্যগৃহে একটী নারীনাট্যসম্প্রদায় অভিনয় দর্শাইতেছে। আমরা এরূপ একজাতীয় অভিনয়ের বাড়াবাড়ি বর্ত্তমান সমাজে চাই না। ইহাতে কোন অভীষ্ট-সিদ্ধ হইবে না। মুদী দোকানী বা স্কুলের ছাত্রদ্বারা রঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইলে কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ যুগযুগান্তরের (চর্ব্বিত চর্ব্বণ) পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থানুবাদ প্রকারান্তর করিয়া পুনঃ পুনঃ অভিনয়ে কোন সুফল প্রত্যাশা নাই। ভারতবাসী পুরাণকথা প্রায় কণ্ঠস্থ রাখিয়াছে। এদেশের নিম্নশ্রেণী ও অবলাকুল কথকতা শুনিয়া রামায়ণ, মহাভারতের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, এক জাতীয় পুরাণপ্রসঙ্গ আর বারে বারে ভাল লাগে না। ইহাতে নূতন নূতন ভাল গ্রন্থকারের সৃষ্টি হইবে না।

তাড়িত বিদ্যা।

অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা বিদিত ছিল যে, তৈলস্ফটিক (Ambor) রেশমে ঘর্ষণ করিলে উহা লঘু দ্রব্য আকর্ষণ করে ; এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ডাক্তার গিল্‌বার্ট সাহেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে গন্ধক, লাক্ষা ও কাচ প্রভৃতি দ্রব্যতেও তৈলস্ফটিক সদৃশ গুণ অবস্থিতি করে।

তাড়িত বিষয়ক জ্ঞান এই সময়ে অস্ফুটভাবে কথঞ্চিৎ আরব্ধ হইয়া ইদানীং আশ্চর্য্য প্রকারে এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে, এক সেকেণ্ডে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং কয়েক মিনিট মধ্যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সংবাদাদি প্রেরিত হয়।

তাড়িতের কার্য্য। একখানি কাচদণ্ড শুষ্ক লোমজ বস্ত্রে শীঘ্র শীঘ্র সংঘর্ষণ করিলে নিম্নলিখিত ব্যাপার সমূহ উৎপন্ন হয়।

১। কাচদণ্ড, কেশ, পালখ, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর সূক্ষ্ম পাত এবং কাগজ শোলা বা লঘু কাষ্ঠ খণ্ডের সন্নিধানে ধরিলে ইহাদিগকে আকর্ষণ করে।

২। যদি এই ঘর্ষণ ক্রিয়া অন্ধকারে নিষ্পন্ন হয় তবে বস্ত্রের গতির সঙ্গেসঙ্গে একপ্রকার আনীল-আভা দেখা যায়।

৩। যদি কাচদণ্ড অঙ্গুলি সন্ধিস্থল বা ধাতু দ্রব্যের সন্নিকটে ধরা যায়, তবে চট্ চট্ শব্দ সমন্বিত জ্যোতিষ্মান স্ফুলিঙ্গ কাচদণ্ড এবং অঙ্গুলীর মধ্যস্থান দিয়া চলিয়া যায়।

৪। কাচদণ্ড শরীরস্থ ত্বক সমীপে আনয়ন করিলে ঊর্ণানাভ জালস্পর্শ করিলে যেরূপ বোধ তদ্রূপ অনুভূত হয়।

৫। যে বস্ত্র দ্বারা কাচদণ্ড দৃষ্ট হয়, উহা হইতেও অবিকল তত্তুল্য ব্যাপার সমস্ত সম্ভূত হয়।

যদ্দারা এই বিশেষ সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের উৎপত্ত্যাদি সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহাকে "তাড়িৎ" কহে। তড়িৎ অর্থে বিদ্যুৎ বা বিশেষ রূপে যে পদার্থ দীপ্ত পায়। ইহার উদ্ভব যাহা হইতে তদর্থে 'তাড়িত'।

—তাড়িত আকর্ষণ ও বিয়োজন। তাড়িতের আকর্ষণ ও বিয়োজন শক্তি প্রদর্শনার্থ দেবদারু বা অন্যবিধ লঘু কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটা মটর পরিমাণ ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেশমী সূত্রে দিয়া উপযুক্ত অবলম্বের সহিত ঝুলাইয়া তাড়িত দোলক নামধেয় একটী সরল যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবেক। এখন একখানি কাচদণ্ড রেশমী বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া দোলক বর্ত্তুল সমীপে আনয়ন করিলে ইহা এই রূপে উত্তেজিত কাচ দণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া তাহা সংস্পর্শ করে ও অত্যল্পকাল সংস্পৃষ্ট থাকিয়াই দণ্ড হইতে বিযুক্ত হয়। বর্ত্তুলটীর এবম্বিধ অবস্থায় একখানি লাক্ষাদণ্ড ফ্লানেল বা অন্যবিধ রোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া তদীয় সন্নিধানে ধরিলে উহা এই উত্তেজিত লাক্ষা দণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত উত্তেজিত কাচের পরিবর্ত্তে প্রথমতঃ উত্তেজিত লাক্ষাদণ্ড বর্ত্তুল সমীপে আনয়ন করা যাইত, তবে বর্ত্তুল লাক্ষাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া ইহাকে সংস্পর্শ করিত। অত্যল্প কাল সংস্পৃষ্ট থাকিয়াই লাক্ষা হইতে বিযুক্ত এবং তদবস্থায় উত্তেজিত কাচ তন্নিকটে আনিলে তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইত। এবম্বিধ প্রকারে উত্তেজিত কাচস্পর্শে দূরীকৃত বর্ত্তুল উত্তেজিত লাক্ষায় আকৃষ্ট এবং তদ্ব্যতিক্রমে উত্তেজিত লাক্ষা স্পর্শে দূরীকৃত বর্ত্তুল উত্তেজিত কাচে আকৃষ্ট হয় ; অপিচ সাম্য ভাবাপন্ন বর্ত্তুল উভয় কর্ত্তৃকই আকৃষ্ট হয়।

এতদ্দারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাড়িত দ্বিবিধ। যথা ১। কাচোদ্ভূৎ, যাহা উত্তেজিত কাচ হইতে উৎপন্ন।

২। ধূনোদ্ভূৎ যাহা উত্তেজিত লাক্ষা হইতে উৎপন্ন। পণ্ডিতেরা প্রভেদ জন্য ইহাদিগকে যথাক্রমে পুষ্ট ও ক্ষীণ তাড়িত নামে অভিহিত করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সম জাতীয় তাড়িতাপন্ন দ্রব্য পরস্পরকে বিয়োজন ও ভিন্ন জাতীয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আর উভয়ই সম ভাবাপন্ন দ্রব্যকে আকর্ষণ করে।

তাড়িতের প্রকৃতি। তাড়িত একপ্রকার সূক্ষ্মতম অতীব স্থিতিস্থাপক দ্রববিশেষ। ইহা উপরি উক্ত বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্তা দুই জাতিতে বিভক্ত। ভূমণ্ডলের সমস্ত দ্রব্যেই এই দুই জাতীয় তাড়িত ন্যূনাধিক

পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু দ্রব্যাদির সামান্যাবস্থায় উভয় জাতি সম্মিলিত ভাবে থাকে বলিয়াই ইহার আবির্ভাব উপলব্ধি হয় না। ইহাদের এক হইতে অপরকে পৃথক করিলেই তাড়িত প্রভাব প্রকাশিত হয়। নানাবিধ উপায়ে এই বিপরীত ধর্ম্ম-সম্মিলিত দ্রব পৃথক করা যায়। কিন্তু যখন কোন উপায়ে কিছু পুষ্ট তাড়িত কোন স্থানে উৎপন্ন হয়, অবিকল সেই মুহূর্ত্তেই তত্তুল্য ক্ষীণ তাড়িত অন্য স্থানে অবস্থিত থাকে। স্থূল দ্রব্যাদির বিপরীত জাতীয় সম্মিলিত তাড়িতের বিশ্লেষ জন্মাইয়া তাড়িত আবির্ভাব করণ ভিন্ন অন্য প্রণালীতে উহা উৎপাদন করিবার আমাদের কোন শক্তি নাই। অতএব লাক্ষা এবং লোমজ বস্ত্রের সংঘর্ষণে ক্ষীণ তাড়িত কিছু আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু লাক্ষা ক্ষীণ তাড়িত গুণ বিশিষ্ট হইতে যে বস্ত্র দ্বারা উহা ঘৃষ্ট হয় তাহা পুষ্ট তাড়িত গুণ বিশিষ্ট হইয়া উঠে। নিম্ন তালিকাস্থ পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকটী তৎপরবর্ত্তী কোন পদার্থে ঘৃষ্ট হইলে পুষ্ট তাড়িত; আর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনটীতে ঘৃষ্ট হইলে ক্ষীণ তাড়িত গুণবিশিষ্ট হইবে যথা—

১। বিড়ালের লোম।	৮। শুষ্ক হস্ত।
২। ফ্লানেল্।	৯। কাষ্ঠ।
৩। হস্তীদন্ত।	১০। লাক্ষা।
৪। ঊর্ণা।	১১। ধূনা।
৫। কাচ।	১২। ধাতু।
৬। কার্পাস।	১৩। গন্ধক।
৭। রেসম।	১৪। রবর।

তাড়িতের উৎপত্তি স্থান। সংঘর্ষণ ভিন্ন পদার্থান্তর্গত স্বাভাবিক সম্মিলিত তাড়িত পৃথক্ করিয়া তদ্‌প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার বিবিধ উপায় আছে। বস্তুতঃ যে কোন কার্য্যে ঃউক, জড়পদার্থের অণুচয়ের সমসংস্থান ভাব আলোড়িত হইলেই তাড়িতের প্রত্যক্ষতা উপলব্ধ হয়।

তাড়িতের প্রধান উৎপত্তিস্থান চতুর্ব্বিধ যথাঃ—

১। সংঘর্ষণ চাপ বিদারণাদি বাহু বল সমন্বিত কার্য্য; ২। তাপ; ৩। রাসায়নিক ক্রিয়া; ৪। চুম্বক।

১। বাহুবল সমন্বিত কার্য্য। সংঘর্ষণ হইতে উৎপন্ন তাড়িত ঘৃষ্ট নামে অভিহিত। ইহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

আইস্‌লণ্ডস্থ স্ফটিকধাতুর * উজ্জ্বল ও মসৃণখণ্ড অঙ্গুলীর চাপ প্রয়োগে পুষ্ট তাড়িত উত্তমরূপে সংরক্ষিত করিয়া রাখিলে অনেক দিন উহা এইরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে।

বিদারণে পদার্থের ঘন-সংলগ্ন পৃষ্ঠ চয়ের পৃথক্ করণ কালীন তাড়িতের প্রকাশ পায়। এই নিমিত্ত অভ্রের স্তর পরস্পর হইতে শীঘ্র শীঘ্র অপরিচালক হাতা দিয়া পৃথক করণকালে ইহা প্রত্যক্ষ হয়। তদ্রূপ এক খান খেলার তাস দুই ফর্দ্দে ছিন্ন করিবার সময়ে উভয়ই তাড়িতাপন্ন হয়।

২। তাপ। তাপ হইতে যে তাড়িত উদ্ভূত হয় তাহাকে তাপের তাড়িত কহে। ইহা হইতে দুই প্রকারে তাড়িতের উৎপত্তি হয়। যথা—কঃ কোন দ্রব্যের চতুর্দ্দিকস্থ ভুবায়ু হইতে উহার তাপ ক্রমের ইতর বিশেষ জন্মাইয়া তাড়িতের আবির্ভাব। টুরম্যালাইন্ নামধেয় খনিজ উহা অপেক্ষা শীতলতর বা উষ্ণতর গৃহে নীত হইলে তত্রত্য তাপক্রম প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রান্তদ্বয় বিপরীত জাতীয় তাড়িত গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। খঃ। ভিন্নজাতীয় ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দ্রব্যদ্বয় সংযুক্ত করিয়া ইহাদের সংযোগ স্থলের তাপক্রম—প্রভেদ উৎপাদন এবং প্রত্যেক প্রান্তদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ সংস্থাপনে অবিশ্রান্ত তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি। তাম্র ও লৌহ-পরিচালক ধাতুদ্বয়ের সংযোগ স্থলের তাপ ক্রম প্রভেদ জন্মাইয়া প্রত্যেক প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংযোজিত করিলে অবিরত তাড়িত প্রবাহ চলিতে থাকে।

৩। রাসায়নিক ক্রিয়া। অধ্যাপক ওয়াল্টা আবিষ্কার করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শে উভয়

* Iceland Spar.

জাতীয় সম্মিলিত তাড়িতের পৃথকতা নিষ্পন্ন হইয়া উহার শক্তি আবির্ভূত হয়। তদপরবর্ত্তী পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে অবিরত তাড়িত প্রবাহ উৎপাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ধাতুদ্বয়ের সংস্পর্শ পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু তদুদ্দেশ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতর ধাতুটীর ইন্ধনস্বরূপে রূপান্তরিত হওয়া আবশ্যক।

ইদানীং সার্ উইলিয়ম্ টম্‌সন্ পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদিও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত ধাতুদ্বয়ের সংস্পর্শ বিন্দু তাড়িতাবির্ভাবের প্রধান উৎপত্তিস্থান তথাপি দস্তা ধাতু ইন্ধন স্বরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে কার্য্য সংসাধিত হয় না। বস্তুতঃ রাসায়নিক সংযোগে দস্তার কার্য্য সাধন শক্তি প্রথমতঃ তাড়িত প্রবাহ ও পশ্চাৎ তাপে পরিণত হয়।

৪। চুম্বক। চুম্বক পাথর হইতে যে তাড়িত সম্ভূৎ হয় তাহা চৌম্বকতাড়িত নামে বাচ্য। রাসায়নিক ও চৌম্বকতাড়িত পশ্চাৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

উৎপত্তি ভেদে উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ তাড়িত ভিন্ন আধারানুসারে আরও দ্বিবিধ কথিত হয়; যথা—

১। জৈবতাড়িত। জীবদেহে স্বভাবতঃ যে তাড়িত বিদ্যমান থাকে তাহা জৈব নামে অভিধেয়। টরপিডো প্রভৃতি কয়েকটী মৎস্যের শরীরে এরূপ প্রচুর পরিমাণে তাড়িত বিদ্যমান থাকে যে উহা স্পর্শ করিলে মনুষ্য পর্য্যন্ত কম্পিত ও অচেতন হয়।

২। বায়ব্য তাড়িত। বায়ুতে যে তাড়িত অবস্থিতি করে তাহা এই নামে কথিত হয়। ইহার প্রভাবে বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি প্রকাশিত হয়।

তাড়িত পরিচালক ও অপরিচালক। এক অর্দ্ধ ধাতু ও অপরার্দ্ধ কাচনির্ম্মিত এক খানি পাদপরিমাণ দণ্ডের কাচাংশ লোমজ বা রেসমী বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ পালখাদি লঘুদ্রব্যের নিকট ধরিলে উহা লঘুদ্রব্যগুলি আকর্ষণ করে কিন্তু সুদ্ধঘৃষ্টস্থানে এই আকর্ষণ ক্ষমতা বদ্ধ থাকে। এখন যদি দণ্ডের ধাতু ভাগ কোন উপায়ে তাড়িতপূর্ণ করা যায় তবে ইহাও কাচের মত কেশাদি লঘুদ্রব্য আকর্ষণে সমর্থ হয়, কিন্তু ধাতুভাগে এই ক্ষমতা কাচের মত নির্দ্দিষ্টস্থানে বদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া পড়ে। এতন্নিবন্ধন কাচ তাড়িত অপরিচালক এবং ধাতু পরিচালক বলিয়া অভিহিত। কোন তাড়িত পুর্ণ পরিচালক অপরিচালক দ্রব্য দ্বারা অপর অপরিচালক হইতে ব্যবহিত হইলে তত্রত্য তাড়িত অন্যত্র সঞ্চালিত হইয়া না গিয়া উহাতেই অবস্থিত থাকে। অপরিচালকের এইরূপ তাড়িত সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকায় ইহাকে তাড়িত সংরক্ষকও * কহা যায়। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীনাথ শিকদার এল, এম, এস,

অনুষ্ঠান পত্র।

(কুল—কল্পলতিকা।)

এই উনবিংশ শতাব্দীতে "কুল-কল্পলতিকা" প্রচারের উদ্দেশ্য কি? অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন। এখন উন্নতির সময়; বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের বাহুল্য সহকারে মেল বন্ধনের প্রয়োজন হইবে না। তবে আবার এ প্রস্তাব কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আজি কালি যে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন নিতান্ত সুখদায়ক বলিয়া অনেকের নিকট আদৃত হয় সে গুলির প্রচলন সম্বন্ধে অবিসম্বাদিত রূপে কিছুই বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা মালথসের নীতির যৌক্তিকতা বুঝিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলন হইলে প্রজাবৃদ্ধির জন্য দেশের অমঙ্গল হইবে। সামাজিক অনিষ্টোপাতের সম্ভাবনার বৃদ্ধি হইবে। তবেই হইল, সমাজের গতি কোন পথে হইবে বলা যায় না।

* Insulator.

কোন একটী অসামান্য ঘটনার সাহায্য ব্যতীত অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই সম্পাদিত হয় না। ব্রাহ্মণগণ জাতি ভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বৈবাহিক সম্বন্ধে অনেকটা সঙ্কুচিত মতের অনুসরণ করেন।

অমিশ্র শোণিত আর্য্যগণের পবিত্র কুলইতিহাস সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, ইহার ঐতিহাসিক গৌরব এত বেশি যে, কেবল সেই জন্যই চিরকাল ইহার সমাদর থাকিবে।

The testimony of the Hindus as to the history of their family during preceding generations is occasionally more valuable than Similar testimony given by persons of other races, certain Castes of the Hindus observing it as a rule in the education of their children to teach them to repeat and keep in remembrance the names of their ancestors.

Letters from R. Adairr Esqs; Collecter of Bhugalpore to the Board of Revenue dated 7th Septr. 1787. See Amritanath choudhury (vs.) Gaurinath choudhuri VI. B. L. R. P. C. 124.

"I must observe that on many occasions, I have had of comparing these accounts given by famiiles, whose relationship was very distant and their interests in opposition, they have seldom varied in the steps by which they followed their lines of discent back to one common stock"

Field's Law of Evidence.
3rd. Ed. Page (141).

ইদানীং দেশের রুচি দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, পূর্ব্বকালে প্রথম সন্দর্শনে নাম গোত্র প্রবরাদি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশেষ পরিচয় হইত। এখন উহা অভদ্রতা মূলক হইতেছে। এখন আর বালকে বালকে নাম শ্লোক বিচার হয় না। দুই জনে পরস্পর বিলক্ষণরূপে অন্যান্য আলাপ হইতেছে কিন্তু নামাদি প্রায়শঃ অজ্ঞাত থাকে! এ সম্বন্ধে নব্য সভ্যতা গরীয়সী! পাশ্চাত্য নৃপ কদম্বের নাম অনর্গল বলা হইবে, অথচ নিজ বংশের ইতিহাসে অজ্ঞতা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। অনেক বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী সপ্তপুরুষের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। মাতৃকুলের মাতামহের নাম জানিলেই প্রচুর। গাঁই গোত্র প্রবরাদি সম্পূর্ণ বংশ পরিচায়ক। এই সমস্তের আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। যে দ্বিজপঞ্চক গৌরমণ্ডলে সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণ বিহীন বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাঁহাদের সন্তানগণ নির্ম্মল শারদ গগনে প্রকাশিত তারারাজির ন্যায় বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন; যাঁহারা আর্য্যমণি, অলৌকিক বেদধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন। যাঁহাদের আশীর্ব্বলে শুষ্ককাষ্ঠ ও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, সেই দেবর্ষিকল্প মহাত্মাবৃন্দের ইতিহাস জ্ঞান সম্যক্ কর্ত্তব্য। এই সকল জানিবার জন্য যাঁহাদের কৌতুহল নাই, নিশ্চয় তাঁহাদের সহৃদয়তা নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ আমাদের ইতিহাস সত্য মিথ্যা একটা লিখিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাই অধীত হইতেছে। তাহাতে শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও প্রশংসা বিস্তার করা হইতেছে অথচ আমাদের যথার্থ বৃত্তে আস্থা প্রদর্শন করিতেছি না, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়!! আমরা জন্মাবধি ভিন্ন দেশীয় বৃত্তান্ত উদাহরণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ক্রমে আত্ম বিস্মৃত হইতেছি। নিজের ভাষা ও বংশের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া পুরুষকার ও সভ্যতা প্রদর্শন করিতেছি! আমরা ক্রমে ক্রমে ভিন্ন দেশীয় হইয়া উঠিতেছি। ধর্ম্মে তাদৃশ আস্থা নাই; সুচারু শিক্ষিত হইতেছি না। কেবল পাশ্চাত্য বেশভুষা ও খাদ্যাদির অনুকরণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি। ফলতঃ আমাদের প্রকৃত উন্নতি কতদূর হইতেছে পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিবেন। ইতি প্রস্তাবনা।

বেদ কি মনুতে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ নাই। ভারতাদি অনুসন্ধান করিলে এই জানা যায় যে দৈত্যকুলকুঞ্জর আর্য্যভক্ত মহারাজ বলির ক্ষেত্রে অঙ্গিরাবংশসম্ভূত দীর্ঘতমা কর্ত্তৃক পঞ্চতনয় উদ্ভূত হন। তাঁহাদেরই নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচটী প্রদেশ অভিহিত হয়। (১)

(১) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালা শূরসেনকাঃ। —
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ২।১৯। মনুঃ

১। অঙ্গ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান।
২। বঙ্গ—বর্ত্তমান বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ।
৩। কলিঙ্গ—দ্রাবিড় ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী।
৪। পুণ্ড্র—রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ।
৫। সুহ্ম—ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও আরাকান।

ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের বিজয় অশ্ব ঐ সকল দেশে উপস্থিত হইয়াছিল। পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, বঙ্গাধিপ সমুদ্র সেন (২) তাম্রলিপ্তেশ্বর চন্দ্রসেন বিপুল বিক্রমে মধ্যম পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত অধুনা তমলুক নামে খ্যাত। চন্দ্রসেন ভারত-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ উহার অনেক পূর্ব্বে বোধ হয় বলির সময়ে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি বঙ্গদেশ আর্য্যগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল।

রাজলক্ষ্মী বহুকাল ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া মগধে আসীনা হন। বোধ হয় তদানীং বঙ্গদেশ মগধের করতল গত ছিল। কালে পুরাণোক্ত শূদ্রজাতীয়গণ ভূপতি হইলেন। এদিগে ধর্ম্মবিপ্লবও উপস্থিত হইল। চিরাগত ধর্ম্ম প্রচলন সময়ে অকস্মাৎ কোন নব্যমত প্রবর্ত্তিত হইলে তাহারই প্রশ্রয় হইয়া থাকে। এই জন্যই ভারতে বহুল উপাসক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কপিল বাস্তু নামে এক প্রদেশ ছিল, শুদ্ধোদন তত্রত্য রাজা, মায়াদেবী মহিষী, বুদ্ধ মায়া গর্ভসম্ভূত। তিনি দর্শন ও উপদর্শনাদি সন্দর্শন এবং জীবন যৌবন ও স্বাস্থ্যের অচিরস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ, রাজা প্রজা সকলেরই বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই উৎপাত কান্যকুব্জ (৩) স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। কালে চালুক্য চৌহান প্রমার ও পরিহার নামক অগ্নিকুল নৃপগণ (৪) বৌদ্ধদিগকে বিদূরিত করেন। পরে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদ্বারা বিচার করিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডয়ন করেন। বৌদ্ধগণ নিরস্ত হইয়া ভারতের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত হইল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে বৌদ্ধেরা কান্যকুব্জের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তথায়ই ছিল। কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়াতে কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমানী ও আদৃত হইতে লাগিলেন। এমন কি অদ্যাপি কণৌজপ্রদেশস্থ নিরক্ষর ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত "হাম কণৌজকা ব্রাহ্মণ হো" বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করেন।

বৌদ্ধদিগের দুর্ব্বিপাক কালে রাজলক্ষ্মী পালবংশের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ হইলেও গোঁড়া ছিলেন না। বরং ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্য প্রদর্শন করিতেছিলেন। তখন বঙ্গদেশ অব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ ছিল। দিনাজপুর পালবংশের রাজধানী। দিনাজপুরে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, পালবংশের অবসানে কণৌজবংশীয়েরা কিছুকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু ফলকথা এই যে তখনকার বঙ্গাধিপ একান্ত হীনপ্রতাপ ছিলেন। কিন্তু লঘুভারতে এই লিখিত আছে যে মহারাজ আদিশূর পালবংশীয় শেষ রাজা নয়নপালকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং অধীশ্বর হন। উক্ত কার্য্যে আদিশূরের শ্বশুর চন্দ্রকেতু প্রধান সহায় ছিলেন। আদিশূরের নাম শূরসেন বা বীরসেন, তিনি প্রথম রাজা হন এই জন্য 'আদিশূর' বলিয়া বিখ্যাত। ইনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। ক্রমশঃ

(২) "সেন" শুনিলেই অম্বষ্ঠগণ নাচিয়া উঠেন; বস্তুতঃ ইহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।

(৩) কন্যাঃ কুব্জাঃ অস্মিন্নিতি। কীণতম মধ্য। কণৌজরাজনন্দিনীগণ বাতকর্ত্তৃক কুব্জা হইয়াছিল বলিয়া কান্যকুব্জ। বাল্মীকিরামায়ণ আদিকাণ্ড। ৩৫। ৩৫।

(৪) নাস্তিকদেশের প্রশমন জন্য ব্রাহ্মণদের হোমকুণ্ড হইতে ইহাদের উদ্ভব বলিয়া ইহারা অগ্নিকুল বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে।

(*) চিত্তরঞ্জিনীর সামবেদ লেখক পণ্ডিত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী কুলকল্পলতিকার অনুষ্ঠানপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, সাধারণের রুচি পরীক্ষার্থ কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। সং।

গুহা মন্দির।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই মন্দির প্রবেশ মাত্রই একটী ত্রিমূর্ত্তির বৃহৎ আকার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই মূর্ত্তি দৈর্ঘ্যে ১৯ ফিট হইবে। উহার উপর পার্শ্বে বৃহদাকৃত দ্বার রক্ষকগণ থামে ঠেস্ দেওয়া খোদিত রহিয়াছে, তাহারাও উর্দ্ধে প্রায় ১২ ফিট্ হইবে।
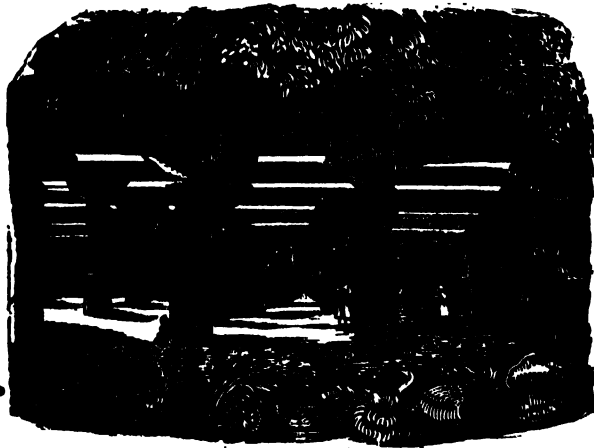
গুহা মন্দির।

ত্রিমূর্ত্তির নিকট গমন করিতে হইলে মন্দিরের গর্ভ অর্থাৎ তীর্থস্থানটী দক্ষিণ দিকে থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রবেশদ্বার আছে এবং প্রত্যেক দ্বারে এক এক জন বৃহদাকার প্রস্তরখোদিত প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠটীও পরিষ্কার ও প্রশস্ত এবং ১৯ বর্গফুট্ হইবে। প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটী বেদী আছে, তাহা ১০ বর্গ ফিট্ হইবে। এবং উচ্চতায় তিন ফিটমাত্র।

সেই বেদীর উপর একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। লিঙ্গটী অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রস্তর হইতেই খোদিত। লিঙ্গের নিম্নভাগ এক বর্গগজ হইবে। এবং বেদীর উপর ছিদ্র করিয়া ইহা স্থাপিত হইয়াছে। উপরিভাগ গোলাকৃতি, উর্দ্ধেও তিন ফিট হইবে।

ত্রিমূর্ত্তির পূর্ব্বদিকের প্রকোষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধানশিব অর্থাৎ অর্দ্ধ শিবের মূর্ত্তিস্থাপিত আছে। এই অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধ স্ত্রী আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা উর্দ্ধে ৭ ফিট হইবে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে নানা প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

ত্রিমূর্ত্তির পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। হরের মূর্ত্তি ১২৷৽ ফিট ও পার্ব্বতীর ১৬ ফিট্ হইবে। রুদ্রের এক মূর্ত্তি ভৈরব। গণেশের জন্মস্থান এবং লঙ্কাধিপ রাবণের কৈলাশ উঠাইবার চেষ্টা প্রভৃতি নানা পৌরাণিক চিত্র সন্নিবেশিত আছে। ভৈরবমূর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয়গণ উপাসনা করে।

এই গুহামন্দির ব্যতীত আর দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির অদূরে অবস্থিত আছে। কিন্তু সে গুলি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

মন্দির প্রবেশের দ্বারোপরি এক প্রস্তরখণ্ডে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে বোধ হয় এই গুহাখোদক ও প্রতিষ্ঠাতার নাম সন প্রভৃতি স্থূল জ্ঞাতব্য কথা খোদিত ছিল; কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ তাহা পড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে পরটুগ্যাল দেশে ইহা নীত হইয়া বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়। বার্গেজ (Mr. Burgoss,) সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মন্দির খ্রীষ্টজন্মের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে খোদিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হইবে যে শৈবদিগের এই মন্দির ছিল। কিন্তু এক্ষণে কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ববিদ ও অনুসন্ধিৎসু ইতিবৃত্ত লেখকগণ অনেক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারত শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তহইয়াছিল। সচিত্রপত্রের পূর্ব্বপথ প্রদর্শক ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী প্রকাশক মহোদয়গণ ইলোরার অদ্ভুত গুহা ও কৈলাশপুরীর চিত্র খোদিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং আমরা এই স্থলেই নিরস্ত হইলাম।

সম্পূর্ণ।

আত্মপরিচয়।

আমরা চিত্তরঞ্জিনীর সূচনায় আত্মকথা ব্যক্ত করি নাই—এখন প্রথম বর্ষ শেষ হইয়াছে; তাই পত্রিকার জন্ম ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

প্রায় আটবৎসর হইল বর্দ্ধমান বিভাগের কাটোয়া—শ্রীবাটীর কোন ভদ্রমহিলা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে একটী পুত্র প্রসব করিয়া সপ্তাহ মধ্যে গতাসু হন। হিন্দুজাতির নিয়মানুসারে মাসান্তে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হয় নাই; তাহার কারণ তৎকালে অব্যক্ত ছিল। এক্ষণে এই অভিনব দ্বৈমাসিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। মৃতারনাম "চিত্তরঞ্জিনী" ছিল। দুই বৎসর গত হইবে কাটোয়া—শ্রীবাটীগ্রামে "চিত্তরঞ্জিনী সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ইহার শাখা—"সাহিত্যসভা" হইয়াছে। শাখা সভার উদ্দেশ্য সুলভ-সাহিত্য প্রচার। গত দুই বর্ষে সুলভমূল্যের দশ খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। মূল সভা বর্দ্ধমান বিভাগের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কামনায় বর্দ্ধমান স্ত্রীশিক্ষাসাধিনী সভার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রত গুরুতর, কৃত-কার্য্যতা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। হয় ত আমরা এই নূতনতর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিজে হাস্যাস্পদ ও মৃতার লব্ধযশঃ লুক্কায়িত করিব। সভার প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করা। মৃতামহিলা বিদুষী ছিলেন এবং তাঁহার জীবিতকালের ইচ্ছানুসারে তাঁহার ব্যবহৃত অলঙ্কার * প্রভৃতিকে মূল ধন করিয়া এই বৃহৎ-ব্যাপার সাহসে ভর করিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন, তদর্থে দেশ-হিতৈষী সহৃদয় জনগণের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়। তজ্জন্যই 'চিত্তরঞ্জিনী' উপযাচিকা হইয়া বঙ্গীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ মহোদয়গণ সমীপে উপস্থিতা হইয়াছেন।

* বলা প্রয়োজন যে, কন্যা বৎসলতা হেতু তৎপিতা অলঙ্কারের মায়া এখনও ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই!! কেবল শ্বশুর গৃহের পরিত্যক্ত অলঙ্কারই মূল ধন।

অদ্য প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। প্রতি পাঁচ বর্ষে একটী চিত্তরঞ্জিনী পর্ব্বসভা হইয়া সভার কার্য্য আলোচিত হইবে।

আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন "চিত্তরঞ্জিনী দ্বৈমাসিক হইল কেন? অভিনবত্ব ইহার কারণ নয়। অধিকাংশ লব্ধনামা সম্পাদকগণ মাসিক পত্র নাম দিয়া বৎসরে ছয় খানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! এই পরিণাম চিন্তা করিয়াই ইহা দ্বৈমাসিক রহস্যরূপে প্রচারিত হই-তেছে। চিত্রাদর্শ প্রস্তুত করা এদেশে অযথা ব্যয়-সাধ্য। সামবেদের অক্ষর যোজনায় অন্য বিষয়ের অক্ষর যোজনা অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্য দিতে হয়। এই সকল কারণে অনেক সময় আমাদের অনেক ত্রুটী হইয়াছে, আশা করি গ্রাহক মহোদয়গণ সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। প্রাচীন ঋষিদিগের গুণগরিমা, ভারতের বৃত্তান্ত ঘটিত অতীত গৌরব, দেশীয় জীবনী এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

উপন্যাস দ্বারা সমাজনীতি সহজে উপলব্ধি হয় এরূপ অনেকের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা নহে।" বিষবৃক্ষ" এবং আনন্দ মঠের" আমরা আদর করি কিন্তু অধিকাংশ "গুপ্ত-কথা" কি সৎ শিক্ষা দেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না পরন্তু নিরন্তর অপবিত্র বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা পাঠে অগঠিত চরিত্র যুবকগণের মন যে কলঙ্কিত হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নৈতিক উপন্যাস গ্রন্থ পড়িয়াও অনেক সময় কুফল ফলে। মিল্টন পড়িয়া সেটানের স্বাবলম্বন এবং স্বাধীন প্রকৃতির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, শেষে সেটানের সকল কার্য্যেরই প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইবে এই আশঙ্কা হয়। বিজ্ঞান আলোচনায় অশুভ ফলের আশঙ্কা কোন মতেই নাই। এজন্য কেবল স্থূল সত্যের প্রচার আমাদের সঙ্কল্প।

Printed at the Jotish prokash. Press. No. 7, Shibkrista Dan's Lane Calcutta.

সচিত্র ঋতুপত্রিকা

২ বর্ষ। ত্রৈমাসিক রহস্য, সম্বৎ ১৯৪১। হেমন্ত কাল। ১ম সংখ্যা।

তাড়িত বিদ্যা।

(পূর্ব্বের পর।)

তাড়িত সম্বন্ধে দ্রব্য সমস্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, এবং নিম্ন তালিকায় শক্তির তারতম্যানুসারে ইহারা শ্রেণী বদ্ধ হইল।—

পরিচালক	অপরিচালক বা
ধাতু	তাড়িত সংরক্ষক
সুদগ্ধ অঙ্গার	বরফ (Ice)
সতেজাম্ল	রবর
জল মিশ্র অম্ল	শুষ্ক প্রস্তর
লবণাক্ত দ্রব	চিনের বাসন
জল	শুষ্ক বায়ু
নীহার (Snow)	পালখ
জীবন্ত উদ্ভিদ	কেশ
জীবন্ত প্রাণী	উর্ণা
বাষ্প	রেশম
দ্রবণীয় লবণ	হীরক
	অভ্র
	কাচ
	মধুশ্ব
সিক্ত মৃত্তিকা ও প্রস্তর	গন্ধক ও ধুনা
	তৈল স্ফাটীক লাক্ষা

উপরি উক্ত শ্রেণী দ্বয়স্থ দ্রব্য গুলি পরম্পরানুক্রমে কেবল আপেক্ষিক শক্তি পরিজ্ঞাপক মাত্র। যেহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল পরিচালক কতক পরিমাণে তাড়িত সংরক্ষকের কার্য্যকরে, এবং অত্যুৎকৃষ্ট পরিচালক ও তাড়িত গতির কিছুনা কিছু বাধকতা জন্মায়। পক্ষান্তরে তাপক্রম প্রভেদে পরিচালকতা শক্তির ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়; ধাতু মাত্রেরই তাপ ক্রমের বৃদ্ধিতে পরিচালকতার হ্রাস ও অবহ দ্রব্যের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। সার্ হম্ফ্রে ডেবী প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্থির করিযাছেন যে কাচ লোহিত বর্ণে উত্তপ্তহইলে তাড়িত পরিচালনে সমর্থ হয়। এবং লাক্ষা তৈল স্ফাটীক, গন্ধক ও মধুশ্ব তাপে দ্রবীভূত অবস্থায় তাড়িত পরিচালকের কার্য্য করে। সমস্ত ধাতু সমান পরিচালকনহে। ইহার তারতম্যের পরিমাণ তাপ পরিচালকতার অনুরূপ অর্থাৎ যে ধাতু যেরূপ তাপ পরিচালক উহা তদ্রূপ তাড়িত পরিচালক। রৌপ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরিচালক, তারপর যথাক্রমে তাম্র, স্বর্ণ, পীতল, টীন, লৌহ, ও সীসক, তাড়িত পরিচালন করে।

তাড়িত দোলকে লঘু কাষ্ঠময় বর্ত্তুল রেশমী সূত্রে ঝুলাইবার তাৎপর্য্য এই যে পরিচালক কাষ্ঠময় বর্ত্তুলের তাড়িত রেশমের অপরিচালকতা গুণে উহা হইতে নির্গত হইয়া অন্তত্র নইতে পারে।

যেহেতু জল একটী তাড়িত পরিচালক, অতএব তাড়িত বিষয়ক সমস্ত পরীক্ষণাদি ভূ বায়ুর শুষ্কাবস্থায় নিষ্পাদন করা অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ বায়ু বাষ্পে পরিপূরিত থাকিলে কাচ লাক্ষা বস্ত্র এবং অপর যন্ত্রাদির গাত্রে তত্রত্য বাষ্প জলরূপে সংগৃহীত হইয়া ইহা হইতে তাড়িত পরিচালন করিয়া লইয়া যায়। তাড়িত অনুশীলনে অপরিচালক বা তাড়িত সংরক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন যেহেতু ইহা না হইলে তাড়িত কোনস্থানে বদ্ধ রাখিয়া তং সম্বন্ধীয় কোন পরীক্ষণাদি নিষ্পন্ন করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।

আমাদের আবাস ভূমণ্ডল তাড়িত দ্রব্যের সাধারণ আধার। ভূমৃত্তিকার সহিত কোন তাড়িত পূর্ণ দ্রব্যের তাড়িত সংযোগ সংস্থাপিত হইলে ইহার সমস্ত তাড়িত পৃথ্বীমধ্যে প্রবেশ করিবার দ্রব্যটী সামান্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপিচ সমস্ত তাড়িতেরই পৃথিবীতে প্রবেশ করণের প্রবল প্রবণতা দৃষ্টহয় আর যদি তাড়িতের গতি অপরিচালক দ্রব্যের ব্যবধানে প্রতিরুদ্ধ না করা হইত তবে উহা অবিরতই পৃথ্বীমধ্যে নির্গমন করিত।

ক্রমশঃ

হেমন্ত প্রবল ঋতু নয়, শিশিরের আগমন হেমন্তে সূচিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদগণ যেরূপ ঋতু বিভাগ করিয়াছেন তাহা পুস্তকেই পড়িতে হয়; শীত গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই তিনটীই প্রভাবশালী ঋতু। মিসর প্রভৃতি দেশে আবার বর্ষা নাই। নীলনদের জল দ্বারা সেখানে কৃষি কার্য্য হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দুইটী ঋতুর মধ্যে শীত প্রধান দেশে গ্রীষ্ম আপন প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীতের তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কেবল ভারতবর্ষেই ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয়, এমন সুখের স্থান ভূপৃষ্ঠে আর নাই; এই কথা বলিয়া ভারতবাসীগণ গর্ব্বিত হন। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন এরূপ সকল ঋতুর সমাবেশ একস্থানে হয় কি? গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ফুল ফল ভারতে সুলভ। শীত প্রধান দেশের লোমশ পশু ভারতে পাওয়া যায়। এখানে নারিকেল, খেজুর, তাল, আম, কাঁঠালও আছে, আবার তুষারাবৃত শৈল শ্রেণীও আছে। মৃত্তিকার এমন গুণ যে, যে কোন দেশ হইতে জীবজন্তু আনয়ন কর—ভারতে তাহাদের থাকিতে কোন ক্লেশ হইবে না। পারস্য হইতে,—"যবনের অসি ঘাতে, আর্য্যদের রক্তস্রোতে" গোলাপ ফুল ভাসিয়া আসিল, গোলাপ এখানে শুকাইল কি? ইংরাজগণ তাঁহাদের জয় পতাকায় বাঁধিয়া একটী তাল লইয়া যান, কাচের গৃহে না রাখিলে এক দিনও থাকিবে না। অতএব আমাদের দেশ সকল দেশ অপেক্ষা ভাল, "ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী" "কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান।"

এ সকল ত বুঝিলাম, এক রাজার দুই পুত্র, রাজা এক পুত্রকে অঙ্কে রাখিয়া মণি মাণিক্য দিয়া ভূষিত করিলেন এবং নবনীত খাওয়াইতে লাগিলেন। পুত্রের দেহ কুসুম সুকুমার হইল। এমন দেহে পরিশ্রম সহিবে না বলিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে দিলেন না; কিসের অভাব? অতুল ঐশ্বর্য্য আছে সকলই তাহার। দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন "বাপু তুমি রাজ্যের অংশ প্রত্যাশা করিও না। সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার ভাল, না পার যদৃচ্ছা চলিয়া যাও।" দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অসাধারণ বীর হইল। তাহার পিতার রাজ্যের চতুর্গুণ রাজ্যে সে আপন অধিকার বিস্তার করিল। রাজা বৃদ্ধ হইলেন, একজন সেনাপতি তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইল।

ভারতের ঠিক সেই প্রথম পুত্রের দশা ঘটে নাই, ভারত এক কালে স্বাধীন ছিল; সে বন্দী হইবার পুর্ব্বে।

শীতপ্রধান দেশের লোক শীত নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। অলস হইলে রক্ত জমিয়া যাইবে, আবার অনায়াসে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না। এজন্যও পরিশ্রম প্রয়োজন। গ্রীষ্ম প্রধান আফ্রিকা খণ্ডের লোকও বলশালী। সভ্যতার প্রথম প্রবর্ত্তনা আফ্রিকায়; বঙ্গে শীতও আছে, গ্রীষ্মও আছে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শীত বা গ্রীষ্ম নাই; এজন্যই বঙ্গের দুর্দ্দশা। বাস্তবিক ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; ক্রমশঃ ঋতু পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ স্বাস্থ্য ভঙ্গ। দুই চারিদিন ভাল থাক তাহার পর সর্দ্দি হইবে। অল্প জ্বর হইবে

ইহাতে বাঙ্গালীর শরীর গড়িবে কিরূপে। এই ঋতু পরিবর্ত্তনের ক্লেশ নিবারণের উপায় আছে কিনা তাহাই অগ্রে বিবেচ্য। স্থুল স্থুল কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব। এবং ঋতু পত্রিকার পর্য্যায় ক্রমে এ বিষয়ের যথা সাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্তৃক ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ লিখিত হইবে। বিচক্ষণ বৈদ্য এবং ডাক্তারের মত সংগ্রহ করিতে যতদূর পারা যায় যত্ন করা হইবে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে গ্রীষ্ম এবং শীত এই দুইটীই প্রবল ঋতু। প্রাবৃটকে এই দুইয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও চলে। এই হিসাবে চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এবং আশ্বিনের কিয়দংশকে গ্রীষ্ম বললে, অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ মাস শীতকাল। অতএব হেমন্তে গ্রীষ্মের অবসান, এবং শিশিরের প্রবেশ।

এখন ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য শীত অনুভব হয়, ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য যদি স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তবে কি করিতে হইবে? অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি যাহাতে না হয় এরূপ করিতে হইবে। অর্থাৎ শীত নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে। শরীর যেন শীতল না হইতে পারে। দুই তিনটী উপায় অবলম্বন করিলেই ইহা সাধিত হইতে পারে। ১ম, শরীরের উত্তাপ যাহাতে নষ্ট না হয় এরূপ করিতে হইবে; উত্তাপ সঞ্চালক নহে এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। রেসমী অথবা পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিলে যে শীত নিবারণ হয়, সে ঐ সকল বস্ত্র উষ্ণ বলিয়া নহে বস্তুতঃ অগ্নিতে যেরূপ উত্তাপ আছে ঐ সকলের সেরূপ নাই; রেসম শরীরের তাপ সঞ্চালিত হইতে দেয় না বলিয়া রেসমী কাপড়ে গাত্র আচ্ছাদিত হইলে আমাদের শীত নিবারণ হয়। নহিলে তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখ রেসমের উত্তাপ গৃহের অন্য কোন শুষ্ক পদার্থের উত্তাপ অপেক্ষা অধিক বেশী নহে। ২য়, শরীরের যে উত্তাপের কথা বলা হইল, তাহা ভুক্ত বস্তু পরিপাক হইবার সময় যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহারই ফল। ঐ রাসায়নিক কার্য্য যত বেশী হইবে শরীরের উত্তাপও তত অধিক হইবে। অতএব ঘৃত, মাংস প্রভৃতি শুষ্ক পাক দ্রব্য ভোজন শীত নিবারণের দ্বিতীয় উপায়।

৩য়। শরীর সঞ্চালন দ্বারা উত্তাপের উদ্ভব হইতে পারে। শীতের সময় দৌড়া দৌড়ি করিলে আর শীত অনুভূত হয় না। ব্যায়াম বা অন্য কোন রূপ শারীরিক পরিশ্রম শীত নিবারণের তৃতীয় উপায়।

আশ্বিন মাসে শীত অনুভব না হইলেও ফ্লানেলের অঙ্গ রক্ষা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমাদের দোষ যে যত দিন না শীত অনুভব হয় ততদিন আমরা এ উপায় অবলম্বন করিনা। সর্দ্দি হইবে, জ্বর হইবে. তবে আমরা লেপ ব্যবহার করিব।

তাপ সঞ্চালক নহে এরূপ বস্ত্রের বর্ণ যদি কাল হয় তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বিবাহ

সন্তানকে লালন পালন এবং শিক্ষাদান, পিতামাতার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য। বিধাতার কি বিড়ম্বনা জানিনা, পুত্রের বিবাহ দানও আমাদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে হইয়াছে।

পুত্র, সন্তান-উৎপাদিকাশক্তিহীন, জড়, বিকলাঙ্গ, উন্মাদ, ক্ষয় রোগগ্রস্ত, দুঃশীল, সমাজ কণ্টক, আত্মভার বহনে অক্ষম, তাহা কে দেখে? কে ভাবে? পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে। অন্যান্য দায়ের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দানও একটা গুরুতর দায়! অপরিণত বয়স্ক, অক্ষম বা রোগ গ্রস্ত সন্তানের বিবাহ দান জন্য আমরা এত ব্যস্ত কেন? পুত্র কৃতী হইয়া যখন আপনার ও স্ত্রীপুত্রের ভার বহনে সক্ষম হইবে, যখন সংসার ভেলা স্ত্রী কর্ণধার ব্যতীত চলেনা বুঝিবে, তখন না হয় তাহার একটা সঙ্গিনী যুটাইয়া দিও কেননা সে সংসার মেলা যাইবার নূতন পথিক, স্থান জানা নাই, লোক চেনা নাই; পাছে ঠকের হাতে পড়িয়া ড্যামেজ মাল খরিদ করে। কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি আগে হইতেই তাহার গলায় একটী বিশমোণ পাথর ঝুলাইয়া দাও কেন সে আপন ভার বহনেই অশক্ত তাহার উপর আবার স্ত্রী ভার?

যখন দেখি, এখনও গোঁপ দাড়ি উঠে নাই, কিন্তু ভাবনায় চক্ষু কোটর গত; মুখ মলিন শুষ্ক শ্রীহীন; অনাহারে অল্পাহারে কদর্য্যাহারে বলহীন, তরুণে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত

শত শত উমেদার আফিসের দ্বারে, বড় কর্ম্মচারীর বাসায় নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়? অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এই দুঃস্থ যুবক গণের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ অনুচিত বিবাহ। হয় তাহারা বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া সংসার জালে জড়িত হইয়াছে নাহয় তাহারা পিতৃকৃত অনুচিত বিবাহের ফল ভোগ করিতেছে।

লিখিতে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, হস্ত অবশ হয়, আমার যখন পনর বৎসর বয়স, পিতা ঋণজালে জড়িত হইয়া, দুঃখে ভগ্ন হৃদয়ে সুচিকীৎসা ও পথ্যাভাবে হায়! আমাকে, পনর বৎসরের বালককে একটী বৃহৎ পরিবার পোষণের ভার দিয়া এ সংসার ত্যাগ করিলেন। তিনটী ছোট ভাই, দুটী ভগ্নী, মাতা, বৃদ্ধ পিতৃস্বসা, বিধবা খুড়ি, জ্যাঠাই, ভ্রাতৃবধূ এবং গরু বাছুর ও তদ্রক্ষক এই পনর বৎসর বয়স্ক বালকের গলায় পড়িল। আত্মীয় নাই, স্বজন নাই হাতে অর্থ বা অন্য সম্পত্তি নাই, বিদ্যানাই বুদ্ধিনাই পরে যে কি হইবে তাহার আশা পর্য্যন্ত নাই। যখন পিতার সংকার করিয়া গৃহে আসিলাম, ভাই, ভগ্নী, মাতা পিতৃস্বসা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন তখন আমার মনের অবস্থা কিরূপে, লিখিব। যেন চতুর্দ্দিক শূন্য শুদ্ধ বিষাদ পূর্ণ "বাবাগো আমাকে কোথায় রাখিয়া গেলে" আমিও সকলের কান্নার সঙ্গে যোগ দিলাম। শোকতপ্ত হৃদয়ের রোদনই ভরসা রোদনই সান্ত্বনা। লোকে কাঁদিতে দিলনা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পিতা যে আমাকে পথের ভিখারী করিয়া রাখিয়াছেন, ভিক্ষা ভিন্ন শ্রাদ্ধ কিরূপে হইবে। কিন্তু প্রতিবেশীগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। মাতাঠাকুরাণীর দুই এক খানা অলঙ্কার বিক্রয় করাইলেন (সবে তাঁর চার পাঁচ খানা রূপার গহনা ছিল) সৌভাগ্যের মধ্যে তখন আমার বিবাহ হয় নাই নতুবা বলিতে পারিনা আরো কত দুঃখে পড়িতে হইত।

যদি শিক্ষাকালে আমার গলায় সংসার না পড়িত তবে আমি ও আপনাদের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কৃতী হইতে পারিতাম। আমি আমার সামান্য ইতিবৃত্ত বলিলাম। ইহা অপেক্ষাও যে সহস্র শোচনীয় ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। অনুচিত বিবাহই উহার মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়। স্বয়ং কৃতী এবং স্ত্রী পুত্র ভরণপোষণক্ষম না হইয়া বিবাহ করা এবং সন্তান তদ্রূপ না হইলে তাহার বিবাহ দেওয়াকে আমরা অনুচিত বিবাহ বলি এই অনুচিত বিবাহ কেবল পর-বংশীয়দিগকে চির দুঃখে চির দারিদ্রে দগ্ধ করিবার জন্য সংসারকে পাপ ভারে ভারি করিবার জন্য এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে পাপী হইবার জন্য।

বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, জল নিক্ষিপ্ত জালের ন্যায় তাহার অদৃষ্ট এখনও অজ্ঞাত, মৎস্য কি জঞ্জাল উঠিবে কে বলিতে পারে? কিন্তু পুত্রের বিবাহ দান জন্য পিতা ব্যগ্র হইয়াছেন। প্রথম ছেলের বিবাহ জাঁক জমকের সহিত দেওয়া চাই। বাজনা, গীতবাদ্য, রোসনাই, কুটম্ব-স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঘটক কুলপুরোহিত বিদায় অর্থাৎ কোন রূপে আপনার অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঋণ-গ্রস্ত হইতেই হইবে। নতুবা লোকে বাহবা দেবে কেন? আত্মীয় স্বজন ইঁহারা ত আস্মোদর পূরণ করিয়া গা ঢাকা দিলেন, আমি যাই কোথায়? যে গোয়ালা, ময়রা, মেছুন, টাকার জন্য ছিঁড়ে খাইতেছে। মহাজনের তাগাদায় পেটের ভাত চাল হইয়া যাইতেছে হায়! তথাপি আমাদের চক্ষু ফুটে না। কেবল ইহাতেই দুঃখের অবধি হইল না। যে পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি স্বর্গবাসী হইলাম। এক্ষণে তাহার অবস্থা দেখুন। আয়ের পুর্ব্বে ব্যয় আরম্ভ হইয়াছে; নবীনা গৃহিনীর উপর মা ষষ্ঠীর বড় কৃপা। প্রতিবৎসর একটী কখন বা যমজ সন্তান কোলে দিতেছেন, নিজের উদর ভরাণ দায়, তাহার উপর আবার পঙ্গপাল। বালকগণ নগ্ন-বেশে, ধূলায় ধূষরিত হইয়া রাজপথ শোভা করিয়া বেড়াইতেছে।

হায়! এরূপ বিবাহ করিয়া দারিদ্র্য স্রোত না বাড়াইলেই কি নয়? অনুচিত বিবাহ কি আমাদের অবস্থার এত হীনতা, এত নীচবৃত্তি অবলম্বনের এবং এত হীনতেজ হইবার কারণ নহে? বঙ্গবাসি! একবার দেশের দিকে দৃষ্টি কর, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে অভ্যাস কর। দেশকে আর দারিদ্র্য দুঃখে কলঙ্ক সমুদ্রে ডুবাইও না।

:✱✱✱✱✱:

পরমাত্মনে নমঃ।

বেদান্ত।

বেদান্ত বেদের জ্ঞান-কাণ্ড এবং ইহাই আর্য্যজাতির প্রথম দর্শন সুতরাং সর্ব্ব দর্শনের মূল।

বেদের অন্ত, অবসান বা শিরোভাগই বেদান্ত; ইহাই বেদের জ্ঞান-কাণ্ড। যদি এই জ্ঞান-কাণ্ড না থাকিত তবে বেদের মূল্য অল্পই হইত। (সেশ্বরগণ যেমন ইহাকে হৃদয়ে রাখিতে অধ্যবসায়ী হন, পক্ষান্তরে নিরীশ্বরগণও ইহাকে অবজ্ঞা না করিয়া উপাদেয়ই বলিয়াছেন।*

নাস্তিক ও বৈনাশিকাদিও, প্রমা ও প্রমাণাদি বিষয়ে † ইহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া নিগৃহীত হইয়াছেন।

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনা পরলোক ও মোক্ষ প্রভৃতির উপদেশ ইহাতে সুবিস্তৃত রহিয়াছে, যুক্তি সূক্তিও পরিপূর্ণ; এবং বিপক্ষ-দলনোপযোগী ন্যায় মালাও ইহাতে বিস্তর নিহিত আছে।

বেদান্ত সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে হইলেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেন অন্তঃকরণে আবির্ভূত হন। ইনি স্বকীয় প্রভাবেই "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" আখ্যাত হইতেন। এই মহাত্মা প্রিয়া বিরহে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ প্রেমে ঢল-ঢলায়মান হন নাই। লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেই কৌপীন ও বহির্বাস-ধারী হইয়াছিলেন না। ফলতঃ আজ কাল সংস্কারকদের যত লোকের নাম জলদ-গম্ভীর নির্ঘোষে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে শঙ্করের নাম উদাত্ত হওয়া উচিত। ইনি অতি অল্প কালেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের তৃতীয় বর্ষে বিদ্যারম্ভ দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়সে ধরাধামে অনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন।

পুরাণে শঙ্কর‡ শঙ্করের অবতার বলিয়া কথিত আছে। ইহার সম্বন্ধে পূর্ণতা বা অবতার বাদ লইয়া কোন বাদ বিসংবাদ নাই। ইনি চির-কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার লেখা প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট, সুমধুর সরল। বিচার শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয় বাদ ভিন্ন বিতণ্ডা বা জল্প নাই। তান্ত্রিকদলের অনেকে শঙ্কর সম্বন্ধে অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহারও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সীমান্ত প্রদেশেও বিচরণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আবার আচার্য্য উপাধি শুনিয়া অনেকে হেয় বোধ করেন কিন্তু তাহারা এত অল্পজ্ঞ যে কোন দিন আর্য্যধর্ম্ম বা শাস্ত্র নিরীক্ষণ মাত্র করিয়াছেন কিনা মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ আচার্য্য, অতি গৌরবাত্মক উপাধি। বেদ বেদান্ত ও বেদাঙ্গ অধ্যাপনে সমর্থ ব্যক্তি আচার্য্য উপাধির অধিকারী।* যাহারা কাণে মন্ত্র মাত্র প্রদান করিয়া গুরু বলিয়া পূজার্থ পাদ প্রসারণ করিতে সঙ্কুচিত হন না তাঁহারা এরূপ অপবাদ প্রদান করিয়া স্বার্থের অনুকূলতা প্রদর্শন করিবেন বিচিত্র কি!

যাহা হউক বেদান্ত লিখিতে শঙ্করের কথা কেন? ইহা বলিয়া যদি কেহ আমাদিগকে শঙ্কর স্তাবক মনে করেন তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ না হইয়া প্রত্যুতঃ শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব। ইনি বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়া সুখ পাঠ্য করিয়াছেন। নচেৎ ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সুখকর হইত কিনা বেদান্ত ব্যবসায়ীগণই বুঝিতে পারেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে বেদান্ত প্রস্থানত্রয় রূপে অধীত হইতেছে। সভাষ্য উপনিষদ্ প্রস্থান প্রথম; সভাষ্য শারীরক সূত্র প্রস্থান দ্বিতীয়; এবং সভাষ্য গীতা প্রস্থান তৃতীয়। ইহা ভিন্ন অক্ষপাদ দর্শনের (সামান্যতঃ ন্যায় শাস্ত্র) মতে ইহার প্রাচীনত্ব ও নব্যত্ব আছে। নব্য ন্যায় যেমন মিথিলাতে অঙ্কুরিত, নবদ্বীপে কাণ্ড, প্রকাণ্ড, বিটপ ও প্রবালে পরিশোভিত এবং বিক্রম পুরে ফলিত হইয়াছে; নব্য বা প্রাচীন বেদান্ত তদ্রূপ ইহার কোন স্থলেও তাদৃশ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি ও পঞ্চ দ্রাবিড়ে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে। বঙ্গ-পণ্ডিতগণ তার স্বরে বিতণ্ডা করিয়া জয়ী হইতে পারিলেই কৃত কৃত্য বোধ করেন আদিম স্থলে উহা প্রায়ই অভব্যতার পরিচালক।

---

* "যদ্যপিচানুশ্রবিক ইতি সামান্যেনাভিহিতং তথাপি কর্ম্মকলাপাভিপ্রয়ো দ্রষ্টব্যঃ। বিবেক-জ্ঞানস্যাপ্যনু শ্রবিকত্বাৎ তথাচ শ্রূয়তে" "আত্মা বা অরে! জ্ঞাতব্যঃ।" ইত্যাদি সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদ্যামনুসন্ধেয়ম্।

† পশ্চাৎ লিখিতব্য।

‡ অবসর ক্রমে শঙ্কর জীবনী লিখিত বাসনা রহিল।

* "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সাঙ্গঞ্চ সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং বিদুর্বুধাঃ॥" মনুঃ

পূর্ব্বোক্ত প্রস্থানত্রয় প্রাচীন বেদান্ত ; বেদান্ত পরিভাষা পঞ্চদশী বেদান্তসার বিবেক চূড়ামণি বেদান্তস্যমন্তকাদি নব্য বেদান্ত। কোন কোন মতে খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য ও নব্য বেদান্তান্ত নির্দিষ্ট। ক্রমে তাবতই লিখিতে বাসনা রহিল ; জানিনা অন্তর্যামী সফল করিবেন কিনা। আপাততঃ সাধারণ ভাবে প্রস্থানত্রয়ের বিবৃতি বিধানে প্রবৃত্ত হইলাম পরে বিশেষ করিয়া লিখিব।

উপনিষদ্ প্রস্থান।

উপনিষদ্ বেদের শিরোভাগ ; ইহাই রহস্য ভাগ জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মবিদ্যা। উপ পূর্ব্বক ষদ্ ধাতু ("ষদ্ ৯ বিশরণ গত্য বসাদনেষু") হইতে উপনিষদ্ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। উপ অর্থ সমীপ ; নি অর্থ নিশ্চয়। যদ্দ্বারা পরমাত্ম-সমীপে গমন করা যায় অর্থাৎ যাহা হইতে জ্ঞান বিকসিত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়।

মুক্তিকোপনিষদ্, বেদের সংহিতানুসারে একশ আট খানি উপনিষদের নাম লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ঐতরেয় ২ কৌষীতকী ৩ নাদবিন্দু ৪ আত্মপ্রবোধ ৫ নির্ব্বাণ ৬ মুদ্গল ৭ অক্ষমালিকা ৮ ত্রিপুরা ৯ সৌভাগ্য ও ১০ বহ্বৃচ এই দশ খানা ঋগ্বেদীয়।

১ ঈশ, ২ বৃহদারণ্যক ৩ যাবাল ৪ হংস ৫ পরম হংস ৬ সুবাল ৭ মন্ত্রিকা ৮ নিরালম্ব ৯ ত্রিশিখী ১০ ব্রাহ্মণ মণ্ডল ১১ ব্রাহ্মণদ্বয় তারক ১২ পৈঙ্গল ১৩ ভিক্ষু ১৪ তুরীয়াতীত ১৫ আধ্যাত্ম ১৬ তারসার ১৭ যাজ্ঞবল্ক্য ১৮ শাট্যায়নী ও ১৯ মুক্তিক এই উনবিংশ খানি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় এবং ১ কঠবল্লী ২ তৈত্তিরীয়ক ৩ ব্রহ্ম ৪ কৈবল্য ৫ শ্বেতাশ্বতর ৬ গর্ভ ৭ নারায়ণ ৮ অমৃতবিন্দু ৯ অমৃতনাদ ১০ কালাগ্নি রুদ্র ১১ ক্ষুরিকা ১২ সর্ব্বসার ১৩ শুক রহস্য ১৪ তেজোবিন্দু ১৫ ধ্যান বিন্দু ১৬ ব্রহ্মবিদ্যা ১৭ যোগতত্ত্ব ১৮ দক্ষিণ মূর্ত্তি ১৯ স্কন্দ ২০ শারীরক ২১ যোগশিখা ২২ একাক্ষর ২৩ অক্ষি ২৪ অবধূত ২৫ কঠরুদ্র ২৬ হৃদয় ২৭ যোগ কুণ্ডলিনী ২৮ পঞ্চব্রহ্ম ২৯ প্রাণাগ্নিহোত্র ৩০ বরাহ ৩১ কলিসন্তরণ ও ৩২ সরস্বতী এই দ্বাত্রিংশ খানি যজুর্ব্বেদীয়।

১ তলবকার (কেন) ২ ছান্দোগ্য ৩ আরুণি ৪ মৈত্রায়নী ৫ মৈত্রেয়ী ৬ বজ্রসূচিক ৭ যোগ চূড়ামণি ৮ বাসুদেব ৯ মহৎ ১০ সংন্যাস ১১ অব্যক্ত ১২ কুণ্ডিকা ১৩ সাবিত্রী ১৪ রুদ্রাক্ষ ১৫ জাবাল দর্শন ও ১৬ জাবালী ১৬ খানি সামবেদীয়।

১ প্রশ্ন ২ মুণ্ডক ৩ মাণ্ডুক্য ৪ অথর্ব্ব শিরঃ ৫ অথর্ব্ব শিখা ৬ বৃহজ্জাবাল ৭ নৃসিংহতাপনী ৮ নারদ পরিব্রাজক ৯ সীতা ১০ সরভ ১১ মহানারায়ণ ১২ রাম রহস্য ১৩ রাম তাপনী ১৪ সাণ্ডিল ১৫ পরমহংস পরিব্রাজক ১৬ অন্নপূর্ণ ১৭ সূর্য্য-১৮ পাশুপত ১৯ পরব্রহ্ম ২০ ত্রিপুর তাপন ২১ দেবী ২২ ভাবন ২৩ ভস্ম ২৪ জাবাল ২৫ গণপতি ২৬শে মহাবাক্য ২৭ গোপাল তপন ২৮ কৃষ্ণ ২৯ হয়গ্রীব ৩০ দত্তাত্রেয় ও ৩১ গারুড় একত্রিংশৎ খানি অথর্ব্ব বেদীয়।—

মুক্তিকোপনিষদের স্থলান্তরে লিখিত আছে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ই মুমুক্ষু দিগের মুক্তি পথ প্রদর্শনে সমর্থ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ অথর্ব্ব বেদের একতম রহস্য ভাগ। এ দিকে অথর্ব্ব বেদের অপ্রচলন অথবা কাণ্ড বিশেষ সন্দর্শনে অনেক উহা অনার্য্য জন্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। * কিন্তু আমরা বেদকে বেদ বলিয়াই জানি—হেয় নহে উপাদেয়। যাহা হউক অথর্ব্ব বেদের রহস্য ভাগ একান্ত যত্নীয়। মাণ্ডুক্যোপনিষদে পরিতৃপ্ত না হইলে দশোপনিষদ অধ্যয়ণ করিবে তাহাতেও সিদ্ধকাম না হইলে অষ্টোত্তর শতোপনিষদ অধ্যয়নের বিধান আছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে দশোপনিষদ প্রস্থান ই, উপনীষদ প্রস্থান রূপে অধীত হইতেছে। অনেকে বলেন শঙ্করাচার্য্য দশোপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহাই গ্রাহ্য। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে অভিলাষী নহি, তিনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ও ভাষ্য লিখিয়াছেন। এবং শারীরক সূত্র ভাষ্যে শাস্ত্র সঙ্গতির উল্লেখ কালে কৌষীতকী শ্রুতির উল্লেখ আছে। যাহা হউক বেদান্তের প্রধান অন্তে বাস কাশীধাম, তদন্তেবাসি গণের অধিকাংশই কাশ্যধিত বিদ্যা। তাঁহারা দশোপ নিষদই অধ্যয়ণ করেন।

দশোপ নিষদ এই।

১ ঈশ ২ কেন ৩ কঠ ৪ প্রশ্ন ৫ মুণ্ড ৬ মাণ্ডুক্য ৭ তিত্তিরি ৮ ঐতরেয় ৯ ছান্দোগ্য ও ১০ বৃহদারণ্যক † এতন্মধ্যে ঐতরেয় ঋগ্বেদীয়। কেন ও ছান্দগ্য সাম বেদীয়। ঈশ বৃহদারণ্য কঠ ও তৈত্তিরীয়ক যজুর্ব্বেদীয়। প্রশ্ন মুণ্ড ও মাণ্ডুক্য অথর্ব্ব বেদীয়।

বৃহ দারণ্যক সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত তাহার পর ছান্দোগ্য অনন্তর মাণ্ডুক্য ; অপর সাতখানি তত দীর্ঘায়তন নহে।

---

* স্থলান্তরে অথর্ব্ববেদ কি? পাঠক দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

† "ঈশকেন কঠপ্রশ্ন মুণ্ড মাণ্ডুক্য তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকস্তথা ॥"
মুক্তিকোপনিষদ

দ্বিতীয় প্রস্থান শারীর সূত্র ।

ইহার এক নাম শারীরক মীমাংসা। শারীরক অর্থ জীব; তাহার ব্রহ্মত্বে বিচার মীমাংসা। অথবা উত্তর মীমাংসা, কারণ বেদের জ্ঞানকাণ্ড, উত্তর ভাগ; তাহার মীমাংসা অর্থাৎ আপাত সন্দিহ্যমান অর্থ, শ্রুতির মীমাংসা। ইহার আর এক নাম বেদান্তদর্শন এবং ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলে ইহাই ষড়্দর্শনের এক দর্শন। উহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। সামান্যতঃ প্রথম অধ্যায় প্রত্যেক বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে যে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্ভাবিত বিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যাসাধন নির্ণয়, চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যাফল নির্ণয়। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চারিপাদে বিভক্ত সুতরাং সম্পূর্ণ বেদান্ত দর্শনে ষোড়শ পাদ। অক্ষপাদ দর্শনে (গোতম দর্শন বা ন্যায় দর্শন) যেমন প্রতিজ্ঞা হেতু, উদাহরণ উপনয় ও নিগম * এই পঞ্চ অবয়বাত্মক বাক্যের নাম ন্যায়; ইহাতেও তেমন ন্যায় মালা আছে পরন্তু উহা অধিকরণ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। কাজেই এক এক অধিকরণে পঞ্চ অবয়ব আছে। যথা। বিষয়, সন্দেহ, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব মীমাংসায় ও এবম্বিধ অধিকরণ আছে। মাধবাচার্য্য উহার প্রণেতা। উত্তর মীমাংসার অধিকরণ গুলিকে ব্যাসাধিকরণ মালা বলে। ভারতী তীর্থও উহার সঙ্কলক বেদান্ত দর্শন বেদব্যাস সঙ্কলিত। বোধহয় ব্যাসের সমকালে অনেকগুলি মীমাংসা গ্রন্থ ছিল। কারণ উহাতে জৈমিনি, ঔড়লোমি, আর্ত্তিজ্য, কাশকৃৎস্ন ও আত্রেয় প্রভৃতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাস সংগৃহীত উত্তর মীমাংসায় তাঁহাদের তত্তৎ মীমাংসার দুর্ব্বলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় (বাদরির) মতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

পরিভাষা জ্ঞান না হইলে পারিভাষিক ভাষা সমূহের জ্ঞান জন্মেনা, এজন্য বেদান্তমতে পরিভাষার বিশদীকরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ, তন্মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ কারণ শ্রুতিতে মোক্ষেরই নিত্যত্ব কথিত আছে। মোক্ষলাভ হইলে পুনর্জ্জন্ম হয়না। † কর্ম্মোচিত বা পুণ্যোচিত লোকের পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মাদি হইয়া থাকে * বেদান্ত দর্শন পুনর্জ্জন্মবাদী পুণ্যানুসারে স্বর্গাদি ভোগে ও তদনন্তর পুনর্জ্জন্ম আবার কর্ম্মানুসারে ফলভোগাদি ঘটিয়া থাকে ইহাই পুনরাবর্ত্তন। কিন্তু মোক্ষলাভে পুনরাবর্ত্তন হয় না; পুনরাবর্ত্তন কাহার হইবে? জীব ও ব্রহ্ম এক, অবিদ্যা বশত বিভিন্ন প্রতীত হয়, মোহান্ধকারে মমত্ব জন্মে। অবিদ্যার নাশ হইলে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি। †।

এই সমস্ত কারণে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই হয়। অতএব প্রথমতঃ আদৌ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার প্রমাণ বিস্তৃতরূপে লিখিত হইতেছে।

প্রমাণ—প্রমার করণকে প্রমাণ বলে অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রমা হয়। যাহার যে যে গুণ বা দোষ আছে তাহাকে তত্তৎ গুণ বা দোষ শালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান এবং প্রমা বলে। যথার্থ জ্ঞানের নামই প্রমা। বৈদান্তিকগণ প্রমাকে স্বতোগ্রাহ্য বলেন নৈয়ায়িকগণ তাহার বিপ্রতিপন্ন করেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ ভ্রম-ভিন্ন জ্ঞানের নাম প্রমা বলিয়া থাকেন। (১) আবার বৈদান্তিকগণ নৈয়ায়িকের অনুব্যবসায়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আনন্দ গিরি বৃত্তীদ্ধ বোধকে (বৃত্তি প্রকাশক) প্রমা ও প্রমার আশ্রয়কে প্রমাতা বলেন। যথাস্থলে ইহার বিস্তৃতি হইবে। ফলতঃ এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, নিশ্চয় জ্ঞানটী, স্মৃতি ভিন্ন হইবে। বেদান্ত-পরিভাষাকার, স্মৃতি ব্যাবৃত্ত, অনধিগত ও অবাধিতার্থ বিষয় জ্ঞানের নাম প্রমা লিখিয়াছেন। সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ ও, অসন্দিগ্ধ, অবিপরীত ও অনধিগত বিষয়া চিত্তবৃত্তির, বোধও ফলকে প্রমা বলে। (২) অসন্দিগ্ধ অর্থ নিশ্চিত

† ইউক্লিডের এক এক প্রতিজ্ঞাও পঞ্চাঙ্গ—উক্তবিধ।

† "নস পুনরাবর্ত্তেত।"

* "কর্ম্মচিতো লোকঃক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃক্ষীয়তে"। শ্রুতিঃ

† প্রসঙ্গাধীন সকল বিষয়েরই প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইবে।

(১) "ভ্রম ভিন্নন্তু জ্ঞান মত্রোচ্যতে প্রমা" বৈশেষিক ভাষ্য সংগ্রহভাষাপরিচ্ছেদ।"

"প্রমাচ স্মৃত্যন্যভ্রম ভিন্নজ্ঞানং করণঞ্চ ব্যাপার প্রত্যাসত্ত্যা কারণম্" ন্যায় টিকা।

(২) "অসন্দিগ্ধ অবিপরীত অনধিগত বিষয়া চিত্ত বৃত্তি বোধশ্চ ফলং প্রমা তৎ সাধনং প্রমাণম্" তত্ত্ব কৌমুদী।

অবিপরীত অর্থ অবাধিত, অনধিগত অর্থ অজ্ঞাত বিষয় *

বেদান্ত মতে (শঙ্কর ভাষ্যানুসারে) জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা শব্দের দ্বিবিধ অর্থে তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়। অপহ্নব পূর্ব্বক (প্রকৃতের গোপন) ও অনির্ব্বচনীয়ত্বাবচন। এস্থলে অপহ্নব পূর্ব্বক মিথ্যা। দৃশ্যমান ঘটাদি মিথ্যা সুতরাং কিরূপে ঘটাদির প্রমা হয়। সংসার দশাতেই ঘটাদির উপলব্ধি হয়। নচেৎ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে সে ব্রহ্মভিন্ন কিছুই দেখেন। † সংসার দশাতেই বাধ হইয়া থাকে। প্রমার লক্ষণে যে অবাধিত পদ প্রযুক্ত আছে তাহা সংসার দশায়ই বলিবার অভিপ্রায়। সুতরাং ঘটাদির প্রমায় অব্যাপ্তি (লক্ষণানুসারে অপ্রাপ্তি) হইতে পারে না। দেহাত্ম প্রত্যয় যেরূপ প্রমাণত্বে কল্পিত তদ্রূপ লৌকিক বিষয়ও প্রমাণাধীন। ঘটাদি জ্ঞান লৌকিক। প্রমাণ, আত্ম নিশ্চয় পর্য্যন্ত। আত্ম নিশ্চয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার পর্য্যন্ত।

প্রমাণ—ষড়্‌বিধ (১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ প্রমার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। (প্রতিগত অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়)। (২) এস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমা চৈতন্য ও। এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, প্রমা জ্ঞান বৃত্তি ও ফলভেদে দ্বিবিধ।

সংপ্রতি কতিপয় বিচারের সন্নিবেশ করা যাইতেছে। এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, চৈতন্য অনাদি তাহা কিরূপে চক্ষুঃ প্রভৃতির গ্রাহ্য হইতে পারে। উত্তর স্থলে তাহা বলা যাইতেছে যে, চৈতন্য অনাদি হইলেও তদভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণ বৃত্তি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি (সংযোগাদি) দ্বারা জন্মে। সেই বৃত্তি বিশিষ্ট চৈতন্যামিদং।

অতএব গ্রাহ্য।

অন্তঃকরণ নিরবয়ব, তাহার পরিণামাত্মিকা কিরূপে সম্ভবে। অবশ্যই সম্ভবে; কারণ তাবৎ অন্তঃকরণ নিরবয়ব হইয়াও নিরবয়ব নহে। কারণ উহা সাদি (যাহার আদি আছে) আর মন সৃষ্ট পদার্থ * সৃষ্ট মাত্রই সাদি সুতরাং অবয়ব ও বলা যাইতে পারে। কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি হ্রী, ধী, ও ভী, প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম। †

কামাদির অন্তঃকরণ ধর্ম্মত্বে "আমি ইচ্ছাকরি" "আমি ভীত" আমিজানি ইত্যাদি অনুভবদ্বারা আধর্ম্মের উপপন্ন হয় কেন? বেদান্ত মতে আত্মা ও মন এক নয় (১)। বুদ্ধিতেপ্রতিফলিত চৈতন্যেই বৃত্তি বিশেষের নাম মন। বোধহয় বেদান্ত মতের বিশেষ প্রচলন ছিল। কারণ অদ্যাপি সামান্যগণে পর্য্যন্ত উহার নিদর্শন প্রতীত হয়। "যে দুখে পোহায় রজনী মন জানে আর জানি আমি" এস্থলে মন আর আমি স্বতন্ত্র বোধ হইতেছে। তবে এস্থলে ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে মনেতে বা বুদ্ধিতে সুখ দুঃখাদি আত্মার কি? উত্তর এই যে, যেমন লৌহপিণ্ডের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও, দগ্ধ লৌহপিণ্ড দ্বারা দগ্ধ হইলে লৌহে পোড়ে, এরূপ ব্যবহার হইতেছে সেস্থলে লৌহ ও বহ্নি অভেদে অবস্থিত হইয়া লৌহেপোড়ে এরূপ ব্যবহার হয়। তেমন সুখাদি আকারে পরিণামি অন্তঃকরণ ঐক্য অধ্যাসে আমি সুখী আমি দুঃখী এরূপ ব্যবহার হয়। ঐস্থলে তদৈক্য অধ্যাসই কারণ।

অন্তঃকরণ অতীন্দ্রিয়, অতএব উহা কিরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাবৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নয়। (ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ ষড়্‌বিধ। বৈশেষিক মতেও তাহাই।

---

* সকল দর্শনের মতে বিচার করিয়া সামঞ্জস্য সহজ নহে। ১৫ খানি দর্শন তম্মধ্যে ষড়্‌দর্শন বিখ্যাত।

† "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেনকং পশ্যেৎ।" শ্রুতিঃ॥

"যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।" শ্রুতিঃ॥

(১) ন্যায়মতে চারি প্রমাণ "প্রত্যক্ষানু মনো পমান শব্দাঃ প্রমাণানি" ১ অ ১ আ ৩ সূ।

গৌতম সূত্র

বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ।

সাংখ্য পাতঞ্জল মতে তিন প্রমাণ, দৃষ্টমনুমানমাপ্ত বচন মিতি"। সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী আদি

(২) অনেকে প্রত্যক্ষ অর্থ চাক্ষুষ মাত্র বুঝিয়া থাকেন কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। অন্ধের কি প্রত্যক্ষ ভাব? "যৎ সাক্ষাৎ অপ রোক্ষাৎ ব্রহ্ম"শ্রুতি। অপরোক্ষাৎ, পরোক্ষ মিত্যর্থঃ।

* "তস্মনোঽসৃজত" ইতি শ্রুতিঃ।

† "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভী রেতৎ সর্ব্বমন এব।" শ্রুতিঃ।

(১) ন্যায়মতে সুখ দুঃখ আত্ম ধর্ম্ম।

তদ্যথা চাক্ষুস, ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, ত্বাচ ও মানস।) মনকে কেন ইন্দ্রিয় বলনা? মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় তবে মনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ত্ব লিখিত আছে কেন * ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে মনের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ত্ব উক্ত আছে বলিয়া যে উহা ইন্দ্রিয় হইবে এমন কি নিয়ম। তাহা হইলে "পঞ্চমা ইড়া ভক্ষয়ন্তি" এইবাক্যে ঋত্বিগ্গত পঞ্চ সঙ্খ্যা যজমান দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। যজমান কখনও ঋত্বিক্ নয়। মুখ্য ঋত্বিক্ চারিজন মাত্র। আরও দেখ মহাভারত কখনও বেদনয় তথাপি পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইতেছে † অতএব মন ইন্দ্রিয় না হইয়াও ষষ্ঠত্ব পূর্ণ হইতে আপত্তি কি? এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে অর্থপর, অর্থ হইতে, পর মনঃ অতএব মন ইন্দ্রিয় নয়। ‡

মন ইন্দ্রিয় না হইলে সুখাদি প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না যদি সুখাদি প্রত্যক্ষ হয় তবে তাহা ইন্দ্রিয়াজন্য। মনো জন্যত্ব হইলেই প্রত্যক্ষ হয় যদি তবে অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ কারণ অনুমিতি ও মনোজন্য। অনন্ত কালেরও ইন্দ্রিয় বেদ্যত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে; এতাবিধ স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়াজন্য ও ইন্দ্রিয়জন্য। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষ হইতে আপত্তি কি?

আর একটি আপত্তি এই যে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজন কি? উত্তর স্থলে আপাততঃ এই বলা যাইতেছে যে, কি জ্ঞানগত বা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজকের প্রশ্ন করিতেছ?

চৈতন্য একমাত্র সুতরাং প্রমাণ চৈতন্যের ও বিষয় চৈতন্যের অভেদ বলিতে হইতেছে। চৈতন্য এক হইয়াও ত্রিবিধ (পঞ্চদশীকার ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরগণ চারি প্রকার লিখিয়াছেন। কূটস্থ ব্রহ্মজীবেশা বিত্যেব চিৎ চতুর্বিধ) বিষয় চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম বিষয় চৈতন্য, অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম প্রমাণ চৈতন্য ও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম প্রমাতৃ চৈতন্য। যেমন তড়াগোদক ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া কুল্যাপথে (যান) কেদারপথে (ক্ষেত্রে) প্রবেশ করিয়া চতুষ্কোণাদি আকার ধারণ করে; তদ্রূপ তৈজস অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা ঘটাদি বিষয় দেশকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত হয়। সেই পরিণামই বৃত্তি। প্রমা বা জ্ঞান বৃত্তি ও ফলভেদে এক হইয়াও দ্বিবিধ। বৃত্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় আর ফলরূপ জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। ফলরূপ জ্ঞান পরব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্য। সুতরাং ফলরূপ জ্ঞান নিত্য। যদি অজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি বিষয় আবৃত না থাকিত তবে সর্ব্বদা ঘটাদি অনুভূয়মান হইত। কাহারও কখন কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিত না। কোন ব্যক্তিরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইত। জ্ঞানের নিমিত্ত আর ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা থাকিতনা। ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বিষয়ের আবরণ অজ্ঞানের নিরসন হয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরূপ কারণের আবশ্যকতা আছে। যেহেতু ঐ আবরণ নষ্ট না হইলে বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব ফলরূপ জ্ঞান নিত্য হইলেও উক্ত আবরণের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সর্ব্বদা সকলের সর্ব্ব বিষয়ের প্রকাশ হয় না। যখন যাহার উল্লিখিত বৃত্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় তৎকালেই তাহার সম্বন্ধে সেই বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়। আর যখ এরূপ না হয় তখন ঐরূপ প্রকাশও হয়না। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল ফলরূপ জ্ঞান নিত্য হইয়াও অজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ জন্যের ন্যায় কারণ নিয়ম ও অসার্ব্বত্রিক হইতেছে।

ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমিতি স্থলে, চক্ষুরাদিদ্বারা অসংযোগ বশতঃ অন্তঃকরণেরও বহ্ন্যাদি দেশে গমন হয়না। ঘটাদি প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাদি ও তদাকার বৃত্তির বাহিরে একত্র সমবস্থান বশতঃ তদুভয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য একই। অতএব মঠান্তর্ব্বর্ত্তী ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ মঠাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। অর্থাৎ মঠের মধ্যে অবস্থিত যে ঘট, তন্মধ্যস্থ (ঘট মধ্যস্থ) আকাশ ও মঠ মধ্যস্থ আকাশ একই। তদ্রূপ "এই ঘট" এরূপ প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাকার বৃত্তির ঘট সংযোগিতা হেতু ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন অতএব সেস্থলে ঘটজ্ঞানের ঘটাংশে প্রত্যক্ষত্ব। তদ্রূপ সুখাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নিয়মতঃ একাদশ স্থিত হইয়া উপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্নত্ব নিয়মে "আমিসুখী" এস্থলে সুখাদ্যংশে প্রত্যক্ষত্ব।

এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, সুখাদির স্মরণ সময়ে, সুখাদির প্রত্যক্ষত্বে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ নয়। কারণ সেস্থলে স্মর্য্যমান সুখের অতী

---

* "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" গীতাবচনম্।

† "ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমোবেদ উচ্যতে।" (ভাগবতম্।

‡ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। (ইতি শ্রুতিঃ।

ত্তা বশতঃ স্মৃতির অন্তঃকরণ বৃত্তির বর্ত্তমানতা হেতু উপাধি দ্বয়ের ব্যবচ্ছিন্ন কালদ্বয় দ্বারা তত্তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ভেদ বশতঃ উপাধিদ্বয়ের একদেশে স্থিতি হইলেও এক সময়েই উপাধির আবশ্যক। যদিচ এক দেশস্থত্ব মাত্র উপাধির অভেদ প্রয়োজক হয় তথাপি আমি পূর্ব্বে সুখী ইত্যাদি স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি (অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন) বারণের জন্য বর্ত্তমানত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীকা-মো-শ-স।

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস।

মাতঃ বঙ্গভূমি ! আজ কি আনন্দের দিন ! তোমার আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস মহানুভবের জীবন চরিত সাদরে সমালোচনা করিবার মানস করিয়াছি, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গেই নিরানন্দ ঘটিয়া উঠিল। যবন ভূপতিদিগের অধিকার কালে ভারতের যে প্রকার দুরবস্থা গিয়াছে তাহাতে তৎকালীন কোন হস্তলিপি গ্রন্থ বা জীবন চরিত পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ জীবন চরিত লেখা আমাদের দেশে পদ্ধতি ছিলনা, তবে মহদ্ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত যাহা জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় এখন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের আলোচনা করা উচিত, কারণ কাল সহকারে ঐ সকল শ্রুতিতে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

চৈতন্য ভাগবত (যাহাতে সমস্ত চৈতন্য লীলা বর্ণিত আছে) রচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এদেশে বেদব্যাস অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"দ্বাপরেতে যেইজন হইলা বেদব্যাস
গৌরাঙ্গ লীলায় তেঁহ বৃন্দাবন দাস॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত।)

ইনি নিত্যানন্দের স্থানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

"সর্ব্বভাবে স্বামীযেন হয় নিত্যানন্দ।
তান হইয়া ভজিযেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবৎ।
জন্মে জন্মে পড়িবাও এই অভিমৎ। (চৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড।)

অপর একস্থলে লিখিত আছে; বৃন্দাবন নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

"ইষ্ট দেব বন্দ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফূরে যাহার কৃপায়॥ ঐ

যত প্রকার বাঙ্গালা পদ্যময় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ইহাঁর রচনা প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়, সত্যবটে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাঁর অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্য ইহাঁদের গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন।

যথা—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ।

এইসকল বৈষ্ণব কবিগণ গীতিকাব্য লেখক, আমরা ইহাঁদিগকে গীতি কবির শ্রেণীভুক্ত করিলাম।

১৪০৭ শকে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৪২৫ শকে চৈতন্যের ১৮ বৎসর বয়সে যখন চৈতন্য দেব নিত্যানন্দ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নবদ্বীপে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীবাস ঠাকুরের আলয়ে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তখন তাঁহার সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন ঐ সকল লোকের মধ্যে নারায়ণী নাম্নী শ্রীবাস ঠাকুরের একটী নয় বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা ছিল, নিত্যানন্দ অপরাপরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নারায়ণীকে পুত্র বর প্রদান করিলেন নারায়ণী অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু ? বিধাতার অকৃপায় আমি বিধবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া বিধবায় এমন নিদারুণ বর প্রদান করিলেন কেন" ? তদুত্তরে নিত্যানন্দ বলিয়া ছিলেন "আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবার নহে। আলবাটাতে মহাপ্রভুর (চৈতন্যর) তাম্বুলের চর্ব্বণাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তোমার গর্ভ সঞ্চার হইবে তজ্জন্য কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না, তোমার গর্ভে বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করিবেন" তদনুসারে কিছুকাল পরে নারায়ণীর গর্ভ হইল।

বৃন্দাবন দাসের জীবনী সম্বন্ধে পাঠকগণকে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথা শুনিতে হইবে। আধুনিক অনেকে হয়ত

আমাদের এই কথ উন্মত্তের জল্পনা বলিয়া স্থির করিবেন। কিন্তু যখন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন সকলই সহ্য করিতে হইবে। এবং এসম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা লৌকিক বা অলৌকিক বিচার না করিয়া জন সমাজে প্রকাশ করিব। ইহাতে স্বকপোলকল্পিত কিছুই লিখিবনা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনশ্রুতিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে নবদ্বীপে কাজীর বিচার প্রচলিত ছিল, কাজী নারায়ণীর এই গর্ভ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে রাজদ্বারে আনয়ন পূর্ব্বক দণ্ড দিবার উদ্‌যোগ করায় নারায়ণী প্রাণ ভয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরন করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভৎসনা করিয়া কহিয়াছিলেন "তুমি জাননা যে মায়ের গর্ভে ব্যাসদেব জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন" ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাহ? এইকথা বলিতে বলিতে গর্ভ হইতে হরিধ্বনি হইল। কাজী ভীত হইয়া নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শিবিকাদ্বারা নারায়ণীকে শ্রীবাস ঠাকুরের আলয়ে পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। নারায়ণী নবদ্বীপে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া মাতুলালয়ে (চট্টগ্রামে) উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তথায় আনুমানিক ১৪২৬ শকে বৃন্দাবনের জন্ম হইয়াছিল।

নারায়ণীর বৈধব্য দশায় সন্তান হওয়ায় চট্টগ্রামবাসীরা নিন্দাবাদ করিলে কিছুদিন পরে তিনি পুত্রসহ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিকট মাউগাছিগ্রামে আসিয়া কয়েক দিন দীনবেশে কালাতিপাত করেন।

১৪৩১ শকে চৈতন্য ২৪ বৎসর বয়সে কণ্টক নগরে (কাটোয়ায়) কেসব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

> "চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
> তাহার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।।"

[চৈতন্য চরিতামৃত]

তদনন্তর নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধরামেশ্বর, বৃন্দাবন ধাম, প্রভৃতি দেশপরিভ্রমণাদি করিয়া ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, এবং ১৪৪৩ কি ৪৪ শকে যৎকালে নিত্যানন্দ প্রভু গৌড় ভক্তগণসহ নীলাচলে চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তৎ প্রমাণ যথা

> "অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর।
> কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর।
> হাহাকৃষ্ণ প্রাণনাথ, ব্রজেন্দ্র নন্দন।
> কাঁহাপাও, কাঁহাযাও মুরলী বদন।
> রাত্রিদিন এইদশা স্বাস্থ্য নাহি মানে।
> কষ্টেরাত্রি গোঞায় স্বরূপ রামানন্দ সনে।
> এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
> প্রভুদেখিবারে সবে করিলা গমন।
> শিবানন্দ সেন আচার্য্য গোসাঞী।
> নবদ্বীপে সবভক্ত হইল এক ঠাঞী।।
> কুলীন গ্রাম বাসী আর যত খণ্ডবাসী।
> একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি।।
> নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
> তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞী।।
> শ্রী নিবাস চারিভাই সঙ্গেতে মালিনী।
> আচার্য্য রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিনী।।
> শিবানন্দ পত্নীসেই তিন পুত্র লইয়া।
> রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালী সাজাইয়া।

[চরিতামৃতঃ]

তৎসহ ঠাকুর বৃন্দাবন দাসও প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, এবং নবদ্বীপ হইতে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে দেনুড় গ্রামে আসিয়া স্নান ভোজনাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনকে মুখশুদ্ধির জন্য কিছু প্রার্থনা করায় বৃন্দাবন একটী হরিতকী লইয়া নিত্যানন্দকে কহিয়া ছিলেন গত কল্যকার এইটী মাত্র ছিল। নিত্যানন্দ এমত শ্রবণে কহিয়াছিলেন "তুমি সঞ্চয়ী" [সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপযুক্ত নহ] অচিরাৎ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাও, কিম্বা তুমি এইস্থলে থাকিয়া চৈতন্য দেব আদির মূর্ত্তি প্রকাশ এবং লীলা বর্ণনা কর, তৎ প্রমাণ যথা।

> "চৈতন্যের প্রিয় সেই নিত্যানন্দ রাম।
> হউক মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম।।
> তাঁহার প্রসাদে হইল চৈতন্য সে মতি।
> তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্মৃতি।।

চৈতন্য ভাগবৎ মধ্যখণ্ড ১।

অনন্তর সেই হরিতকী দেনুড় গ্রামে প্রোথিত করিয়া ছিলেন, উক্ত বীজ হইতে একটী বৃহৎ হরিতকী বৃক্ষ জন্মিয়া

ছিল, আক্ষেপের বিষয় রক্ষটী বাঙ্গালা ১২৬৬ শালে কোন ব্যক্তি স্বেদন করিয়াছে।

নিত্যানন্দের এবম্প্রকার কঠিন আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন ঠাকুর অনেক রূপ মিনতি করিয়া ছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাহার কথায় কর্ণপাতও করেন নাই, অবশেষে নীলাচলে জগন্নাথ বৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ, দ্বাদশ গোপালের পাট, ইত্যাদি পবিত্র স্থান দর্শন বাসনা প্রকাশ করিয়া সহ গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তাহাতে প্রভু জগন্নাথ দেব, রাধা গোবিন্দজী, ও দ্বাদশ গোপালের পাটের সমস্ত দেব মূর্ত্তি ঐ গ্রামে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া বৃন্দাবনকে তথায় রাখিয়া নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করেন এই সময়ে বৃন্দাবনের বয়স আনুমানিক সপ্তদশ বৎসর, তদনুসারে বৃন্দাবন উল্লিখিত গ্রামে চৈতন্য নিত্যানন্দ, জগন্নাথ ও প্রোক্ত দেবমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত করেন, ঐ দেব মন্দির বৃন্দাবনের পাটনামে অদ্যাবধি সুবিখ্যাত আছে। প্রতি বৎসর নানাস্থান হইতে অনেক যাত্রী দর্শনার্থে আইসেন, ঐ পাট দ্বাদশ পাটের অন্তর্গত নহে। শাখাপাঠ মাত্র।

তাঁহার ঐ গ্রামে অধিষ্ঠান কালে রামহরি [কায়স্থ] শচী, দেবী, গোপীনাথ [ব্রাহ্মণ] এই চারিজন ভক্ত ও সখা ছিলেন।

প্রিয় ভক্ত রাম হরি, শচিদেবী আদি করি,
গোপীনাথ ধরিদেম কোল।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবৎ (তুলট কাগজে স্বহস্তে লিখিত) অদ্যাবধি ঐ দেবালয়ে যত্নে রক্ষিত হইতেছে আনুমানিক ১৪৫৫। ৫৬ শকে এই মহাগ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়ে গ্রন্থকারের বয়ঃক্রম ২৯। ৩০ বৎসর অনুমিত হয়। চৈতন্য ভাগবৎ গ্রন্থের নাম প্রথমতঃ চৈতন্য মঙ্গল দিয়াছিলেন তদনন্তর কো গ্রামের লোচনানন্দ দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরকে উপহার প্রদান করিয়া ছিলেন। তদ্দর্শনে নরহরি ঠাকুর কহিয়াছিলেন "বৃন্দাবন ঠাকুর অনেক পূর্ব্বে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অতএব ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করা অকারণ হইয়াছে। এই বাক্য শুনিয়া লোচনানন্দ গ্রন্থসহ দেনুড়ে বৃন্দাবন ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থ দেখিতে উপরোধ করেন। তিনি গ্রন্থ খুলিবামাত্রেই "অভিন্ন চৈতন্য মোর প্রভু নিত্যানন্দ" এই অর্দ্ধ কবিতা নয়নগোচর হয় পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমার এই গ্রন্থ অবশ্যই বঙ্গের লোচনানন্দ হইবে। এবং অদ্য হইতে আমার রচিত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবৎ নাম ধারণ করিল। লোচন ঠাকুরের গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ও বৃন্দাবন ঠাকুরের গ্রন্থ রচনার পরে কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামট পুর গ্রামে বৈদ্য কুল সম্ভূত মধুর ভাবী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন কৃষ্ণদাস স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্য ভাগবতের যে যে স্থান উল্লেখ করিয়াছেন তাহা "চৈতন্য মঙ্গলে যাহা কহে বৃন্দাবন" ইত্যাদি বলিয়া লিখিয়াছেন ; যথা।—

চৈতন্য মঙ্গলে প্রভু নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রথম ভাগবত দ্বিতীয় চরিতামৃত, তৃতীয় চৈতন্য মঙ্গল।

বৃন্দাবনের অধ্যয়ন সম্বন্ধে কোন সন্তোষ জনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ; এখনকার মোহন্তেরা বলেন, যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের নিকট শ্রুত হইয়াছেন "বৃন্দাবন বেদব্যাস অবতার। একথা কৃষ্ণদাস কবিরাজও অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন।—যথা

চৈতন্য লীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাহার কৃপায় করি উচ্ছিষ্ট চর্ব্বন॥

সুতরাং স্বীকার্য্য তাঁহার বিদ্যা দৈবলব্ধ, কোন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই ; এবং নিত্যানন্দের আদেশে বাগীশ্বরী তাঁহার কণ্ঠাসনে আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন ঠাকুর নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীখণ্ড বাসী নরহরি ঠাকুর চৈতন্য বাদী ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন। একদা নরহরি ঠাকুর জনৈক বৈষ্ণব দ্বারা কাষ্ঠপাদুকা বহন করাইয়া ছিলেন, তদ্দর্শনে বৃন্দাবন ঠাকুর নরহরির প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবের অপমান তাঁহার পক্ষে অসহনীয় ছিল ; এইজন্য চৈতন্যের পারিষদ বর্ণন স্থলে নরহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ না করিয়া গ্রন্থের অসম্পূর্ণ দোষ পরিহারার্থে বর্ণিয়া ছিলেন।

কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়॥

কবির অনেক গুলি অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনা যায় সেই সকল উনবিংশ খৃষ্টাব্দে উপন্যাস অপেক্ষাও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা হউক নিম্নে প্রকটিত হইল। এই রূপ প্রবাদ আছে, চৈতন্যের লীলা প্রকাশের পর বৃন্দাবনের যশ ও গুন রাশি ঐ দেশে বিশেষ রূপে প্রচারিত হইলে তদীয় ক্ষমতা পরীক্ষার্থে একদা বহুসংখ্যক বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত (দ্বিশত অনুমিত) ব্যক্তি সহসা রজনী যোগে বৃন্দাবন

ঠাকুরের পাট দর্শন করিতে আসিয়া আতিথ্য সংকার প্রার্থনা করিয়াছিল; তদ্দর্শনে বৃন্দাবন ঠাকুর অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলে ঐ ব্যক্তিরা কাঁচা আম্রের সহিত ইলিশ মৎস্য রন্ধনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কবি পৌষ মাসে আম্রের কথা শুনিয়া কিছু কাল ইতস্ততঃ করিয়া রাম হরির প্রতি "ধরের পুষ্করণীর" আম্র বাগান হইতে আম্র আনিতে আদেশ করিয়া ছিলেন; রাম হরি তাঁর আজ্ঞানুসারে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে আম্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অপর ব্যক্তি তাঁহাব আদেশ ক্রমে উল্লিখিত ঠাকুর বাটীর পূর্ব্বস্থিত যমুনা নামক পুষ্করণীতে প্রথম জালক্ষেপেই দুইটী ইলিশ মৎস্য পাইয়াছিল। ঐ পুষ্করণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহার অবস্থা হীন হইয়াছে, উহাতে নদীর জল কখন প্রবেশ করিত বোধ হয় ন, সুতরাং তথায় ইলিশ মৎস্য থাকা অসম্ভব, তবে চৈতন্যের কৃপায় অসম্ভব সম্ভবনীয় বিবেচনা হয়। এইরূপ বৃন্দাবন অবাধে সেই রাত্রে দ্বিশত অভ্যাগতের স্বেচ্ছা ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।*

বৃন্দাবন কত বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। তাঁহার আবির্ভাব যেমন তিরোভাবও তদ্রূপ, শুনাযায় ভক্ত রাম হরিকে সেবার ভারার্পণ করিয়া বৃন্দাবন ধাম গমন পূর্ব্বক মানব লীলা শেষ করেন, মতান্তরে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৃন্দাবন ঠাকুরের তনু ত্যাগের কথা শুনাযায়। বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষ দশমীতে বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব পঞ্জিকামতে লিখিত আছে।

জল স্থিতি বিজ্ঞান।

প্রথম পরিশিষ্ট।

ঝড় ও বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রতি বর্গ ইঞ্চি বা চতুরস্র বুরুলের উপর বায়ুর ভার প্রায় সাড়ে সাত সের। বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে, ঋতু ভেদে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। এজন্য বায়ু-ভারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উত্তাপ জন্য বায়ু বিস্তৃত হয়, সুতরাং লঘুতর হয়। ঋতু ভেদে বায়ুমান যন্ত্রে বায়ু-ভারের যে হ্রাস বৃদ্ধি সূচিত হয় তাহার এই দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয়তঃ এক দিক হইতে ক্রমাম্বয়ে বায়ু স্রোত প্রবাহিত হইলে বায়বীয় গুরুত্বের হ্রাস হয় কেননা নিম্নগামী পৃথ্বীর আকর্ষণী শক্তি স্রোত বেগে কিঞ্চিৎ বিনষ্ট হয়। বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে বহুকাল হইতে নানা দেশস্থ মান মন্দিরে তাহার গতি পরিদর্শিত হইয়া সকল সময়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে। ঐ সকল বিবরণ একত্রীকৃত হইয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সাধারণ সূত্রে পরিণত হইয়াছে, কাযেই এইসকল সূত্র অভ্রান্ত নহে এবং দিন দিন ইহাদের ভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইবে। অনেকের মান মন্দির বিবরণে দৃষ্ট হইতেছে যে গত দশ বৎসর যাবৎ প্রবল ঝটিকায় পূর্ব্বে বায়ুমান যন্ত্রের পারদ হটাৎ নামিয়া পড়িয়াছিল। এখন এরূপ স্থির করা স্বাভাবিক যে বায়ুমান যন্ত্রে পারদ হটাৎ নামিয়া পড়িলে প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা করিতে হইবে। বায়ু বৃষ্টি নিদর্শক কএকটী সাধারণ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

১। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশ ঈষৎ লোহিত বর্ণ হইলে পরদিবস ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ হইলে পরদিন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। গভীর লোহিতাভ হইলে কোথাও বৃষ্টি হইতেছে বা প্রাতঃকালে বৃষ্টি হইবে এরূপ অনুমান হয়। প্রাতঃকাল রক্তিম হইলে ঝঞ্ঝাবাত ও অল্প বৃষ্টি হইবে বুঝিতে পারাযায়। ঐ সময় কোয়াশা হইলে ঝড়বৃষ্টির কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রাতে দূরদৃশ্য সকল নিকটস্থ বোধ হইলে এবং ক্ষীণ শব্দ অনায়াসে শ্রুতি গোচর হইলে বৃষ্টি হইবে বুঝা যায়।

২। চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে "শোভা" (Halo) এবং "শোভার" মধ্যে তারকা দৃষ্ট হইলে বৃষ্টি হইবে অনুমান হয়। তারকাগণের অসাধারণ উজ্জ্বলতা ও ইন্দ্র ধনু দৃষ্ট হইলে দূরে বৃষ্টি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

৩। অনিবিড় ঈষৎ ধূসর বর্ণ মেঘ দ্বারা সামান্য বায়ু ও ঘন তৈল সদৃশ মেঘদ্বারা প্রচুর বায়ু জ্ঞাপিত হয়। ঘন-

*—এই বাউল সম্প্রদায় তৈল মর্দ্দন ও মৎস্য ভোজন লোলুপ, সকলে বিদিত আছেন।

শ্যাম অন্ধকার মেঘ Nimbus প্রচুর বায়ুও বৃষ্টি জ্ঞাপক। উজ্জ্বল শ্বেতাভ মেঘ দেখাগেলে দিবস নির্ম্মল হয়। সাধারণতঃ মেঘ যত ক্ষীণ দৃষ্ট হয় ততই কিঞ্চিৎ বায়ু আশা করা যাইতে পারে, কখন কখন তৎ সঙ্গে বৃষ্টিও হয়। মেঘ তৈল বৎ কার্পাস রাশিবৎ বা উচ্চ নীচ বা স্তুপাকৃত বোধ হইলে বেগবান বায়ু হইবে। সায়ংকালে আকাশের বর্ণ উজ্জ্বল পীত হইলে বায়ু এবং ঈষৎ পীত বা ঈষৎ রক্তপীত হইলে বৃষ্টি হয়।

৪। ক্ষীণ মলিন মেঘ যদি ঘন মেঘ রাশি আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দ্রুতবেগে গমন করে তাহা হইলে বায়ুর সহিত বৃষ্টি ঘটিয়া থাকে।

৫। বহু উর্দ্ধে মেঘমালা তারকা গণকে প্রায় আবরিত করিয়া নিম্নস্থ বিপরীতগামী বায়ু বা মেঘের উপর দিয়া ধাবিত হইলে বায়ুর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কিঞ্চিৎ প্রবলতর হইবে।

আমাদের দেশেও এতৎ সম্বন্ধে অনেক খনার বচন ও প্রবাদ বচন আছে। দুই একটি নিম্নে উদ্ধার করা গেল।

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ অমোঘাঃ পূর্ব্ববায়বঃ।
অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুদমোঘ মুত্তর গর্জ্জনং॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়। এলো মেলো বয় বায়॥
শ্বশুরকে বলগে বাঁধতে আল। বৃষ্টি হবে আজ কাল॥
"উন বর্ষা দুন শীত" খনা।
"দিনে মেঘ রেতে তারা। এই জেনো শুকোর ধারা॥"
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুণে। শস্য হয় দ্বিগুণে॥
যদি বর্ষে চৈত্রে। মাল মান্দার ভেসে যায়॥
"বাদল বামুণ বাণ। দক্ষিণা পেলেই যান॥" ইত্যাদি।

সোমনাথমন্দির।

(চিত্র)

গত বর্ষের বর্ষা সংখ্যায় এই চিত্র সন্নিবেশ করিতে না পারিবার কারণ পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন। সং

শক্তি

"শক্তি যুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ?"

শাস্ত্র বিশারদ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং ফল মূলাহারী সরল কৃষকে অনেক প্রভেদ। কৃষকের নিকট যাহা এক পদার্থ পণ্ডিতের নিকট তাহা ভিন্ন পদার্থ। কৃষক দ্রব্য বিশেষকে যে চক্ষে দেখে পণ্ডিত তাহাকে স্বতন্ত্র ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। যাহাতে কৃষক মনেকরে, গতিনাই গন্ধনাই রস নাই পণ্ডিত তাহাকেই হয়ত সগন্ধ গতিশীল এবং সরস বলিয়া মীমাংসা করেন। যাহা আবার কৃষকেরা সুগন্ধ স্নিগ্ধ মনোরম বলিয়া বিবেচনা করে, পণ্ডিত হয়ত তাহাকেই কুৎসিত ভীমমূর্ত্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। যে পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিলে চক্ষের তৃপ্তি সাধন হয়, যাহার আলোকে শরীর ও মন পুলকিত হয় পণ্ডিতেরা তাহাতেই উত্তপ্ত মরুময় বায়ুহীন শব্দহীন গন্ধহীন এবং মনুষ্যাবাসের অযোগ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এইজন্য বলি কৃষকের চক্ষে এবং পণ্ডিতের চক্ষে অনেক প্রভেদ। আবার কৃষক যাহাকে একটী পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে দুই বা বহু পদার্থের সমবায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এবং পরমাণুর কল্পনা করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে কোটী কোটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের অদর্শনীয় কণার সমষ্টি বলিয়াও উল্লেখ করেন। কোন্ কৃষকে বলিবে যে এই সম্মুখের জলরাশি এক পদার্থ নহে ? কে বলিবে এই বাসন্তী নবচূতমুকুল কোটী কোটী পরমাণুর সমবায়মাত্র? কোন্ কৃষকে বিশ্বাস করিবে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত ধূম সদৃশ অম্লজান ও উদজান মিলিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে ? কোন্ কৃষকে বলিয়া থাকে যে নিদাঘে তড়াগ শুষ্ক হইলে জল নষ্ট হয়না, বাষ্পাকারে পরিণত হয় মাত্র। কোন্ কৃষক এই সহজ সত্য বুঝে যে পরমাণুর ধ্বংশ নাই ; যাহা ধ্বংশ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হয়, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। এই জন্য আবার বলি কৃষকের চক্ষে ও পণ্ডিতের চক্ষে অনেক প্রভেদ।

এইতগেল কৃষক ও পণ্ডিতে প্রভেদ। আবার পণ্ডিতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" উত্তাপকে একদল পণ্ডিত দ্রব্য মধ্যস্থ সূক্ষ্ম এক প্রকার দ্রব পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন(১) অন্যদিকে আবার আর একশ্রেণী উত্তাপকে গতির প্রকার মাত্র বলিয়া বর্ণনা করেন।(২) এই গতির স্বরূপ সম্বন্ধে আবার পণ্ডিতদিগের ভিন্ন মত আছে। বিজ্ঞান-কেশরী সার্ হমফ্রীডেভি (৩) যখন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পরমাণুচয় পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, এবং বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বেধ স্পৃষ্ট সরল রেখার অভিমুখে ধাবিত হয়(৪) তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে জুলি, ম্যাকস ওয়েল, ক্লসিন্স এবং টিণ্ডেল(৫) প্রভৃতি মহোপাধ্যায়গণ তাঁহার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া গতির অন্যরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবেন(৬) একবার দর্শন শাস্ত্র দিকে চাহিয়া দেখ, একদিকে হব্‌স, লক্‌স, এড্‌ওয়ার্ড, রিড্‌ ষ্টুয়ার্ট মোরেল(৭) প্রভৃতি মনস্বীগণ আমাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পরকালের সহিত ইহ জীবনের সম্বন্ধ দেখাইয়া দিতেছেন ; অন্য দিকে দেখ স্পিনোজা, হার্টলি, লাইবনিজ প্রভৃতি তদ্রূপ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ (৮) মানুষের স্বাধীনতা নাই বলিয়া অদৃষ্টবাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন ; এবং কেহই আপন কার্য্যের প্রভু নয়, এই মত বিস্তার করিতেছেন। এক বার সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ পণ্ডিতগণ বৎসর বৎসর দুষ্ট দমনের জন্য রাশি রাশি আইন সৃষ্টি করিতেছেন, শাস্তির কঠোরতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এবং কারাগারের ভীষণতা সংস্থাপনের জন্য সুপারিষ করিতেছেন। সরল কারাবাস, কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাস, নির্জ্জন কারাগার, (৯) বেত্রাঘাত, দ্বীপান্তর, চরম শাস্তি সকল গুলিই তাঁহারা দুষ্ট দমনের অস্ত্র বলিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; এই গেল এক দলের মত। অন্য দল বলেন, এ সব ভ্রম ; যত শাস্তি কম তত পাপ কম, যত আইনের বাড়াবাড়ি তত মিথ্যা কথা ও জুয়াচুরী অধিক। এত আদালত এত রেজিষ্টরী এত শাস্তির কঠোরতা, তথাপি দেখ, মকর্দ্দমার

(1) Material theory of heat -Gmelin

(2) Dynamical or mechanical theory of heat—Bacon, Locke, Rumford.

(3) Sir Humphrey Davy. (4) Tangent to the circle.

(5) Joule, Maxwell, Clausins and Tyndel.

(6) Hypothesis of Translation——Supposes the molecules to fly in straight lines through space.

(7) Hobbes, Locke, Edwards, Reid, Stuart, Morel.

(8) Spinoza, Hartley, Leibnitz.

(9) Solitary confinement.

কমি নাই। কিন্তু যখন এ সব ছিল না তখন ধর্ম্মসহী কত, প্রবল ছিল। তাহার রেজিষ্টরী আবশ্যক হইত না। কেহ সহী করিয়া অস্বীকার করিত না(১১)একবার হিন্দু ঋষিদিগের প্রতি চাহিয়া দেখ, চার্ব্বাক, গৌতম, ব্যাস কপিল, এবং পতঞ্জলি কাহারও মতের ঐক্যনাই। এজন্য বলি পণ্ডিতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছে

কিন্তু পণ্ডিতে কৃষকে যেরূপ প্রভেদ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সেরূপ প্রভেদ নহে। পণ্ডিতদিগের মধ্যে দারুণ মতভেদ থাকিলেও তাহাদিগের মতমধ্যে কেমন এক একতা আছে তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা একটী সামান্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। অনেকের একদল ডাক্তারে বলিয়া থাকেন যে ওলাউঠার কারণ অত্যাচার। অপরিমিত আহার অপরিমিত ব্যবহার বা অন্য কোন অনিয়ম না হইলে এইরোগ কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। যেখানে ওলাউঠা দেখিবেন, তাঁহারা বলিবেন রোগী পূর্ব্বরাত্রে বা দিবসে অবশ্য কদর্য্য বা অপরিমিত আহার করিয়া থাকিবে। অর্থাৎ তাঁহারা অপরিমিত বা কদর্য্য আহার এই রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আর একদল ডাক্তার আছেন তাঁহাদের মত এই যে অপরিমিত বা কদর্য্য আহার কখনই ওলাউঠা রোগ উৎপাদন করিতে সক্ষম নহে যতই অত্যাচার কর না কেন যতক্ষণ ওলাউঠার বীজ (১১) শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ততক্ষণ ওলাউঠার জন্ম হয় না। আবার পূর্ব্বদিন যতই তুমি অল্প আহার করনা কেন, যতই সুন্দর ভোজ্য ভোজন করনা কেন, এই বীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। অর্থাৎ ইঁহারা এই বীজকেই ওলাউঠার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই দুই ভিন্নমত একত্র করিলেই পাঠক বুঝিবেন যে উভয়েই ওলাউঠার এক এক করিয়া কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও কারণ ভিন্ন ভিন্ন তথাপি উভয় দলে ইহা স্পষ্টতঃ হয় স্বীকার করিতেছেন যে কারন বিনা কোন কার্য্যই হয়না। (১২) সংসারে যাহা ঘটিবে তাহারই কারণ আছে। আমরা যে পণ্ডিতদিগের ভিন্নমতের মধ্যেও এক ভাবের কথা বলিতেছি তাহা এই অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য্য, সংসারে অসম্ভব।

এক্ষণে পণ্ডিত ও কৃষক মধ্যে অনৈক্য ভাবের এক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে জল কমিলে কৃষক বলিবে জল শুকাইয়াছে; আকাশে মেঘ দেখিলে বলিবে মেঘ উঠিয়াছে, কিন্তু শুষ্কজলের সহিত মেঘের যে কি সম্পর্ক তাহা সে একবারও ভাবেনা। সে স্বপ্নেও জানেনা যে, মেঘ আপনি উঠেনা; জলাশয়ের জল একেবারে ধ্বংস হয় না ? অর্থাৎ পূর্ব্ব ঘটনা ও পর ঘটনা বা পূর্ব্বাবস্থা ও পরাবস্থা বা কার্য্য ও কারণ সে বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্যদিকে পণ্ডিতে বলিবে জলাশয় শুষ্কহয় একোন কথা ? মেঘ স্বতঃই আকাশে উদয় হয় এইবা কোন শাস্ত্র কার্য্য ব্যতীত কারণ নাই কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই সৎ হইতে অসৎ হইতে পারে না অসৎ হইতেও সৎহয় না যে সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঐক্য এবং পণ্ডিতে ও কৃষকে অনৈক্যের যে কথা বলিলাম তাহাই জগতের মূল মন্ত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে ফল পতন দেখিয়া নিউটন আকর্ষনী শক্তির অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত করিতেন কেন, তিনি জানিতেন কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেখানে কারন সেখানে কার্য্য যেখানে কার্য্য নাই সেখানে কারণও নাই।

যখন কারণ কার্য্যে পরিণত হইল তখন আর কারণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কারণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিয়া কেহ যেন সম্পূর্ণ ধ্বংস কল্পনা না করেন।

মূল কথা সংসারের সমস্ত ঘটনা বলিয়াই কার্য্য কারণ নিয়মে চালিত হইতেছে তাহাতে আর মতভেদ নাই। কারণের যে পরিমাণ ক্ষমতা কার্য্যের সেই পরিমাণ ক্ষমতা এবং কার্য্যে যে ক্ষমতার অভাব কারণেও তাহার অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ "সৎ" হইতে "অসৎ" হওয়া বা "অসৎ" হইতে "সৎ" হওয়া আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। একবার ভাব দেখি সম্মুখস্থ এই পুস্তকখানি আপনস্থানে থাকিয়া শূন্য হইয়া যাউক ! অসম্ভব। কারণ শূন্য চিন্তার বিষয় হইতে পারেন। "সাত" পাচ" নহে ভাবিতে গেলে "সাত" এবং "পাঁচ" উভয় চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ "পুস্তক" শূন্য" হইয়া যাউক ভাবিতে হইলে "পুস্তক" এবং শূন্য উভয়ই চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া চাই। কিন্তু শূন্য অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে তাহা কিরূপে চিন্তার চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে ? চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে গেলে শূন্যের শূন্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ যেখানে কিছুই নাই অর্থাৎ শূন্যে এক নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কর দেখি। তাহাতে "শূন্য" ও "নূতন" দ্রব্য উভয়কেই চিন্তার আধার হওয়া আবশ্যক সুতরাং সম্পূর্ণ অসম্ভব।(১৪) সম্পূর্ণ ধ্বংস বা সম্পূর্ণ আরম্ভ যে একেবারেই অসম্ভব অন্তর্জগৎ হইতে আমরা তাহার এক সামান্য প্রমাণ দিলাম।

সচিত্র ঋতুপত্রিকা।

২য় বর্ষ। { দ্বৈমাসিক রহস্য, সম্বৎ ১৯৪২। শিশির কাল। } ২য় সংখ্যা।

শক্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বহির্জ্জগত হইতে তাহার প্রমাণ বিজ্ঞানের বিষয়। কুতুহলী পাঠক বিজ্ঞান পড়িবেন।

অনেকে বলিবেন, কার্য্য কারণ নিয়ম যে জগদ্‌ব্যাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণটী যেমন কার্য্যও তদনুযায়ী হইবেক তাহাতেও মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু কথাটী এই যে অন্তর্জ্জগতে এই মন্ত্র প্রয়োগ কালীন আমরা সম্পূর্ণ আরম্ভ কল্পনা না করিলে ইচ্ছার স্বাধীনতা নষ্ট হয় এবং পরকালের সহিত বাধ্য বাধকতা লুপ্ত হয়। তাঁহারা বলেন মনে কর আমি লিখিতে বসিয়াছি; ইচ্ছা করিলে লিখিতে পারি ইচ্ছা করিলে নাও লিখিতে পারি। ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইবে কথাটী সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা করা বা না করা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন। যদি লিখিতে আমার ইচ্ছা হইয়া থাকে বা অনিচ্ছা হইয়া থাকে সেই ইচ্ছাকে অনিচ্ছা করা বা অনিচ্ছাকে ইচ্ছা করা আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন। ইহাকেই তাঁহারা "মনুষ্যের স্বাধীনতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা" বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা আরও তর্ক করিয়া থাকেন যে যদি আমি আমার কার্য্যের প্রভু না হই, তাহা হইলে চুরি করিলে কেন লোকে আমাকে নিন্দা করে? আদালতে কেন শাস্তি দেয়? কেন ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে মিথ্যা কথা বলিও না, নরকে যাইতে হইবে।

(১০) Herbert Spencer's Study of Sociology p.p 13—4.

(১১) Choleric germ or virus according to the germ theory of disease originally started by Seheunum.

(১২) The Law of causation pervades the whole universe.

(১৩) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" পুনশ্চ কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ। আহ্নিকঃ।

(১৪) Herbert Spencer's "First Principles."

পুনশ্চ "We can not indeed compass the thought of what has no commencement. * *

Still less can we think of something springing out of nothing—of an absolute commencement of being.

Lectures on Metaphysics by Sir William Hamilton. 4th. Ed. Vol iv. p p. 39 Appendix.

মিথ্যা কথা কহিলে আমার দোষ কি? আমিত আপন কার্য্যের প্রভু নহি।

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে বুঝাইব। মনে কর, মনের অবস্থা "ক" হইলে "খ", কার্য্য হয়, সে অবস্থায় "খ" না হইয়া "গ" কখনও হইতে পারে না। তাহা হইলে এক কারণের দুইটী কার্য্য হইয়া যায়। আপত্যকারীরা বলেন যে ইচ্ছা করিলে আমি "খ" কার্য্য না করাইয়া "গ" করাইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে দেখিতে হইতেছে যে তখন আর অবস্থা "ক" নাই। আর একটী বা বহু আনুসঙ্গিক অবস্থা "ক" এর সহিত মিলিত হইয়া "গ"এর কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আপত্তি কারীরা যে "ক" কারণ হইতে "খ" এর কার্য্য অবশ্যম্ভাবী তাহাকে আর "গ"এর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না, কারণ "গ" কার্য্যের পূর্ব্বে "ক"এর অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। তাহাতে ইঁহারা এই উত্তর দেন যে, "খ"এর কারণ "ক" এর অবস্থাকে "গ" এর কারণ 'ক' এর অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমাদের আয়ত্ব।(১৫) কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন করিতে হইলে হয় পূর্ব্ব ঘটনা কল্পনা করিতে হইবে। অথবা অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি কল্পনা করিতে হইবে। আমরা পুর্ব্বেই দেখাইয়াছি দ্বিতীয়টী অসম্ভব, এবং প্রথমটী আমাদের কার্য্য কারণ নিয়মের পৃষ্টপোষক।

আপত্যকারীদিগের কথার আর এক অতি সহজ উত্তর আছে। কার্য্যকারণ নিয়মে বিশ্বাস করিতে গেলে আমি আপনকার্য্যের প্রভু হইনা। কেননহে, আমি এবং আমার কার্য্যের কারণ কি সতন্ত্র পদার্থ? আমরা বলি আমি এবং আমার কার্য্যের পুর্ব্বাবস্থা একই জিনিস। (১৬)

আমরা বলিতেছিলাম কার্য্যকারণ নিয়ম এই সংসারে অন্তর্জগত ও বহির্জগত উভয়ের মূলমাত্র কার্য্য হইলেই তাহার কারণআছে, এবং এক কারণ হইতে একই কার্য্য হইয়া থাকে। যে কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে যত দিন এই জগত থাকিবে সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যেরই উদ্ভব হইতে থাকিবে। এই গুলিই এই নিয়মের সারাংশ। এই জন্য আমরা কিছু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক কারণের দুই কার্য্য হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এবং এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "স্বভাব এক পন্থানুগামী"। এই নিয়মে বিশ্বাস না করিলে সংসার এক মূহুর্ত্ত চলিতে পারে না! কেনা বিশ্বাস করিবে যে ক্ষুধা পাইলে আহার্য্য অন্বেষণ করিয়া থাকি। এবং তৃষ্ণা হইলে জল পান করি। যেখানে সহস্র ও দুই সহস্র মুদ্রা ইহার যেটী ইচ্ছা সেইটী পাওয়া যায় সেখানে দুই সহস্র ত্যাগ করিয়া কে সহস্র মুদ্রা লইয়া সন্তুষ্ট হইবেক। সুন্দর পুষ্টিকর ও মুখ রোচক খাদ্য এবং কদর্য্য অহিতকারীও ঘৃণিতভোজ্য উভয়ই এক মূল্যবান হইলে কেহ আর প্রথমটী ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেননা। কে সুন্দর স্বাস্থ্যকারী উপবন পাইলে ম্যালেরিয়া দূষিত জলাশয়ের তীরে বাস করিতে চায়? (১৭) কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীর মনুষ্যচরিত্র সমান অনুমান করিয়া 'এক কারণের একই কার্য্য হইয়া থাকে এই, কথা কেমন সুন্দর অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। (১৮)

(১৫) "ক"এর পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে আমরা "ক" বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

(১৬) It is alike true that he (a man)determined the action and that the aggregrate of his feelings and ideas determined it : since during its existence this aggregrate constituted his then state of consciousness that is himself. To suppose will to be a distinct thing and the existence of any such thing as free will is sheer nonsence.

H. Spencer's " Principles of Psychology. Part iv.

(১৭) Mental and Moral sceience by Alexander Bain L. L. D. p p 396—9.

(১৮) Shakspears' Merchant of Venice.

Hath not a jew Eyes ? Hath not a jew hands

কিন্তু এখন কথা হইতেছে কারণে কেন কার্য্যোৎপাদন করে? কেন এই পত্রিকা খানি দীপশিখায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মাবশেষ হইয়া যায়? কেন আবার স্বর্ণ উত্তাপ পাইলে এই পত্রিকার মত ভস্মাবশেষ না হইয়া তরলরূপ ধারণ করে? পণ্ডিতেরা বলেন (সকলেই নহে) অগ্নির শক্তি আছে, কাগজের শক্তি আছে, স্বর্ণের শক্তি আছে কিন্তু সকল শক্তি ভিন্ন ভিন্ন (১৯)। আবার যখন দেখি দুই সহস্র মুদ্রার বেতন পাইলে এক সহস্র মুদ্রার বেতনে বীতশ্রদ্ধ হই, যখন দেখি দুগ্ধ পাইলে অপুষ্টিকর আহার্য্য ছাড়িয়া দেই, যখন দেখি প্রিয়জন পাইলে শত্রুর নিকট যাইতে ইচ্ছা করি না, যখন দেখি পুত্রকে আলিঙ্গন করিলে বাৎসল্যভাব উদয় হয়, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলে ভ্রাতৃভাবের উদয় হয় এবং প্রাণেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিলে প্রণয়-রসের উদ্রেক হয়, তখন প্রত্যেকেতেই যে শক্তি আছে তাহারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শক্তির বলেই আমরা একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর নিকট যাইতে চেষ্টা করি, যাহার নিকট যাই তাহারও শক্তি আছে। যাহাকে ছাড়িয়া যাই তাহারও শক্তি আছে। একটীকে আকর্ষণী বলি, অপরটীকে প্রতিক্ষেপ। এ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী মূলশক্তি কোনটী শাখা মাত্র, বা দুইটীই মূল শক্তি বা দুইটী একমূল শক্তির শাখা। তাহা আমরা ভবিষ্যতে বিচার করিব; শীত ও উত্তাপকে সরল কথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি বলা যায়। কিন্তু উত্তাপই শক্তি। শীত উত্তাপের অভাব মাত্র। আকর্ষণী ও প্রতিক্ষেপ সেই রূপ কি না তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে। শীত ও উত্তাপকে যে শক্তি বলিলাম তাহা আমাদের বিচার্য্য শক্তি হইতে পৃথক নহে। বরং তাহার এক সামান্য অংশ মাত্র। এই প্রবন্ধে পাঠক শক্তির যে অর্থ পাইয়াছেন তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। আমাদের বিচার্য্য শক্তি বিস্তীর্ণ। ও জগদ্ব্যাপ্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধে পাঠককে এই বিস্তৃত অর্থের কতক পরিচয় দিব।

organs dimensions senses affections passions? Fed with the same food hurt with the same weapons subject to the same diseases healed by the same means warmed and cooled by the same winter and summer as a Christiant is? If you prick us do we not bleed? If you tickle us do we not laugh? If you poisonous, do we not die? and if you wrong us shall we not evenge?

(১৯) The mind being every day informed by the senses of the alteration of those simple ideas it observes, in things without and taking notice how one comes to an end and ceases to be and another begines to exist which was not before: reflecting also what passes within himself and observing a constant change of its ideas, sometimes by the impression of outward objects on the senses and sometimes by the determination of its own choice; and concluding from what it has so constantly observed to have been, that the like change will for the future be made in the same things, by like agents, and by the like ways considers in one thing the possibility of having any of its simple ideas changed, and in another the possibility of making that change: and so comes by that idea which we call power.

Lockes' Essay on the Human Understanding.
29 th. Ed. Ch. XX 1. page. 144.

•০:•:০•

তত্ত্ব দর্শন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে নব্য কৃতবিদ্যগণ উপন্যাস স্রোতে অবগাহন করিয়া তরঙ্গ সঙ্গে প্রবমান হইতে ছিলেন এবং নাটকাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এখন দেখি তাহা ফিরিয়াছে। অধুনা তাঁহারা ভারতীয় বলিয়া উদ্বুদ্ধ হইতেছেন; সমাজচিন্তা দেশচিন্তা ও রাজনীতি আলোচনা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সকলের হৃদয় কানন অধিকার করিতেছে। প্রকৃত উন্নতির জন্য অনেকেরই ব্যগ্রতা উপস্থিত। বিজাতীয় অনুকরণ মাত্রেই বিদ্যা বুদ্ধি পর্য্যবসিত হইতেছে না। আমরা এই সমস্ত দেখিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষায় দর্শনশাস্ত্রাদি অল্পই সন্দর্শন করিতেছি। যাহা কিছু বিজ্ঞান বলিয়া অধ্যাপিত হইতেছে উহা আদৌ পাশ্চাত্য বিদ্যানুবাদিত। দ্বিতীয়তঃ অনেক স্থল অসম্পূর্ণ। তৃতীয়তঃ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। তাৎপর্য্যগ্রহ না করিয়া লেখনীতে ঐ সমস্ত দোষের সংস্পর্শ হইয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা কুসংস্কার অভ্যাস হইবে বিচিত্র কি? এই সমস্ত দেখিয়া আমরা "তত্ত্বদর্শন" লিখিতে উদ্যোগী হইলাম। ইহা আমাদের প্রাচ্য-দর্শন-সন্দর্শন—জনিত চিন্তার ফল মাত্র। অনেক স্থলে বর্ত্তমান মতের সহিত মতদ্বৈধ হইতে পারে কিন্তু সদসৎবিবেচকগণ বিচার করিয়া দেখিলেই হেয় বা উপাদেয় স্থির করিতে পারিবেন। তবে আমরা দরিদ্র; দরিদ্রের কথা কে শ্রবণ করে? অবস্থার পূজা সকলেই করে। দরিদ্রের আশাই সুখ। কুম্ভকারের মত কত সঙ্গঠিত করিতেছি কি হইতেছে? দেখ চিন্তা চক্রে মনোময় মৃত্তিকা নয়নসলিলে আর্দ্রীভূত হইয়া সতত দৈন্য দণ্ডে ভ্রমিত হইতেছে, কত শত আশাকুম্ভ যে সঙ্গঠিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়! কর্ম্মসূত্রে সকলই ছিন্ন হইয়া যায়। সেই হেতু ইহার অবতারণা করিতে খুন্তিত হইতেছি। প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি হইলেও ভীতি, সংক্ষেপে লিখিলেও দুর্ব্বোধ বা পরিত্যক্ত হইলেও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে সুতরাং মহা বিপদ। যাহা হউক 'ষোড়শতত্ত্ব' লইয়া পাঠকবৃন্দ সমীপে উপস্থিত হইলাম, পাঠকগণ কি বলিবেন জানিনা। আমরা শ্বেত দ্বৈপায়নের অনুসরণ করিবনা; বরং ভ্রান্তবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইব। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইব।

লোকের প্রমাণ ভিন্ন অর্থ প্রতিপত্তি হয় না। আর অর্থ প্রতিপত্তি ভিন্নও প্রবৃত্তি সামর্থ্য হয় না। জ্ঞাতা প্রমাণ দ্বারাই অর্থের উপলব্ধি করেন; পরে তাহাতে অভীপ্সা বা জিহাসা জন্মিয়া থাকে। সেই ঈপ্সা বা জিহাসা প্রযুক্ত জনের সমীহাকে প্রবৃত্তি বলে। এবং ইহার ফলাভিসন্ধিকে সামর্থ্য বলিব। প্রমাণ সমস্ত সার্থক অতএব প্রমাতা প্রমেয় ও প্রমিতিও সার্থক। পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে ঈপ্সা বা জিহাসা প্রযুক্ত ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ঘটে; সেই ব্যক্তিই প্রমাতা বা জ্ঞাতা। সে যদ্দ্বারা অর্থের প্রমাণ করে তাহাই প্রমাণ। যে অর্থ প্রতিপাদিত হইবে তাহা প্রমেয় আর যে অর্থ বিজ্ঞান হয় তাহাই প্রমিতি বা প্রমা। বস্তুতঃ যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা বা প্রমিতি। এই প্রমার জন্যই প্রমাতার প্রমানাদির আবশ্যক।

আমাদের লিখিত বিষয়ে তিনটি বিষয় রক্ষিত হইবে। সেই তিনটী বিষয় এই, উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। এই বিষয় ত্রয়ে দৃষ্টি না থাকিলে লিখিত বিষয়ের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না।

তত্ত্ব যথার্থ বা প্রকৃত অবস্থা অতএব সতের সদ্ভাব যেমন তত্ত্ব অসতের অসদ্ভাবও তত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত ষোড়শতত্ত্ব।—

১। প্রমাণ ২। প্রমেয় ৩। সংশয় ৪। প্রয়োজন ৫। দৃষ্টান্ত ৬। সিদ্ধান্ত ৭। অবয়ব ৮। তর্ক ৯। নির্ণয় ১০। বাদ ১১। জল্প ১২। বিতণ্ডা ১৩। হেত্বাভাস ১৪। ছল ১৫ জাতি ১৬। নিগ্রহস্থান। (ক্রমশঃ)

শ্রীকামিনী মোহন শাস্ত্রি-সরস্বতী।

আদিশূর ক্ষত্রিয় হইলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইলেন কেন? কণৌজেশ্বর জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পতিত করিবার জন্ম বঙ্গে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা সম্ভব বোধ হয় না। তবে বঙ্গদেশে যাজন জন্য [৫] যে কিছু দোষ হইয়াছিল। আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্বে বিপ্রতিপত্তি করিবার যাহাদের একান্ত অভিপ্রায় তাঁহারা অনুকূল প্রমাণ প্রদানে একান্ত দুর্ব্বল। আমারা ক্ষত্রিয় জানি।

মহারাজ আদিশূর ক্রমে নিম্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। যৌবনের উদ্গমে বিষয়বাসনা বলবতী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কিয়ৎ-কালাতীতে পুত্র ভিন্ন জনপতির তাবৎ বিষাদে পরিণত হয়। মহারাজ আদিশূরেয় তাহাই হইয়াছিল; অনপত্যতা-নিবন্ধন পুত্রেষ্টি জাগে উয্যোগী হইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিহীন বঙ্গদেশে সিদ্ধ বিপ্রত্বোপলক্ষিত ছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে একান্ত অনভিজ্ঞ। আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণ্য যশঃ পরিশোভিত কণৌজেশ্বর সমীপে ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন। কণৌজাধিপতি প্রথমত অস্বীকার করেন। স্বদেশে বঙ্গাধিপতি আদিশূর উক্ত সাত শত ব্রাহ্মণদিগকে যোদ্ধ বেশে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পূতসলিল জাহ্নবীপুলীনে কান্যকুব্জনগরীতে প্রেরণ করেন। কণৌজেশ্বর বীরসিংহদেব, ব্রহ্মবধ ও গোবধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ মানসে সমিতি ত্যাগ করিয়া সামত্য করিলেন। তদনুসারে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ বিপ্র সভৃত্য স্বদেশে আনীত হন। ৯৯৯ সংবতে উহা সম্পাদিত হইয়াছিল। [আদিশূরো নব নব ত্যধিক নবশতী শতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানয়ামাস"]।

আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুর। [৬] কিম্বদন্তী ত্রইরূপ সমাহুত বিপ্রগণ শ্বেত শিরস্ত্রাণ, তাম্বুলরাগরঞ্জিতৌষ্ঠ, সূচিস্যূত-বসন পরিবৃত ও উপানদ্বেষ্টিত চরণরাজীব রাজদ্বারে উপস্থিত হন। আশীঃ প্রদিৎসু হইয়া রাজসাক্ষাৎকার যাচঞা করেন। স্থূলদর্শী আদিশূর তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বীতশ্রদ্ধ হন এবং বহিরাগমনে নানা ব্যাজ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সাগ্নিক বিপ্রপঞ্চকও বিলম্ব দেখিয়া আশীর্ব্বাদ আলানোপরি সংস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ মৃতবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইল। [বিক্রমপুরে অদ্যাপি উহা জীবমান আছে] [৭] আদিশূর ইহা অবগত হওয়ামাত্র ভক্তি ও আবেগে উদ্বেল হইয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি-সম্পাদন করিলেন। পুত্রেষ্টি যাগও সম্পন্ন হইল।

যাগান্তে বিপ্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজ বঙ্গদেশে যাজন জন্য অবজ্ঞেয় হইয়া উঠেন। তখন উক্ত ব্রাহ্মণগণ পিতা মাতা পুত্র কলত্র সহিত বিক্রমপুরে পুনরাগত হইয়া রাজপ্রাপ্ত গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় পুরুষ পরে বল্লালসেন উক্ত ব্রাহ্মণসন্ততিগণ মধ্যে কৌলিন্য ব্যবস্থা করেন। কায়স্থগণও কৌলিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কুল বিদ্যাগত ছিল। পরে কন্যাগত হইয়া কুলে নানাবিধ অসৎ সংঘটন হইয়াছে। যাহা হউক বল্লাল তদীয় রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। তদনুসারে প্রত্যেক জাতিরই শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল।

রাজ্যবিভাগ।

১। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান বিভাগ।

২। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তর করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ।

৩। বাগড়ি—পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থ (প্রেসিডেন্সী বিভাগ)।

৪। বঙ্গ—করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ (ঢাকাবিভাগ)

৫। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম ও বেহাহের অন্তর্গত।

অধুনা ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রমাত্র দেখা যায়। তন্মধ্যে রাঢ়ীয়গণই বিদ্যা বুদ্ধিতে অধিকতর ভূষিত। অন্যজাতির মধ্যে রাঢ়ীয় বরেন্দ্র ও বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীমাত্র দৃষ্ট হয়। অন্য দুই শ্রেণী মিশিয়া গিয়াছে কি, কি হইয়াছে দুর্নির্ণেয়।

যে বল্লাল সেন সমাজের এত শৃঙ্খল, করিলেন, যাঁহার নাম অদ্যাপি ঘরে ঘরে বিঘোষিত হইয়া থাকে, সেই বল্লালের বৃত্তান্তের স্থিরতা নাই। কুলপঞ্জিকাকার বল্লালকে শ্রীধরের সন্তান ও আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ফলকথা দৌহিত্রবংশীয় সন্দেহ নাই।

"আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥" কুলপঞ্জিকা।

[৫] "কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ"
"সজ্ঞেয়ঃ যজ্ঞীয় দেশে"।———২ অঃ। ২৩। মনু।

[৬] মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব্রহ্মপুত্র স্নানোপক্ষে লাঙ্গলবন্দে আগমন করেন। তখন স্বীয় নামানুসারে ইহার নাম বিক্রমপুর রাখেন।

[৭] উক্তস্থল ভিন্ন অন্যত্র বিক্রমপুরে জীবিত শালতরু জন্মে না অথবা নাই।

কিন্তু বল্লাল ভূপতি স্বরচিত দান সাগর নামক গ্রন্থে আপনাকে বিজয় সেনের পুত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

আদিশূরের পুত্র ভূশূর, আদিশূরের জীবদ্দশাতেই গতাসু হন। লক্ষ্মীকে পুত্রিকা করা হয়। ক্রমে তাঁহার বংশেই বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। কুলপঞ্জিকাকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন।

"আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিল্বক্ সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

বোধ হয় এই বিল্বক্ সেনের নাম বিজয় সেন, শ্রীধর নামান্তর ও থাকিতেপারে। বল্লাল সেনের জন্ম ও বংশ সম্বন্ধে বড় গণ্ডগোল কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহবা অম্বষ্ঠ, কায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়া থাকেন। কুলপঞ্জিকা বল্লালকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন কলির মধ্যে এইমাত্র ক্ষেত্রজের বিবরণ দেখা যায়।

বল্লাল আদিশূরের বংশ নহে অনেকেরই মত।
"ভূশূরে নাদেখি পুত্র আদিনৃপমণি।
নিজতনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥"

কুলপঞ্জিকা।

প্রকৃত কথা এই, পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে আদিশূর ক্ষত্রিয় সুতরাং বল্লাল ক্ষত্রিয়। বল্লাল ক্ষত্রিয় হইলেও আদিশূরের বংশ নহে। কিন্তু স্মৃতির শাসনে পুত্রিকা-পুত্র ঔরষ পুত্র সমান(১) সন্দেহ নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতেপারে তৎকালে পুত্রিকা পুত্র গ্রাহ্য কিনা বিচার্য্য বিষয়।

এই সমস্ত বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র এক খানি গ্রন্থ হইয়া উঠে। আমরা সামান্যতঃ কিঞ্চিৎ বিবৃতি করিলাম কারণ উহার বিস্তৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

১ আদিশূর রাজধানী বিক্রম পুর।
পুত্র ভূশূর ২ কন্যা লক্ষ্মী পুত্রিকা।
৩ অশোক।
৪ শূরসেন।
৫ বীরসেন।
৬ সামন্ত সেন।
৭ হেমন্ত সেন।
৮ বিজয় সেন (বিল্বক সেন)।
৯ বল্লাল সেন।
১০ লক্ষ্মণ সেন গৌড় নগর রাজধানী।
১১ মাধব সেন।
১২ কেশব সেন।
১৩ লাক্ষ্মণ্য বা লাক্ষ্মণেয় সেন, নবদ্বীপ রাজধানী।

লাক্ষ্মণ্য সেন-সময়ে এতদ্দেশে হিন্দু রাজত্বের শেষ হয়। বল্লালের পরে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন দিগ্বিজয়ী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় ইহঁার মন্ত্রীছিলেন এবং জয়দেব প্রভৃতি সভাসদ্ ছিলেন অদ্যাপি মিথিলা অঞ্চলে লক্ষ্মণ সেনের প্রচলিত শক প্রচলিত। উহার চিহ্ন, লংসং। আদিশূর হইতে লাক্ষ্মণেয় পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরের ও অধিক কাল হইবে।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ।

নাম	গোত্র	প্রাপ্ত বাসগ্রাম
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি
দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম
ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	বটগ্রাম

"ভট্ট নারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষ বর্দ্ধনঃ।
বেদেগর্ভোথ সাবর্ণো যথাবেদ ইতিস্মৃতঃ॥
পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥"

মিশ্রগ্রন্থ

অনেকে রামপাল সন্নিহিত পঞ্চসাগরকে উক্ত পঞ্চগ্রামের পরিণতি বলিয়া থাকেন অনেকে পদ্মাগর্ভসাৎ ও কহিয়া থাকেন প্রথমোক্তই সঙ্গত বোধহয় আদরের ধনের স্থিতি রাজোপকণ্ঠেই সম্ভব।

দ্বিজ পঞ্চকের পিতৃগণের নাম।

গোত্র	পিতা	পুত্র
কাশ্যপ	বীতরাগ	দক্ষ
শাণ্ডিল্য	ক্ষিতীশ	ভট্টনারায়ণ

১ "ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজ স্তৎসমঃ পুত্রিকা সুতঃ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্ত সগোত্রেণেতরেণবা॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ১৩০।

সাবর্ণি	সৌভরি	বেদগর্ভ
বাৎস্য	সুধানিধি	ছান্দড়
ভরদ্বাজ	মেধাতিথি	

"শ্রীক্ষিতীশ স্তিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্মাস্মা স্বাগতা গৌড়মণ্ডলে ॥"

ইত্যাদি সন্দেয়ম্

দক্ষাদি দ্বিজপঞ্চক শ্রুতিস্মৃতি বিশারদ ছিলেন। ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা; শ্রীহর্ষ, নৈষধ চরিত, খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, নবসাহসাঙ্ক চরিত ও অর্ণব বর্ণন কাব্য রচনা করেন। অপর তিনজনের রচিত কোন গ্রন্থ ছিল কিনা জানা জায়নাই।

দাসপঞ্চ।

প্রভু	ভৃত্য	গোত্র	কুল
দক্ষ	দশরথ	গৌতম	বসু
ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	সৌকালিন	ঘোষ
শ্রীহর্ষ	বিরাট বা দাশরথি	কাশ্যপ	গুহ
বেদগর্ভ	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
ছান্দড়	পুরুষোত্তম	মৌদ্গল্য	দত্ত

ইতি রাজ্ঞোবচঃশ্রুত্বা কথয়ন্নাম গোত্রকে।
কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষ নামামহামতিঃ ॥
তস্যাদাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূতো ভট্ট নারায়ণঃ কৃতী ॥
সৌকালিনশ্চ দাসোয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনি সত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো বেদগর্ভ মুনিস্ত্বয়ম্।
তস্যাদাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ ॥
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভূত শ্ছান্দড় শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ ॥
মৌদ্গল্য গোত্রজোদত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে ॥

কন্তায়কুলদীপিকা

গোত্র।

গোত্র।—ইহার যথার্থ নির্ণয় করিতে হইলে অতিপূর্ব্বে গোত্র, বংশজ্ঞাপক ছিল বলিয়া প্রতীত হয় না। পরে বংশগত হইয়া উঠিয়াছে গোত্রবংশ হইলে কন্যা ও দত্তকপুত্র সম্প্রদান সময়ে গোত্রান্তর (বংশান্তর) কিরূপে ঘটে? যাহার যে বংশে জন্ম তাহার অন্যথা হওয়া অযুক্ত।

স্মৃতিশাস্ত্রে—"গোত্রাণি তত্তনামক গোত্রভাগীনি বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপংগোত্রং তেন কাশ্যপো। গোত্রং যস্য স কাশ্যপগোত্রঃ।" উদ্বাহতত্ত্বম্।

"পৌরহিত্যান্ রাজন্যবিশোরিতি" ক্ষত্রিয়াদি পুরোহিত গোত্রভাগী। কন্যার সপ্তপদী গমনান্তে ভর্ত্তৃগোত্রভাগিনীত্ব ঘটে।

এই সকল আলোচনা করিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, অতি পুরাকালে মহর্ষিগণের হোমধেনু রক্ষণাবেক্ষণের ভার শিষ্য ও সন্তানোপরি ন্যস্ত হইত আশ্রম সন্নিকর্ষে গোষ্ঠ, বৃত্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইত ঐ স্থানের নাম গোত্র।

(গোশব্দাৎ ত্রৈধাতোর্ড প্রত্যয়ঃ)

ক্রমে বহুসংখ্যক গোত্র (গোচারণ) সংগঠিত হওয়ায় পরিচয় বিজ্ঞপ্তি জন্য গোত্রাধিকারীর নামোল্লেখ পূর্ব্বক (অমুকের গোত্র) অভিহিত হইত; ক্রমশঃ তদপত্য ও শিষ্যাদি তত্তৎগোত্রের বলিয়া পরিচয় দিত কালে উহা বংশ পরম্পরারূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ বলেন গোত্রেষ্টিযাগকারী মুনিরাই গোত্রকারক। যাগীর নামানুসারে গোত্রের প্রচার হইয়াছে তাহা হইলেও প্রথমতঃ গোত্র বংশ নহে।

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে,—

"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই।
ইহা ছাড়া বামণ নাই ॥
যদি থাকে দুই এক ঘর,
সাত শতী আর পরাশর ॥

এই গাথা একান্ত অমূলক আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগোত্রের ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রাধান্য ছিল বলিয়া পঞ্চগোত্রমাত্র গাথায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মনুর মতে গোত্র চতুর্বিংশতি। যথা—

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা ভরদ্বাজো গৌতমঃ সৌকালিন স্তথাপরঃ——ইত্যাদি।

ধর্ম্ম-প্রদীপে—জমদগ্নি ভরদ্বাজ ইত্যাদি দ্বিচত্বারিংশৎ।

ফল কথা বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ নাই। অন্যত্র বিরল প্রচার হিন্দুস্থানে অত্রি প্রভৃতি গোত্রের ব্রাহ্মণ আছেন।

পঞ্চ গোত্র যথা—১ কাশ্যপ ২ শাণ্ডিল্য ৩ ভরদ্বাজ ,৪ বাৎস্য ৫ সাবর্ণ।

গাঁইও ছাপ্পান্ন না হইয়া উনষষ্টি। পরে লিখিত হইল।

প্রবর—গোত্রে যাহারা প্রবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাহাদের

নামোল্লেখ। ইহা দ্বারা সাদৃশ্য নামজাত ভ্রান্তির সম্পূর্ণ নিরসন হয় ইহা ঊর্দ্ধ না অধস্তন।

স্মৃতিতে—প্রবরস্তু গোত্র (গোত্রযাগকারিনঃ) প্রবর্ত্তকস্য মুনেঃ ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।

এক গোত্রে যেমন বিবাহ নিষেধ তেমন এক প্রবরেও বিভিন্ন গোত্র ও অথচ প্রবর—সমান—বিবাহ নিষিদ্ধ ইহা দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, এক প্রবর অথচ ভিন্ন গোত্রীয়েরা একের সন্তান এক বংশে পরস্পর বিবাহ নিষেধ ইহাই যুক্তি যুক্ত; এই জন্য এক গোত্র অথবা প্রবরে বিবাহ নিষেধ। ভিন্ন গোত্র অথচ প্রবর সাদৃশ্যে বিবাহ নিষেধের কারণ ইহাই যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয় যে, আদি এক কেবল বিভিন্ন সন্তানের গোত্রে বিভিন্ন গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাশ্যপ গোত্র তিন প্রবর যথা—কাশ্যপ অপ্সার ও নৈধ্রুব।

শাণ্ডিল্য গোত্রে তিন প্রবর যথা—শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল।

ভরদ্বাজ গোত্রে তিন প্রবর যথা—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।

বাৎস্য গোত্রে পঞ্চ প্রবর—ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ

সাবর্ণ গোত্রে— ঐ ঐ ঐ ঐ

ব্রাহ্মণ——ষট্‌কর্ম্ম শালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং।

অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনস্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ মনুঃ।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজ্ঞকরণ, যজ্ঞকরাণ, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ব্যবসায়। এখন আর তন্মাত্র ব্যবসায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। উহার কোন বন্ধন নাই।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণ—পূর্ব্বোক্ত সপ্তশত ঘর ব্রাহ্মণ সন্তান সপ্তশতী, কালে ইহাদের অনেক রাঢ়ীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। যথা—বিক্রমপুর কুকুটীয়ার চৌধুরীবংশ। মূলকজুড়ি প্রভৃতি সপ্তশতী দোষ সংস্পৃষ্ট। অনেক বৈদিক পদ্ধতিতে মিশিয়াছে বর্দ্ধমান অঞ্চলে কিছু কিছু আছে। ইহাদের গাঁই আছে। কুকুটীয়াস্থ সপ্তশতীগণ হারীতগোত্র সম্ভূত।

রাঢ়ীয়—ইহারা আদিশূরাণীতের বংশ বিক্রমপুরে গজা। যাই বিশেষতঃ রাজধানীও বিক্রমপুর হইতে স্থানান্তরিত হয় এই জন্য পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ রাঢ় অঞ্চলে বাস করেন বলিয়া রাঢ়ীয় হন এই পুস্তকে তাহারই বিবৃতি।

বারেন্দ্র—ইহারাও বলেন আদিশূরাণীতের বংশ। বরেন্দ্র দেশে বাস জন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত পঞ্চবিপ্রের নামের সহিত ইহাঁদের কথিত নামের মিল হয় না।

বৈদিক—ইহাঁরা নির্গাই+ঔপনেবেশিক। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দ্বিবিধ। একের গর্ভে দুই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় ইহা একান্তই লজ্জার বিষয় যে, ইহারা রাঢ়ীয়দের বৈদিক কর্ম্মে পুরোহিত হয়।

বেদ—ইহা প্রথমতঃ কার্য্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত ঋক্ শাম ও যজুঃ। পরিণামে ইহা হইতে অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন হয় অতএব বেদ সংহিতা ভেদে চারিভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণাদির ক্রিয়াকলাপ ঐ সমস্ত বেদের কোন না কোন শাখা অনুসারে হইয়া থাকে তন্মধ্যে এতদ্দেশে ঋক্ সাম ও যজুঃ প্রচলিত। রাঢ়ীয়দের প্রায় সকলেরই সামবেদীয় কৌথুমী শাখার মন্ত্রানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কেবল বিক্রমপুর বজ্র যোগিনীর পুষলী (পুষিপাল) গণ যজুর্ব্বেদী; অন্যান্য শ্রেণীতে বেদত্রয়ই চল আছে। তন্মধ্যে ঋক্ বেদীয় আশ্বালায়ন শাখা ও যজুর্ব্বেদীয় কাম্বশাখা।

পূর্ব্বে অন্ততঃ সংহিতা মন্ত্রে প্রায় ব্রাহ্মণ গণই অধীয়ান হইতেন। বঙ্গীয় জলবায়ুর এমনই আশ্চর্য্য মহিমা যে, আধুনিক পুরোধা গণ ও অনেকে উহাতে অনভিজ্ঞ। দিন দিন অজ্ঞতার এত বৃদ্ধি যে, রামতাপনীয় প্রভৃতি প্রকৃত শ্রুতি বলিয়া ধ্বনিত হইতেছে। ঋক্ সমূহ ভীত হইয়া শর্ম্মণ ছাড়িয়া জর্ম্মনদের হৃদয়ে বিচরণ করিতেছেন গাঁই পদ্মাগ্নি ইঞ্জিনে জাজ্বল্য মান।

কুল—"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা শান্তি তপস্যা ও দান এই নয় প্রকার কুল লক্ষণ। বল্লালের কালে শান্তিস্থলে আবৃত্তি শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা ব্রাহ্মণের লক্ষণ; বল্লালের কালে কৌলীন্য লক্ষণ হইয়াছে। পরে কুল কন্যাগত হইয়া নানাবিধ অন্তরায় ঘটিয়াছে।

আবৃত্তি অর্থ পরিবর্ত্ত ইহা চারি প্রকার। যথা

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্ত শ্চতুর্ব্বিধঃ॥ মিশ্রগ্রন্থ

আদান তত্তুল্য বা—। তদুৎকৃষ্ট বংশের কন্যা গ্রহণ।

প্রদান—তুল্য বা তদুৎকৃষ্ট বংশে কন্যা সম্প্রদান।

কুশত্যাগ—কন্যাভাবে কুশময়ী কন্যা দান।

ঘটকাগ্র—কন্যাভাবে উভয়তঃ ঘটক সমক্ষে বাক্যদ্বারা পরস্পর কন্যা দান। ইহার প্রচলন এখন দেখা যায় না।

গাঁই—গ্রামী। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিপ্রের ষট্ পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মে উহারা প্রত্যেকে এক এক খানা গ্রাম বাস জন্য

প্রাপ্ত হয়। উত্তর কালে উহাই বংশ পরিচায়ক হইয়া উঠে। তদধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামী শব্দে অভিহিত হন। গ্রামী শব্দের অপভ্রংশ গাঁই। গাঁই ছাপান্ন কিন্তু পরে ছান্দড় বংশে চোৎখণ্ডী, দীঘল ও পূর্ব্বগ্রামী এই তিন গাঁই দেখা যায়। বোধ হয় ছাপ্পান্ন গাঁইর পরে ছান্দর মুনির তিন পুত্র জন্মে। এই জন্য সাধারণতঃ ছাপ্পান্ন গাঁইই উক্ত হইয়া থাকে।

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভুতাঃ দক্ষত শ্চাপিষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষ জাতা দ্বাদশ বেদ গর্ব্বতঃ ॥
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভুতাশ্ছান্দড়াম্মুনেঃ। (ধ্রুবানন্দ)

ভট্ট নারায়ণের ষোল পুত্র ষোল গাঁই।
দক্ষের ষোল পুত্র ষোল গাঁই।
শ্রীহর্ষের চারি পুত্র চারি গাঁই।
বেদ গর্ভের দ্বাদশ পুত্র দ্বাদশ গাঁই।
ছান্দড়ের আট পুত্র আট গাঁই।

সাকল্যে ছাপ্পান্ন গাঁই। পরিশেষে তিন গাঁই; অতএব উনষাট্। ইত্যাদি।*

কাব্য-সমালোচনা।

কিরূপ লক্ষণ সমন্বিত হইলে কাব্য উৎকৃষ্টপদ-বাচ্য হইতে পারে, কাব্য শাস্ত্র অধ্যয়ণের প্রয়োজনীয়তা কি, কিরূপ রীতিতে অনুশীলন করিলে সেই অভিপ্রায়-সংসিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি বিষয় সমূহের আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ব্বে কাব্যের স্বরূপ বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কাব্য কাহাকে বলে? কাব্য শব্দে আধুনিক অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায় কি রূপ অর্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন? কোন একটী বিষয় আশ্রয় করিয়া পদ্যে লিখিত গ্রন্থ মাত্রকেই তাঁহারা মনোমদ অমর দুর্লভ কাব্যের মোহনসৌন্দর্য্য ভূষিত করিতে চাহেন। কাব্য কি? কাব্য লিখিবার উদ্দেশ্যই বা কি? ইহা না জানিয়াই অনেকে কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। চরণে চরণে মিল রাখিয়া কতিপয় শ্লোক রচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিলেই তাহাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না। কাব্য লেখা আপাততঃ যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। আধুনিক যুবকগণের কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করা এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার কথা, কাব্য ও নাটকের কোন লক্ষণ না থাকিলেও বঙ্গীয় নব্য গ্রন্থকারগণ "কবি" হইবার অভিপ্রায়ে স্বরচিত কবিত্ববিহীন গ্রন্থ গুলিকে "কাব্য" ও "নাটক" আখ্যা প্রদান করিতে বিন্দু মাত্র সংকুচিত বা কুণ্ঠিত হননা। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ পদযুক্ত ও উত্তর প্রত্যুত্তর বিশিষ্ট গ্রন্থ মাত্রকেই কাব্য ও নাটক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে; ইহা তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রান্তি। ছন্দো গ্রথিত কোন একখানি বৃহৎ পুস্তক "কাব্য" নহে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ উত্তর প্রত্যুত্তর বিশিষ্ট গ্রন্থকেও "নাটক" বলিতে পারা যায় না। কবিত্ব সম্পন্ন ক্ষুদ্র একটী বাক্যও কাব্য পদবাচ্য। আমরা এক্ষণে কাব্যের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কাব্য কি? ইহার উত্তরে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন "তদদোষৌ শব্দার্থ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।"

---

* ইহার পর চিত্তরঞ্জিনী সভার প্রকাশিত "কুলকল্প লতিকা" পুস্তকে অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সকল পাঠক বর্গের অরুচিকর হওয়ায় আশঙ্কায় এইস্থানেই নিবৃত্ত হওয়া গেল, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ জাতির কুল পরিচয় সম্বন্ধে বঙ্গে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির প্রচারিত "সম্বন্ধনির্ণয়" পুস্তকে ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত কোন বিবরণ নাই, তাহা সকল জাতির বৃত্তান্ত বলিয়া সংক্ষেপে বিবরিত হইয়াছে, এই পুস্তক পণ্ডিত কামিনী মোহন শাস্ত্রী সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য আট আনা। চিত্তরঞ্জিনী কার্য্যালয়ে মাত্র পাওয়া যায়। ইতি চিঃ সং

অর্থাৎ অদোষ গুণ বিশিষ্ট শব্দার্থকে কাব্য কহে। উক্ত শব্দার্থ কোন কোন স্থলে অলঙ্কৃতিযুক্ত হয় না। কাব্যের এরূপ লক্ষণ করা নিতান্ত দোষ সংকুল। প্রথমতঃ দোষ বিহীন হইলেই শব্দার্থকে কাব্য বলা যায় না।

"ন্যক্কারোহ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্য সৌতাপসঃ সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ। ধিক্‌ধিক্‌শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেণ বা স্বর্গগ্রামটিকা বিলুণ্ঠন বৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ॥"

(রাবণ কহিতেছে) আমার শত্রু থাকাই যার পর নাই নিন্দার কথা, কিন্তু একজন তাপস আমার পরম বৈরী। এই লঙ্কাধামে থাকিয়াই সে রাক্ষসকুল বিনাশ করিতেছে; অহো! রাবণ এখনও জীবিত রহিয়াছে, ইন্দ্রজিৎকে শতধিক! কুম্ভকর্ণ ত নিদ্রিত; কখন প্রবুদ্ধ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। প্রবুদ্ধ হইয়াই বা কি করিবে? স্বর্গ গ্রামটিকা বিলুণ্ঠনে বৃথোচ্ছূন আমার বাহু সমূহও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। এই শ্লোক বিধেয়াবিমর্ষ দোষে দূষিত।১ সুতরাং ইহাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা উত্তম কাব্য রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, কেন না এই শ্লোকে ধ্বনি আছে। ধ্বনি কাহাকে বলে একথা বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। তবে আপাততঃ এইমাত্র জানিলেই পাঠক মহাশয়দিগের যথেষ্ট হইবে যে, যে কাব্যে ধ্বনি আছে তাহা উত্তম কাব্য। উল্লিখিত শ্লোকও সেই ধ্বনিতে অলঙ্কৃত। এখন উপায় কি? দোষযুক্ত শব্দার্থ যদি কাব্য না হয়, তবে উক্ত শ্লোকও কাব্য নহে, যে হেতু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহা বিধেয়াবিমর্ষদোষেদূষিত, কিন্তু উক্ত শ্লোক যে উপাদেয় কাব্য, তাহার প্রমাণও প্রদর্শিত হইল। অতএব অব্যাপ্তি লক্ষণ দোষ উপস্থিত। যদি বলা যায়, এই শ্লোকে সর্ব্বত্র দোষ নাই; কতক অংশে দোষ এবং অপরাংশে ধ্বনি আছে। যে অংশে দোষ আছে তাহা কাব্য নহে ও যাহাতে ধ্বনি আছে সে অংশ উত্তম কাব্য; তাহা হইলে উভয়াংশ কর্ত্তৃক উভয় দিকে আকৃষ্ট হইয়া উহা কাব্য ও অকাব্য কিছুই হইতে পারে না। আরো দেখুন, শ্রুতি দুষ্ট প্রভৃতি দোষ কাব্যের কিঞ্চিৎ অংশেই দূষিত করিয়া থাকে, তবে কি সমস্তই অকাব্য? কাব্য বলিয়া জগতে কোন পদার্থ কি নাই? তাহা কখনই সম্ভবে না। রস কাব্যের আত্মা স্বরূপ; যদি সেই রসের অপকর্ষতা না ঘটে তবে শত দোষ থাকিলেও তাহা মার্জ্জনীয়, যেখানে রসের বিস্ফূরণ বহুদোষ সত্ত্বেও তাহাকে কাব্য বলিতে হইবে; কেননা রসই কাব্যের আত্মা। ধ্বনিকার বলেন যে, "শ্রুতি দুষ্টা দয়ো দোষা অনিত্যাযেচ দর্শিতা। "ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ॥" ধ্বনি শৃঙ্গার রসের আত্মা। শ্রুতি দুষ্ট প্রভৃতি যে সকল দোষ তাহাদিগকে অনিত্য দোষ কহে। শৃঙ্গার রসে তাহা গ্রাহ্যই নহে।

অপিচ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ শব্দার্থকে কাব্য বলিতে হইলে, সে রূপ কাব্য-জগতে অতি বিরল অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব। যে হেতু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষের একান্তং অসম্ভাব। তাদৃশ তন্ন তন্ন করিলে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, যাহাতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই। যদি এই রূপ বলা যায় যে, এখানে (অদোষে ঈষদর্থে ন ঞ্‌২ এর প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ ঈষদ্দোষ শব্দার্থকে কাব্য কহে; তাহা হইলে নির্দ্দোষ শব্দার্থকে কাব্য বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তাহাই কি সম্ভব? দোষ, শব্দার্থকে কখনই কাব্যত্ব প্রদান করিতে পারিনা; কেন না তাহা হইলে কাব্যের গৌরব থাকে না,—মধুময়ী, আবেশময়ী, হৃদয়াকর্ষণী শক্তি থাকে না। দোষ যদি কাব্যের প্রাণ হয় তবে সমগ্র জগত কাব্যময় হইয়া উঠে।—কোন চিন্তা নাই, কোন আয়াস নাই, ইচ্ছা হইলেই কাব্য স্রোতে পৃথ্বীতল ভাসাইতে পারা যায়, দোষের জন্য অনুসন্ধান করিতে হয় না, পতঙ্গ যেমন প্রজ্বলিত দীপ শিখায় অতুল সুখের আশায় আত্ম সমর্পণ করে। নির্ব্বোধ বুঝেনা যে তাহাই তাহার জীবন বিনাশের কারণ হইবে। মানবগণের অবস্থাও সেই রূপ। তাহারাও নবীন আনন্দে

উৎস্বাহিত হইয়া অনন্ত সুখের নিদান ঘোষে দোষ চয়ের প্রবল প্রবাহে হৃদয় ঢালিয়া দেয়। অহো কি অজ্ঞতা! তাই বলিতে ছিলাম "দোষ যদি কাব্যের প্রাণ হয় তবে সমগ্র জগত কাব্যময় হইয়া উঠে।" তাহা হইলে ঈষদ্দোষ শব্দার্থকে কাব্য সংজ্ঞা প্রদান করিলে সম্পূর্ণ দোষ বিহীন শব্দার্থ যে উৎকৃষ্ট কাব্য, ইহা সহজেই সাধারণের প্রতীতি হইবে, কিন্তু নঞ্ ঈষদর্থক হইলে সেরূপ উপলব্ধি হওয়া কখনই সম্ভব নহে। যদি এরূপ বলা যায় যে অদোষ শব্দার্থ কাব্য ইহা নিশ্চিত কিন্তু ঈষদ্দোষ শব্দার্থকেও কাব্য বলা যাইবে। এরূপ লক্ষণ করাও সমীচীন নহে। অল্প-দোষ যুক্তকে কাব্য বলিলে অধিক দোষ বিশিষ্ট কাব্য না হইবে কেন? কীটানুবিদ্ধ রত্নকে কি রত্ন বলা যায় না? যেমন কীটে ভেদ করিলেও রত্ন, রত্ন বলিয়া পরিগৃহীত হয়; সেই রূপ ঈষদ্দোষ শব্দার্থ কাব্য হইলে অধিক দোষ শব্দার্থও কাব্য। তবে বিশেষ আছে, গুণের তারতম্য আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নিখুঁত রত্নের যে আদর, যে মূল্য, কীটদষ্ট রত্নেরও সেই আদর সেই মূল্য ইহা কখনই সম্ভবেনা। অতএব দোষ হীন বা ঈষদ্দোষ শব্দার্থ কাব্যাংশে যত উৎকৃষ্ট অধিক দোষ শব্দার্থ তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু অধিক দোষ বিশিষ্ট একেবারে কাব্য হইবে না ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাহা হইলেই শব্দার্থ নির্দ্দোষ ঈষদ্দোষ ও অধিক দোষ যে রূপেই হউক না কেন সকল অবস্থাতেই কাব্য হইবে, ইহা একরূপ সপ্রমাণ হইল। এরূপ হইলে কাব্যের আদর থাকিল কই? যে কাব্য-প্রস্রবণ হতাশের হৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন করে, সন্তপ্তের শুষ্ক চিত্তে সুখের সলিল ঢালিয়া দেয়, বিষয় বিমুখ যোগীকেও অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ঘোরসংসারী করিতে সমর্থ হয় অথবা নয়ন ভঙ্গীতে জগতের অস্থায়ীত্ব, সুখ সৌন্দর্য্যের অলীকতা প্রদর্শন করিয়া বিষয়োন্মত্তকেও যোগী বেশে নিবিড় অরণ্যে প্রেরণ করে সেই কাব্যকে এইরূপ নগণ্য প্রাণের সহিত সুযুক্ত করা কি শোভাপায়? জগৎ যাহার অধীনে চলিতেছে তাহার সার পদার্থের কি এই পরিণতি! অহো কি বিড়ম্বনা! এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, যাহার সৌন্দর্য্য গুণে ভুবন উন্মত্ত, তাহা এবম্বিধ কুৎসিত জীবন সম্পন্ন নহে। অতএব "অদোষ শব্দার্থ কাব্য" এ লক্ষণ প্রত্যাখ্যাত হইল।

গুণ যুক্ত শব্দার্থও যে কাব্য নহে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি সগুণ শব্দার্থকে কাব্য বলিয়াছেন তাঁহারই মতে "শৌর্য্যাদি যেমন আত্মার ধর্ম্ম গুণও সেইরূপ আঙ্গীরসের ধর্ম্ম"। এক্ষণে দেখুন গুণ যদি রসের ধর্ম্ম হইল, তবে সগুণ এই শব্দটী শব্দার্থের বিশেষণ কিরূপে হইতে পারে? গুণের আধেয় রস আধার; গুণ একমাত্র রসেই থাকিতে পারে। গুণ যদি রসে থাকিল তবে তাহার শব্দার্থে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং সগুণ শব্দ, শব্দার্থের বিশেষণও হইতে পারেনা। এ সম্বন্ধে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে এস্থলে তাহাও লিখিত হইল। মনে করুন কুসুমের মধ্যে মধু আছে; মধু যেন কুসুম ভিন্ন আর কিছুতেই থাকিতে পারে না। কোন প্রমদা সেই কুসুম মালায় সজ্জিতা হইয়াছে। এস্থলে আরও একটী বিষয় আপনাকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। মনে করুন, ফুল যেন অঙ্গনার অঙ্গ ভিন্ন জগতে আর কোথাও নাই, এক্ষণে আপনি সেই সীমন্তিনীকে, "কুসুমান্বিতে" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন, তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আদর পূর্ব্বক তাহাকে "মধুসম্পন্নে" বলিয়া ডাকেন, তাহা কি একরূপ চলিতে পারে না? সেই রূপ গুণ রসের ধর্ম্ম, তাহা যথার্থ কিন্তু শব্দার্থ রসের অভিব্যঞ্জক, সুতরাং শব্দার্থকে উপচার বশতঃ সগুণ বিশেষণের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ আপত্তিও যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; দেখিতে হইবে তাহা হইলে কাব্যের আত্মাস্বরূপ শব্দার্থে রস আছে

কি ; অাদ্ যদি রসো থাকে তবে অন্বয়ব্যতিরেক [illegible] (৩) গুণও নাই। যদি থাকে তবে রসযুক্ত এই কথা বলা না হইল কেন? গুণ রস ভিন্ন অপর কোথাও অবস্থিতি করে না; সুতরাং সগুণ হইতেই সরসের উপলব্ধি হইতেছে, ইহা বলাও উচিত নহে। কোন স্থানে প্রাণী আছে, এই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অমুক স্থানে শৌর্য্য আছে এই কথা বলাই কি সঙ্গত? কখনই নহে। ইহা নিতান্ত ব্যবহার বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে কুসুম লইয়া যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও এই দোষে দূষিত। যদি এরূপ বলৈক যে, সগুণ বিশেষণ হইতে সরসেরও উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সরস বলিলে সগুণের জ্ঞান কিরূপে হইবে? কোন কামিনীকে মধুযুক্তা বলিলে যে কুসুমবিশিষ্টা প্রতীতি হয় বটে কিন্তু তাহাকে কুসুমভূষিতা বলিলে মধুযুক্তা অর্থের উপলব্ধি হয় না।

কেননা মধু একমাত্র কুসুমেই অবস্থিতি করে। কিন্তু সকল কুসুম মধু সম্পন্ন নহে। এই রূপ শৌর্য্য-মান প্রদেশ বলিলে প্রাণিমান প্রদেশ বুঝায়। কিন্তু প্রাণিমান বলিলেই শৌর্য্যমানের প্রতীতি হইতে পারেনা। এখানেও যদি সেই রূপ বলা যায় যে সগুণ শব্দে রস ও গুণ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সরসে একমাত্র রসযুক্তেরই অধিগম হইয়া থাকে। অতএব সগুণ সরসের প্রতিনিধি হইতে পারে না। এতন্নিবন্ধন সগুণ বলাই অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহারও প্রতিকূলে কিছু বক্তব্য আছে। গুণ ও রস উভয় সহ একদা যুক্ত না হইলে যে শব্দার্থ কাব্য হইবেনা তাহা নহে। গুণ শব্দার্থকে কাব্যত্ব প্রদান করে একথা খ-লতা মাত্র।

(১) এস্থলে বৃথাত্ব বিধেয়। স্বর্গরূপগ্রামটিকা (ক্ষুদ্রগ্রামে)র বিলুণ্ঠনে উচ্ছূন, আমার এই ভুজ সমূহ বৃথা- ইহাদিগের কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইতেছে না। এই ভাব প্রকাশ করাই বৃথা শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য-তাহা হইলে উহার প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু বৃথোচ্ছূন এই রূপ সমাস করিয়া বলাতে সে প্রাধান্য থাকিতেছে না, সুতরাং বিধেয়া বিমর্ষ দোষ উপস্থিত হইল। আরও দুইএকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; "রক্ষাংস্যপিপুরঃ স্থাতুমলং রামানুজস্য মে," অর্থাৎ রামানুজ আমার সম্মুখে রাক্ষসগণ থাকিতে সমর্থ নহে; এখানে রামের প্রাধান্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু রামানুজ এইরূপ সমাস করিয়া বলায় সে প্রাধান্যের লোপ হওয়াতে উক্ত দোষ সংঘটিত হইয়াছে; রামের অনুজ (রামস্যানুজনা) লিখিত হইলে তাহার পরিহার হইত। "অমুক্তা ভবতা নাথ মুহূর্ত্তমপিসাপুরা"

অর্থাৎ হে নাথ? পূর্ব্বে সে (অভাগিনী) মুহূর্ত্তমাত্রও তোমা কর্ত্তৃক অমুক্ত ছিল। (অর্থাৎ মুক্ত ছিল না). অবিরত তোমার সহিত সম্মিলিত ছিল) এখানে "অমুক্ত" পদে উক্ত-দোষ উপস্থিত; নমুক্তা বলিলে উহা থাকিত না, যে হেতু তাহাতে নঞ্ এর প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত, এইরূপে তৎপুরুষ সমাস করিয়া বলায় সে প্রাধান্যের বিলোপ হইয়াছে। এ স্থলের নঞ্ এর প্রসজ্য প্রতিষেধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া পর্য্যুদাস হইয়াছে। এসম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য ছিল, বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইয়া প্রসজ্য প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসের লক্ষণমাত্র লিখিলাম।

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্য প্রতি সেধোঽসৌ ক্রিয়যাসহ যত্রনঞ্॥"
"প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধে ই প্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তর পদে ন নঞ্॥"

অর্থাৎ যেখানে বিধির অপ্রাধান্য ও প্রতিষেধের প্রাধান্যতা এবং ক্রিয়ার সহিত নঞ্ সংযুক্ত, তাহাকে প্রসজ্য প্রতিষেধ কহে। ইহার বিপরীত পর্য্যুদাস পদবাচ্য।'

(২) নঞ্ এর অর্থ ছয় প্রকার যথা—

"তৎ সাদৃশ্য মভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞ্ অর্থাঃ ষট প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥

অর্থাৎ সাদৃশ্য, অভাব, ভিন্নতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা, ও বিরোধ নঞ্ এর অর্থ এই ছয় প্রকার। দৃষ্টান্ত যথা—

'ন ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ; অপাপ অর্থাৎ পাপের অভাব; অঘট, ঘট ভিন্ন; অনুদরী, কৃশোদরী, অকেশী অপ্রশস্ত কেশী; এবং অসুর, সুর বিরোধী।

(৩) তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা, তদ সত্ত্বে তদ সত্ত্বা, অর্থাৎ তাহা থাকিলে তাহা থাকা, তাহা না থাকিলে তাহা না থাকা, ইহাকেই অন্বয় ব্যতিরেক কহে।

যে কাব্য কানন যে পরিমাণে গুণ নিচয়ের কোকিল আলাপনে মুখরিত তাহা তত পবিত্রতাময়, তত সৌন্দর্য্যময়, ও তত পরিমাণে কাব্যের উচ্চগ্রামে অধিরূঢ়, ইহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। শব্দার্থ কাব্যের শরীর। রসাদি আত্মা (৪) গুণ সমূহ শৌর্য্যাদির তুল্য। এবং অলঙ্কার বলয়াদিবৎ ইহা পূর্ব্ব হইতেই কথিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বুঝিলেন যে "সগুণৌ শব্দার্থৌ" কাব্যের এরূপ লক্ষণ নিতান্ত অমূলক। অপিচ ইহাও প্রতীতি হইবে যে, "অলঙ্কৃতী পুনঃক্কাপি" অর্থাৎ উক্ত শব্দার্থে কোন কোন স্থলে অলঙ্কৃতি যুক্ত হয়না। এ নিয়মটীও সম্পূর্ণ দোষানুবিদ্ধ, ইহার অর্থ এই যে সর্ব্বত্রই অলঙ্কার যুক্ত কখন কখন তৎশূন্য বা ঈষদলঙ্কার সম্পন্ন হইলেও শব্দার্থকে কাব্য বলা যাইবে। কিন্তু অলঙ্কারও কাব্যের উৎকর্ষের কারণ।— স্বরূপ নহে।

পাঠক মহাশয়! নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন, হয়ত মনে মনে বলিতেছেন এ বহ্বারম্ভ, এদীর্ঘ আড়ম্বর কেন? কাব্য কি এক কথায় বলিলে চলে না? আপনাদিগের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এই যে "নহি সুখং দুঃখৈঃ বিনালভ্যতে, এইটী স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কৌমুদীময়ী বিশাল পুর্ণিমাযামিনীতে অনুপম আনন্দ রসে হৃদয়ের শান্তিলাভ করিতে হইলে ঘনঘটা পুর্ণ নিবিড় তিমিরাবৃত অমানিশিথিনীতে নিরানন্দ পাঠকের যন্ত্রণা কিরূপ ভীষণ কিছুদিন অনুভব করা আবশ্যক। এক্ষণে প্রতীতি হইবে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং,, রসযুক্ত বাক্যই কাব্য। ক্রমশঃ

(৪) জ্ঞানই মনুষ্যের আত্মা, " জ্ঞানাদ্ভিন্নো নচা ভিন্নো ভিন্না ভিন্নঃ কথঞ্চনম্॥ জ্ঞানং পূর্ব্বাপরীভূতং সোহয়মাত্মেতি কীর্ত্তিতঃ॥"

ইতি সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ

হিন্দু প্রাসাদ

সময়ের পরিবর্ত্তনে জন সাধারণ (শিক্ষিত সম্প্রদায়) অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে নব্যগণ প্রাচীন হিন্দুর কথিত যে কোন বিষয় উপেক্ষা করিয়া বসিতেন। এক্ষণে সে গতি ফিরিয়াছে। সমাজ সংস্কারকগণ পৌরাণিক মতের গূঢ়তাৎপর্য্য আলোচনা পরায়ণ হইয়াছেন। ডুবাল ও হণ্টারের জীবনী পাঠ রাখিয়া বঙ্গীয় পাঠশালায় চরিতাষ্টক অধীত হইতেছে। এ সকল শুভ লক্ষণ;—এখন তুলনার কাল আসিয়াছে। পাশ্চাত্য মিলটন্ ও ভারতীয় ভাস্করাচার্য্য একাসনে বসিয়াছেন। হোমর, বাল্মিকি; থিয়োডরপার্কার, চৈতন্য; সক্রেটীস, রামমোহন; সেক্সপীয়র, কালিদাস পদবাচ্য হইতেছেন। মার্জ্জিত রুচির সহিত যাহা ভাল তাহা গ্রহণের কাল উপস্থিত। স্থপতি বিদ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা যে কেবল কতকগুলি শাস্ত্র-মধ্যে লিপিবদ্ধই ছিল তাহা নহে। ইলোরা ও হস্তীদ্বীপের গুহামন্দির এবং উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রদেশের যে সকল দেবপ্রাসাদ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতেই হিন্দু শিল্প নৈপুণ্য বা কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হইবে। আমরা চিত্তরঞ্জিনীতে ক্রমশঃ সেই সকলের প্রতিকৃতির সহিত অবতারণা করতঃ প্রাচীনপ্রিয় হিন্দু সন্তানদিগকে উপহার দিব। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই সচিত্রঋতুপত্রিকার জন্ম। পূর্ব্ব পুরুষের অতীত গৌরবে যাঁহারা আমোদিত হন, তাঁহারাই আমাদিগকে সহানুভূতি দেখাইবেন, হিন্দুদিগের যদি কোন বিষয়ের বিশেষ গৌরব থাকে তবে সে স্থপতি বিদ্যার। যাহার সাক্ষী প্রাচীন জনপদ মাত্রেই অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে সকল লোকই (নারীজাতি পর্য্যন্ত) সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেই জন্যই সকল বিষয়ই দেব ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল, কাজেই এক্ষণে তাহা সকলের বোধসুলভ হইয়া উঠে না। এই সমস্ত বিষয়ে মূলের সহিত উপযোগীতা আছে বলিয়াই আমরা সমূল অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

অনুসঙ্গক্রমে পাঠকগণের নিকট একটী নিবেদন আছে। একথা বলা পুনুরুক্তি মাত্র যে, কোন বিষয়েই গোঁড়ামী ভাল নহে। "আমাদের পূর্ব্বের সব ভাল ছিল" যে সকল সুরসিক 'বঙ্গবাসী' 'প্রচার' করিয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গালিকে 'নবজীবন' প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহাদের জানা উচিত যে সময়ের পরিবর্ত্তনের স্রোত রোধ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমরা তদেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই প্রস্তাব লিখিতেছি কেহ যেন এরূপ মীমাংসা না করেন। ফলতঃ যাহা ভাল অবশ্যই গ্রহণীয়।

এস্থলে ইহা উল্লেখ প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত "হিন্দুপ্রাসাদ" জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত "অষ্টাদশ পুরাণ" গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারা "গরুড় পুরাণ" পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। অনেক কারণে অদ্য আমরা কিয়দংশ নমুনা মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকিব, চিত্তরঞ্জিনী-পাঠকবর্গের অনুরাগ দেখিলে এরূপ আলোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

"সূত কহিলেন। হে শৌনক! দেব—প্রাসাদের লক্ষণ ও তন্নির্ম্মাণ-প্রণালী বলিব, শ্রবণ কর! যে স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেই স্থানকে সমচতুষ্কোণ সমচতুরস্র করিয়া তাহাকে চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এই রূপে ভাগ করিতে হইবে যে, বিভক্ত স্থান গুলিও যেন সমচতুষ্কোণ হয়। ইহাতে ঐ ক্ষেত্রটী চতুঃষষ্টি পদবিশিষ্ট হইবে। দেব—প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমচতুরস্র দ্বাদশটী দ্বার করিতে হইবে। চতুঃষষ্টি পদ, বিভক্ত ক্ষেত্রের বহিঃস্থ অষ্টাবিংশতি পদ ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী বিংশতিপদ, এই অষ্টচত্বারিংশৎ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবে। মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ কথিত হইতেছে। ভূমি হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত যে উচ্চতা তাহাকে জঙ্ঘা কহে। জঙ্ঘার (পোঁতার) উচ্চতার পরিমাণ যত, তদূর্দ্ধে তাহার দ্বিগুণ প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ হইবে। এবং প্রাসাদগর্ভের (মেজের) বিস্তার পরিমাণ যত, তৎপরিমাণে শুকাঙ্ঘ্রি অর্থাৎ শিখরের চূড়ার মূল (বনিয়াদ) করিবে। অঙ্ঘ্রি শব্দের অর্থ বনিয়াদ। একচূড় মন্দির স্থলে এইরূপ পরিমাণ জানিবে। ত্রিচূড় কিম্বা পঞ্চচূড় মন্দির নির্ম্মাণে গির্ভবিস্তার পরিমাণের ত্রিভাগ কিম্বা পঞ্চভাগ পরিমাণে চূড়ার বনিয়াদ করিবে। শিখর দেশে যে

সূত-উবাচ। "প্রাসাদানাং লক্ষণঞ্চ বক্ষে শৌনক!
তচ্ছৃণু। চতুঃষষ্টি পদং কৃত্বা দিগ্বিদিক্ষূপলক্ষিতং॥

চতুষ্কোণং চতুর্ভিশ্চ দ্বারাণি সূর্য্য সংখ্যয়া।
চত্বারিংশাংষ্টভিশ্চৈব ভিত্তীনাং কল্পনা ভবেৎ॥
উর্দ্ধক্ষেত্রসমা জঙ্ঘা তদূর্দ্ধে দ্বিগুণং ভবেৎ।
গর্ভবিস্তার বিস্তীর্ণা শুকাঙ্ঘ্রিশ্চ বিধীয়তে॥
তত্রি ভাগেন কর্ত্তব্যঃ পঞ্চ ভাগেন বা পুনঃ।
নির্গমস্তু শুকাঙ্ঘ্রেশ্চ উচ্ছ্রায়ঃ শিখরার্দ্ধগঃ॥
চতুর্দ্ধা শিখরং কৃত্বা ত্রিভাগে বেদি বন্ধনং।
চতুর্থে পুনরস্যৈব কণ্ঠমামূলসাধনঃ॥" (১—৬)
"অথবাপি সমং বাস্তুং কৃত্বা ষোড়শ ভাগিকং।
তস্য মধ্যে চতুর্ভাগং মাদৌ গর্ভন্তু কারয়েৎ॥
ভাগদ্বাদশিকাং ভিত্তিং ততস্তু পরিকল্পয়েৎ।
চতুর্ভাগেন ভিত্তীনা মুচ্ছ্রায় স্যাৎ প্রমানতঃ॥
দ্বিগুণঃ শিখরোচ্ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াচ্চ মানতঃ।
শিখরার্দ্ধস্য চার্দ্ধেন বিধেয়াস্তু প্রদক্ষিণাঃ॥

দ্বার করিবে, তাহার উচ্চতার পরিমাণ শিখর পরিমাণের অর্দ্ধ হইবে। শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিনভাগে শিখরের বেদি ও চতুর্থভাগে কণ্ঠ করিবে। (১—৬)

"প্রকারান্তরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রণালী এই। বাস্তু ক্ষেত্রকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে। বাহিরের দ্বাদশভাগে ভিত্তি কল্পনা করিতে হইবে। ক্ষেত্রের চতুর্থ ভাগের যত পরিমাণ হইবে, ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণ তত হইবে। ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণের দ্বিগুণ পরিমাণে শিখরের উচ্চতা করিবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শিখরে উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিস্তৃত প্রদক্ষিণার্থ রক্ রাখিবে। দেবপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই নির্গম ও প্রবেশার্থ দ্বার করিতে হইবে। মন্দির মধ্যে চারিভাগ ও সম্মুখে এক ভাগ, এই পঞ্চ ভাগকে গর্ভমান বলে। পুনর্ব্বার এক ভাগ গ্রহণ করিয়া নির্গমার্থ দ্বার করিবে। গর্ভ স্থানের সমসূত্রে অগ্রভাগে মণ্ডপের সম্মুখ স্থান হইবে। যে সকল প্রাসাদ লক্ষণ কথিত হইল; ইহা সামান্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহা ভিন্ন স্বেচ্ছানুসারে মঠ রথাকার প্রভৃতি নানাবিধ আকারের দেবমন্দির করিতে পারে।" (৭—১১)

অনন্তর লিঙ্গ পরিমাণ বলিব। লিঙ্গের যত পরিমাণ, পীঠের পরিমাণও তত হইবে, হে শৌনক! পীঠ্ পরিমাণের দ্বিগুণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পীঠ্ গর্ভ করিবে। পীঠ্ গর্ভের যে পরিমাণ হইবে, সেই পরিমাণে ভিত্তি ও বিস্তারের অর্দ্ধ পরিমাণে জঙ্ঘা করিবে। হে শৌনক! জঙ্ঘার দ্বিগুণ পরিমাণে শিখর এবং পীঠ্ ও গর্ভ এই উভয়ের অন্তর পরিমাণ যত হইবে, তৎপরিমাণে শিখরের বনিয়াদ করা বিধেয়। দ্বার পরিমাণ পূর্ব্ববৎ করিবে। এই রূপে লিঙ্গ পরিমাণ কথিত হইল, এইক্ষণ দ্বার পরিমাণ কথিত হইতেছে। ১৪।

"প্রাসাদ সীমার চারিহস্ত অন্তরে বাস্তু-ক্ষেত্রের অষ্টম ভাগে বহির্দ্বার হইবে। অঙ্ঘ্রি (বনিয়াদ) প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদবর্ণন স্থলে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে; বহির্দ্বার মন্দিরদ্বারের দ্বিগুণ অথবা ইচ্ছানুসারে যথাসম্ভব করিবে।"(১৫)

বহির্দ্বারের পীঠ্ অর্থাৎ কপাট সচ্ছিদ্র করা বিধেয়। দ্বারের অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের শেষ ভিত্তি করিতে হইবে। বহির্দ্বারের বিস্তার পরিমাণ যত হইবে, তাহার জঙ্ঘাও তত পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। জঙ্ঘা যত উচ্চ হইবে, *শিখর* (চূড়া) তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে। প্রাসাদ শিখরের অঙ্ঘ্রি (বনিয়াদ) ও দ্বারের উচ্চতাদি যেরূপ কথিত হইয়াছে, দ্বার শিখরের অঙ্ঘ্রি ও উচ্চতাদিও তদ্রূপ করিতে হইবে। মণ্ডপের পরিমাণাদি কথিত হইল, এইক্ষণ তাহার স্বরূপ বলিতেছি। (১৭)

প্রাসাদ ক্ষেত্রের বহির্ভাগের বিবরণ কথিত হইতেছে। দেবপ্রাসাদে সর্ব্বদা দেবগণ বিদ্যমান

চতুর্দ্দিক্ষু তথা জ্ঞেয়ো নির্গমস্তু তথা বুধৈঃ।
পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ॥
ভাগমেকং গৃহীত্বা তু নির্গমং কল্পয়েৎ পুনঃ।
গর্ভসূত্র সমোভাগাদগ্রতো মুখমণ্ডপঃ।
এতৎ সামান্য মুদ্দিষ্টং প্রাসাদস্যাহি লক্ষণং (১১)
"লিঙ্গমান মথো বক্ষে পীঠোলিঙ্গ সমভবেৎ।
দ্বিগুণেন ভবেদগর্ভঃ সমন্তাচ্ছৌনক ধ্রুবং।
তদ্বিধাচ ভবেদ্ভিত্তির্জ্জাঙ্ঘা তদ্বিস্তরার্দ্ধগা (১২)
দ্বিগুণং শিখরং প্রোক্তং জঙ্ঘায়া শ্চৈবশৌনক।
পীঠগর্ভাবরং কর্ম্ম তম্মানেন শুকাঙ্ঘ্রিকাং॥
নির্গমস্তু সমাখ্যাতঃ শেষং পূর্ব্ববদেবতু।
লিঙ্গমানঃ স্মৃতোহ্যেব দ্বারমান মথোচ্যতে॥
করাগ্রং বেদবৎ কৃত্বা দ্বারংভাগাষ্টমং ভবেৎ।
বিস্তরেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং স্বেচ্ছয়াভবেৎ॥
দ্বারবৎ পীঠমধ্যে তু শেষং শুষিরকংভবেৎ।
পাদিকংশেষিকং ভিত্তির্দ্বারার্দ্ধেন পরিগ্রহাৎ॥

আছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাহ্যভাগ নির্ম্মাণ করিবে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাহার চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণ নেমি অর্থাৎ জল নির্গমার্থ পয়ঃপ্রণালী করিবে। ঐ নেমি বৃত্তাকার হইবে। নেমির গর্ভ পরিমাণ বিস্তারের দ্বিগুণ করা বিধেয়, গর্ভ পরিমাণ যত হইবে, নেমির ভিত্তি পরিমাণও তত হইবে, এবং শিখর পরিমাণও তাহার দ্বিগুণ করা কর্ত্তব্য। (১৯)

১৪। বাস্তুর পুরোভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্ব দিকে প্রবেশ ও নির্গমণ পথ এবং যাগ মণ্ডপ, ঈশান কোণে পট্টবস্ত্র সংযুক্ত গন্ধ পুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডার গৃহ, বায়ু কোণে গোশালা, পশ্চিম দিকে বাতায়ন যুক্ত জলাগার, নৈর্ঋত কোণে সমিধ কুশা ও কাষ্ঠের গৃহ, এবং অস্ত্রশালা, এবং দক্ষিণ দিকে মনোহর অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে, ঐ গৃহে শয্যা-আসন, পাদুকা, জল, অগ্নি, দীপ ও উপযুক্ত ভৃত্য রাখিবে। (১৪—১৭)।

গৃহ সকলের অবকাশস্থান সজল কদলী বৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুসুমদ্বারা শোভিত করিতে হইবে, ১৮। বাস্তু মণ্ডলের বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবে, ইহা ঊর্দ্ধে পঞ্চহস্ত পরিমিত হইবে। এই রূপে বিষ্ণু গৃহও নির্ম্মাণ করিবে, ইহার চতুঃপার্শ্বে বন ও উপবন দ্বারা শোভিত করিতে হইবে, ১৯।

"প্রাসাদের গাত্রে সমস্থানে নানাবর্ণে চিত্রিত লতা অঙ্কিত করিবে। ঐ লতার কোন পরিমাণ নাই। যে রূপে সুদৃশ্য হয় সেই রূপে চিত্রিত করিয়া বিষম রেখায় বিভূষিত করিতে হইবে। (৩৪)"

"দেবপ্রাসাদের অগ্রভাগে সেই সেই দেবতার বাহন স্থাপনার্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। দেব বাটীর দ্বার প্রদেশে নাট্যশালা প্রস্তুত করিবে (৪১)

দেবপ্রাসাদের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ও ঈশানাদি চতুষ্কোণে পৃথক পৃথক দ্বারপালগণের মন্দির করিতে হইবে, (৪২)

দেব প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে দেবালয়স্থ উপজীবিগণের আবাসার্থ মঠ নির্ম্মাণ করিবে, দেব মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ফল, পুষ্প, জলাশয়, ও সমন্বিত লতা প্রতান-বিশিষ্ট প্রাবরণ দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। (৪৩)

(ক্রমশঃ)

তদ্বিস্তার সমাজঙ্ঘা শিখরং দ্বিগুণং ভবেৎ।
শুকাঙ্ঘ্রি পূর্ব্বজঙ্ঘেয়া নির্গমোচ্ছ্রায়কং ভবেৎ॥
উক্তং মণ্ডপ মানন্তং স্বরূপং চাপরংবদ।
ত্রৈবেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রংযত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
ইত্থংকৃতেন মানেন বাহ্যভাগ বিনির্গতং॥
নেমিঃ পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদস্য সমন্ততঃ।
গর্ভন্তুদ্বিগুণং কুর্য্যান্নেম্যামানং ভবেদিহ।
সএব ভিত্তেকৎসেধো শিখরোদ্বিগুণোমতঃ॥ ১৯।
১৪। সুরেজ্যঃ পুরতঃ কার্য্যোদিশ্যাগ্নেয্যাংমহানসং।
(রূপ) কপিনির্গমনে যেন পূর্ব্বতঃ সত্রমণ্ডপং॥
গন্ধ পুষ্প গৃহংকার্য্য মৈশান্যাং পট্টসংযুতং।
ভাণ্ডাগারঞ্চ কৌবের্য্যাং গোষ্ঠাগারঞ্চবায়বে।
উদপাশ্রয়ং বারুণ্যাং বাতায়ন সমন্বিতং।
সমিৎকুশেন্ধনস্থানমায়ুধানাঞ্চ নৈর্ঋতে॥
অভ্যাগতালয়ং রম্যং সশয্যাসন পাদুকং।

তোয়াগ্নি দীপ সদ্ভৃত্যৈর্যুক্তং দক্ষিণতো ভবেৎ॥
১৭। গৃহান্তরাণি সর্ব্বাণি সজলৈঃ কদলী গৃহৈঃ।
পঞ্চবর্ণৈশ্চ কুসুমৈঃ শোভিতানি প্রকল্পয়েৎ॥
প্রাকারাস্তদ্বহির্দ্দদ্যাৎ পঞ্চহস্ত প্রমাণতঃ।
এবং বিষ্ণ্বাশ্রমং কুর্য্যাদ্বনৈশ্চোপবনৈর্যুতং॥
প্রাসাদে মঞ্জরী কার্য্যা চিত্রা বিষম ভূমিকা।
পরিমাণ বিরোধেন রেখা বৈষম্য ভূষিতা॥
পুরতো বাহনানাঞ্চ কর্ত্তব্যা লঘুমণ্ডপাঃ।
নাট্য শালাচ কর্ত্তব্যা দ্বার দেশ সমাশ্রয়া॥
প্রাসাদে দেবতানাঞ্চ কার্য্যা দিক্ষু বিদিক্ষপি।
দ্বার পালাশ্চ কর্ত্তব্যা মুখ্যা গত্বা পৃথক পৃথক॥
কিঞ্চিদ্দূরতঃ কার্য্যা মঠা সুত্রোপজীবিনাং।
প্রাবৃত্যা জগতী কার্য্যা ফল পুষ্প জলান্বিতা॥

ক্রমশঃ

সচিত্র ঋতুপত্রিকা।

২য় বর্ষ { দ্বৈমাসিক রহস্য, সম্বৎ ১৯৪২ । বসন্তকাল । } ৩য় সংখ্যা ।

তাড়িত বিদ্যা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর)

দূরাহ্বান বা দূরোত্তেজনা । *

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমজাতীয় তাড়িত পরস্পরকে প্রক্ষেপণ, ও ভিন্নজাতীয় তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এখন একটী সংরক্ষিত † তাড়িত পূর্ণ পরিচালক, ক, অপর সংরক্ষিত সাম্যভাবাপন্ন পরিচালক, খ সমীপে আনয়ন করিলে কিরূপ সংঘটিত হয় দেখা যাউক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সাম্যভাবাপন্ন পদার্থে উভয় জাতীয় তাড়িত সম্মিলিত অবস্থায় অবস্থিত থাকে। মনে করুন প্রস্তাবিত ক পরিচালক পুষ্টতাড়িত পূর্ণ, ইহা সাম্যভাবাপন্ন ‡ খ পরিচালক সন্নিধানে আনয়ন করিলে, তদীয় সম্মিলিত তাড়িত দ্রবের § বিশ্লেষণ উৎপাদন করিয়া ভিন্ন জাতীয় বা ক্ষীণতাড়িত আকর্ষণ এবং সমজাতীয় বা পুষ্টতাড়িত প্রক্ষেপণ করে, সুতরাং খ এর, ক পরিচালক—সন্নিহিত প্রান্ত ক্ষীণ, ও দূরস্থ প্রান্ত পুষ্ট তাড়িত পূর্ণ হয়।

যদি খ অপরিচালক হয়, তবে এতদ্‌তাড়িত দ্রবের সহজ সঞ্চালনাভাব নিবন্ধন, বিশ্লেষণ, নিরস্ত থাকায়, ইহা তাড়িত পূর্ণ কএর আকর্ষণ বিয়োজন সত্ত্বেও সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। খ, পরিচালক হইলেই ইহার তাড়িত দ্রবের স্বাধীন সঞ্চালন বশতঃ বিপরীত জাতীয় তাড়িত ক এর সন্নিহিত প্রান্তে আকৃষ্ট ও সমজাতীয় দূরস্থ প্রান্তে অপসারিত হয়। এই প্রকার কোন তাড়িত পূর্ণ পদার্থ অপর দূরবর্ত্তী বা সন্নিহিত অথচ অসংস্পৃষ্ট পদার্থের স্বাভাবিক তাড়িতের উপর যে কার্য্য প্রকাশ করে তাহাকে তাড়িত দূরাহ্বান কহা যায়। ইহা অনেকাংশে চুম্বক ধর্ম্মাক্রান্ত দ্রব্যে প্রকাশিত ক্রিয়ার অনুরূপঃ—অর্থাৎ চুম্বকের কোন কেন্দ্র এক খণ্ড লৌহ সমীপে আনয়ন করিলে ইহার স্বাভাবিক চৌম্বক দ্রবে সমদ্ভুত ফল সদৃশ।

দূরাহ্বানের পরীক্ষা লব্ধ ফল।—কখ, ক। খ। ও ক॥ খ॥ তিনটী বিম্বফলাকৃত তাম্র চুঙ্গী কাচস্তম্ভোপরি সংরক্ষিত করিয়া ইহাদের প্রত্যেক প্রান্তে সন্নিবেশিত

*Indu[c]tion. † Insulated. ‡ Neutral. § Fluid.

সংরক্ষিণী—Insulating. সূক্ষ্মাগ্রনিচয়—Points.

এক একটী পরিচালক দণ্ডোপরি, এক একটী কাষ্ঠময় বর্ত্তুল, তার বা অন্যবিধ পরিচালক দ্বারা লম্বমান করা হউক। চুঙ্গীত্রয় পরস্পর লম্বালম্বিভাবে একই ঋজু রেখায় প্রান্তে প্রান্তে একটী অপরটীকে সংস্পর্শ না করে। এরূপে যেন সন্নিবেশিত করা হয় (প্রথমচিত্র)।

এখন পুষ্টতাড়িত পুর্ণ গ পরিচালক, কখ চোঙ্গ সমীপে আনয়ন করিলে গ এর পুষ্টতাড়িত কখ এর স্বাভাবিক তাড়িতের বিশ্লেষণ সম্পাদন করিয়া তৎসন্নিহিত ক প্রান্তে ক্ষীণতাড়িত আকর্ষণ এবং দূরস্থ খ প্রান্তে পুষ্ট তাড়িত অপসারণ করে; কখ চোঙ্গের খ প্রান্তে সংগৃহীত পুষ্টতাড়িত দূরাহ্বান মাহাত্ম্যে এইরূপ ক। খ। চোঙ্গের স্বাভাবিক তাড়িত পৃথক করিয়া তত্রত্য ক্ষীণতাড়িত খ এর সন্নিহিত ক। প্রান্তে আকর্ষণ এবং পুষ্টতাড়িত খ। দূরস্থ প্রান্তে দূরীকরণ করে, তদ্রূপ খ। প্রান্তে সংগৃহীত পুষ্ট তাড়িত ক॥ খ॥ চোঙ্গের স্বাভাবিক তাড়িতের পার্থক্য জন্মাইয়া তত্রত্য ক্ষীণতাড়িত এতদ্ সমীপস্থ ক॥ প্রান্তে আকর্ষণ ও পুষ্ঠ তাড়িত প্রান্তে দূরস্থ প্রক্ষেপণ করে। চিত্রে × ধন চিহ্ন পুষ্ট তাড়িত ও — ঋণচিহ্ন ক্ষীণতাড়িত জ্ঞাপকরূপে প্রকাশিত হইল। উভয় জাতীয় তাড়িতের বণ্টন লম্বমান বর্ত্তুল চয়ে প্রদর্শিত হইবে, প্রত্যেক সমজাতীয় তাড়িতাপন্ন লঘু কাষ্ঠময় বর্ত্তুল তাদৃশাবস্থ অবলম্ব দণ্ড কর্ত্তৃক প্রক্ষেপিত হইতেছে পরিলক্ষিত হইবে।

এখন এই পরীক্ষণটী কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়া নিষ্পন্ন করা যাউক।

ক খ, ও ক। খ। চোঙ্গদ্বয়ের প্রান্তস্থ ধাতুময় দণ্ড ও তদবলম্বিত দারুময় বর্ত্তুলচয় উহা হইতে পৃথক করুন, পরে চোঙ্গদ্বয়ের খ ও ক। প্রান্তদ্বয় সংস্পৃষ্টভাবে সন্নিবেশন করতঃ এতদুভয়কে কার্য্যতঃ একই চোঙ্গের তুল্য করিয়া গ তাড়িত পূর্ণ পরিচালক সমীপে সংস্থাপন করুন। দূরাহ্বান ক্রিয়া মাহাত্ম্যে গ এর পুষ্ট তাড়িত কখ। সংযুক্ত চোঙ্গের স্বাভাবিক তাড়িতের বিশ্লেষ জন্মাইয়া তদীয় ক্ষীণ তাড়িত সন্নিহিত ক প্রান্তে আকর্ষণ ও পুষ্ট তাড়িত দূরস্থ খ। প্রান্তে অপসারণ করে। এখন সংযুক্ত চোঙ্গদ্বয় পৃথক করিলে গ পরিচালক সমীপস্থ কখ চোঙ্গটী ক্ষীণ ও তদ্দূরস্থ ক। খ। চোঙ্গটী পুষ্ট তাড়িত পরিপূর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বে বর্ণিত তাড়িত দোলক দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষীভূত করা যাইতে পারেঃ—রেশমী বস্ত্র-সংঘর্ষণে উত্তেজিত কাচদণ্ড-সংস্পর্শে পুষ্ট তাড়িত গুণবিশিষ্ট দোলক বর্ত্তুল ক। খ। চোঙ্গ সমীপে আনয়ন করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রক্ষেপিত এবং ক খ চোঙ্গ সমীপে আনয়ন করিলে তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে দূরাহ্বান ক্রিয়া প্রভাবে সংযুক্ত চোঙ্গদ্বয়ের ক খ চোঙ্গটীতে ক্ষীণ ও ক। খ। চোঙ্গটীতে পুষ্ট তাড়িত অবস্থিতি করে।

একটী সহজ পরীক্ষায় তাড়িত দূরাহ্বানের কার্য্য প্রদর্শিত হইতে পারে:—মনে করুন কাচময় হুকে একটী ধাতব অঙ্গুরীয় নিবদ্ধ এবং এই অঙ্গুরীয়ক হইতে দুটী লঘু কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল সুক্ষ্মতারে এরূপ ঊর্দ্ধাধোভাবে * লম্বমান যেন দোলায়মান কালে উভয়ে পরস্পর সংস্পৃষ্ঠ থাকে। এইক্ষণ একটী পুষ্ট তাড়িত পূর্ণ ধাতুময় বর্ত্তুল প্রস্তাবিত অঙ্গুরীয়কের ৮।১০ ইঞ্চি উপরে আনয়ন করিলে তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠময় বর্ত্তুলদ্বয় পরস্পরকে প্রক্ষেপণ করে; আর যতই ধাতুময় বর্ত্তুলটী উত্তরোত্তর অঙ্গুরীয়কের সমীপে আনা যায় ততই বর্ত্তুলদ্বয় অধিকতর দূরীকৃত হইতে থাকে; পক্ষান্তরে ধাতুময় বর্ত্তুলটী ক্রমশঃ অঙ্গুরীয়ক হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে বর্ত্তুলদ্বয় ক্রমে পরস্পর সন্নিহিত হইতে থাকে এবং ধাতব বর্ত্তুলটী একেবারে স্থানান্তরিত করিলে বর্ত্তুলদ্বয় অঙ্গুরীয়কের নিম্নদেশে পূর্ব্ববৎ সংস্পৃষ্টভাবে লম্বমান হয়।

সর্ব্বাবস্থাতেই তাড়িত-পূর্ণ পদার্থের সন্নিকর্ষ মাহাত্ম্যে যে পরিচালকের তাড়িতভাব পরিবর্ত্তিত হয় তাহা, তাড়িতাপন্ন পদার্থ স্থানান্তরিত করিবামাত্রেই আদিম তাড়িতভাব পুনঃ প্রাপ্ত হয়; অপিচ উত্তেজক তাড়িত—গুণ-বিশিষ্ট পদার্থ যেরূপ শীঘ্র বা ধীরে

* Vartically

ধীরে স্থানান্তরিত করা যায়,তদ্রূপ পরিচালক ক্ষণমাত্র বা ক্রমে ক্রমে এই পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

আকস্মিক দূরাহ্বান ক্রিয়ার ফল।—

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পরিচালক পদার্থের তাড়িতের বৃদ্ধি বা হ্রাস ব্যতিরেকে, তদীয় তাড়িত-ভাবের আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্ত্তন হইতে পারে। দূরাহ্বান ক্রিয়া আরম্ভের পূর্ব্বে ও ইহা স্থগিত হইবার পর, পরিচালকের তাড়িত পরিমাণ একই থাকে; তথাপি উপাদানভূত তাড়িত দ্রবদ্বয়ের বিশ্লেষণ ও পুনর্ম্মিলনে এবং এতদভ্যন্তরে ইহার ন্যূনাধিক আকস্মিক গতিবিধিতে অত্যদ্ভুত বাহ্যবল-সমন্বিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ক্ষীণ পরিচালক নিচয়ে তাহা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়; যেহেতু ইহা দ্রবদ্বয়ের পুনর্ম্মিলনে ন্যূনাধিক বাধকতা জন্মায়। এতদ্ দৃষ্টান্তচয়:—প্রথমতঃ ভেক শরীরে।—একটী ভেক ধাতুময় তার যোগে কোন সংরক্ষিত পরিচালকের সহিত লম্বমান রাখিয়া, ইহাকে সংস্পর্শ না করে এরূপ ভাবে একটী পুষ্ট তাড়িত-পূর্ণ ধাতুময় বর্ত্তুল তন্নিম্নে আনয়ন করিলে পূর্ব্বোক্ত দূরাহ্বান ক্রিয়া সংঘটিত হয় ভেক হইতে পুষ্ট তাড়িত সংরক্ষিত পরিচালকাভিমুখে অপসারিত ও ক্ষীণতাড়িত বর্ত্তুলাভিমুখে আকৃষ্ট হয়; তদ্ধেতু ভেকশরীর ক্ষীণ তাড়িতাপন্ন হইয়া উঠে, কিন্তু একার্য্যটী তাড়িতপূর্ণ বর্ত্তুলের সামীপ্য নিবন্ধন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাতে কোন প্রত্যক্ষ বাহ্যবল-সমন্বিত ফল উপলব্ধি হয় না।

যদি বর্ত্তুলটী মৃত্তিকার সহিত পরিচালক সংযোগে তাড়িত বিমোচিত* করা যায় তবে তৎক্ষণাৎ ভেক শরীর ও তদসংযুক্ত সংরক্ষিত পরিচালকের মধ্যে তাড়িত দ্রবদ্বয়ের পুনর্ম্মিলন বা প্রত্যাকর্ষণ সংঘটিত হয় অর্থাৎ পরিচালক হইতে পুষ্ট তাড়িত ও ভেক শরীর হইতে ক্ষীণ তাড়িত পরস্পর আকর্ষণ মাহাত্ম্যে পুনর্ম্মিলন জন্য ধাবিত হয়। তাড়িত দ্রবের এই আকস্মিক গতিতে ভেকের অঙ্গ সমূহে কম্পন বা খেঁচনি উপস্থিত হয়; দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য দেহে।—

যদি কোন ব্যক্তি প্রবলরূপে তাড়িতপূর্ণ কোন বৃহৎপরিচালক সমীপে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে সে এই পরিচালকের অকস্মাৎ তাড়িত বিমোচন হওন কালীন একবিধ ত্রাসাবেশ অনুভব করে যেহেতু উল্লিখিত ব্যক্তির শরীরস্থ তাড়িত দ্রবদ্বয় পরিচালকের দূরাহ্বান ক্রিয়াবশতঃ পূর্ব্বে বিশ্লিষ্ট হয়, পরে ইহা অকস্মাৎ পুনর্ম্মিলন হওনকালে এই ত্রাসাবেশ সমুৎপাদন করে।

দূরাহ্বানে তাড়িত আবির্ভাব।—তাড়িতাপন্ন দ্রব্যের তাড়িতের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কোন পরিচালক দূরাহ্বান ক্রিয়াবলে তাড়িত পূর্ণ করা যাইতে পারে। এজন্য যে পরিচালক তাড়িত পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা কাচ স্তম্ভোপরি সংরক্ষিত করিয়া ধাতুশৃঙ্খল দ্বারা মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত কর। যদি পুষ্ট তাড়িত পূর্ণ করিতে হয় তবে প্রবলরূপে ক্ষীণ তাড়িত পূর্ণ কোন পদার্থ পরিচালক সংস্পর্শ না করিয়া তৎসন্নিধানে আনীত হউক। পূর্ব্ববর্ণিত মূলতত্ত্বানুসারে পরিচালকের ক্ষীণ তাড়িত শৃঙ্খলযোগে মৃত্তিকায় দূরীকৃত এবং মৃত্তিকা হইতে পুষ্ট তাড়িত পরিচালকে আকৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ শৃঙ্খল এবং তৎপরে যে তাড়িতাপন্ন বস্তুর দূরাহ্বান-নিবন্ধন এই ফল সম্ভূত হয় তাহাও স্থানান্তরিত করিলে পরিচালক পুষ্ট তাড়িত পূর্ণভাবে অবস্থিত থাকে; পক্ষান্তরে পুষ্ট তাড়িত পূর্ণ পদার্থের দূরাহ্বান ক্রিয়ায় এইরূপ কোন পরিচালক ক্ষীণ তাড়িত পূর্ণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে তাড়িত পূর্ণ পরিচালক দূরাহ্বানে তত্রত্য তাড়িতের কিছুমাত্র ত্যাগ করে না, পরীক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে ইহার তাড়িত পরিমাণ তুল্যই থাকে। এখন পরিচালকদ্বয় ক খ ও গ (১ম চিত্র) প্রকৃতরূপে সংস্পৃষ্ট না করিয়া উত্তরোত্তর সমীপবর্ত্তী করিলে দূরাহ্বান প্রক্রিয়ায় কখএর ক্ষীণ তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়, এইরূপ ক্রমিক সামীপ্য নিবন্ধন উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ, পরিশেষে এতদূরপ্রবল হইয়া উঠে যে মধ্যবর্ত্তী বায়ুর সূক্ষ্মজালবৎ

* Discharged.

অংশের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া পুষ্ট ও ক্ষীণ তাড়িত স্ফুলিঙ্গ আকারে পরস্পরাভিমুখে বেগে ধাবিত ও সম্মিলিত হয়। তদ্ধেতু গ পরিচালকের কিয়দংশ পুষ্ট তাড়িত এবং এতদ্ কর্ত্তৃক পৃথকীকৃত ও তদভিমুখে আকৃষ্ট ক খ পরিচালকস্থ সমস্ত ক্ষীণ তাড়িত বিনষ্ট হয়, সুতরাং ক খ পরিচালকে কেবল মাত্র পুষ্ট তাড়িত অবস্থিত থাকে; ফলতঃ গ ও ক খ পরিচালকদ্বয় সংস্পৃষ্ট থাকিয়া যেন একের পুষ্ট তাড়িত অপরের ক্ষীণ তাড়িতে সঞ্চালিত হইয়াছে, অবিকল তদ্রূপ কার্য্য পরিলক্ষিত হয়।

দূরাহ্বান কার্য্যের পরিমান সীমাবদ্ধ এবং পরিচালকদ্বয়ের দূরতার ন্যূনাধিক্যের উপর এতদ্ হ্রাস বৃদ্ধিনির্ভর করে।

প্রোক্ত গ পরিচালকের তাড়িত পরিমাণ (১ম চিত্র) যদি অত্যল্প হয় অথবা সাম্যভাবাপন্ন ক খ পরিচালক হইতে সমধিক দূরে অবস্থিত থাকে, তবে ক খ অধিক পরিমাণ তাড়িতের বিশ্লেষ জন্মাইতে পারেনা; দূরতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে উভয়-পরিচালকান্তর্গত স্থান দিয়া তাড়িত স্ফুলিঙ্গ গমন করে। প্রসিদ্ধঅধ্যাপক ফারেডের গবেষণায় অবধারিত হইয়াছে যে দূরত্ব ব্যতিরেকেও পরিচালকদ্বয়---মধ্যবর্ত্তী পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে দূরাহ্বান কার্য্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে; যথা---পরিচালকদ্বয়-অন্তর্বর্ত্তী স্থান বায়ুর পরিবর্ত্তে গন্ধক দ্বারা পরিপূরিত করিলে গ এর তুল্য পরিমাণ তাড়িত কখ এর অধিকতর পরিমিত তাড়িত পৃথক করিতে সমর্থ। কোন পদার্থ তাড়িত গুণ বিশিষ্ট ও সমভাবাপন্ন পরিচালকদ্বয়-অন্তর্গত স্থানে সন্নিবেশিত থাকিয়া যেরূপ তাড়িত উত্তেজনা করে তাহা ঐ পদার্থের দূরাহ্বানী শক্তি নামে অভিহিত।

তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র।

যদ্দ্বারা, সুবিধামত পরীক্ষার জন্য, তাড়িত আবির্ভূত ও সংগৃহীত হয়, তাহাকে তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র কহে।

সমস্ত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটী উপাদানে নির্ম্মিত, যথাঃ---

১। ঘর্ষক; ২। যে পদার্থের গাত্রে তাড়িত উৎপন্ন হয়; ৩। এই তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া সংগৃহীত হইতে পারে এরূপ এক বা তদধিক পরিচালক।

১। ঘর্ষক অশ্বকেশ পূর্ণ একটী ক্ষুদ্র চর্ম্মোপাধান, ইহার উপরিভাগ, সংঘর্ষণে তাড়িত উৎপাদনোপযোগী কোন দ্রব্যে আবৃত। ২। যে দ্রব্য গাত্রোপরি ঘৃষ্ট হইয়া তাড়িত প্রকাশিত হয়, উহা সচরাচর কাচে নির্ম্মিত।

এতদুদ্দেশে এই কাচ চোঙ্গ বা বৃত্ত ফলক আকারে এরূপভাবে গঠিত ও সংস্থাপিত যে সহজে দ্রুত বেগে অবিরাম গতিতে ঘর্ষক গাত্র সংস্পর্শে ঘূর্ণায়মান হইতে পারে। চোঙ্গ তদীয় জ্যামিতিক অক্ষ এবং বৃত্ত ফলক কেন্দ্রোপরি ঘূর্ণায়মান হয়। ৩। পরিচালক নিচয় ধাতু নির্ম্মিত এবং বিবিধ আকার বিশিষ্ট আর সতত‍ই অপরিচালক স্তম্ভোপরি সংরক্ষিত, অথবা সংরক্ষিণী রজ্জু দ্বারা লম্বিত।

বৃত্ত ফলকাকৃত তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র।---এই যন্ত্রটী তাড়িত উৎপাদন ও সংগ্রহণার্থ একবিধ উৎকৃষ্টতম উপায়। ইহাতে একখানি বৃহৎ কাচময়-বৃত্ত ফলক ঊর্দ্ধাধঃ সমতলে দারুময় অবলম্বে সংস্থাপিত এবং এই ফলক এতন্মধ্যভাগে সন্নিবেশিত কাচনির্ম্মিত হাতলযোগে চাক্রবালিক * অক্ষোপরি ঘূর্ণায়মান হয়।

* Horizontal.

কাশ্মীর কণ্টক।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রার্থ মিথ্যা নহে। বহু চিন্তা ও পরীক্ষার ফল অমোঘ। পৌরাণিক মনীষিজন গবেষণা বলে সংক্ষেপতঃ সকল ভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কোন কথা অব্যক্ত নাই। কোথাও গুপ্ত ভাবে, কোথাও অপরিচ্ছিন্ন, কোন স্থানে বা গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে হয়। সুদ্ধ বাক্যে হয়না; খুব মনোনিবেশ চাই, আর চাই দৃঢ় সহিষ্ণুতা! স্বজাতি বা স্বদেশ প্রিয়তা সেতারের সুরের ন্যায় নিয়ত নিজ মনে ধ্বনিত রাখিতে হইবে।

শুদ্ধ নিন্দা শুনিয়া নিন্দুক ভাবা বুদ্ধির তরলতা মাত্র। হিতেচ্ছু নিন্দুক পরম সংশোধক। নিজের অহঙ্কার নিজে স্থির রাখা যায় না, গৌরব অন্যের মুখে বড় সুমধুর।

সম্ভবতঃ আমরা "কাশ্মীর কুসুম" পাঠ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। তদ্‌ব্যতীত আরও উপলক্ষ আছে। নিরবচ্ছিন্ন কুসুমের কণ্টক নিরাকরণ করা উদ্দেশ্য নয়, কাশ্মীর শীত প্রধান দেশ পুষ্পে সুগন্ধ কম।

হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়া বাঙ্গালির সংস্কার সকণ্টক কুসুম প্রথম শ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপ, কেতকী, পদ্ম দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আমরা কেবল ওই পুষ্পতরুর কণ্টক নির্ব্বাচন করিতে বসি নাই। অবশ্য কাশ্মীর কুসুম লেখকের প্রত্যেক পুষ্পের কণ্টক না থাকিতে পারে কিন্তু কুসুমলেখক বর যেখানে কোন্ পুষ্প সুনির্দ্দেশ করেন নাই সেখানে সহসা কণ্টক তুলিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি সুগন্ধ কুসুমেই কণ্টক অধিক, কাশ্মীর কুসুমে সুগন্ধ না থাকে আমরা তাহার বিরোধী হইতে চাহিবনা। তবে প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিব।

আর এক কথা কুসুম লেখক যদি প্রকৃত প্রস্তাবে-গৃহ-সুখ রত বাঙ্গালিকে ঘরের বাহির করণার্থ কুসুমের প্রত্যেক পত্রে প্রতি পাপ্‌ড়িতে গুণ গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে মন্দ বলিনা, তবে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ত্রুটী মাত্র। ভাবী সত্যবাদী ভ্রমণকারীর সহিত অনৈক্যতা, এই মাত্র। তাতে তত ক্ষতি নাই যত ক্ষতি তাঁহার নির্গন্ধ নিষ্কণ্টক কুসুমে! এফুল বন-ফুল, নেত্র তৃপ্তি কর দীর্ঘ দিন স্থায়ী। যাহারা ভারতরঞ্জন কাশ্মীর প্রদেশ বা শ্রীনগর পর্য্যটন করেন নাই, তাঁহাদের নিকট পার্ব্বত্য পুষ্পরাশির স্বর্গীয় ভাব চিত্র করা বৃথা, কেননা নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বাক্যে প্রয়োগাপেক্ষা নিস্তব্ধ থাকা খুব ভাল। সুকবির মানস কল্পিত বর্ণনা শ্রীনগরে অভাব নাই। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কাশ্মীর কুসুমের আদি কণ্টক দুর্গম পথ। দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ভয়াবহ গিরি শঙ্কট বা পাকদণ্ডী দ্বারা গমন করিলেই প্রথমে সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয়। দুঃসহ ক্লেশ ও ভাবী মৃত্যু জনিত আশঙ্কারূপ কণ্টকই প্রকৃত প্রস্তাবে আদি কণ্টক রূপে পরিকল্পিত হইতে পারে।

তাহার পর শাখা কণ্টক অনেক, একে একে বিস্তার করিব। আমি ভ্রমণার্থীর প্রতিরোধক নহি, বস্তুতঃ সত্য ইতিবৃত্ত সকল বিবৃত করাই কামনা শোভা-সৌন্দর্য্য-কাশ্মীর-কুসুমে দ্রষ্টব্য — যদি কাশ্মীর কুসুমে কীট কণ্টক কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হন, সংক্ষেপে সকল কথা বলিব, ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারী সাক্ষী রূপে থাকিলেন।

এ সময়ে একটা রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলন করিয়া রাখি। কথাটা গুরুতর—বিশেষ রাজদ্রোহী

তার অপবাদ বহন করিবার উপক্রম তথাপি নির্ভীক চিত্তে সত্য কথা বলিব। কাশ্মীর কুসুমসম্বন্ধে সত্যতার প্রমাণ ইহা। তবে ইহা কণ্টক নহে। বস্তুতঃ সজীব কীট। যাহাতে পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হয় লোপ-পর্য্যন্ত করিয়া ফেলে, কণ্টকে শুদ্ধ ফুলকে দুষ্প্রাপ্য করে মাত্র কৌশলে কণ্টক ঘুচাইতেও পারা যায় কিন্তু কীট সেরূপ শত্রু নহে। হয়তো ইহা কোরকে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর শত্রুতা সাধন করে অবশেষে তাহার সপত্র বৃক্ষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে ইত্যাদি।

আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম যে সম্প্রতি কাশ্মীরেরও সেই দশা উপস্থিত। কুসুম লেখক তৎ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বিলক্ষণ চতুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি জানেন যে ভারতে দুর্ভাগ্য হিন্দু রাজার ক্রমে নাম মাত্র থাকিবে। সেদিনকার গুইকুমারের ঘটনা চক্ষুর উপর রহিয়াছে। আত্মকার্য্য উদ্ধার সামাজিক রীতি, কাশ্মীর কুসুম প্রনয়ন ছলে হয় স্বীয় উপজীবিকার উৎকর্ষ সাধন নয় পরিবর্ত্তনশীল সংসার-রীত্যানুসারে মশীযুদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর নিস্তব্ধতাই ভাল আর কাশ্মীর সম্বন্ধে যদৃচ্ছা গুণ গৌরব গান করিয়া রাজ সরকারের হিতৈষী হইয়া বাহাদুরী লওয়া একটা কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিয়াছেন। সুতরাং "কাশ্মীর কুসুম" লেখক সে লোভ সম্বরণ করিতে পারেননাই; জগৎ স্বার্থপর তিনি স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। তিনি মানুষের কাজই করিয়াছেন।

আমরা প্রবন্ধের মুখবন্ধে স্বীকার করিয়াছি যে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপাখ্যান মাত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিব, বিস্তার বাহুল্যের সময় নাই, স্থানাভাব প্রভৃতি অনেক কারণ আছে; যাহা হউক আজি মোটা মুটী কয়েকটী সত্য কথা সূচনা মাত্র করিয়া রাখিব। প্রয়োজন হয় সময়ান্তরে কণ্টক উৎপাটিত করিয়া লইব।

বলিতেছিলাম যে, রাজ পুরুষদের কথা, কাশ্মীরের স্বতঃ প্রলোভনী ক্ষমতায় শ্বেত পুরুষেরা বিমুগ্ধ, স্বদেশীয় জল বায়ুর অনুরূপ বলিয়া হউক অথবা অকিঞ্চিৎকর রতি পতির শাসনে শ্রীনগরের পরী মহলে যদৃচ্ছা বিচরণ করিবার লালসায় সতৃষ্ণ নয়নে কাশ্মীরের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া থাকেন। এবং মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে কাশ্মীরকে আত্মসাৎ করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। স্বজাতীর মনঃক্ষোভ দূরীকরণার্থে বড় বড় সম্বাদপত্র সম্পাদকগণ তাহার সপক্ষতা করেন।

অন্য পরে কি কথা; পঞ্চবিংশতি কোটী প্রজার সর্ব্বে সর্ব্বা রাজ প্রতিনিধি লর্ডলিটনও একদা কাশ্মীরকে বৃটীশ ইণ্ডিয়ার সীমাভুক্ত করণে মনস্থ করিয়াছিলেন!! কি অসামাজিক নাস্তিকতা! কাশ্মীরের অপরাধ! সেবার শ্রীনগরে দুর্ভিক্ষ হইয়া কয়েক শত লোক মরিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দিন পুর্ব্বে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে কয়েক লক্ষ লোক প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তার অনবধানতা ও অদূরদর্শীতায় কাল গ্রাসে পতিত হইল! তাহার জবাব দিহী কে হইল? সে তো কাশ্মীরের ন্যায় শাস্ত হিন্দু রাজাধিকার নহে? বিগত আফ্‌গান যুদ্ধের উল্লেখের প্রয়োজনাভাব, এ যে একজন সর্ব্বোচ্চ পদস্থ গৌরাঙ্গের লীলা খেলা! ধিক্ স্বার্থপরতায়! কাশ্মীর কুসুম লেখকের দোষ নাই!!

দ্বিতীয়তঃ শৈত্য। অত্যধিক শীতলতাও কাশ্মীরের এক শাখা কণ্টক রূপে গণ্য। সম্ভবতঃ ভারত বাসী বা বাঙ্গালীর তাদৃশ শীত প্রধান দেশে অবস্থান ভারী ক্লেশকর ও অসুবিধা জনক। হেমন্ত, শিশির, বসন্ত তিন ঋতুর ছয় মাস তো স্থানীয় লোক দিগের স্বীয় বহির্বাটীতে পদ চালনার উপায় নাই। শুষ্ক বার্ত্তাকু প্রভৃতি লঙ্কা সহযোগে এক কিম্ভূত কিমাকার আহারের উপকরণ। শুষ্ক বা দীর্ঘ দিনের মাংস রুটী ভাত্ কথঞ্চিত। দুগ্ধের নাম মাত্র নাই। এই সকল ঘোর অসুবিধা তদুপরি

প্রাণ নাশক হিমনদী জমিয়া ধবল বর্ণের প্রস্তুত কাচপথ হইয়াছে। গাছ ঢাকা বরফ, গৃহের ছাদে বরফ, বরফের কাচ নল ছাদনালী রূপে উপর হইতে নামিয়াছে। গবাক্ষ পথ অবরুদ্ধ কাগজে মোড়া, কদাচিৎ উন্মোচন করিলে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব শ্বেত রাজ্যে অবস্থান স্মরণ হয়। প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। ধবল বর্ণের চতুর্দ্দিকস্থ উত্তুঙ্গ গিরিমালা শ্বেত প্রাকার রূপে দণ্ডায়মান। সূর্য্যের সাক্ষাৎ মাত্র নাই পানীয় আচমনীয় এবং শৌচ জলও উত্তপ্ত করিতে হয়। কি চিরস্বভাব বিরোধী অবস্থা! চিন্তাই ভয়াবহ, এরূপ অবস্থানে ক্লেশের পরিসীমা নাই সকল সুখ বিস্মৃত হইতে হয়! অগ্নি জ্বালিয়া উপবেশন, শয়ন, ভোজন। এক খণ্ড ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে ছত্রে ছত্রে হস্ত হইতে লেখনী উন্মোচিত হইয়া পড়ে। প্রতি পাঁচ মিনিটে হস্ত উত্তপ্ত করিতে হয়, রাত্রে শয়ন কালে যে অবস্থায় শয়ন কর দেহাভ্যন্তরে হাড়ে হিম প্রবেশ করিয়া কন্ কন্ করে। অঙ্গ অবশ হয়, দেহে জড়তা মানসিক অসাড়তা সুতরাং অশান্তি ক্ষণে ক্ষণে প্রতীতি হয়। শুদ্ধ কুসুম দর্শনে কি হইবে? কণ্টকে সকল নষ্ট করিয়াছে। সীমাবদ্ধ একটী সংকীর্ণ গৃহে বাস করিয়া চিত্তের সংকীর্ণতা স্বতঃ উপস্থিত হয়। সুতরাং দুর্ব্বলতা আপনি জন্মে, ভীরুতা জনিত অধীনতা কাশ্মীর বাসীদিগের যে অপবাদ নিশ্চয় এই কারণে জন্মিয়াছে।

তৃতীয় কণ্টক অপরিচ্ছন্নতা। কাশ্মীরের নর নারী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে মনে কেমন এক অবক্তব্য বিকৃত ভাবের উদয় হয়। তাহা আর কোন সুখেই অপনীত হয়না; আজি পর্য্যন্ত লেখকের হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় সে ভাব জাজ্বল্য রহিয়াছে। আহা! "কাশ্মীর কুসুম" লেখক সুরসিক বাবু সংসারের উৎকৃষ্ট কুসুম নারী জাতিকে কি কুসুম উল্লেখ করেন নাই! বস্তুতঃ; পুষ্পের উৎকৃষ্টতায় কণ্টকের আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা। একথা স্বীকার্য্য, তবে লেখকবর পক্ষ বিহীনা পরীকে কাশ্মীর রূপ স্বর্গের শ্রীনগরের নন্দন কাননে বিচরণ করিতে দেখিয়া একে বারে বিমোহিত হইয়াছেন। এদিকে যে সেই পক্ষ বিহীনা পরী সময়ে সময়ে বস্ত্র বিহীনা হইয়া এক বিকৃতি দর্শন হইয়া পড়ে, তাহা দেখিতে পান নাই কি? তাহার উপর তাহাদের চিত্ত স্বতঃ স্বাভাবিক অপরিচ্ছন্নতা, নিকট দিয়া গেলে অন্নাশন অন্ন উদ্গীর্ণ হয়। মলিন বেশী অপ্রশস্ত মুখশ্রী; শ্রমকাতর দেহ সুকুমার হইয়াও কর্কশ কাঠিন্যে পরিণত। প্রকাশ্য নদীতীরে পশ্বাদিবৎ উলঙ্গ হইয়া নিমজ্জন যদৃচ্ছা অভিসারে গমন, এসকল "কুসুম কণ্টক" নয়তো কি? আমরা আজি আর এসম্বন্ধে সবিস্তার সম্বাদ প্রকাশ করিয়া লেখনী ও মনকে কলঙ্কিত করিতে চাহিনা। চিন্তাশীল ইহাতেই বুঝিবেন।

হায়! হতভাগ্য ভারতের অধঃপাত নাকি বিধি লিপি; তাই আমাদের গৌরব ময় হিন্দুরাজার রাজত্বের আভ্যন্তরিক দুর্দ্দশার অবধি নাই। যে কাশ্মীরি শাল রুমাল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পী হস্ত সম্ভূত বলিয়া সর্ব্বত্রই অভিনন্দিত হয়; যাহার গৌরব শুদ্ধ ভারতে নহে প্রত্যুত সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডের সভ্য জনপদ মাত্রেই সমাদৃত ও সাদরে ব্যবহৃত, সেই সকল শিল্পী দিগের অবস্থা আজি শত বর্ষাধিক সমভাবে রহিয়াছে। কেন তাহাদের অবস্থার উন্নতি দেখিতে পাইনা, যে অতি অল্প সংখ্যক পঞ্জাবী ও কাশ্মীরি মহাজন আছে তাহারা তাহাদের উন্নতির অন্তরায় নহে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে। তবে কি এক মাত্র রাজার অনবধানই ইহাদের দুরবস্থার মূল কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, হিন্দু রাজা যেমন স্বরাজ্যে সুরা ও গো মাংস বিক্রয় প্রতিষেধক আইন প্রচার করিয়া নিজের হিন্দুত্ব ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তেমনি শাল বয়ন কারী দিগের কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা প্রবর্দ্ধন করিলে স্বরাজ্যের অবস্থা অচিরাৎ পরি-

বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। একণে ইউরোপীয় শিল্পী গণ স্বলভ মূল্যে প্রায় অধিকাংশ ভারতীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিয়াছেন, আর কি দেশীয় রাজাদের পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রা যাওয়া উচিত? সত্য বটে বিলাতি শিল্প জাত দ্রব্য আমাদের দেশের ন্যায় সকল অংশে উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু তাহা কি জন সাধারণ বিচার করিতে পারিবে? মাঞ্চেষ্টর বোম্বাই বাসী দিগের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া তথাপি পারিয়া উঠিতেছেন না।

আমি তাই বলিতেছিলাম যে কাশ্মীর কুসুম লেখক কাশ্মীরের হিন্দু রাজাকে যেমন সর্ব্ববিধ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া ইংলণ্ডের আলফ্রেড নরপতির স্থানে আসন প্রদান করিয়াছেন সেই সঙ্গে যদি রাজার অনবধান জনিত কুব্যবস্থায় বর্ত্তমান ও ভাবী অমঙ্গলের সম্ভাবনা ইহার আলোচনা করিতেন তবে দেশের প্রকৃত হিত সাধন হইত। নতুবা কেবল স্বভাবের সুখ সৌন্দর্য্য কোমল বর্ণাবলীতে সুসজ্জিত করিয়া স্থান বিশেষের বণন করিয়া কৌতুহলী পাঠক পাঠিকার মনে নিরর্থক আমোদ উৎপাদন করা বড় গর্হিত কার্য্য। অন্ততঃ আমার বিবেচনায় ঐতিহাসিক সত্য গোপন করা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে? আমরা তদর্থেই এই কণ্টকের সৃষ্টি করিয়াছি।

দিন দিন কাশ্মীরে আর একটী উপকণ্টকের দল পুষ্টি হইতেছে। কাশ্মীর প্রদেশে যে সকল বঙ্গীয় ভ্রাতৃবর্গ কার্য্য সূত্রে অবস্থান করেন, তাহারা যদি শ্রীনগরকে পল্লীস্থান বিবেচনা করিয়া তাদৃশ অহংকৃত হইয়া থাকেন কোন কথা নাই, কিন্তু আজি তাঁহাদিগকে ও প্রায় একবিধ অগ্রভাগ হীন কণ্টক রূপে উপস্থিত করিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহি। এস্থলে একটী কথা মনে পড়িল। আমাদের সাহিত্য সভায় প্রথম প্রচারিত "অকাল উন্নতি" প্রস্তাব পাঠ করিয়া কোন কোন ভ্রাতৃবর্গ খড়্গহস্ত হইয়া আমাদিগকে উপহাস ও তাড়না করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নহি, যাহা আমাদের জাতীয় দোষ তাহা আমরা নিজে উদঘাটন না করিলে কে তাহা করিতে আসিবে? তাই আজি "কাশ্মীর কণ্টক" প্রবন্ধ উপলক্ষে ভারত কণ্টক বৈদেশিক বা প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গের সমীপে নিবেদন এই যে তাঁহারা কোন কোন স্থলে কিছু ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া যদি এই রূপ কপট দুর্ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা তাঁহাদের জানা উচিত যে উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব বা কাশ্মীর ভ্রমণ কারি মাত্রেই তাঁহাদের অর্থানুকুল্য বা অন্য কোন দুরূহ অনুগ্রহের প্রার্থী নহেন, কোন যথার্থ ভ্রমণার্থী উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের স্বতপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল কৃত্রিম মলিনভাব অবলম্বন করে।

আমি তিন বৎসর কাল ভারতের যে সকল প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছি তত্তৎ স্থানের সর্ব্ব প্রধানতম বাঙ্গালির আলয়েই উপস্থিত হইয়া পরম সমাদরে গৃহীত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। প্রত্যুতঃ আমি অন্যপক্ষে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বত্রই ব্যথিত হইয়াছি, সদুপায়ের সুযোগ ও ইচ্ছার অভাবে অনেক বঙ্গীয় যুবক চাকুরী প্রত্যাশায় ঐ সকল প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা না হয় পেটের দায়ে বিদেশে ছুটিয়াছেন তাই বলিয়া কি তাঁহারা একেবারেই উপেক্ষনীয়? আমি স্বীকার করি সেই সকল উমেদারের সহিত দুই এক জন ব্যবসায়ী উমেদারও থাকেন, কিন্তু তত দূরদেশে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ হইয়া অভ্যাগত ভ্রাতৃবর্গকে আশ্রয় না দিলে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক দেশে বিদেশে বিঘোষিত হইবে।

আমি, কাশ্মীর কণ্টক, ভ্রাতাদিগকে উপলক্ষ করিয়া উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশেরও কথা উল্লেখ করিতেছি, বোধকরি ইহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিরক্ত হইবেন না। কেননা কথা একই উদ্দেশে বলিতেছি।

যৎকালে মহামান্য রাজকুমার প্রিন্সঅব ওয়েলস কলিকাতায় আগমন করেন, তখন কাশ্মীরাধিপতি

ও রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার তৎকালীন আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, না জানি এই হিন্দুকুল চূড়ামণি ভূস্বর্গাধিপ স্বরাজ্যে স্বধর্ম্মের কতই গৌরব ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীনগর পরিদর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে তাদৃশ সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি নাই। যদিও কাশ্মীর মুসলমানাধিক্য প্রদেশ কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে সেই সকল মুসলমানদিগের মধ্যে অধিকাংশই দুই তিন পুরুষে মুসলমান। যৎকালে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর ও আরাঙ্গিব বাদসাহা দুঃসহ গ্রীষ্ম সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীর শৈল প্রবাস করিতেন; অনেক হিন্দুপরিবার সেই সময়ে ভয়, মৈত্রতা, ও লোভপরবশ বা অত্যাচারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তদবধিই তাহারা কিয়দংশে মুসলমান আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগকে কি, হিন্দুসমাজ পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন না? যদি বিলাত প্রত্যাগত আস্ত গো বরাহ ভোজী হিন্দুসন্তানকে সমাজে লইবার উদ্যোগ হয় তবে ইহারা কি অপরাধ করিল? কেন কাশ্মীরের হিন্দুরাজা তো সাধারণ হিন্দুর সহিত সম্মিলিত না করিতে পারিলেও নিম্নশ্রেণী নীচ শূদ্রের ন্যায় পতিত হিন্দুর একটী থাক্ সংগঠন করিয়া হিন্দু উপাসকের দল পুষ্টি বা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন? রাজা ভারত বাসীকে সুরা বিক্রয় নিষেধ বিধি করিয়াছেন উত্তম, কাশ্মীরের ত্রিসীমায় কোন দর্পিত রাজ পুরুষও গোমাংসাহার করিতে পান না, আরও উত্তম, চৌর্য্য অপরাধ বিশেষ সপ্রমাণিত হইলে হাতের কব্জা পর্য্যন্ত কাটিয়া দিবার বিধি নিবন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কি স্বধর্ম্মের উন্নতি বিধান নিমিত্ত কিঞ্চিৎ রাজাজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন না? কে তাঁহার অবাধ্য হইবে? খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মী রাজাগণ পরের দেশে আসিয়াও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সহস্র উপায় অবলম্বন করত স্বধর্ম্মের উন্নতি কামনায় বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও রাজার মনে কেন একথা উত্তেজিত হয় না বলিতে পারিনা।

আর এক কথা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি তাই লিখিতে সাহসী হইয়াছি, শুনিয়াছি নাকি শ্রীনগরে রাজ দরবারে শ্রীমন্মহারাজ যখন কোন অলীক কল্পিত বিষয়ের বক্তা হন তৎকালে তাঁহার পারিপার্শ্বিক ও দর্শকবৃন্দ সমেত তাঁহার যদৃচ্ছা কথিত বাক্যাবসান মাত্রে এক কালে "সত্যবচন মহারাজ" এই ধ্বনি, উপস্থিত সকলেই একতান কণ্ঠে করিতে বাধ্য হন; আবার রাজ দরবার হইতে প্রত্যাগমন কালে পশ্চাৎ হাঁটিয়া আসিতে হয়, তবে বাদসাহী কুর্ণিশের অপরাধ কি? এসকল অপক্ক কণ্টক সহজেই বিদ্ধ হয় কিন্তু তত যাতনা নাই। আর নিজ দরবারে বসিয়া কাশ্মীরাধিপ যে আত্ম প্রশংসা সাহঙ্কার বাক্যচ্ছটা অবিরল ধারায় বর্ষণ করেন তাহাতে তাঁহার আত্ম মর্য্যাদা বৃদ্ধি না হইয়া অধীনস্থের কাছেই হানি হইবার সম্ভাবনা। তিনি বঙ্গদেশের মহিলাগণের নির্লজ্জতা উপলক্ষে সরোবর ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব ত্যাগ করা ইত্যাদি বলিয়া নিজে শ্রোতৃবর্গের কাছে বাহাদুরী লইয়া থাকেন। একি? বর্ষীয়ান হিন্দুরাজোচিত কার্য্য? এই সকল অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই অশিক্ষিত হিন্দুরাজাদিগের রাজ্য বিলোপ হইয়া গিয়াছে। আর কেন? এখন আর সেকাল নাই, সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে এক পদ বিচলিত হইলে ন্যায়দণ্ড জনরবের রসনা ঘোষনা করিবে, নিস্তার কি? আমরা সুহৃদ ভাবে এই সকল কণ্টক বা কলঙ্ক কথা সংক্ষেপে বলিলাম, ভরসা করি বিস্তারের প্রয়োজন হইবে না।

কাশ্মীরের প্রজাবর্গ অতিশয় নিঃস্ব, তাহাদিগকে রীতিমত সুশিক্ষায় অনুরক্ত করিতে হইলে, রাজ কোষ মুক্ত রাখিতে হইবে ও রাজ নিয়ম দ্বারা আপাততঃ কিয়ৎকাল শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে; আর এক কথা প্রকাশ্য নদীজলে নগ্ন নিমজ্জন রাজ বিধি দ্বারা সহজেই নিবারিত হইতে পারে,

লাহোর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় লোকেই ঐ রূপ অনেক কুবিধি প্রতিষেধ করিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে করেক বৎসর হইতে শ্রীনগরের পার্ব্বত্য প্রদেশে একজন ফরাসীস্ রাজাধীনে নিযুক্ত হইয়া বিদেশীয় প্রণালীতে উচ্চ মূল্যের সুরা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইবার কাশ্মীর কণ্টকের উপসংহার হইবে। অর্থ লোভে ইংরাজ গবরমেণ্ট ভারতে বিষ পানের স্রোত বহাইয়াছেন। খোলা ভাটী করিয়া ভারতের সর্ব্ব স্বান্ত করিতেছেন, তথাপি এই হত্যার ব্যবসায়ের লোভ সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেননা। গত বৎসর কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে কমিসন পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছিল, একজন বাঙ্গালি বাবু ও তাহাতে সাক্ষ্য দিয়াছেন কিন্তু হায় ভুনি বার্য্য লোভ সহজে অসম্বরনীয়। তাই বলি অল্প প্রাণী কাশ্মীর অধিপতি কি সেই অর্থ লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? অন্ততঃ আমরা ইহা ভরসা করি না। হায়! ভারতের অদৃষ্টাকাশে কি অলক্ষণ ধূমকেতু! ধনশালীর আকাঙ্ক্ষা সহজে নিবৃত্ত হয় না। রাজার রাজ্যলাভ পিপাসা বরং ভাল তথাপি এ রূপ স্বরাজ্যের প্রজার সর্ব্বনাশের পথ বিমুক্ত রাখিয়া রাজকোষ পুরণ করাপেক্ষা সাহাজিহান বাদশাহার দাসী মুখে পুষ্প শয্যার দণ্ডের কথা শুনিয়া বনে বনে ভ্রমণ করাই শ্রেয়স্কর। *

আমরা এই খানে এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম, স্থূলদর্শী কাশ্মীরের বাহ্যিক শোভায় বিমুগ্ধ হউন। চিন্তাশীল, কুসুমে কীট দৃষ্টে রোদন করুন। ইত্যাদি

:-:o:-:-

উপনিবেশ।

মানব সমাজের উপস্থিত অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত উপনিবেশ ইচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ, ইহা প্রতিনিয়তই মনোমধ্যে উদ্দীপিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস-জগতে এক বার অনুধাবন করত দৃষ্টি পাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে অন্যান্য উন্নতিকর বিষয়ের সহিত উপনিবেশ সংস্থানও মনুষ্য সমাজকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছে। কি জ্ঞান ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক ভারতীয় আর্য্য জাতি, কি স্বধর্ম্ম নিরত বিলাসপরতন্ত্র মুসলমানগণ, কি বিজ্ঞানমণ্ডিত সভ্যতার সীমাস্পর্শী ফরাসী জাতি, কি অভিনব সভ্যতাভিমানিগণ, সকলেই এক সূত্রে এক মাত্র উপনিবেশ আবাস গ্রহণ করিয়াই বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং এতদ-সম্বন্ধে ফলাফল বিচার করিবার নিমিত্তই অদ্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। দেশহিতৈষী পরিণামদর্শী পাঠকগণ অবশ্যই প্রস্তাবিতবিষয়ে মতামত প্রদান করিয়া সাহিত্য সভাকে উপকৃত করিবেন। আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় সূচনা মাত্র করিলাম।

পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এই বর্ত্তমান জগতের কিয়দংশ

---

* পুষ্প শয্যার ইতিবৃত্ত।

কিম্বদন্তী এই যে সা আলম বাদশাহা প্রত্যহ দুই মোণ সুগন্ধ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিতেন। একদা শয্যা রচনা কারিণী দাসী স্বরচিত শয্যায় সুখপরীক্ষার্থ, তাহাতে শয়ন করা অপরাধে দশ বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া হাস্য করে, বাদসাহ সেই রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইলে দাসী কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল যে "আমি এক প্রহর আন্দাজ যে পুষ্প শয্যায় শুইয়া দশবেত্রদণ্ড প্রাপ্ত হইলাম, যাহারা আজন্ম সেই শয্যায় শয়ন করে, না জানি একজনের কাছে তাহদের কত বেত্রাঘাতইবা খাইতে হইবে!!" অনন্তর বাদশাহের এই বাক্যে চৈতন্য লাভ হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত অনুসারেই "সাহাজাদ আলম ভেরেদিয়ে" ইত্যাদি গীত রচিত হইয়াছিল।

মাত্রই মনুষ্য চক্ষে পতিত হইয়াছিল এবং সমগ্র না হউক পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই যে এক মূল জাতি হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদের উচ্চারিত ভাষা এক মূল ভাষা হইতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এসম্বন্ধে গবেষণাশীল পুরাতত্তবিদ্‌গনই সাক্ষী প্রদান করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ এই এক মূলোৎপন্ন জাতি সমূহের অবস্থান এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব কি জন্য ধারণ করিয়াছে? যদি ভাগীরথী তীরবাসী আর্য্যোপাধিক ও দুরান্তস্থিত রাইন নদী তীরবর্ত্তী জর্ম্মানগণ এক পিতা মাতার সন্ততি, তবে বর্ত্তমান সময়ে উভয়ের এতাদৃশ পার্থক্য কেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে অন্য কারণাপেক্ষা উপনিবেশানুরক্তিই যে এই বিভিন্নতার মূল তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই পৌরাণিক তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি ফরাসী ইংরাজ ও আমেরিকান বাসীদিগের কথা অনুসন্ধান করা যায়, তাহাতেও আমরা সর্ব্বাগ্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, এক মাত্র উপনিবেশ প্রথাই সকল উন্নতির মূল ইহাতে মতদ্বৈধ নাই।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন ভূখণ্ডে শান্তি ও সুখবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি লোকাধিক্য ঘটিয়াছে, এবং অতিরিক্ত লোকজনিত বিবিধ অসুবিধাই মানব মনে উপনিবেশ ইচ্ছা প্রদান করিয়াছে। তাহাতে উন্নতিশীল জাতি মাত্রেই সদিচ্ছা প্রণোদিত আপনাপন অভীষ্ট সাধনে নিযুক্ত হইয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। উল্লেখ অতিরিক্ত মাত্র যে, একথার প্রমাণপ্রয়োগের আর আবশ্যক নাই। একবার পাশ্চাত্য জাতি বিশেষের প্রতি নেত্রপাত করিলেই স্পষ্টতঃ উল্লিখিত বিষয় প্রতিপন্ন হইবে।

স্বাভাবিক নিয়মে লোকাধিক্য ঘটিয়া স্বচ্ছন্দ অবস্থানের এক অন্তরায় ঘটে, সুতরাং মানব সাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করে, ও অকৃষ্ট ভূমি সংকর্ষণ, নূতন গ্রামাদি পত্তন, বৈদেশিক বাণিজ্যের কর বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা তখন অভাব আবিষ্ক্রিয়ার প্রসূতি রূপে তাহাদের চিত্ত ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। অবশেষে যখন তাহাতেও অসুবিধা ঘটে, তখন স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গমন ভিন্ন আর কি উপায়ান্তর আছে? তখন একমাত্র উপনিবেশই তাঁহাদের স্থিরসংকল্প হয়।

আমরা সামান্য জাতি বা নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি লোককে কৌশলে বা বল পূর্ব্বক ভিন্ন স্থানে প্রেরণকে উপনিবেশ বলিতেছিনা, যে দেশে নর নারী মুখে "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" প্রবাদ, বাক্যের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, যে দেশবাসী নর নারী গণ সামান্য দূর বিদেশে থাকিতে আন্তরিক অসম্মত; দেশ পর্য্যটন প্রথা যে দেশে নাই বলিলেই হয়, আজি বল্ প্রয়োগ করিয়া কি সেই চিরভ্রান্ত গৃহ সুখরত জাতির হৃদয়ে ঔপনিবেশ ভাব প্রবেশ করান যায়? হা! হতবিধে! যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার মস্তকে করিয়া বর্ত্তমান ভারতে উপনিবেশ আবাস গ্রহণ করিয়াই আদিবাসী অনার্য্য জাতি মণ্ডলীকে বিদূরিত করিয়াছিল, এখন তাঁহাদেরই বংশজগণকে এই প্রামাণিক স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বুঝাইবার নিমিত্ত কতিপয় নব্যজাতির অবস্থা সমালোচন করিতে হইবে? হায়! ইহাপেক্ষা আর শোচনীয় ঘটনা কি হইতে পারে?

সভ্য জগতে উপনিবেশ সংস্থান দ্বারা যেমন কতকগুলি অসম্ভবনীয় হিত সাধিত হইয়াছে, তেমনি আবার পক্ষান্তরে কতিপয় নিশ্চল উদ্যম হীন জড়প্রায় জাতির সম্ভবাতিরিক্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, স্বভাবদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারে যে জাতি নিশ্চেষ্ট তাহার অমঙ্গল ও ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। উপমাস্থলে ভারতবাসী ও আমেরিকবাসীদিগের সুখ সৌভাগ্য আলোচনা করিলেই যথেষ্ট প্রতীতি হইবে, অন্যত্র যাইবার প্রয়োজনাভাব।

যৎকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট

দ্বারা সনন্দ গ্রহণ করত বহির্বাণিজ্যে নির্গত হইয়াছিলেন, এবং তৎপুর্ব্বেও গ্রীশ ও ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে গ্রীক ও ইটালীয়ান, ওলন্দাজ, ফরাসীস এবং দিনেমারগণ জলপথে ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতের তৎকালীয় অবস্থার সহিত বর্ত্তমান দশা পর্য্যালোচনা করিলে মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ উত্থিত হয়। হায়! সে দিন কি অশুভ, যে দিন হইতে হিরণ্ময়ি ভারতভুমির প্রতি এই উথিত জাতি সমূহ সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাতকরত মহাবেগে আগমন করিয়া সোণার ভারত ওতপ্রোত করিয়াছিল এবং তদানুসঙ্গিক উপনিবেশ প্রথার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। লোক সকল প্রথমে বহির্বাণিজ্যে অনুরক্ত হইয়া উপনিবেশ বাস সংকল্প করে, অল্পব্যয় অল্পায়াশে স্বর্ণপ্রসুভুমিতে সুখসাচ্ছন্দের সচ্ছলতা দেখিয়াই লোক সাধারণে একদা বিমোহিত হইয়া যায়; এবং সেই মোহন ভাবই তাহাদের হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় রহিয়া উপনিবেশ করিতে বাধ্য করে; নিশ্চিন্ত সামাজিক অবস্থান, অসাধারণ সৌভাগ্য মূলক যে জাতীয় স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় তাহাতে অধিকার হইয়া রহিয়াছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি তাহারা উদ্যম শূন্য হইয়া বসিয়া থাকে তবে তাহাদের দ্বারা কিরূপ আশা করা যাইতে পারে?

আর একবার ভিন্ন দিকে নেত্র সঞ্চালন কর, নব আমেরিকবাসীগণের অভ্যুদয় পর্য্যালোচনা কর, কোন্ পুর্ব্বকৃত পুন্যবলে সৌভাগ্যজনিত মাকিন বাসীগণ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন? লর্ড ওয়াশিংটন কোন্ মন্ত্র প্রনোদিত হইয়া জাতি সাধারণ মধ্যে একটী হুলস্থুল পাড়িয়াছিলেন, আপনাদের শৃঙ্খলিত অবস্থার সহিত কিরূপ কৌশলে সংগ্রাম করিয়া উপনিবেশ দেশে স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন একথার কে উত্তর দিবে? এক মাত্র বহির্বাণিজ্য প্রিয়তাই কি তাঁহাদের মনে উপনিবেশ সাধেচ্ছা অর্পণ করে নাই? একণে চতুর্জ্জগত এই জাতির সাপ্তাহিক বা দৈনিক উন্নতি বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিতেছে! এ কাহার বলে? এক মাত্র বহির্বাণিজ্য বা উপনিবেশ প্রথাই নব আমেরিকায় সকল সৌভাগ্যের মূল। একথা কে না স্বীকার করে?

বর্ত্তমান জগতে যে জাতি আপনার উন্নতি বা সুখ সৌভাগ্য চায়, তাহারা সর্ব্বাগ্রে গৃহের মায়া পরিত্যাগ করুক। সকল উন্নতির মূলীভুত জ্ঞান অর্থোপার্জ্জনে দেশান্তর গমন করুক। বহির্বাণিজ্য নহিলে "আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা" দেখাইলে কি হইবে? যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের নিকট সম্বন্ধ অগ্রে তাঁহাদেরই সাহায্যে দুরবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। পরে ক্রমশঃ অবলম্বিত উপায় গ্রহণ করিবেন, হায়! কি দুর্ভাগ্য! ভারত জাত তুলা, রেশম, পাট প্রভৃতি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া এই দেশেই বিংশতি গুণ বৃদ্ধি মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে দেশীয় লোক দ্বারা এই সকল দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত ও বিনিময় হইলে কীদৃশ উপকার হইতে পারে, ইহা কি এ দেশের ধনবান্‌গণের কল্পনাতেও ধারণা হইবে না? আসার কবে এ সকল বিষয় আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে? উচ্চ শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষমতার যাহা কিছু অভাব আছে কার্য্য বিশেষে লিপ্ত হইলেই পূরণ হইবে, অনেকে উপনিবেশ প্রথাকে একটা কথার কথা বা করিলেই হইল ভাবিতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীলদিগের ইহা গুরুতররূপে আলোচনা করা চাই। সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিত জনগণ মিলিত হইয়া একটী সমিতি করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের অধিবেশন হওয়া চাই! তাহাদের মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্র কতিপয়, উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তির হস্তে সম্পাদনের ভার দেওয়া উচিত। এবং এতৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি ভিন্ন জাতীয় সংগৃহীত উপায় ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, সভা হইতে একটী বহির্বাণিজ্যের শাখা সংস্থাপন করণানন্তর তদ্দারা জয়ন্ট ষ্টক লিমিটেড কোম্পানি নামে অভিহিত হইয়া দেশ বিদেশে

স্বদেশ জাত দ্রব্যের বিনিময় ও ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজন। অনন্তর সহযোগী বিশেষকে বাণিজ্য দ্রব্য সহ সাধারণ আয় হইতে পর্য্যটনে প্রেরণ করিতে হবে। সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে অনুরত থাকিবে, উপযুক্ত বোধ করিলে দেশ ভেদে আচার ব্যবহার রীতি নীতি সামাজিক অবস্থানের সহিত দেশের নৈসর্গিক শস্যাদি বাণিজ্যের তাবৎ বৃত্তান্ত মূল সভার কাগজে প্রকাশিত হইবে। অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে দোষাদোষ বিচারিত হইবে। সমর্থ হইলে পর্য্যটক ইচ্ছামত সহযোগী সংগ্রহে তৎপর হইয়া বিভিন্ন স্থানে শাখা সভা করিতে পারিবেন। এই সকল কার্য্য যথারীতি দীর্ঘকাল সম্পন্ন হইলে বিশেষ ফল বুঝা যাইবে।

এই কার্য্যে স্থানীয় সুশিক্ষিত ও সম্বাদপত্রের সম্পাদকদিগের সহানুভূতি বিশেষ আবশ্যক; অন্ততঃ প্রতি মাসে তাঁহারা উপনিবেশ সূত্রে দুই চারি পংক্তি লিখিয়া স্বীয় স্বীয় পাঠক গণকে উত্তেজিত করিবেন, স্বাধীন বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে অবরুদ্ধ পথ কণ্টকহীন করিতে হইবে। তাহাতে যদি সমধিক অর্থের প্রয়োজন হয় তাহাও করণীয়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে কেহ কেহ যেন এক পুরুষে একদাই পরম্পরা সকলকে লইয়া উপনিবেশে প্রবৃত্ত না হন। তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হইবে না। প্রথমে কোন উপযুক্ত স্থানে কিছুদিনের নিমিত্ত বাণিজ্যার্থে গমন করত পরে তথায় কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যখন দেখিবে অনেকদিন স্বদেশ বিদেশ যাতায়াত, পরে কেহ কেহ স্বত প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশে পুনরাগমন করিতে অনিচ্ছুক হইবে তখন এক বিধিবদ্ধ নিয়ম অবধারণ করা চাহি। এই কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। দেশীয় ধনিগন ব্যতীত কে ইহার সহায় হইবে? তাঁহাদের কিয়দংশ অর্থ উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশীয়ের একটী পরম মঙ্গলময় কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যাউন, এই অনুরোধ। আমরা এই পর্য্যন্ত যাহা বলিবার বলিলাম। চিত্তরঞ্জিনী পাঠকের অনুরাগ দেখিয়া আবার কিছু বলিব*।

কলেরা।

কলেরা যে কি, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ইহার নাম শুনিলেই আবালবৃদ্ধ সকলেরই হৃৎকম্প হয়। আদৌ এই ভয়ঙ্কর রোগের উৎপত্তি কোথায় কি রূপে হইয়াছে তাহা লইয়া অনেক মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক বলেন যে ইহা সর্ব্ব প্রথম ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে কোচিন রাজের সৈন্য দল মধ্যে প্রকাশ পায়, তদনন্তর ক্রমশঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'উল্লিখিত মতটী ভ্রমাত্মক' এ কথা বলিলে আমিই সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। কারন যখন অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে তখন ইহা যুক্তিতে না আসিলেও অগত্যা বিশ্বাস করা উচিত। বিশেষতঃ হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদিত "সদৃশ চিকিৎসা সার" নামক গ্রন্থে উক্ত মতটী সাদরে গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া সমধিক দুঃখিত হইলাম।

---

* কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানীস্থ কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, বলিতে কি, যৎকালে ইহা লিখিত হইয়াছিল তখন অনুরোধকারী বন্ধুগণ বাঙ্গালির উপনিবেশ নিতান্ত অনিবার্য্য বোধে প্রথমে গুপ্ত ভাবে একটী দলবদ্ধও করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বান্ধববর্গ কৌমার অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়া আর উপনিবেশ বা বিদেশ গমন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না, আমরা জানি সে সময়ে তাহারা উপনিবেশার্থ সাগর দ্বীপ ক্রয় করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকাল চেষ্টা কোন কালে সফল হয় না। চিঃ সঃ

দত্ত মহাশয় উক্ত গ্রন্থে "নিদান" হইতে নিম্ন লিখিত বিসূচিকার লক্ষণটী উদ্ধৃত করিতেও ত্রুটী করেন নাই। যথা—

মূর্চ্ছাতিসারো বমথু পিপাসা
শূলোভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভ দাহাঃ।
বৈবর্ণকম্পো হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ।

ভাল দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি যে গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই নিদান নামক গ্রন্থ কত প্রাচীন কালের তাহা কি একবার অনুধাবন করিয়াছেন? বস্তুতঃ নিদান গ্রন্থ খানিও মূল নহে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন কয়েক খণ্ড মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ মাত্র, গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন যে "ইদানীং চিকিৎসকদের উপকারার্থে নানা মুনির বচন হইতে সংক্ষেপে এই রোগবিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হইল, ইহাতে নিদান, লক্ষণ, উপদ্রব ও অরিষ্টের (মৃত্যু চিহ্নের) বিষয় বর্ণিত আছে"। যথা—

নানা মুনিনাং বচনৈরিদানীং
সমাসতঃ সদ্ভিষজাং নিয়োগাৎ।
সোপদ্রবারিষ্ট নিদান লিঙ্গ
নিবধ্যতে রোগ বিনিশ্চয়োয়ং॥

চরক শুশ্রুত বাভট প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনপুর্ব্বক নিদান সংগৃহীত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থ কত পুরাতন কালের তাহাও অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। কথিত আছে বাভট নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সভাসদ ছিলেন, ইহাঁর কৃত "অষ্টাঙ্গহৃদয় সংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও কলেরার বিষয় বর্ণিত আছে। এখন দেখা যাউক মহারাজা যুধিষ্ঠির কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কলিযুগের পূর্ব্বে যে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে কাহারও [illegible] নাই। কলিযুগের ৪৯২৫ বৎসর অতীত হইয়াছে পাণ্ডব ও বাভটাদি সভাসদগণ কলির প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দিতে যে বিসূচিকা প্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়ও ভ্রান্তিমূলক।

বিসূচিকা কেন, প্রায় অধিকাংশ রোগেরই প্রথম প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কে বলিতে পারে, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগ কোন সময়ে প্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? পাঠক, তুমি চিন্তা করিতেছ যে অন্য রোগের কথা যাহাই হউক ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম প্রাদুর্ভাব-কাল নির্ণয় করিতে পারা যায় কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভ্রম। ডেঙ্গু জ্বরেরও প্রথম উদ্ভব কাল কেহই নির্ণয় করিতে সক্ষম নহেন। কে বলিতে পারে যে পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মকালাবধি ইতপুর্ব্বে কস্মিনকালে ডেঙ্গু জ্বর দেখা যায় নাই। ডাক্তার গণ ডেঙ্গুকে রেড্‌ফিবর বলেন। ডেঙ্গুর ন্যায় আর একপ্রকার জ্বর আছে যাহাতে শরীর কৃষ্টবর্ণ হইয়া যায় তাহাকে ব্ল্যাকফিবর বলিয়া থাকেন। সহস্রাধিক বৎসর পুর্ব্বে ভারতীয় বৈদ্য চিকিৎসকগণ এই রেড্‌ফিবর ও ব্ল্যাকফিবরের বিষয় যে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র রোগোক্ত "জাল গর্দ্দভ" রোগের লক্ষণটি পাঠ করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

পিত্তোৎকটা স্ত্রয়োদোষা জনয়ন্তি ত্বগাশ্রিতাঃ।
শ্যাবং রক্তং তনুংশোথামপাকং বহু বেদনং।।
বিসর্পিণং সদাহঞ্চ তৃষ্ণাজ্বর সমন্বিতং।
বিসর্প-মাহু স্তংব্যাধিমপরে জালগর্দ্দভ।।

বিগত ডেঙ্গুজ্বর প্রকোপ কালে কলিকাতাস্থ জনৈক বৈদ্য নীলবৃক্ষ ও পটোল মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত পুর্ব্বক ডেঙ্গু জ্বরের বেদনা নিবারণার্থে প্রলেপ ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এটী ডেঙ্গুজ্বরের অদ্বিতীয় বেদনা নাশক ঔষধ বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রাগুক্ত বৈদ্য মহাশয় উল্লিখিত ঔষধটী আবিষ্কৃত বলিয়া তৎকালে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এই ঔষধটী ও বহুকালের আবিষ্কৃত। বৈদ্যগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

নীলী পটোল মূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।
জাল গর্দ্দভরোগেতু সদ্য হন্তিচ বেদনাম্॥

যদি বৈদ্য গ্রন্থে ডেঙ্গু জ্বরের বিষয় কিছু মাত্র বর্ণিত না থাকিত তাহা হইলেও এরূপ কদাচিৎ বলা যাইতে পারিত না যে ইতপূর্ব্বে কস্মিনকালে এ রোগ প্রাদুর্ভূত হয় নাই। অতএব বিসূচিকা কোন্ সময়ে কোন্ দেশে প্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সম্পূর্ণ দুরূহ সুতরাং তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া ইহার হেতু, প্রকৃতি ও নিবারণের বিষয় সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিসূচিকার প্রথম প্রাদুর্ভাব-কাল নির্ণয় ... ইরূপ দুঃসাধ্য ইহার হেতু নির্ণয় করা ও সে...রূপ কঠিন। আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারেন নাই। যদিও ইদানিন্ কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এক প্রকার জীব...কে ইহার নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন বটে, কিন্তু ...নেকেই এই মতের বিরোধি। তাঁহারা ম্যা...রিয়া নামক বিষাক্ত বাষ্পকেই কলেরার নিদান বলিয়া থাকেন। অপিচ ইঁহারা স্ব মতের পোষক...য় আরও বলিয়া থাকেন যে জীবাণু পৃথিবীর স...ংশেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জলে স্থলে, বায়ু...ধ্য ও জীব-শরীরে সর্ব্ব...ত্রই ইহাদের অধিষ্ঠান। ...ান প্রকার দ্রব্য পচিলে ...াকৃতিক নিয়মে তন্মধ্যে ...টের উৎপত্তি হয় সুতরাং ম্যালেরিয়া নামক ক... বাষ্পে কীটাণু জন্মিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। কদর্য্য জলেতে ...চরাচর যে সকল ...টাণু দৃষ্ট হয় ঐ সকল কীটাণুকে ...কৌশলে জল হ... অপসারিত করিতে পারিলে ও জলের অ...তা বিনষ্ট হইবে না। বরং ঐরূপ কদর্য্যাবস্থা...থাকিলে কিছুকাল পরে পুনরায় তাহাতে কীটাণু জ...। সুতরাং কদর্য্য পদার্থকে পীড়ার কারণ না বলি... জাত জীবাণুকে রোগের হেতু বলিয়া নির্দ্দে... যদাপি সঙ্গত নহে।

* (Mal us, bad, and aer, air) এক প্রকার ...র্থাৎ মন্দ বাষ্প। অনেকে জিজ্ঞাসা ক...রি ম্যালেরিয়া বিষাক্ত বাষ্প হইল তবে ...অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবে? এ কথার ...। অতি সহজ, বিষমধ্যেও সময়ে সম... প্রকার কীট দৃষ্ট হয়, প্রাচীন বৈদ্য চিকি...হাকে বিষক্রিমি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া...ৎ কাঠবিষ এক স্থানে অযত্নপূর্ব্বক ফেলি...থ কিছু দিন পরে তন্মধ্যে কতকগুলি ক্রিমি দেখিতে পাইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিষ জীবের প্রাণ সংহারক সেই বিষে ঐ ক্রিমিগুলির দেহের পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। অতএব বিষাক্ত বাষ্পে জীবাণুর অবিষ্ঠান কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যদ্যপি প্রথমোক্ত পণ্ডিত গণের মতানুসারে এরূপ বলা যায় যে "ম্যালেরিয়া জীবাণুর নিদান হইলেও কলেরার নিকট কারণ ঐ সকল জীবাণু; সুতরাং ম্যালেরিয়াকে কলেরার নিদান না বলিয়া জীবাণুকে বলাই সঙ্গত" তাহা হইলে ইহার ইহা অপেক্ষা আর একটী মুখ্য হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে সেটীর নাম অজীর্ণ। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার M.D মহাশয়ের মতেও অজীর্ণই কলেরার প্রধান কারন, এবং সচরাচর প্রত্যক্ষও করা যায় যে অজীর্ণ ব্যতীত প্রায়ই কলেরা জন্মে না, সুতরাং জীবাণু, ম্যালে-রিয়া প্রভৃতি অজীর্ণ রোগের হেতু হইলে ও অজীর্ণকেই বিসূচিকার হেতু বলাই বিধেয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে "যে সময় ওলাউঠা কোন নগরে বা গ্রামে অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রবল হয় তখন একজন লঘুপাক দ্রব্য ভোজনশীলও রোগে আক্রান্ত হয়, আবার যথেচ্ছভোজনকারীকেও সচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিতে দেখা যায়"। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। ফলতঃ কেবল যে আহারের দোষেই অজীর্ণ হইয়া থাকে এরূপ নহে, অজীর্ণের ...বিধ কারণ আছে, অনুসন্ধান করিলেই ...তীতি হইবে যে, ঐ লঘু দ্রব্য ভোজনকারী এরূপ কোন অবৈধ কার্য্য করিয়াছে যদ্বারা উহার অজীর্ণ ঘটিয়াছে, আবার যাহার অগ্নি প্রবল,